ছায়াদর্শন।

THE PHILOSOPHY OF APPARITIONS.

রায় বাহাদুর

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর, সি আই ই

প্রণীত।

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

ঢাকা, ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগোপীমোহন দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩১৬ সন।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

TO

Andrew Glendinning Esquire,

THE REVERED SPIRITUALIST

OF

DALSTON, LONDON,

My Friend and Brother in Faith and in Love,
the best guide and help
in my researches

INTO

THE SACRED TRUTHS

OF

Psychic Science,

THESE PAGES

ARE

DEDICATED

WITH SENTIMENTS OF PROFOUND GRATITUDE

AND

AFFECTIONATE RESPECT.

নিবেদন।

আমি আমার জীবনের কএকটি বৎসর বৈষ্ণব-সাহিত্যের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বহুবিধ গ্রন্থ অধ্যয়নে বড় বেসী নিবিষ্ট ছিলাম। সে আজি বিশ বৎসরের কথা। তখন আমার মনে প্রায় সকল সময়েই এই প্রশ্ন উদিত হইত, মানুষ মরিয়া কোথায় যায়? দেহত্যাগের পর তাহার আর কিছু থাকে কি? এ বিষয়ে আমারই লিখিত 'নিভৃতচিন্তা' নামক পুস্তকে 'ঐহিক অমরতা' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রশ্নটি মাত্র উত্থাপন করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার কোন উত্তর দিতে সাহস পাই নাই। সেই প্রবন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলাম,—"পৃথিবীর এক দৃশ্য সূতিকাগৃহ, আর এক দৃশ্য শ্মশান।" কিন্তু শ্মশান কিংবা সমাধিমন্দিরের পর-পারে মানব-জীবনের আর কোনরূপ অবস্থান্তর ঘটে কি না, তখন সে কথা প্রগাঢ়চিত্তে চিন্তা করিবারও সুযোগ পাই নাই। কারণ, আমার হৃদয় ও মন তখন অগাস্ট কোম্‌টের প্রত্যক্ষবাদের বিবিধ কথায় আভট-পূর্ণ। কোম্‌টের মতে ঐহিক অমরতাই অমরতা; তাহা ছাড়া, মনুষ্যের আর কোনরূপ অমরতা অথবা অবিনশ্বর জীবন-প্রাপ্তি শুধুই কল্পনার কথা।

কিন্তু বৈষ্ণব-সাহিত্যে উল্লিখিত প্রশ্নের অন্যরূপ মীমাংসা। যথা, ঠাকুর বৃন্দাবনদাস প্রণীত শ্রীচৈতন্যভাগবত নামক সুপরিচিত গ্রন্থে, শ্রীগৌরাঙ্গ ও শচীর কথোপকথনে,—

"গর্ব্ভবাসে যত দুঃখ জন্ম বা মরণে।
কৃষ্ণের সেবক মাতা কিছুই না জানে।
জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ,
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ।
চিত্ত দিয়া শোন মাতা জীবের যে গতি,
না ভজিলে কৃষ্ণ পায় যতেক দুর্গতি।
মরিয়া মরিয়া পুনঃ পায় গর্ব্ভবাস,
সর্ব্ব অঙ্গে হয় পূর্ব্ব পাপের প্রকাশ।
কটু, অম্ল, লবণ জননী যত খায়,
অঙ্গে গিয়া লাগে তার মহামোহ পায়।
মাংসময় অঙ্গ কৃমিকুলে বেড়ি খায়,
ঘুচাইতে নাহি শক্তি মরয়ে জ্বালায়।
নড়িতে না পারে তপ্ত পঞ্জরের মাঝে,
তবে প্রাণ রহে তার ভবিতব্য কাজে।
কোন অতি পাতকীর জন্ম নাহি হয়,
গর্ব্ভে গর্ব্ভে হয় পুনঃ উৎপত্তি প্রলয়।"

আমি যখন উপরিধৃত পংক্তিগুলি পাঠ করিলাম, তখন আমার বুদ্ধি ও চিত্তবৃত্তি কিরূপ ভয়ঙ্কর ভাবে বিলোড়িত হইল —মনে কেমন একটা অভাবনীয় আতঙ্ক জন্মিল, তাহা আমি

ভাষায় বর্ণনা করিয়া মনুষ্যকে বুঝাইতে পারি, আমার এমন শক্তি নাই। আমি তখন কিয়দংশে কোম্‌টের শিষ্যভাবাপন্ন হইয়া থাকিলেও, ঈশ্বরের কৃপায়, ঈশ্বর-ভ্রষ্ট হই নাই। ঈশ্বরে আমার চিরকালই অচলা ভক্তি ও অটল বিশ্বাস। আমি তখন যুক্তকরে জগদীশ্বরকে ডাকিতাম, আর বলিতাম,—"প্রভো, আমাকে রক্ষা কর,—আমার হৃদয়ে সামান্য একটুকু আলোক দান ও শান্তি দান কর।" বৃন্দাবন দাসের কথাগুলি ভক্তির অবতার, প্রেম-করুণার ভাব-বিভোর শ্রীগৌরাঙ্গের উক্তি, এমন আমার মনে লইত না। কেন না, বৃন্দাবনদাস গৌরাঙ্গের বহুপরবর্ত্তী শিষ্য—পরবর্ত্তী ভক্ত। তিনি কখনও গৌরাঙ্গের শ্রীমুখ-নিঃসৃত কোন কথা স্বয়ং কর্ণে শোনেন নাই। আমি আর উপায় না পাইয়া, ইংলণ্ড ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে যাঁহারা আমার সুহৃদ্—যাঁহারা আমার প্রতি একটুকু প্রীতিমান্ ছিলেন, আমি তাঁহাদিগের কাছে এবং কতিপয় অপরিচিত বিখ্যাতনামা পণ্ডিতের কাছে মনোগত ভাব জানাইয়া পত্র লিখিলাম। প্রত্যুত্তরে আমার নিকট রাশি রাশি গ্রন্থ আসিতে লাগিল। সেই গ্রন্থরাশির মধ্যে (William Rounseville Alger) অ্যাল্‌জার নামক সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ সুপণ্ডিতের (The Destiny of the Soul) 'মনুষ্যাত্মার চরম-গতি' শীর্ষক প্রায় সহস্রপৃষ্ঠাত্মক সুবৃহৎ গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেক শিখিলাম,—আত্মায় একটুকু আলোকও পাইলাম। কিন্তু প্রাণে পরিপূর্ণ তৃপ্তিলাভে সমর্থ হইলাম না।

ইহার পর, আমি ইংলণ্ড, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার বিশ্রুতনামা Spiritualists অর্থাৎ অধ্যাত্মবাদিদিগের নিকট তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া, পত্র লিখিলাম। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই প্রীতিপূর্ণহৃদয়ে আমাকে প্রত্যুত্তর দিলেন, এবং কেহ কেহ আমার নিকট গ্রন্থপত্রের দীর্ঘ তালিকা পাঠাইয়া তন্নিচয় পাঠ করিবার জন্য আমাকে লিখিলেন। আমি তখন যার-পর-নাই আকুলহৃদয়ে অধ্যাত্মতত্ত্বের গ্রন্থপত্র সংকলনে প্রবৃত্ত হইলাম, এবং প্রত্যেক গ্রন্থ, বিশেষ মনোযোগের সহিত, পাঠ করিয়া চমৎকৃত ও মোহিত হইলাম। যাহা স্বপ্নেও কখনও ভাবি নাই, সেই সকল অভাবনীয় সত্য ও বৃত্তান্তের সন্নিহিত হইয়া, পুনরায় যুক্তকরে, অশ্রুপাত সহকারে, জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম। তখন বুঝিলাম যে, জগদীশ্বর সত্য সত্যই অপার-করুণাসাগর, এবং তিনি সত্য সত্যই এক-আধারে জীবাত্মার পিতা ও মাতা। ইহাও অভ্রান্ত সত্যরূপে বুঝিলাম যে, মনুষ্যের আত্মা অনশ্বর, অনন্তকাল-স্থায়ী, এবং ঈশ্বরের কৃপায়, অনন্ত প্রেম, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত উন্নতির অধিকারী। আমার পুরাতন কোম্‌টিষ্টিক্ প্রত্যক্ষবাদ ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ-সিদ্ধ অধ্যাত্মবাদ এক ভূমিতে মিলিত হইল। লোকান্তরিত আত্মা, দেব-মূর্ত্তিতে মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হইয়া, পরমার্থতত্ত্ব ও পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে উপদেশ দিয়াছেন, এ কথায় আমার যখন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, তখন আমার মনের

অন্ধকার চিরদিনের তরে আলোকে ডুবিল। এ বিষয়ে তখন আমার আর কোন সন্দেহ নাই। আমার হৃদয় প্রশান্ত, প্রফুল্ল, নিঃসংশয় ও নির্ভয়। অধ্যাত্মবাদীরা যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন, তদনুসারে পরীক্ষা করিলাম ;- পরীক্ষায়ও ঈশ্বরের করুণায় সিদ্ধকাম হইলাম ;— যে সকল সুহৃৎ স্বজন স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও উপদেশ প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত প্রাপ্ত হইয়া, হৃদয়ে অচিন্তনীয় আনন্দ অনুভব করিলাম।

প্রশ্নের কথা পূর্ব্বে কহিয়াছি,—“মানুষ মরিয়া কোথায় যায় ?” আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ—‘ছায়াদর্শন’ সেই প্রশ্নেরই প্রত্যুত্তর স্বরূপ। যদি বঙ্গদেশের একটি শোক-সন্তপ্ত ব্যক্তিও এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া চিত্তে সান্ত্বনা লাভ করেন,—একটি অবিশ্বাসীও বিশ্বাসের আলোক লাভে আনন্দে উৎফুল্ল হন, তাহা হইলে আমার পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

অধ্যাত্মতত্ত্বের আমূল অনুসন্ধানে যাঁহারা আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, তন্মধ্যে আমেরিকার অসাধারণ পণ্ডিত ব্যারেট (Barret), অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত মেলবর্ণ্ নামক নগরে প্রকাশিত ‘আলোকের অগ্রদূত’ (Herbinger of Light) নামক মাসিকপত্রের তদানীন্তন সম্পাদক, বিচক্ষণ তত্ত্ববিচারক উইলিয়ম টেরি (William Terry) এবং ইংলণ্ডের এণ্ড্রু গ্লেণ্ডিনিং (Andrew Glendinning), এই তিন মহাশয় পুরুষের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। মিঃ গ্লেণ্ডিনিং

একটি ঋষি-তাপস-তুল্য ব্যক্তি। তাঁহার বয়স এইক্ষণ চৌরাশি; তাঁহার জন্মস্থান স্কট্‌লণ্ড্‌। গ্লাস্‌গো নগরে তাঁহার বিস্তর ভূসম্পত্তি আছে। কিন্তু, তিনি লণ্ডনের উত্তর-পশ্চিম ভাগে, ড্যালষ্টন্‌ নামক উপকণ্ঠে বাস করিয়া বিষয় বাণিজ্য করেন। তিনি লোকান্তরবাসী আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অনেকের ছায়ামূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন, এবং অদ্যাপিও 'তাঁহার গৃহে, প্রতি মাসে দুই তিন দিন, মিডিয়মের সাহায্যে—প্রখর আলোকে —Seance অর্থাৎ তত্ত্বাধিবেশন করিয়া, তাঁহার স্বর্গগত পত্নী ও পুত্রকন্যার ছায়ামূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকেন, এবং তাহাদিগের হস্তস্পর্শ ও ললাট-চুম্বন-লাভে, এবং তাহাদিগের সহিত কথোপকথনে অন্তরে অমৃত-শীতল সুখ-শান্তি প্রাপ্ত হন। (Review of Review) রিভিউ অব্‌ রিভিউ নামক বিখ্যাত পত্রের সম্পাদক (Stead) ষ্টেড্‌ সাহেব প্রভৃতি বহু—বহু—বহু সুশিক্ষিত ও সম্মানাস্পদ ভদ্র-লোক গ্রেণ্ডিনিঙের গৃহে যাইয়া তদীয় সহধর্ম্মিণী প্রভৃতির (Materialised form) অর্থাৎ চর্ম্মচক্ষুদৃশ্য ক্ষণ-পরিগৃহীত জড়মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। (Life Beyond the Veil) অর্থাৎ 'আবরণের পর-পার-বর্ত্তি জীবন' নামক গ্রেণ্ডিনিং প্রণীত অধ্যাত্মতত্ত্বের কথাযুক্ত উপাদেয় গ্রন্থখানি এখন দুষ্প্রাপ্য। আমি, লণ্ডনের কোন পুস্তকালয়ে এই গ্রন্থখানি না পাইয়া, গ্রেণ্ডিনিঙের নিকট পত্র লিখিয়াছিলাম। প্রত্যুত্তরে তিনি পুস্তকখানি পাঠাইয়া দেন, এবং আমাকে ভ্রাতৃসম্ভাষণ করিয়া

পত্র লিখেন। আমি সেই হইতে অদ্য পর্য্যন্ত, প্রায় পনর বৎসর কাল, পারলৌকিক জীবনের বিবিধ কথা সম্পর্কে, প্রায় প্রতি সপ্তাহে, তাঁহার নিকট হইতে প্রীতিস্নেহপরিপূর্ণ পত্র পাইয়া আসিতেছি, এবং গ্লেণ্ডিনিঙের অনুগ্রহে বহুসংখ্যক লোকান্তরিত আত্মার ফটোগ্রাফ্ পাইয়া যার-পর-নাই উপকৃত হইয়াছি। বস্তুতঃ, মনুষ্য সুপণ্ডিত ও সাধুহৃদয় জ্যেষ্ঠ সহোদরের নিকট যেরূপ স্নেহ ও সাহায্যলাভের প্রত্যাশা করিতে পারে, আমি পূর্ব্বাপর এই সাধুহৃদয় বৃদ্ধের নিকট হইতে তাহা পাইয়াছি, এবং তাঁহার শত নিষেধ সত্বেও, আমার এ গ্রন্থখানি তদীয় পুণ্যময় নামে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত উৎসর্গ করিয়াছি। গ্লেণ্ডিনিং আরও কিছুদিন পৃথিবীতে থাকিয়া আমার মত কাতর-হৃদয় তত্ত্বপিপাসুর উপকার করিতে সমর্থ রহুন, ইহা আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকি। এই প্রবন্ধটি পরিসমাপ্তি করিবার সময়ে, অদ্য ৩১ শে জানুয়ারী এই মাত্র গ্লেণ্ডিনিঙের ১৩ই জানুয়ারীর লিখিত একখানি পত্র প্রাপ্ত হইলাম। পত্রে লিখিত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান জানুয়ারীর ১৩ই তারিখ, তাঁহার শান্তিনিকেতনরূপ সুরম্য নিবাসে একটি তত্ত্বাধিবেশন (Seance) হইয়াছিল। অনেক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা সকলেই দেখিলেন গ্লেণ্ডিনিঙের স্বর্গগত সহধর্ম্মিণী, সেখানে জড়পরমাণুতে আবৃত স্পর্শযোগ্য প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইয়া, একটা পার্শ্বস্থ টেবিলের পুষ্পাধান হইতে কএকটি পুষ্প

হস্ত প্রসারণ করিয়া তুলিয়া লইলেন, এবং তাহা হইতে পাঁচটি পুষ্পদ্বারা গ্লেণ্ডিনিংকে অলঙ্কৃত করিয়া, অন্যান্য ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদিগকে একটি কিংবা দুইটি করিয়া পুষ্প উপহার দিলেন। পত্রে ইহা হইতেও আশ্চর্য্য ঘটনার উল্লেখ আছে। কারণ, গ্লেণ্ডিনিঙের সহধর্ম্মিণী ভিন্ন অন্য যে সকল আত্মিক সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা অধিবিষ্ট ব্যক্তি-দিগের দৃষ্টি ও শ্রুতির গোচরে সম্মুখস্থ অর্‌গেন লইয়া সুর বাজাইলেন, এবং অধিবিষ্টেরা সেই সুরে স্বর মিশাইয়া গীত গাইলেন। আমি পাঠকের পরিতৃপ্তির জন্য পত্রের একাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। * আমার নিকট গ্লেণ্ডিনিঙের

13th January, 1910.

My Dear Friend and Brother,

Seance to-night a very happy one. My wife decorated me with five white flowers, which she took from a vase on a side table. Each of the other sitters had one or more flowers put in their button-holes—in the case of gentlemen—and fixed on the head or in the breast in case of ladies. My wife and daughter Tina kissed me many times.

Two spirit brothers of the medium (Harry and Tom) played sacred and secular Tunes on the organ. Some of the sitters sang the songs and hymns while the tunes were played on the organ by the spirit friends.

With love and esteem,
Yours faithfully,
A. Glendinning.

গৃহের এইরূপ শত (Seance) তত্ত্বাধিবেশনের কাহিনী আছে, এবং অনেক কাহিনী ইংলণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন গণ্যমান্য পত্রিকায় বহুলোকের সাক্ষ্যযোগে বিবরিত হইয়াছে। লণ্ডন, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে অনেক উচ্চসম্ভ্রমশালী ভদ্রলোকের গৃহে এইরূপ সিয়ান্স্ হয়, এবং সিয়ান্সে অনেকেই আপনার লোকান্তরবাসী প্রাণ-প্রিয় জনকে নয়নে প্রত্যক্ষ করিয়া চরিতার্থ হন। আমি শুধু সখ করিয়া এ গ্রন্থ লিখি নাই। কিন্তু, এই গ্রন্থোক্ত তত্ত্বের সহিত আমার জীবনের গতি ওতপ্রোত জড়িত, ইহা বুঝাইবার জন্যই নিবেদনে এত কথা লিখিলাম। ভরসা করি, ইহা হৃদয়িক পাঠকের বিরক্তিকর হইবে না।

আমার দৃষ্টি ও শ্রুতি উভয়ই এইক্ষণ ক্ষীণ। আমি এই হেতু, আমার শরীরের বর্ত্তমান অবস্থায়, এই গ্রন্থের প্রণয়ন, মুদ্রণ ও প্রুফ্ শোধনে যাঁহাদিগের বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি, কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদিগের নাম উল্লেখ করিতেছি। তাঁহাদিগের মধ্যে আমার জ্যেষ্ঠজামাতা, "সীতানির্ব্বাসন" ও পদ্যানুবাদ 'কুমার সম্ভব' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা, সুনিপুণ লেখক শ্রীমান্ উমেশচন্দ্র বসুর নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। শ্রীমান্ উমেশ বান্ধবের সহকারী সম্পাদকরূপে সাহিত্যের অনুশীলনে চিরদিনই আমার অশেষ সহায়তা করিয়াছেন, এবং এই গ্রন্থ সম্পর্কেও সম্পাদন-সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যের ভারই তিনি আপনা হইতে গছিয়া লইয়াছেন। আমি আশীর্ব্বাদ করি তিনি সুস্থ

শরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া বাঙ্গালাসাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে ব্রতী রহুন। (২) ঢাকা জজ্‌কোর্টের উকীল শ্রীমান্ বাবু হরকুমার বসু, নিজ কার্য্যের ক্ষতি করিয়াও, ছায়াদর্শনের অনেক প্রুফ যত্নসহকারে দেখিয়া দিয়াছেন। (৩) ঢাকার নব্য সাহিত্যিক শ্রীমান্ অবনীকান্ত সেনগুপ্ত এই পুস্তকের অনেক অংশ মনোযোগের সহিত পাঠ ও পর্য্যালোচনা করিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালার কোন গ্রন্থ অবনীকান্তের নামে অলঙ্কৃত হয় নাই। কিন্তু আমি তাঁহার প্রবন্ধাদি পড়িয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে আমার ভরসা আছে, তিনি কালে বঙ্গের সাহিত্যসমাজে পরিচিত হইবেন। (৪) 'মণি ও মুক্তা' লেখক সুকুমার-কবি শ্রীমান্ ভুবনমোহন দাসগুপ্ত ছায়াদর্শনের বহুপ্রবন্ধ আমার (Dictation) শাব্দিক উপদেশ অনুসারে লিখিয়াছেন। আমি এই নিবেদন লেখার সময় তাঁহাকেও স্নেহকৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ না করিয়া পারি না। (৫) বাঙ্গালাভাষায় সুপ্রবিষ্ট, সহৃদয়-সাহিত্যানুরাগী শ্রীমান্ বাবু কুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়। কুঞ্জবিহারীর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং যত্ন ও অনুরাগেই এই গ্রন্থ এইক্ষণ প্রকাশিত হইল। নতুবা ইহা, আমার আরও বহু লিখিত বস্তুর ন্যায়, বান্ধবের উদর-গহ্বরে নিহিত রহিত।

আমি এখানে ঢাকার পরিচিতনামা গ্রন্থপ্রকাশক শ্রীমান্ বাবু গোপীমোহন দত্তকেও স্নেহ ও কৃতজ্ঞতার আশীর্ব্বাদ দান না করিয়া নিবৃত্ত হইতে পারিতেছি না। গোপীমোহন অকৃত্রিম

উৎসাহের সহিত গ্রন্থ প্রকাশের ভার লইয়া প্রকৃতই আমার বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

গ্রন্থের স্থানে স্থানে মুদ্রণের ভুল থাকিতে পারে; কিন্তু আমি নিজে দেখিয়া, নিজে প্রুফ্ শোধন করিয়া, গ্রন্থ প্রকাশ করিব, আমার সে দিন আর নাই।

এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায় দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশের নাম উপক্রম, দ্বিতীয় অংশের নাম আত্মিক-কাহিনী। উপক্রমগুলি অধ্যাত্মতত্ত্বের নানাবিধ কথা লইয়া লিখিত। কাহিনীগুলি ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। কিন্তু ইহার কোন একটি কাহিনী গ্রন্থবিশেষের লেখার অনুবাদ নহে। যে সকল প্রামাণিক কথা দুই কিংবা ততোধিক বিশিষ্ট গ্রন্থে লিখিত রহিয়াছে, তাহাই পুনঃ পুনঃ পড়িয়া এবং আলোচনা করিয়া নিজের ভাষায় লিখিয়াছি। ভাষা যাহাতে সরল, সুখ-পাঠ্য এবং প্রাপ্তবয়স্ক বালকবালিকারও সহজবোধ্য হয়, তদর্থ যত্নপর হইয়াছি। কিন্তু, বিষয় গুরুতর; অতএব সকল স্থানেই যে কৃতকার্য্য হইয়াছি, এমন আশা করি না। এখানে আমার বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, এক অধ্যায়ের কোন কোন কথা অন্য অধ্যায়ে পুনরুল্লিখিত দৃষ্ট হইতে পারে। ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, প্রত্যেক অধ্যায়ই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ; সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তি কোন কোন কথা, তাৎপর্য্যবিবৃতির অনুরোধে, পরবর্ত্তি অধ্যায়ে পুনরুল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছি। কথা প্রায়শঃই অশ্রুতপূর্ব্ব, অতএব উহার পুনরুল্লেখ অপরিহার্য্য এবং ক্ষমার্হ।

উপসংহারে জগদীশ্বরের শ্রীপাদ-পদ্মে প্রার্থনা করি, ছায়া-দর্শনের প্রকৃত তত্ত্ব বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রচার লাভ করুক, এবং যাঁহারা এ তত্ত্বে বিদ্বেষী,—ইহার নাম শুনিলেও যাঁহারা শিহরিয়া উঠেন, তাঁহাদিগেরও সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্তি হউক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যাঁহারা প্রকৃত সত্য ও তত্ত্বের জন্য লালায়িত, ইহা নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্থান পাইবে।

বান্ধবকুটীর—ঢাকা।
১৮ই মাঘ, ১৩১৬।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ

অধ্যাত্মতত্ত্বের আধুনিক ইতিবৃত্ত।

—o—
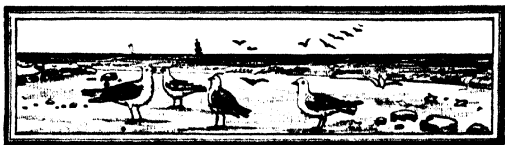
সুন্দরী, সম্মুখস্থ দর্পণে, আপনার প্রীতিপ্রফুল্ল পবিত্রমূর্ত্তি-খানি দেখিয়া, প্রাণে কতই আনন্দ অনুভব করে; এবং মুখে ন কহিলেও, মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসিয়া, মনে মনে ভাবিতে থাকে,—মূর্ত্তিখানি কি সুন্দর! কিন্তু দর্পণে যে মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইতেছে, মাথার চিক্কণ চিকুর-রাশি অবধি পায়ের নখগুলি পর্য্যন্ত, সর্ব্বাবয়বে, ঠিক ঐরূপ আর এক খানি সূক্ষ্মতর-পদার্থ-রচিত সুন্দর-মূর্ত্তি যে তাহার জড়দেহের অভ্যন্তরে বিরাজমান রহিয়াছে, তাহা সে জানে না;—তাহা সে জানিবার অথবা বুঝিবার অবকাশও যেন পায় না। সুন্দরীর ক্রোড়স্থ শিশুটিও, দর্পণে, মায়ের মুখখানির ধারে, আপনার অনতিবিকসিত আনন্দময় মূর্ত্তিখানি দেখিয়া, আনন্দে ও ঔৎসুক্যে, আর কতকটা বিস্ময়ে, ক্ষণকালের তরে, কেমন একটুকু চকিতবৎ রহে, এবং বারংবারই মায়ের পানে জিজ্ঞাসুনয়নে দৃষ্টিপাত

করিতে থাকে। কিন্তু তাহার ঐ অল্পায়ত দেহের মধ্যেও যে আর এক খানি অল্পায়ত সূক্ষ্মদেহ সর্ব্বাংশে বিস্তারিত রহিয়া, বাহিরের দেহের সঙ্গে সঙ্গে, ধীরে ধীরে বাড়িতেছে—ধীরে ধীরে বিকসিত হইতেছে, তাহা শতবার বুঝাইলেও সে বুঝিতে পারে না। সুন্দরী যেমন তাহার ঐ নয়ন-মনোহর তনুখানিরেই "আমি" ও "আমার" বলিয়া জানে, শিশুও তাহার ঐ কচি-কোমল কুসুম-কমনীয় তনুখানিরেই "আমি" ও "আমার" বলিয়া ভাবিয়া থাকে। তাহার জ্ঞান যেমন ধীরে ধীরে ফুটিতে রহে, সেও সেইরূপ 'এই আমার হাত', 'এই আমার পা', 'এই আমার নাক', 'এই আমার কান'— 'এই আমার চক্ষু দুটি', মৃদুহসিত মুখখানি দুলাইয়া দুলাইয়া, এরূপ বলিয়া আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নির্দ্দেশদ্বারা যুবতী মাতার আনন্দ জন্মায়।

কিন্তু, সুন্দরী ও শিশুর অপরাধ কি? সংসারের শত-সহস্রকোটি মনুষ্যই সমস্ত জীবন জড়বস্তু ও জড়জগৎকেই একমাত্র সার-বস্তু ও সার-জগৎ বলিয়া চিন্তা ও বিশ্বাস করে, এবং সেই চিন্তা ও সেই বিশ্বাসের উপর নির্ব্যূঢ় নির্ভর করিয়া, জীবনের সমস্ত কার্য্যে ব্যাপৃত রহে। ঐ যে ঊর্দ্ধে চন্দ্রতারাময়ী নভঃস্থলী দেখিতেছি, উহার পশ্চাদ্ভাগে আর কিছু আছে কি? সাংসারিকের বিশ্বাস উহার পশ্চাতে আর কিছুই নাই!—আছে কেবল শূন্য—শূন্যের পর শূন্য—মহাশূন্য —অনন্ত-বিস্তারিত অনন্ত শূন্য। পূর্ব্বে যেমন কহিয়াছি,

তাহাদিগের ইহাই ধ্যান—ইহাই জ্ঞান যে, জড়দেহই দেহ—জড়জগৎই জগৎ।

তবে, পৃথিবীর ইহা পরম সৌভাগ্য যে, ভারতীয় আর্য্য-ঋষিগণ, সমাজ-প্রতিষ্ঠার প্রথম সময় হইতেই, প্রকৃত তত্ত্বের সন্নিহিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, মনুষ্যের জড়দেহ দেহের অভ্যন্তরীণ সূক্ষ্মদেহের * বহিরাবরণ ; আর এই চন্দ্রতারাখচিত আকাশ এবং গিরিনদীগ্রাম লইয়া অবনী, অর্থাৎ এই নিখিল-বিশ্বব্যাপি জড়জগৎ সূক্ষ্মতর অধ্যাত্ম-জগতের বাহিরের আচ্ছাদন।

---

* ইহারই ইংরেজি নাম Spirit-body,—পুরাতন সংস্কৃত নাম সূক্ষ্মশরীর অথবা সূক্ষ্মদেহ। সূক্ষ্ম অর্থে 'ছোট খাট' নহে। বাহিরের স্থূল শরীর দীঘে পাশে ও ভিন্ন ভিন্ন অবয়বের বিস্তারে যেমন, ভিতরের সূক্ষ্ম শরীরও দীঘে পাশে এবং অবয়বের বিস্তারে ঠিক তেমন। দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ উপাদান-পদার্থের স্থূলতা অথবা সূক্ষ্মতা। বায়ু জগদ্ব্যাপী ও অতিবড় ভয়ঙ্কর শক্তিসম্পন্ন হইয়াও, পৃথিবীর জলরাশি হইতে সূক্ষ্মতর, এবং বিদ্যুৎ বায়ু হইতেও অধিকতর সূক্ষ্ম। বিদ্যুন্ময়ী তনু সাধারণতঃ মনুষ্যের চক্ষে প্রতিভাত হয় না। কিন্তু উহার শক্তি অতি ভয়ঙ্কর। বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন যে, লোকান্তরবাসী আত্মার শরীর বিদ্যুৎ অথবা বিদ্যুৎ হইতেও সূক্ষ্মতর এবং অধিকতর সারবৎ ও শক্তিসম্পন্ন পদার্থরচিত। দেহত্যাগের পূর্ব্বে সে শরীর, মনুষ্যের দেহে, মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া অবস্থিত রহে। সে শরীর বাহির হইয়া গেলেই পৃথিবীতে মনুষ্যের মৃত্যু হয়।

উল্লিখিত আর্য্যতাপসদিগের প্রণোদিত অভিধানে, প্রথম শ্লোকের প্রথম শব্দ স্বর্গ, * দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথম শব্দ স্বর্গাধিবাসী অমর অথবা দেবতা,—যাহার এক নাম সুমনস্ ; † আর জগজ্জীবন জগদীশ্বরের নাম অনন্তব্যাপী পরমাত্মা, জীবের নাম জীবাত্মা, এবং জীব, তাহার পার্থিব জীবনের পরিসমাপ্তি সময়ে, জড়দেহ ত্যাগ করিয়া যে পারলৌকিক জগতে প্রবেশ করে অথবা আশ্রয় পায়, তাহার নাম অধ্যাত্মজগৎ।

প্রাচীন আর্য্য-ঋষিরা যে জাতির পূর্ব্বপুরুষ, সেই জাতিই এইক্ষণ পৃথিবীতে হিন্দুজাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। হিন্দু শব্দের ব্যুৎপত্তি যাহাই হউক না কেন, এখনকার এই অধঃপতিত ও

* যথা অমরকোষে, স্বর্গবর্গে,—স্বরব্যয়ং স্বর্গ-নাক-ত্রিদিব-ত্রিদশালয়াঃ ; সুরলোকো দ্যোদিবৌ দ্বে স্ত্রিয়ৌ ক্লীবে ত্রিপিষ্টপম্।

অমরকোষ অভিধান, ঋষিপ্রণীত না হইলেও, ঋষিতুল্য মহাপুরুষের রচনা, এবং ইহা নিশ্চয়ই ঋষিতাপসদিগের প্রবর্ত্তিত শিক্ষার ফল।

† অমরা নির্জ্জরা দেবা স্ত্রিদশা বিবুধাঃ সুরাঃ ; সুপর্ব্বাণঃ সুমনসস্ত্রিদিবেশা দিবৌকসঃ।

পাঠক দেখিবেন স্বর্গবাসী দেবদেবীদিগের প্রথম নাম অমর,—the immortal অর্থাৎ অনন্তকালও তাঁহাদিগের মৃত্যু নাই। তাঁহাদিগের আর এক নাম সুমনস্ অর্থাৎ তাঁহাদিগের মন পবিত্র, সুন্দর এবং সর্ব্বপ্রকার সুখ-প্রীতিকর সদ্ভাবে পরিপূর্ণ। এই তত্ত্বই অধ্যাত্মবাদের মূলতত্ত্ব। অথচ, কতকাল অবধি ইহা ভারতবর্ষে অমরাকর শব্দে সূত্রবৎ নিবদ্ধ রহিয়াছে !

অভাগা হিন্দুও সেই ঋষিতাপসেরই বংশধর। সুতরাং, পুরুষানুক্রমিক প্রকৃতিনিহিত সংস্কারের অনুশাসনে, হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম, যোগতপস্যা, অদ্যাপি সমস্তই অধ্যাত্মজগৎকে লক্ষ্য করিয়া এবং অধ্যাত্মজগতের চরমলভ্য সুখ-শান্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া। হিন্দুজাতি, এই হেতুই, অধ্যাত্মজ্ঞানে জগতের গুরুস্থানীয়, এবং, বোধ হয়, এই হেতুই, জড়বিজ্ঞানের সমস্ত তত্ত্বে সকলের কাছে শিষ্যভাবাপন্ন।

হিন্দুর পর বৌদ্ধও শুধু অধ্যাত্মতত্ত্বের কথা লইয়া ধর্ম্মসৃষ্টি করিয়াছে, এবং শ্যাম, সিংহল, ব্রহ্ম, জাপান ও চীন প্রভৃতি দেশে সেই তত্ত্ব প্রচার দ্বারা নূতন সাম্প্রদায়িক জাতি গঠনে প্রয়াস পাইয়াছে।

এশিয়ার পশ্চিম প্রান্তে, প্যালাস্তিন রাজ্যে য়িহুদী জাতির মধ্যেও এই তত্ত্ব প্রবেশ করিয়াছিল, এবং য়িহুদী জাতির সমস্ত ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতাই, ইহার উপর নির্ভর করিয়া, পরমার্থ প্রসঙ্গে উপদেশ দিয়াছিলেন। য়িহুদীদিগের শেষ গুরু, সর্ব্বজগৎপূজ্য জ্ঞান-গভীর খ্রীষ্টদেব জীবের আধ্যাত্মিক জীবন এবং পর-লোকের অস্তিত্ব বিষয়ক মহাসত্যে এত বেশী নিমগ্ন ছিলেন যে, তিনি ইহলোক অথবা জড়জগতের সুখ-দুঃখকে একটা বস্তু বলিয়াই মানে করিতেন না। তাঁহার উপদেশ অনুসারে, মনুষ্যের বহিঃস্থ দেহ ক্ষণভঙ্গুর, অকিঞ্চিৎকর, অসার পদার্থ; ঐ দেহের অভ্যন্তরবর্ত্তী আত্মাই অনন্তকালজীবী জীবাত্মা ও সার-পদার্থ। যাহারা দুইটি দিনের দেহভোগ্য সুখের জন্য আত্মার

চিরদিনের শান্তিকে বিনষ্ট করে, খ্রীষ্টের মতে তাহাদিগের মত মূর্খ ও পাপিষ্ঠ আর নাই। অপিচ, তত্ত্বদর্শী খ্রীষ্টের মহাবাক্য অনুসারে, পারলৌকিক অধ্যাত্মজীবনই মনুষ্যের অনন্তকাল-স্থায়ি প্রকৃত জীবন। যাহারা, ঐহিক জীবনের ক্ষণ-স্থায়ি ভোগ-সুখ অথবা স্বার্থসম্মানের লালসায়, চিরস্থায়ি পারলৌকিক জীবনের সুখ-শান্তির পথে, কাঁটা দেয়, তাহা-দিগের মত হতভাগ্যও জগতে আর নাই।

কিন্তু, ইউরোপ এবং আমেরিকার অসংখ্য শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, সমৃদ্ধ ও দরিদ্র, এবং কর্ম্মক্ষম ও অকর্ম্মণ্য লোক, সেই খ্রীষ্টদেবের শিষ্যসেবক এবং উপাসক বলিয়া, সেই-এক-প্রকার ধর্ম্মাভিমানের সহিত আত্মপরিচয়দানে প্রস্তুত হইয়াও, অধ্যাত্মজগতের সহিত পার্থিবজগতের ঘনিষ্ঠ বন্ধন-সম্পর্কিত সমস্ত কথাই বহুকাল প্রকৃতপ্রস্তাবে বিমুখ ছিল। তাহারা মুখে পরকাল ও পরলোকে বিশ্বাস জানাইত,—অন্তরেও সে বিশ্বাস অল্প বা অধিক পরিমাণে পোষণ করিত। কিন্তু যদি কোন রমণী কিংবা পুরুষের জীবনে কোনরূপ আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার সামান্য কোন লক্ষণও প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে, সে শিশু হউক অথবা বৃদ্ধ হউক, তৎক্ষণাৎ তাহাকে ডাকিনী, ডাইন অথবা উইচ্ (Witch) * বলিয়া ধরিয়া, কেমন-এক

* One, who practises the black art or magic; One regarded as possessing supernatural or magical power by compact with an evil spirit, especially, with the devil;—a sorcerer or sorceress;—now applied chiefly or only to women, but formerly used as men as well.
—*Webster.*

বিচিত্র পদ্ধতির বিচার করিয়া, আগুনে পোড়াইয়া প্রাণে মারিত।

ইউরোপ ও আমেরিকার তদানীন্তন অভিধানে ডাকিনী শব্দের অর্থ অনেক। যদি কোন কাঙ্গালিনীর কুটীরে অপূর্ব্ব-সুন্দরী * কন্যা জন্মিত, তাহা হইলে, সে কন্যাও, অনেক স্থলে, নবযৌবনের উন্মেষ-সময়ে, ডাকিনী বলিয়া পরিচিত হইত, এবং তাহারে লইয়াও চারিদিকে একটা ডাকিনীযোগ্য হুলুস্থূলু পড়িত। কখনও কখনও তাদৃশী অভাগিনী, জ্বলন্ত কা[illegible]র বেষ্টনীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত অথবা সংস্থাপিত হইয়া, সশরীরে দগ্ধ হইত †। তাহার অপরাধ কি?—না, সে বড় সুন্দরী। শরীরে অপদেবতার আবির্ভাব না থাকিলে রমণী অমন সুন্দর হয় না, এবং মনুষ্য তাহার প্রতি অমন আকৃষ্ট হইতে পারে না। সৌন্দর্য্য যেমন পরলোকদ্বেষীর কাছে অপরাধ, উচ্চশ্রেণীর মানসিক ক্ষমতাও, অনেকের কাছে, সেইরূপ অপরাধ বলিয়া গণিত হইত, এবং যদি সত্য সত্যই কোন সুন্দরীর দেহে দেবতা কিংবা অপদেবতার আবির্ভাব হইত,—যদি সে দেবতার আবি-

* "A charming or bewitching person."

† পাঠক, বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সার্ ওয়াল্টার স্কট্ প্রণীত আই-ভান্‌হো (Ivanho) নামক গ্রন্থে, রেবেকার বিচার ও দণ্ডব্যবস্থার বর্ণনা পাঠ করিয়া থাকিলে, তাঁহাকে এ বিষয়ে আর বিশেষ কিছু বলিতে হইবে না। ওয়াল্টার স্কটের Demonology নামক গ্রন্থও তাঁহার পাঠ-যোগ্য।

র্ভাবে দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া ভবিষ্যতের ভালমন্দ কথা কহিত, এবং কোনরূপ অলৌকিক শক্তির প্রয়োগ দ্বারা মনুষ্যকে ব্যাধিমুক্ত করিতে সমর্থ হইত,—অথবা অপদেবতার আবির্ভাবে আবিষ্টবৎ রহিয়া প্রতিবেশিদিগের উৎপাত জন্মাইত, তাহা হইলে, সেই দেবাবিষ্টা অথবা ভূতাবিষ্টা উভয়েই সমান শ্রেণীর পাপিষ্ঠা বলিয়া ধৃত ও বিচারিত হইত, এবং বিচারের বান্ধা পদ্ধতিতে, পৃথিবীতেই ক্ষণকাল নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া, আগুনের জ্বলন্ত জিহ্বায় নিজ নিজ রূপ, যৌবন ও নবোদ্গত জীবন আহুতি স্বরূপ অর্পণ করিতে বাধ্য হইত।

এইরূপ আবিষ্টা রমণীকে পর-সুখ-পরায়ণা প্রীতিস্নেহপূর্ণা পুণ্যভূমি ভারতমাতার অতি মূর্খ সন্তানেরাও, দেব-ভক্তির স্বাভাবিক স্ফুরণে, কুসুম-চন্দন-দানে, সম্মান করে, এবং পাঁচ জনে তাহাকে ঘেরিয়া বসিয়া তাহার নানারূপ কথা হইতে দেব-দেবী, ধর্ম্ম ও পরকাল এবং ঐহিক শুভ ও অশুভের নানা কথা সংগ্রহ করিতে যত্ন পাইয়া থাকে। কিন্তু, ইউরোপ ও আমেরিকার সুসভ্য ব্যক্তিরা তাদৃশী বালিকা, যুবতী কিংবা বৃদ্ধারে লইয়া, দুই শতাব্দী পূর্ব্বে, একটা লোক-ভয়ঙ্কর হৈ-চৈ ধ্বনির সৃষ্টি করিত, এবং পরিশেষে, নরহত্যাকারিণী অপেক্ষাও তাহাকে অধিকতর অপরাধিনী জ্ঞান করিয়া, তাহার প্রাণনাশ দ্বারা আপনাদিগের আসুরিক প্রকৃতির পরিচয় দিত।

যদিও কোমল-স্বভাবা অবলাই সাধারণতঃ উইচ্ বলিয়া নিগৃহীত হইত,—কারণ, এখন যেমন অধ্যাত্মবৈজ্ঞানিকেরা

জানিতে পাইয়াছেন যে, অবলাদেহই দৈবী শক্তির আবেশের জন্য অধিকতর যোগ্য,—কিন্তু পুরুষও, মাঝে মাঝে, উইচ্ নামে পরিচিত হইয়া প্রতিবেশিদিগের পাদতলে নিষ্পেষিত অথবা ভস্মরাশিতে পরিণত না হইত, এমন নহে। যথা, পুরাতনী লেখায়,—

"ঐ নগরে একটি পুরুষ ছিল, তাহার নাম সাইমন; সে একটি উইচ্।" †

পুনশ্চ,—

"তোমার প্রভু যে এখানে বাস করেন, তিনি শিল্পনৈপুণ্যে অসামান্য; লোকে বলে তিনিও একটি উইচ্।" §

উইচ্ অথবা ডাইন ও ডাইনীদিগের নিগ্রহ ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও ইউরোপের সর্ব্বত্র পরিচিত ছিল। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে উহা যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল, তাহা স্মরণ করিতেও মানুষের প্রাণ ও মন কাঁপিয়া উঠে, এবং "হা জগদীশ্বর", "হা করুণাময়", ইত্যাকার ধ্বনি আপনা হইতে উচ্চারিত হয়। রোমের পোপই তখন ইউরোপের কর্ত্তা এবং জিহ্বায় খ্রীষ্টীয় জগতের ধর্ম্মগুরু। অষ্টম ইনোশেণ্ট নামক

† "There was a man in that city, whose name was Simon, a witch."—*Wyclif* (Acts VIII. 9).

§ "Thy master that lodges here is a rare man of Art, they say he is a witch."—*Beau & Fl.*

এক নিষ্ঠুরহৃদয় পোপ, ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এক নিদেশ-পত্র প্রচার-দ্বারা চারিদিকে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যেখানে ডাইন কিংবা ডাইনী পাও, তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া দগ্ধ কর। ষষ্ঠ আলেক্জেণ্ডার, পোপের আসনে উপবিষ্ট হইয়া, ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে, পূর্ব্বোক্ত নিদেশ-পত্রের সমর্থনে এক নূতন আজ্ঞা প্রচার করেন, এবং ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে দশম লীয়ো ও ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দে ষষ্ঠ এড্রিয়ান্, মাথায় পোপের মুকুট পরিয়া, পুনরায় পূর্ব্বোক্ত নিদেশ-পত্রের মর্ম্মানুমোদিত কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত অধিকতর দৃঢ়তার সহিত আদেশ-পত্রদ্বারা অভিমত জ্ঞাপন করেন। *

* "In the Sachsenspiegel (which see) of the thirteenth century, the sorcerer and the witch are ordered to be burned ; but it was not until the fifteenth century that the proceedings against witchcraft assumed their most hideous form. In 1484 Innocent VIII issued a bull directing the inquisitors to be vigilant in searching out and punishing those guilty of this crime ; and the form of proceeding in the trial of the offence was regularly laid down in the Mallens Maleficarum (Hammer of witches), which was issued soon after by the Roman see. The bull of Innocent was enforced by the successive bulls of Alexander VI (1494), Leo X (1521), and Adrian VI (1522). Of the extent of the horrors, which followed during two centuries and a half, history gives us her record. We are told that 500 witches were burnde at Geneva in three months, about the year 1515 ;

উল্লিখিতপ্রকার নিদেশপত্র, আদেশপত্র ও ঘোষণাপত্র প্রচারে কি ফল হইল ? সেই ফল বর্ণনা করিতে ইউরোপীয় ইতিহাসও এইক্ষণ লজ্জায় মাথা হেঁট করে। কেন না, সে ফলের কথা ইতিহাসের বক্ষে রক্তাক্ষরে লিখিত হইয়া রহিয়াছে, এবং যত কাল জগতে মনুষ্যের ইতিহাস পঠিত, পাঠিত ও আলোচিত হইবে, তত্ কালই সে দুঃখের কাহিনী, মনুষ্যের চক্ষে অশ্রু আকর্ষণ করিয়া, ধর্ম্মভ্রান্ত দেব-দ্রোহিদিগের কলঙ্কখ্যাপন

---

and that 1000 were executed in one year in the diocese of Como ; in Wurzburg, from 1627 to 1629, 157 persons were burned for witchcraft ; and it has been calculated that not less than 100,000 victims must have suffered in Germany alone from the date of Innocent's bull to the final extinction of the prosecutions. * * * * In England the state of thing was no better ; and even the Reformation, which exploded so many other errors, seems to have had no influence upon this. * * * The Judicial proceedings against witches reached their climax in the time of the Long Parliament, during the sitting of which 3000 persons are said to have been executed, after conviction for the supposed crime, besides whom many suspected witches perished by the hands of the mob. * * * In 1716, a Mrs. Hickes and her daughter, nine years of age, were hanged for selling their souls to the devil and raising a storm by pulling off stockings and making a lather of soap. The number of those put to death in England has been estimated at about 30,000."

করিবে। কিন্তু, উপরিলিখিত অত্যাচারের নিবৃত্তি হইতে না হইতেই, করুণাসাগর অনন্তদেবের অপার-মহিমায়, ঊর্দ্ধধাম-নিবাসী লোকহিতৈষী বৈজ্ঞানিক দেবাত্মারা, পৃথিবীর সহিত পারলৌকিক জগতের কর্ম্মসম্বন্ধ স্থাপনের অভিলাষে—যাহাতে পার্থিব সমাজের নিম্ন শ্রেণীস্থ মূর্খ ও মতিহীন দুঃখীরাও পরলোককে প্রত্যক্ষ সত্যবৎ বুঝিতে পারিয়া জীবনের প্রকৃত বর্ত্মে পাদচারণা করিতে সমর্থ হয়, তজ্জন্য দলবদ্ধ হইয়া কর্ম্মব্রত গ্রহণ করিলেন। দেবতাদিগের এইরূপ দলবদ্ধ ক্রিয়ার কথাটা পাঠকের নিকট আপাততঃ বড়ই অদ্ভুত ও বিশ্বাসের অযোগ্য আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতে পারে। কেন না, কোথায় বা সেই অদৃশ্য পরলোক ও পরলোকের দেব-শক্তিসম্পন্ন অদৃশ্য অথচ নিত্যক্রিয়ান্বিত উন্নত আত্মা, আর কোথায় বা বিদ্যুতের তার ও ধূমযানে আচ্ছাদিত জড়-বিজ্ঞান-বিমূঢ় এই নর-লোক। পর-লোক-নিবাসী, শিল্পনিপুণ, সৎ-জ্ঞান-সমুজ্জ্বল, সদাশয় মহা-পুরুষেরা আবার অবসর পাইলেই পৃথিবীতে আগমন করেন, এবং পৃথিবীর মঙ্গলার্থ একটি কিংবা অনেক আত্মিক ও আত্মি-কারে সঙ্গে লইয়া, নানাবিধ সদনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হন, ইহা পৃথিবীর বিষয়বাণিজ্যরত, ভোগ-সুখাসক্ত মনুষ্যের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। কিন্তু, আমার ভরসা আছে, পাঠক এই গ্রন্থের কিয়দংশ পাঠ করিলেই বুঝিতে পাইবেন যে, পর-লোক আর নর-লোক ওতপ্রোত জড়িত, এবং পর-লোকের সাধুহৃদয় অধিবাসীরা নর-লোকের পরম বান্ধব। যাঁহারা পর-লোকে যাইয়া দেবত্ব

লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সততই পৃথিবীর মঙ্গলসাধনে দীক্ষিত ব্রতী। তাদৃশ দেবাত্মাদিগের ব্রতধর্ম্মের অনুষ্ঠানে, আমেরিকা, ইউরোপ, এবং অন্যান্য সুসভ্যদেশে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদিগের মধ্যে, সহসা কেমন একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব আন্দোলনের স্রোত তর-তর-বেগে প্রবাহিত হইল—চতুর্দ্দিকে পারলৌকিক সত্য সম্পর্কে কেমন একটা জয়-জয়-কোলাহল ধ্বনি যুগপৎ উত্থিত হইয়া সমাজকে কিছুদিন উন্মাদিতবৎ রাখিল, এইস্থলে সেই অশ্রুতপূর্ব্ব ঐতিহাসিক কথা সংক্ষেপে লিখিব।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা। কথা অধিক দিনের নহে, কিন্তু যার-পর-নাই বিস্ময়াবহ এবং সত্যপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেরই সর্ব্বথা জ্ঞাতব্য। আমেরিকার অন্তর্গত নিউ ইয়র্ক (New York) নামক প্রাদেশিক রাজ্যের মধ্যে (Wayne) ওয়েনি নামে একটি কাউণ্টি আছে। আমেরিকার এক একটি কাউণ্টি আমাদিগের এদেশের এক একটি বৃহৎ জেলার মত। উল্লিখিত ওয়েনি নামক কাউণ্টির একটি পরিচিত নগরের নাম (Newark) নিওয়ার্ক। নিওয়ার্কের অদূরে হাইড্‌স্‌ভিল (Hydesville) নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। চারিদিকে শস্যক্ষেত্রপরিশোভিত শ্যামল মাঠ; মাঠের মধ্যস্থলে কতিপয় ভদ্রলোকের দারুগৃহ-সমন্বিত উল্লিখিত ক্ষুদ্র গ্রাম অথবা ক্ষুদ্র পল্লী। এই গ্রাম অথবা পল্লী অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে; এবং অদ্যাপি অনেকের চিত্তে উহা তীর্থস্থানের ন্যায় পূজা পাইতেছে। (Dr. Hyde) ডক্টর হাইড্ নামক একটি সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত ভদ্রলোক

গ্রামের প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। এই জন্য তাঁহারই নামে গ্রামের নাম (Hydesville) হাইড্‌স্‌ভিল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে, ডক্টর হাইড্‌ পরলোকগত হন, এবং তাঁহার পুত্র, তদীয় বাস্তুগৃহের অধিপতি হইয়া, (John D. Fox) জন্‌ ডি-ফক্‌স্‌ নামে কৃষিজীবী ভদ্রলোকের নিকট উহা ভাড়া দেন। এই ফক্‌স্‌ পরিবার আগে রচেষ্টার (Rochester) নগরে বাস করিতেন, এবং তাঁহারা কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর, ডক্টর হাইডের বাড়ীতে আসিয়া অবস্থিত হন। কৃষিজীবী বলিলে এদেশে অশিক্ষিত কৃষক ভিন্ন আর কাহারও কথা মনে আইসে না। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেক সুশিক্ষিত ভদ্রলোকও কৃষিজীবী বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে আনন্দ অনুভব করেন। জন্‌ ফক্‌স্‌ কৃষিজীবী হইয়াও মান্যগণ্য লোকের মধ্যে স্থান পাইতেন, এবং তাঁহার স্ত্রীপুত্র কন্যা, কৃষিকার্য্যের সহায়তা করিলেও, সুশিক্ষিত বলিয়া সম্মানিত হইতেন। জন্‌ ফক্‌সের জ্যেষ্ঠ পুত্র, হাইড্‌স্‌ভিলের অনতিদূরে, অন্য এক পল্লীতে, পিতৃপরতন্ত্র না হইয়া, স্বাধীন ভাবে কৃষিকার্য্য করিতেন। প্রৌঢ় ফক্‌স্‌, তাঁহার স্ত্রী এবং ছোট দুইটি কন্যাকে লইয়া, হাইড্‌স্‌ভিলে বাস করিতেন।

জন্‌ ফক্‌সের সাতটি সন্তান হইয়াছিল। সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান, জন্মিবার পরেই, লোকান্তরিত হয়। যে কালের কথা লিখিতেছি, তখন ছয়টি জীবিত থাকে। ফক্‌সের জ্যেষ্ঠা কন্যা লীয়া (Leah) বিবাহিতা হইয়া পতিগৃহে বাস করিত। মধ্যমা

মার্‌গারেটা এবং সর্ব্বকনিষ্ঠা কেথী (Cathie) * পিতা মাতার সঙ্গে থাকিত। ফক্‌সের স্ত্রীর নাম মার্‌গারেট্ আর মধ্যমা কন্যার নাম মার্‌গারেটা, পাঠক এই পার্থক্যটুকু মনে রাখিবেন। নহিলে, একের কথা অন্যের বলিয়া তাঁহার ভ্রম হইতে পারে।

জন ফক্‌স্ রচেষ্টার হইতে হাইড্‌স্‌ভিলে আসিয়া গৃহস্থালী আরম্ভ করিবার কিছুদিন পরই, এই নূতন বাস-গৃহের প্রতি তাঁহার বড় বিরক্তি জন্মিল ; বিরক্তির সঙ্গে মনে সামান্য একটু ভয়েরও সঞ্চার হইল। তিনি প্রায় সমস্ত দিন কৃষিক্ষেত্রে সময় যাপন করিতেন ; স্ত্রী মার্‌গারেট্ মেয়ে দুটিকে লইয়া গৃহস্থালীর সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। মার্‌গারেট্ ও মেয়ে দুইটি বাড়ীর প্রতি সর্ব্বপ্রথম বিরক্ত হন, এবং পাছে পাঁচ জনের কাছে উপহসিত হন, এই জন্য মনের ভাব গোপন করিয়া রাখেন।

বিরক্তির কারণ কি ? বাস্তুগৃহ দারুনির্ম্মিত হইলেও দ্বিতল। উপরের তলা দ্রব্যসামগ্রী রক্ষার একটা অনুচ্চ মঞ্চের মত ; নিম্নতলই প্রকৃত বাস-গৃহ। উহাতে শয্যাগৃহ লইয়া তিনটি ঘর। ঘরগুলির এক ধারে একটি বাটারী (Buttery) অর্থাৎ খাদ্যগৃহ, এবং তাহার অল্প দূরে একটি (Cellar) সেলার অর্থাৎ ভূনিম্নস্থ ভাণ্ডার-গৃহ। মার্‌গারেট্, যখনই বাস্তুগৃহের কোন ঘরে প্রবেশ করিতেন, তখনই উহার ছাদে কিংবা মেঝায়, কিংবা পার্শ্বস্থ দারুপ্রাচীরে টক্ টক্ টক্ অথবা ধপ্ ধপ্ ধপ্ শব্দ

* ইহাকে বাপ মা বলিত কেথী, অন্যেরা বলিত (Kate) কেট্।

শুনিতেন। কখনও এইরূপ অনুভব করিতেন যে, ঘরের ছাদের উপরে অর্থাৎ দ্বিতল গৃহের মধ্যে, কখনও বা ভূনিম্নস্থ ভাণ্ডারের উপরিভাগে, কেহ যেন টক্ টক্ টক্ শব্দ করিয়া হাঁটিতেছে; কখনও অনুভব করিতেন যে, যেন একটা মানুষ তাঁহার কানের ধারে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেছে।

মেয়েরা ঐ ঘরে একা থাকিতে চাহিত না। তাহারা বড় বেশী ভয় পাইত। তাহাদিগকে অত ভীত দেখিয়া গৃহিণী মারগারেট্ একদিন তাঁহার স্বামীর কাছে সবিশেষ কহিলেন। স্বামী, ইন্দুর অথবা ছুঁচার উপদ্রবের প্রসঙ্গ তুলিয়া, সমস্ত কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তিনিও ঐরূপ শব্দ না শুনিতেন, এবং মনে মনে একটুকু ভীত না ছিলেন, এমন নহে। কিন্তু শব্দমাত্রই শুনিয়া বাড়ীটি পরিত্যাগ করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তিনি রচেষ্টার হইতে বহু ব্যয় করিয়া, কৃষিকার্য্যে বহু লাভের প্রত্যাশায়, হাইড্‌স্‌ভিলের বাড়ীটিতে আসিয়াছেন; এখন হাইড্‌স্‌ভিলের বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া কোথায় আবার সহজে বাড়ী পাইবেন? কিন্তু ফক্‌সের মনের সংকল্প অর্থাৎ ঐ গৃহেই চিরদিন অবস্থানের বাসনা দীর্ঘকাল দৃঢ়বদ্ধ রহিল না।

পূর্ব্বে কহিয়াছি, ফক্‌স্ পরিবার, ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে, হাইড্‌স্‌ভিলে ঠাঁই লইয়াছিলেন। তাঁহারা ঐ গৃহে অবস্থিত হওয়ার পর, ডিসেম্বরের অবশিষ্ট ভাগ উল্লিখিতরূপ শব্দশ্রুতি এবং শব্দের কারণ লইয়া তর্কবিতর্কে

ও বাদানুবাদে কাটিয়া গেল। জানুয়ারী হইতে শব্দ ক্রমে অধিকতর ভয়াবহ ও অশান্তিজনক হইতে লাগিল। দিনে প্রায়শঃ কখনও শব্দ হইত না; কিন্তু রাত্রিতে, ঘরের দেয়ালে, মেঝায় ও ছাদের উপরে, নিয়তই নানারূপ ভীতিজনক শব্দ হইত, এবং যেন একটা মানুষ ঘরের মধ্যে বেসী জোরে পদক্ষেপ করিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতেছে, সকলেরই এইরূপ নিশ্চয় ধারণা জন্মিত। মানুষটা যেন সেলারের দিক্ হইতে আসিত, এবং আসিয়া বাড়ীটির সকল ঘরেই ধপ্ ধপ্ করিয়া পাদ-চারণা করিত।

জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারীর পর, মার্চ্চ মাসে, এই আধিভৌতিক অত্যাচার আরও বেসী উপদ্রবজনক হইতে লাগিল। কেহ ঘরের মধ্যে, সন্ধ্যার পর, একখানি চেয়ারে বসিয়া আছেন, চেয়ারটা কাঁপিয়া উঠিল; কেহ শয্যাখট্টায় জাগরিত অবস্থায় শুইয়া আছেন, খট্টাও চেয়ারের মত পুনঃ পুনঃ থর-থর করিয়া কাঁপিল; এবং ভূকম্পের প্রথম তরঙ্গে যেমন হয়, বাড়ীর সর্ব্বত্রই সেইরূপ তরঙ্গজনিত কম্প প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয় হইল।

উপদ্রব ও অত্যাচারে বাড়ীর সকলেই অল্প বা অধিক উৎপীড়িত। কিন্তু উপদ্রবের ভাগটা বালিকা কেথীর উপরই বেসী। কেথীর বয়স তখন নয় বৎসর; মধ্যমা কন্যা মার্গারেটার বয়স বার বছর। কিন্তু কেথী যেখানে যায়, উপদ্রবও যেন, বুঝিয়া সুঝিয়া, ইচ্ছা করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে যায়। উপদ্রব

কখনও একখানি তুষার-শীতল হস্তের মত কেথীর মুখে যাইয়া স্পৃষ্ট হয়; কেথী চীৎকার করিয়া দৌড়াইয়া দূরে যায়। একদিন, কেথী আর মারগারেটা এক বিছানায় শুইয়া আছে। সেখানে একটা হৃষ্টপুষ্ট বিলাতি কুকুরের মত অদৃশ্য জীব তাহাদিগের উভয়েরই পায়ে ঠেকিল। উভয়েই চীৎকার করিয়া উঠিল। মা, হাতে প্রদীপ লইয়া, দৌড়িয়া আসিলেন; আসিয়া দেখিলেন বালিকা দুইটি একে অন্যকে জড়াইয়া ধরিয়া ভয়ে কাঁপিতেছে; কিন্তু ভয় ও ভাবনার কোন বস্তু কাছে নাই। আর একদিন, কেথী শুইয়া আছে, কিন্তু তাহার গায়ের উপর যে কম্বল ছিল, তাহা ও বিছানার চাদরখানি কে যেন ধীরে ধীরে টানিয়া নিতেছে।

ইহার পর উপদ্রব অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিল। ঘরের টেবিল, চেয়ার ও সোফা প্রভৃতির ন্যায়, দ্রব্যসামগ্রী লইয়া টানাটানি আরব্ধ হইল। চেয়ারখানি একস্থান হইতে লাফাইয়া আর একস্থানে যাইয়া পড়িল। সোফাটি, যেন আপনার বুদ্ধিতে, টক্ টক্ করিয়া হাঁটিয়া আর একস্থানে যাইয়া রহিল। ইহা কে করে? ফক্‌স্ ও তাঁহার স্ত্রী রাত্রিতে ঘুমাইতে পারেন না, সন্ধ্যা হইতে বেসী গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত, মুহূর্ত্তের তরেও, শান্তি পান না। ঘরের মধ্যে এইরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাচার হইলে, কে শান্তিতে নিদ্রা যাইতে পারে?

কিন্তু জন্ ফক্‌স্ ও তাঁহার গৃহিণী মার্‌গারেট্, ৩১শে মার্চ্চ, শুক্রবার, মনে বড় দৃঢ়সংকল্প করিয়া রাত্রিতে নিদ্রা যাইবার

জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহারা বেলা থাকিতেই সান্ধ্য আহার সমাপন করিয়া নিজ নিজ শয্যাসংস্থানের ব্যবস্থা একটুকু পরিবর্ত্তিত করিয়া লইলেন, এবং ফক্‌স্, এক পৃথক্ ঘরে রহিয়া, গৃহিণী ও বালিকা দুইটিকে আর এক ঘরে পৃথক্ পৃথক্ দুইটি শয্যায় রাখিলেন। মাতা মার্‌গারেট্, শয্যায় প্রবিষ্ট হইয়াই, বালিকা দুইটিকে ধম্‌কাইয়া বলিলেন,—"দেখ্, তোরা কিছুতেই ভীত হইস্ না। মাঠের মধ্যে আমাদের বাড়ী। চারিদিকে হুহু শব্দে বাতাস বহে। সেই বাতাসে সমস্ত ঘরটা মাঝে মাঝে কাঁপিয়া উঠে এবং খিড়কী, জানালা ও কবাটগুলি ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ করে। তোরা প্রকৃত কথা না বুঝিয়া ভয়ে অস্থির হইস্ কেন?" গৃহস্বামী মনের ভয় গোপন রাখিয়া, পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের মত, আজিও এইরূপ উপদেশ দিলেন। গৃহিণী মার্‌গারেট্ও, প্রকৃত সত্য গোপন ও উপদেশ-দান-বিষয়ে স্বামীর প্রদর্শিত পথেই কিছুকাল চলিলেন। কিন্তু এরূপ বৃথা উপদেশে কেহ চিত্তে সাহস পাইতে পারে কি? বালিকা দুইটি, মুখ ফুটিয়া না কহিলেও, মনে মনে বুঝিত যে, পিতামাতা যাহা কহিতেছেন, তাহা তাঁহাদিগের প্রাণের কথা নহে।

সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যার পরক্ষণেই, গৃহস্বামী তাঁহার পৃথক্ ঘরে যাইয়া শুইলেন, এবং গৃহিণী মার্‌গারেট্ বালিকা দুইটিরে লইয়া, তাঁহার জন্য ব্যবস্থাপিত ঘরে, ঔৎসুক্যের সহিত পৃথক্ পৃথক্ শয্যায় শয়ান হইলেন। অতীত অনেক রাত্রিতে তাঁহাদিগের ঘুম হয় নাই। তাই, আজি রাত্রি হইতে না হইতেই,

ঘুমের ইচ্ছা ও ঘুমের আয়োজন। কিন্তু, আজিও তাঁহাদিগের অদৃষ্টে, মুহূর্ত্তের তরে,—ঘুমের কথা দূরে থাকুক,—ঘুমন্ত বিশ্রামের শান্তিটুকুও ঘটিল না। তবে, এই এক বিশেষ কথা সকলেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, যদিও ফক্স্ পরিবার ঐ রাত্রিটা একবারেই ঘুমাইতে পারিলেন না, এবং উহার পর আরও অনেক দিন ও অনেক রাত্রি নানাপ্রকার অতিমানুষিক অত্যাচারে অশেষ কষ্ট পাইলেন, কিন্তু ঐ রাত্রিতেই তাঁহাদিগের অনিদ্রা ও অশান্তির বিনিময়ে, ইহলোকে ও পরলোকে, তাড়িত-বার্ত্তার মত, বার্ত্তাপ্রেরণের জগন্মঙ্গলা পদ্ধতি পৃথিবীতে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইল। আধিভৌতিক অত্যাচার * ইতঃপূর্ব্বেও, ইংলণ্ড, আয়র্লণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশের অনেক স্থলে, অনেকের গৃহে, বহুলোকের দ্বারা পরিলক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু, অত্যাচারকারী যে লোকান্তরিত আত্মা এবং তাহার সহিত যে সংকেতে কথোপকথন করা যায়, ইহা এই প্রথম পরিজ্ঞাত হইয়া, ধর্ম্মজগতের ইতিবৃত্তে এক অভাবনীয় পরিবর্ত্ত ঘটাইল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ শুক্রবার, এই হেতুই, অধ্যাত্মজগতের ইতিহাসে যেন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ও চিরস্মরণীয়

* পাঠক, এ প্রসঙ্গে, মাননীয় রবার্ট ডেল ওয়েন (Robert Dale Owen) প্রণীত " Footfalls on the boundary of another world" নামক গ্রন্থখানি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বহু পূর্ব্ববর্ত্তি বিবিধ আধিভৌতিক উপদ্রবের অনেক প্রামাণিক কাহিনী জানিতে পাইবেন।

হইয়া রহিল। শুক্রবার রাত্রির কথা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের শত শত গ্রন্থে স্থান পাইল,—শত সহস্র তত্ত্বজিজ্ঞাসু লোকের হৃদয়ে পারলৌকিক বিশ্বাসের অমৃত ঢালিল।

রাত্রির প্রথম ভাগেই, কেথী আর মার্‌গারেটা গায়ের উপর শীতল হস্তস্পর্শ অথবা ঐরূপ কিছু একটা অনুভব করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, এবং মায়ের দিকে চাহিয়া ভীতকণ্ঠে বলিল,—"ও মা, এই ত উহারা আবার এখানে!" মা তাহাদিগকে ধম্‌কাইতে লাগিলেন, এবং, যেন তাঁহার ধমকেরই উত্তরে, সেই নিগূঢ়-রহস্যময় নিতান্ত অবোধ্য টক্ টক্ ও ধপ্ ধপ্ ধ্বনিগুলি দ্বিগুণ বাড়িল। জন্ ফক্‌স্ আর এক ঘরে ছিলেন। তিনি দৌড়িয়া কন্যাদিগের কাছে আসিয়া, তাহাদিগকে শান্ত করিবার চেষ্টায়, বাহিরের প্রবল বাতাসের কথা এবং আরও বহু কথা পূর্ব্বের মত বলিতে আরম্ভ করিলেন।

কন্যা দুইটির মধ্যে কেথী, সবে নয় বৎসরের বালিকা হইলেও, একটুকু আমোদশীলা ও অতিবড় তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী ছিল। সে, ধীরে ধীরে তাহার হাতের আঙুলে তুড়ী দিয়া, শব্দকারীকে লক্ষ্য করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল,—"ও বৃদ্ধ বিশ্লিষ্টপদ জন্তু, * আমি যেমন শব্দ করিতেছি, তেমনই শব্দ কর ত?" প্রত্যুত্তরে তৎক্ষণাৎ ঠিক ঐরূপ তুড়ীর শব্দ হইল। কেথী তাহার অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার সংযোগে, মাতার অলক্ষ্যে, কএকবার আর

* মূলে আছে "Here, O Old Splitfoot, &c."

একপ্রকার শব্দ করিল। প্রত্যুত্তরে এবারও ঠিক সেইরূপ অতটা মৃদু শব্দ হইল। তখন কেথী, আপনার স্বভাব-সুলভ হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া, মাতাকে ডাকিয়া বলিল,—"ও মা, ও মা, —এখানে আসিয়া দেখ। ও আমাদিগকে দেখে, আমাদিগের কথা বোঝে, এবং বুঝিয়া সুঝিয়া উত্তর করে।"

কেথীর কথায় মা বিস্মিত হইলেন। তিনি কেথীর কাছে যাইয়া শব্দকারীকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন,—"তুমি দশটি শব্দ করত ?" অমনই দশটি শব্দ হইল। "বল দেখি আমার মেয়ে মার্গারেটার এখন কত বয়স ?"—এবার বারটা শব্দ। তার পর, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেথীর বয়স কত ?"—উত্তর হইল, নয়। এবার গৃহস্বামিনী মার্গারেট্ স্তম্ভিতভাবে গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"একি ব্যাপার ? আমি ত কাহাকেও চক্ষে দেখি না ! কিন্তু, আমার কথায় উত্তর দিতেছে কে ?"

মার্গারেটের মনে ভয় এখন একটুকু কমিয়াছে। তাঁহার বুকে একটু সাহস জন্মিয়াছে। কেন না, যে মনের কথা বোঝে, মনুষ্য, তাহাকে আপনার মত একজন মনে করিয়া, তাহাকে স্বভাবতঃই কম ভয় করে। মার্গারেট্, এই হেতু, এবার সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বল ত তুমি, আমার কয়টি সন্তান ?" প্রত্যুত্তরে সাতবার ধ্বনি হইল। তখন তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—এ ব্যক্তি যে-ই হউক, ইহার ভ্রম-প্রমাদ আছে ; পর-পার-বর্ত্তি আত্মিকেরাও অভ্রান্ত নহে। এইরূপ নানাকথা ভাবিয়া তিনি পুনরপি স্ফুরুর্ব্বীর

কণ্ঠে বলিলেন,—“ওহে, একটু চিন্তা করিয়া আবার দেখ সাত কি না?” অদৃশ্যমূর্ত্তি সাতটি ধ্বনি দ্বারা উত্তর করিল —সাত। মার্‌গারেটের হৃদয় বিচলিত হইতে লাগিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আমার এই সাতটি সন্তানই কি জীবিত?” এবার কোন উত্তর নাই। তার পর, প্রশ্ন পরিবর্ত্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আমার সন্তানের মধ্যে কয়টি এখন জীবিত আছে?” উত্তর হইল—ছয়টি। “কয়টি লোকান্তরে?” উত্তর হইল—এক।

মার্‌গারেটের একটি শিশু অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইয়াছিল। তাহার কথা তখন, বহুদিনের পরে, তাঁহার মনে পড়িল। লুপ্তস্মৃতির অচিন্তিত জাগরণে মায়ের প্রাণে অকস্মাৎ কেমন একটা আঘাত লাগিল। মাতা মার্‌গারেটের চক্ষু তৎক্ষণাৎই অশ্রুজলে আর্দ্র হইল। তিনি অশ্রু সংবরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তুমি কি মানুষ?”—কোন উত্তর নাই। প্রশ্ন পরিবর্ত্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তুমি কি লোকান্তরিত আত্মা?” প্রত্যুত্তরে তিনটা বড় বড় শব্দ হইল। তখন তিনি বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আমার প্রতিবেশিদিগকে ডাকিয়া আনিলে এইরূপ শব্দ দ্বারা তাহাদিগের সহিত কথোপকথন করিবে কি?” অদৃশ্যমূর্ত্তি, এবার যেন বড়ই প্রীতির সহিত, সজোরে তিনটা শব্দ দ্বারা সম্মতি জানাইল। জন্ ফক্‌স্ প্রতিবেশিদিগকে ডাকিবার জন্য সহর্ষভীতচিত্তে সেই রাত্রিতেই দৌড়িয়া গেলেন।

প্রতিবেশিদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে আসিলেন মিসেস্ রেড্-ফিল্ড। তিনি সধবা কি বিধবা, কোন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। সংবাদ শুনিয়া তিনি হাসিয়া অধীর। যে মরিয়া গিয়াছে, সে জীবিতবৎ সংকেতে কথা কহিতেছে, ইহা তিনি কোন প্রকারেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। তিনি হাসিতে হাসিতে অধীর হইয়া ফক্সের গৃহে চলিয়া আসিলেন, এবং, মিসেস্ ফক্সের মত, আপনার মৃত কন্যার সংবাদ পাইয়া ক্ষণকাল দর-দরিত ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। মনে মনে বলিলেন,—"হা জগদীশ্বর, তুমি কি শোকাতুরা দুঃখিনী-দিগকে এক সঙ্গে শিক্ষা ও সান্ত্বনা দানের জন্যই স্বর্গলোক হইতে, এই অভিনব অথচ অদ্ভুত পদ্ধতিতে, তাড়িতবার্ত্তার মত সংবাদ পাঠাইতেছ ?"

মিসেস্ রেড্‌ফিল্ড্ যখন বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন, তখন ঐ নিদ্রিত পল্লী জাগরিত হইল ; পাড়ায় একটা হৈ চৈ 'শোর' পড়িল, এবং প্রতিবেশীরা পাঁচজন—সাত জন, দশ জন, বিশ জন, এইরূপ করিয়া, দলে দলে, ঐ রাত্রিতেই ফক্সের গৃহে যাইয়া পঁহুচিলেন। কাহারও মনে কৌতুক ও ঔৎসুক্য, কাহারও মনে ভয় ; দুই চারিটি শিক্ষিতের মনে পারলৌকিক তত্ত্ব সম্পর্কে গভীর প্রশ্ন, এবং দুই চারিটি বিজ্ঞানগন্ধি * পণ্ডিতের চিত্তে ভয়ঙ্কর ক্রোধ। ক্রোধের এই কারণ যে, যে কথা

* এই শব্দটি ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে কড়ায় ক্রান্তিতে সুসিদ্ধ হয় কি না, ইহা লইয়া বিচার-বিতর্কের পথ আছে। কিন্তু শব্দ প্রয়োজনীয়।

তাঁহাদিগের পরিজ্ঞাত বিজ্ঞানের গ্রন্থে লিখিত হয় নাই, তাহাও কি সত্য হইতে পারে? তাঁহারা যে জড়জগৎকে একমাত্র বস্তু বলিয়া জানেন, সেই জড়জগতের উপরে কিংবা অভ্যন্তরে, আর একটা সূক্ষ্মতর জগৎ এবং তাহার অধিবাসী সূক্ষ্মশরীরী জীব কি মানুষের কল্পনায়ও স্থান পাইতে পারে? চিত্তের ভাব যাঁহার যেমনই হউক, ঐ ৩১শে মার্চ্চের রাত্রিতেই, স্ত্রীলোকে পুরুষে, সত্তর কি আশী জন লোক ফক্সের গৃহে, তিন চারিটি ঘরে, ভিন্ন ভিন্ন দলে উপবিষ্ট হইয়া, অদৃশ্য শব্দকারীকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, এবং শব্দসংকেতে নিজ নিজ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর পাইয়া হতবুদ্ধি হইলেন।

ফক্সের অবসন্নদেহা গৃহিণী মারগারেট্ এই অবকাশে অতি নিকটস্থ প্রতিবেশী রেড্ফিল্ডের গৃহে যাইয়া একটুকু বিশ্রাম লাভ করিলেন, এবং মেয়ে দুইটিকে আর একটি ভদ্রমহিলার গৃহে স্থান লওয়াইলেন। তাঁহার গৃহত্যাগের পূর্ব্বেই, ডক্টর ডিউস্লার (Dr. Dusler) নামক একটি বিজ্ঞ প্রতিবেশীর প্রশ্নের উত্তরে, শব্দকারীর মৃত্যুসংক্রান্ত অতি ভয়াবহ ও শোচনীয় দুঃখের কাহিনী প্রকটিত হইল। কিরূপে প্রশ্ন হয়, আর কিরূপে প্রশ্নের উত্তর হইয়া থাকে, তাহা পাঠকের মনে আছে। সেই প্রথম আবিষ্কৃত প্রশ্নোত্তর-পদ্ধতিতে * লিখিত হইল যে,—

* ডক্টর ডিউস্লার, পারলৌকিক টেলিগ্রাম বুঝিবার জন্য, সর্ব্বপ্রথম ইংরেজী বর্ণমালার সাহায্য গ্রহণ করেন। সে কথা পাঠক অল্প কিছু পরেই জানিতে পাইবেন।

শব্দকারী একটি দুঃখদগ্ধ আত্মা। সে পেড্লার (Pedler) অর্থাৎ ফিরিওয়ালার ব্যবসা করিয়া খাইত, এবং গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ভদ্রলোকদিগকে নানাপ্রকারের বস্ত্র এবং ভদ্রমহিলাদিগের ব্যবহারযোগ্য নানাপ্রকার আভরণ যোগাইয়া, বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিত।

চারি পাঁচ বৎসর হইল, একদিন, মঙ্গলবার, সে এই গৃহে বেলা দুই প্রহরের কিছু পূর্ব্বে, আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন এই গৃহে জন্ সি বেল (John C. Bell) নামক একজন বলিষ্ঠ কর্ম্মকার, তাহার স্ত্রী (Mrs. Bell) এবং লুক্রিশিয়া পাল-ভার নামিকা একটি পনর ষোল বৎসরের বালিকা বাস করিত। বালিকাটি দুঃস্থ ভদ্রপরিবারের মেয়ে। সে ঐ বাড়ীতে থাকিয়া নিকটস্থ বালিকাবিদ্যালয়ে সামান্য বিদ্যাশিক্ষা করিত, এবং বেল্ ও তাহার স্ত্রীর পরিচর্য্যা করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন পাইত।

যে দিন শব্দকারী ঐ গৃহে উপস্থিত, সে দিন তাহার সঙ্গে কিছু বেসী টাকা ছিল। টাকার অঙ্ক সম্ভবতঃ তিন শত ডলার অর্থাৎ এদেশের হাজার টাকার কিছু উপরে। সে, টাকা বেলের নিকট ন্যস্ত রাখিয়া, আতিথ্য গ্রহণ করিল, এবং তাহার সঙ্গের দ্রব্যসামগ্রী একে একে বেল্‌কে দেখাইল। দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে মূল্যবৎ বস্তুও অনেক ছিল।

শব্দকারীর আতিথ্য লাভের কিছুকাল পরে, বেল্ আর বেলের স্ত্রী, একটা নিভৃত ঘরে যাইয়া, অন্ততঃ এক ঘণ্টাকাল ফিস্ ফিস্ করিয়া নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিল, এবং তাহার

পর, বাহিরে আসিয়া বালিকা লুক্রিশিয়াকে, "আজি আর কোন কাজ নাই" এই বলিয়া, বিদায় করিয়া দিল। ইহার অল্প পরে. বেলের স্ত্রীও, একটা কার্য্যের কথা কহিয়া. সেদিনকার জন্য একটি দূরস্থ প্রতিবেশীর বাড়ীতে চলিয়া গেল। বাড়ীর তিন জনের মধ্যে সেদিন বাড়ীতে রহিল একাকী বেল্।

সন্ধ্যার ক্ষণপরেই নৈশ আহার সমাপ্ত হইল। বেল্ আর পেড্লার, কিছুকাল একত্র বিশ্রাম করিয়া, পৃথক্ পৃথক্ ঘরে শয়ন করিল। বাড়ীর চারিদিকে মাঠ। মাঠের অনেক দূরে নিকটস্থ প্রতিবেশী। বাড়ীতে শত চীৎকার করিলেও, সেই শব্দ প্রতিবেশীর কর্ণে পঁহুচে না। রাত্রি যখন গভীর হইয়াছে—সম্ভবতঃ বারটা বাজিয়াছে—এবং বাহিরের বাতাস শোঁ শোঁ শব্দে, পাপ-ভার-নিপীড়িতা লোক-মাতা পৃথিবীর শোকধ্বনির মত, মাঝে মাঝে শ্রূয়মাণ হইতেছে, তখন অতিথি পেড্লার আপনার কণ্ঠে অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাত অনুভব করিয়া, চীৎকার করিবার চেষ্টা করিল। চীৎকার বেসী ফুটিল না। সে মুহূর্ত্ত মধ্যেই বুঝিতে পাইল যে. পৃথিবী ও পার্থিব দেহের সহিত তাহার চিরদিনের তরে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, এবং তাহার যাহা কিছু অর্থবিত্ত ছিল, তাহার লোভই নিষ্ঠুর বেল্কে এই ভয়ঙ্কর দুষ্কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে।

ডক্টর ডিউস্লার এক আশ্চর্য্য বুদ্ধিকৌশল উদ্ভাবন করিয়া একখানি ইংরেজী বর্ণমালা সংগ্রহ করিলেন, এবং বর্ণমালার এক একটি অক্ষর উচ্চারণ করিয়া, তিনটি শব্দে 'হাঁ'

এবং একটি মাত্র শব্দে 'না', এই ব্যবস্থায় শব্দকারীর মনের আরও বহু কথা জানিয়া লইলেন। শব্দকারী জ্ঞাপন করিল যে, পৃথিবীতে তাহার নাম ছিল (Charles B. Rosma) চার্লস্ বি, রজ্‌মা। তাহার হত্যার রাত্রি হইতে সে এই গৃহেই বাস করিতেছে। তাহার মৃতদেহ ভূনিম্নস্থ ভাণ্ডার-গৃহের তলে খণ্ড খণ্ড অবস্থায় প্রোথিত রহিয়াছে। শব্দকারী, সেই দেহের আকর্ষণে, কখনও সেই ভাণ্ডার-গৃহের উপরে, কখনও বা গৃহের চারি ধারে, এবং কদাচিৎ দ্বিতলস্থ মঞ্চে, পাদ-চারণা, এবং অতীত জীবনের বিবিধ ভ্রম-প্রমাদ-ঘটিত দুষ্কৃতির জন্য অনুতাপ ও জগদীশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, সময় যাপন করে। যে তাহাকে হত্যা করিয়াছিল, তাহার প্রতি শব্দকারীর চিত্তে এক সময়ে ভয়ঙ্কর ক্রোধ ছিল। এখন আর সে ক্রোধ নাই। ক্রোধের পরিবর্ত্তে এইক্ষণ দয়ারই সঞ্চার হইয়াছে। কারণ, রজ্‌মা এখন ইহা বিশিষ্টরূপে জানে যে, পৃথিবীর দেহত্যাগের পর হত্যাকারীর অতি দুঃসহ কষ্ট পাইতে হইবে। সে কষ্টের কথা কল্পনা করিলে, তাহার হৃদয়ে স্বভাবতঃই দয়া ও ক্ষমার উদ্রেক হয়।

কিছুকাল পরে, আরও দুই একটি দেশ-প্রসিদ্ধ পরিচিত লোকের আত্মা রজ্‌মার সঙ্গী হইলেন। তখন, ডিউস্‌লার এবং অন্যান্য বিচক্ষণ ব্যক্তির প্রশ্নোত্তরে আরও প্রকাশিত হইল যে, রজ্‌মা নিজের বুদ্ধিতে হাইড্‌স্‌ভিল গৃহে উপদ্রব করে নাই। মহাত্মা ফ্রাঙ্ক্‌লিন্ প্রভৃতি বহুসংখ্যক মুক্ত ও

সৎক্রিয়ান্বিত বৈজ্ঞানিক আত্মিকের শাসনে, সে এই গৃহে নানারূপ শব্দাদির উপদ্রব করিয়া আসিতেছে। মানুষ ঘুমের ঘোরে অচেতন রহিলে, তাহার নিদ্রাভঙ্গের জন্য আত্মীয় জনেরা যেমন শব্দ করে—উপদ্রব করে, মোহনিদ্রাভিভূত মনুষ্যজগতের চৈতন্য সম্পাদনের জন্য রজ্‌মার মত নিম্নশ্রেণিস্থ আত্মিকেরা ইদানীং এরূপ শব্দ ও উপদ্রব করিতে আদিষ্ট হইয়াছে। শাব্দিক উপদ্রবে যে সুফল ফলিয়াছে, তাহার প্রত্যক্ষ-প্রমাণ এত গুলি ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার এই গৃহে আগমন, এবং পারলৌকিক জীবনের প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য আকুলতা। যাঁহারা নিজ নিজ শিক্ষালব্ধ শুদ্ধ-জ্ঞান, শুদ্ধচিত্ততা ও সাধুজীবনের স্বাভাবিক পরিণামে, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর দেহ লাভ করিয়া, অধ্যাত্মজগতের ঊর্দ্ধধামে স্থান পাইয়াছেন, পৃথিবীর স্থূলদেহী ও স্থূলপ্রকৃতি জড়বস্তুর উপর কার্য্য করিতে তাঁহারা তেমন সুবিধা পান না। এই নিমিত্তই, তাঁহারা নিম্নশ্রেণিস্থ আত্মিকদিগের সাহায্য লইতে বাধ্য হন, এবং তাদৃশ আত্মিকেরাও ঈদৃক্ সাহায্যদানরূপ পরিচর্য্যা দ্বারা উন্নতির পথ প্রাপ্ত হয়।

প্রশ্নের উত্তরে ইহাও লিখিত হইল যে, মনুষ্যমাত্রেরই দেহে, অল্প বা অধিক পরিমাণে, এমন এক প্রকারের অদ্ভুত শক্তি আছে, যাহার অবলম্বনে অথবা আকর্ষণে সূক্ষ্মশরীরী আত্মিকেরা জড়জগতের উপর কার্য্য করিতে পারে। রজ্‌মা ইতঃপূর্ব্বে এই গৃহের অন্যান্য অধিবাসিদিগের নিকট শব্দ

দ্বারা আপনার অস্তিত্বমাত্র জ্ঞাপন করিয়াছিল। বেলের স্ত্রী একদিন তাহার ছায়ামূর্ত্তি মুহূর্ত্তের তরে চক্ষে দেখিয়া বড়ই ভয় পাইয়াছিল, এবং সেই ভয়ই বেল্ পরিবারের এই গৃহত্যাগের মুখ্য কারণ। কিন্তু ফক্‌স্ পরিবারের গৃহিণী মার্‌গারেট্ এবং তাঁহার দুইটি বালিকার, বিশেষতঃ সর্ব্বকনিষ্ঠা কেথীর শরীরে, উল্লিখিতরূপ আকর্ষণী শক্তি (Magnetism) একটুকু বেসী আছে। তাই, রজ্‌মা তাহাদিগের সেই শক্তির সাহায্যে অনেক বেসী শব্দ করিতে পারিয়াছে, এবং তাহাদিগের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। রজ্‌মা কখনও কখনও অতি অল্প জড়পরমাণু-দ্বারা আপনার সূক্ষ্মদেহ আবরণ করিয়া কেথীর গায়ে হাত বুলাইয়াছে, এবং তাহার অগ্রজাকেও স্পর্শ করিয়াছে।

কথার পরিসমাপ্তি সময়ে, রজ্‌মা ও তাহার তদানীন্তন সাহায্যকারী আত্মিকেরা বলিল, ফ্রাঙ্ক্‌লিন্ প্রভৃতি দেবাত্মারা, কালের পূর্ণতা বুঝিতে পাইয়া, পৃথিবীর সহিত পরলোকের ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য, দলবদ্ধ হইয়া ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইদানীং হাইড্‌স্‌ভিল নামক গৃহে পর-লোকের যে তত্ত্ব প্রকাশিত হইল, অতি অল্প সময়ের মধ্যে, আমেরিকার বড় বড় গ্রামে ও বড় বড় নগরে, সেই তত্ত্ব শ্রেষ্ঠতর পদ্ধতিতে এবং সুবিস্তৃতরূপে প্রকাশিত হইবে। কেথী যেমন একটি ভাল মিডিয়ম (Medium) অথবা মাধ্যমিক, আমেরিকার অনেক পরিবারেই ইহা অপেক্ষা অধিক-শক্তিসম্পন্ন মাধ্যমিক আছে, এবং অচিরেই তাহারা, দেবাত্মাদিগের বিশেষ যত্নে

ভাল মিডিয়মরূপে বিকসিত হইয়া, শত সহস্র লোকের চৈতন্য ও বিস্ময় জন্মাইবে ; আর আমেরিকা ও ইউরোপের অনেক স্থানেই লোকান্তরিত আত্মা এবং পরলোকের অস্তিত্ব বিষয়ক মহাসত্য অল্পকালের মধ্যেই প্রচারিত হইবে।

পাঠকের মনে আছে, ৩১ শে মার্চ্চ শুক্রবার রাত্রিতে, হাইড্‌স্‌ভিল গৃহে: সত্তর আশী জন ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছিল, এবং আগন্তুকদিগের মধ্যে অনেকেই সমস্ত রাত্রি সেই গৃহে অবস্থিত ছিলেন। রাত্রি প্রভাত হইবার পর, ১লা এপ্রিল হইতে, হাইড্‌স্‌ভিল পল্লীতে লোকে লোকারণ্য হইল। নিকটবর্ত্তি গ্রামনিচয় ও নগরসমূহ হইতে শত শত লোক, তীর্থযাত্রীর মত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, হাইড্‌স্‌ভিলের অভিমুখে যাইতে আরম্ভ করিল। শত শত লোক অশ্বারোহণে, শত শত লোক ঘোড়ার গাড়ী কিংবা গরুর গাড়ীতে এবং বহুশত লোক পদব্রজে ফক্‌স্ পরিবারের সেই কুটীরের দিকে প্রধাবিত হইল। অনেকে বলিল, এই ব্যাপারের আগাগোড়া সমস্তই ফক্‌সের স্ত্রী মারগারেট্ এবং তাঁহার দুইটি বালিকার চাতুরী মাত্র। চাতুরী ছাড়া ইহার মধ্যে সত্যের কোন সংশ্রব নাই। যাঁহারা একটুকু বিজ্ঞ, তাঁহারা কমিটি করিয়া কঠোর প্রণালীতে পরীক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ক্রমে ক্রমে, কমিটির পর কমিটি বসিল। কমিটির সভ্যেরা কেহ বারিষ্টার, কেহ বিচারক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ সুশিক্ষিত শিল্পী। তাঁহারা পরীক্ষার কঠোরতা বিষয়ে কিছুই বাকী রাখিলেন না, এবং যাদুকরের চাতুরী

ধরিবার জন্য যত কিছু উপায় উদ্ভাবিত ও কল্পিত হইয়াছে, তাহার কোনটিই অবলম্বন না করিয়া নিবৃত্ত হইলেন না। কিন্তু, ডক্টর ডিউস্‌লার সকলের আগে ইংরেজী বর্ণপাঠের সাহায্যে শব্দকারি-সূক্ষ্মশরীরীর নিকট যাহা জানিয়াছিলেন, কমিটির সভ্যেরাও তাহাই জানিলেন। অপিচ, মনুষ্যচক্ষুর অলক্ষিত ঊর্দ্ধস্থিত আকাশে পরলোক নামে একটা সূক্ষ্ম-পদার্থরচিত অথচ স্তরে স্তরে গঠিত, সুবিস্তৃত ধাম আছে, এবং লোকান্তরিত ব্যক্তিরা, সূক্ষ্মদেহ প্রাপ্তির পর, সেই ধামে অথবা পারলৌকিক জগতে, নিজ নিজ কর্ম্মফলের বিচার অনুসারে, সুখে কিংবা দুঃখে, জীবন যাপন করে, ইহা তাঁহারা প্রত্যক্ষ সত্যবৎ বুঝিতে পারিয়া, নিজ নিজ গৃহে অবনতমস্তকে ফিরিয়া গেলেন *। যাঁহারা সুজন, তাঁহারা আশায় উৎফুল্ল হইলেন। যাঁহারা ধনে মানে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়াও প্রকৃতপ্রস্তাবে দুশ্চরিত কিংবা দুষ্কৃত, তাঁহারা, নিজ নিজ

---

* অনুসন্ধিৎসু পাঠক নিম্নলিখিত গ্রন্থ কএকখানি সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিলেই এ অনুসন্ধানের সবিশেষ জানিতে পাইবেন।

1. Report of the Mysterious noise's at Hydesville.

2. Modern Spiritualism : its Facts and Fanaticisms, by E. W. Capron, Boston, 1855.

3. The Missing Link in modern Spiritualism, by A. Leah Underhill.

4. Foot-falls on the Boundary of Another World, by the Hon'ble Robert Dale Owen.

চরিত্র অথবা দুষ্কৃতির পরিণাম চিন্তা করিতে বাধ্য হইয়া, অন্তরে বড় আঘাত পাইলেন। কিন্তু সত্য সকলের জন্যই সত্য। সত্যকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে কে? আর সত্যের গতি রোধ করিতেই বা শক্তি হইবে কার?

দেখিতে দেখিতে বিশ বৎসর অতীত হইয়া গেল, এবং বিশ বৎসরের মধ্যে আমেরিকার বিশাল যুক্তরাজ্যে, সর্ব্বত্রই, অধুনাতন অধ্যাত্মবাদ অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে পরিগৃহীত ও প্রতিষ্ঠিত হইল। * বোষ্টন ও নিউইয়র্ক প্রভৃতি সমস্ত সুপ্রসিদ্ধ নগরে অধ্যাত্মতত্ত্বের বিজয়-পতাকা, দেব-জগতের পতাকার মত, লক্ষাধিক চক্ষু আকর্ষণ করিয়া, ঊর্দ্ধে উড়িল,—নগরে নগরে ও নানা জনপদে সভা প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং যাঁহারা প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদিগের যত্নে অশিক্ষিত দুঃখিকাঙ্গালের কাছেও পারলৌকিক জগতের প্রাণ-শীতল সত্য দ্রুত পঁহুচিল। অনেক জড়বাদী নাস্তিক, অজড় সূক্ষ্ম-শরীরীর মূর্ত্তি চক্ষে দেখিয়া, কানে তাঁহার কথা শুনিয়া, অথবা তাঁহার সাক্ষাৎকার অন্যপ্রকারে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যুক্তকরে প্রণাম করিল। যাহারা প্রচলিত

* পাঠক এই প্রসঙ্গে এমা হার্ডিঞ্জ নাম্নিকা পৃথ্বীবিখ্যাত লেখিকার Modern American Spiritualism—a Twenty years' Record of the Communion between Earth and World of Spirits নামক সুপ্রসিদ্ধ ও সুবৃহৎ গ্রন্থখানি বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে যেমন বিস্মিত, তেমনই উপকৃত হইবেন।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে আস্থা হারাইয়া ধর্ম্মের সকল কথায় উদাসীন কিংবা উপহাস-রসিক হইয়াছিল, তাহারাও, ভক্তির উচ্ছ্বাসে নয়নজলে ভাসিয়া, উপাসনার আবশ্যকতা প্রাণে মানিয়া লইল। বলা বাহুল্য যে, অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রথম প্রচার-সময়ে আমেরিকার অসংখ্য ধর্ম্মযাজক ও নিরীশ্বর বৈজ্ঞানিক এই তত্ত্বের প্রতি যার-পর-নাই বিদ্বেষী ছিলেন। তাঁহাদিগের বিদ্বেষজনিত পরিহাস-প্রবৃত্তি প্রত্যক্ষ সত্যের নিকট পরাভব পাইল, এবং সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারক জর্জ্জ্ এড্মাণ্ড (George Edmund), বৈজ্ঞানিকের অগ্রগণ্য হেয়ার (Professor Robert Hare) এবং মেপ্স্ (James Mapes L. L. D) প্রভৃতি ব্যক্তিরা যখন অশেষপ্রকার বৈজ্ঞানিক প্রণালীর পরীক্ষা করিয়া অন্তরে বিশ্বাস করিলেন যে, মানুষ মৃত্যুর পর বাষ্পে মিশিয়া যায় না; কিন্তু চক্ষুকর্ণ, হস্তপদ এবং মস্তক ও হৃদ্‌যন্ত্রাদিযুক্ত সূক্ষ্মদেহ প্রাপ্ত হইয়া, ঠিক মানুষেরই মত আকৃতি ও প্রকৃতিতে, সূক্ষ্মতর জগতে বাস করে, আর সেই জগতের নিয়ম অনুসারে পার্থিব জগতে যাতায়াত করিয়া, নানাবিধ বিশেষ নিয়মের অধীনতায়, পৃথিবীর নর-নারীর হৃদয়ে কার্য্য করিতে সমর্থ রহে, তখন সহস্র সহস্র লোক তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথ লইয়া আনন্দের কোলাহল তুলিল।

অল্পদিনের মধ্যেই আমেরিকার তরঙ্গ, প্রবল বন্যার তরঙ্গের মত, ইউরোপে আসিয়া উন্মত্ত স্রোতে প্রবাহিত হইল। ডি ডি হোম্ প্রভৃতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ও অসাধারণ

শক্তিসম্পন্ন মিডিয়মেরা যখন ইংলণ্ডে আসিলেন, তখন সার উইলিয়ম ক্রুক্‌স্ ও ডক্টর ওয়ালেস্ প্রভৃতি শিল্পবিজ্ঞানের শিরোমণি ব্যক্তিরা, কেহ পাঁচ বৎসর, কেহ পনর বৎসর, কেহ বা ততোধিক কাল, এই তত্ত্বের পরীক্ষা করিয়া নিজ নিজ নিঃসংশয় বিশ্বাস জগতে জ্ঞাপন করিলেন। ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড ও আয়লণ্ড এই তিন রাজ্যের অনেক বিশ্রুতনামা প্রধান ব্যক্তি অধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসী হইলেন। ফ্রান্স, জর্ম্মণি এবং রুশ ও ইটালি প্রভৃতি রাজ্যের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মধ্যেও ক্যামিল ফ্লামারিয়ন, ঝলনার ও ডক্টর ফ্রিজি (Dr. Friese) প্রভৃতি ব্যক্তিরা * এই সত্যের আশ্রয় লইয়া মারটার (Martyr) অর্থাৎ তত্ত্বসাক্ষীর ন্যায় সমাজের প্রাঙ্গণ-ভূমিতে দণ্ডায়মান হইলেন। সকলেই একবাক্যে প্রচার করিতে লাগিলেন যে, পরলোক প্রত্যক্ষ সত্য, এবং যাহারা পৃথিবীতে দ্রষ্টব্যে মরিয়া যায়, তাহারাই পরলোকের সূক্ষ্ম-শরীরী অধিবাসী। তাহাদিগের মধ্যে কেহ দেবতা, কেহ অপদেবতা, কেহ বা এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তি অনুতাপদগ্ধ ও মুক্তিলিপ্সু আত্মিক।

বিদ্যুৎ যেমন বিধাতার পুরাতন সৃষ্টি ও জগতের চিরপুরাতন বস্তু, পরলোকও সেইরূপ বিধাতার পুরাতন সৃষ্টি ও জগতের

* ইঁহারা প্রত্যেকেই বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়া নিজ নিজ বিশ্বাস ও নূতন আলোক-লাভের সাক্ষ্যদান করিয়াছেন। সে সকল গ্রন্থ পাঠকের দ্রষ্টব্য।

চিরপুরাতন বস্তু। কিন্তু, বিদ্যুতের বিবিধ তত্ত্বের সহিত মনু-ষ্যের বৈজ্ঞানিক পরিচয় যেমন অল্প দিনের কথা, পারলৌকিক তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ইতিবৃত্তও সেইরূপ অল্প কালের কথা। যে কালে পৃথিবীর সৃষ্টি, সেই কালেই বিদ্যুতের সৃষ্টি, এবং যে কালে ইহলোকের সৃষ্টি, সেই কাল হইতেই পরলোক বিদ্যমান রহিয়াছে। অপিচ, পৃথিবীর যে সকল অসভ্য জাতি বিদ্যুতের কোন তত্ত্ব জানে না, তাহারা যেমন বিদ্যুতের স্পর্শ হইতে দেহপ্রাণ রক্ষার জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বন করে. সেইরূপ আবার যে সকল অসভ্য জাতি পারলৌকিক তত্ত্বের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত নহে, তাহারাও, প্রাণের কেমন এক স্ফুরণে, পারলৌকিক সত্যে কতকটা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়া, লোকান্তরিত পিতামাতা এবং ভ্রাতা ও বন্ধুজনের পূজা করিয়া থাকে। ইহা বলা অতিরিক্ত যে, সুসভ্য ও সমুন্নত জাতির মধ্যে পারলৌকিক তত্ত্বে বিশ্বাস অধিকতর পরিস্ফুট এবং ধর্ম্মজীবনের সহিত সম্পৃক্ত।

এই সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তের প্রথমেই কহিয়াছি যে., ভারতবর্ষের পুরাতন হিন্দু, বহুকাল হইতেই, এই তত্ত্বে প্রগাঢ় বিশ্বাসী। যাঁহারা এই হিন্দু জাতির কিছু মাত্র অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, হিন্দুর বেদ, উপনিষদ ও পুরাণ এই তত্ত্বের কথায় পরিপূর্ণ। হিন্দু স্বর্গগত পিতৃপুরুষের পূজা না করিয়া নবজাত শিশুর মুখে অন্ন দেয় না, এবং পিতৃপুরুষকে অগ্রভাগ উপহার না দিয়া ক্ষেত্রের নূতন শস্য লইয়া নবান্ন উৎসব সম্পন্ন

করে না। বস্তুতঃ, হিন্দুর বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও পার্ব্বণাদি সমস্ত কার্য্যই পিতৃপুরুষের পূজা, এবং এ সকল অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটিই বেদোক্ত অনুষ্ঠান। হিন্দুর বেদে পারলৌকিক জগতের একটি পবিত্র ধামের নাম পিতৃলোক, এবং যাঁহারা ভক্তির সহিত লোকান্তরিত পিতামাতার পূজা করেন, তাঁহাদিগের নাম পিতৃব্রত। যথা শ্রীমদ্ভাগবতগীতায়,—"পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ"।

বেদের ন্যায়, বাইবেল, কোরাণ ও জেন্দাবেস্তা প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থেও পরলোক ও পরলোকবাসীর অশেষ কথা আছে। কারণ, পরলোক না থাকিলে ধর্ম্ম কি? এবং সেই নিরাশ, নিরীশ্বর, নিরালম্ব ধর্ম্মের মাহাত্ম্য অথবা ভবিষ্যৎই বা কি? কিন্তু পরলোক-তত্ত্বের পৃথ্বীব্যাপী বৈজ্ঞানিক-প্রচার ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ হইতে। সেই সময় অবধি অদ্য পর্য্যন্ত, এ প্রসঙ্গে যে এক বহুশাখাবিস্তারিত বিরাট্ সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে অন্ততঃ সহস্র বৈজ্ঞানিক এবং বিংশতি সহস্র বিখ্যাত পণ্ডিতের কোন না কোনরূপ প্রত্যক্ষ দর্শনের সাক্ষ্য আছে। এ বিরাট্ সাহিত্যের এক অংশের নাম Philosophy of Apparitions অর্থাৎ ছায়াদর্শন। লোকান্তর-বাসি শত্রু কিংবা মিত্র, প্রাণাধিকা প্রণয়িনী অথবা ধর্ম্মস্খলিতা বিশ্বাস-ঘাতিনী, ছায়ামূর্ত্তিতে মনুষ্যকে দর্শন দান করিয়া, আপনার সুখ-দুঃখ জানাইয়াছে অথবা পারলৌকিক জীবনের কথা কহিয়াছে।

যে সকল ছায়ামূর্ত্তির দর্শন সম্পর্কে বহুগ্রন্থে বহুসংখ্য ঈশ্বরপরায়ণ সাধুসজ্জনের প্রামাণিক সাক্ষ্য আছে, আমি তাহারই কতকগুলি বিশেষ যত্নের সহিত সংকলন পূর্ব্বক এই গ্রন্থে প্রকাশ করিলাম। এই গ্রন্থনিহিত সত্য যদি বঙ্গের একটি নাস্তিককেও ঈশ্বরের অপার করুণা ও পার-লৌকিক জগতের অমৃতময় তত্ত্বে আকর্ষণ করে, তাহা হইলেই গ্রন্থ সার্থক।

পারলৌকিক তত্ত্ব এইক্ষণ অধ্যাত্মবিজ্ঞান, অধ্যাত্মদর্শন অথবা অধ্যাত্মধর্ম্ম নামে শিক্ষিত জগতে পরিচিত। ইংলণ্ডের (William Stainton Moses) উইলিয়ম্ ষ্টেইণ্টন্ মোজেস্ প্রভৃতি সর্ব্বজনপূজ্য সুপণ্ডিত ও সূক্ষ্মানুসন্ধান-সমর্থ মিডিয়মেরা সম্মুখস্থিত দেবাত্মাদিগকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাদিগের প্রসাদাৎ ধর্ম্মবিষয়ে যে সকল উপদেশ পাইয়াছেন, তাহার সার-তত্ত্বই অধ্যাত্মধর্ম্ম। অধ্যাত্মধর্ম্মের কথা বড় সহজবোধ্য ও সংক্ষিপ্ত; অনুষ্ঠান কঠিন। আমি এখানে সে সার-তত্ত্বের সমস্ত কথা সূত্রবৎ সংক্ষেপে নিবদ্ধ করিয়া এই দীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। পাঠক এই কয়টি কথা সতত স্মরণে রাখিলে, নিশ্চয়ই তাঁহার জীবনে এক অপূর্ব্ব আনন্দময় পরিবর্ত্ত ঘটিবে। কথা এই,—

১। এ জগতের কারণ ও কর্ত্তা জগজ্জীবন জগদীশ্বর,— এক, অদ্বিতীয়, নিত্যবিদ্যমান অনন্তদেব। তিনি জ্ঞানে অনন্ত,

শক্তিতে অনন্ত—সর্ব্ববব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয় পরমাত্মা। * তিনি প্রেম-করুণার অপার ও অতল সমুদ্র।

২। জীব কীটাণুকীট হইতে ক্রমোন্নত হইয়া এই জড়জগতে মনুষ্যরূপে জন্ম লাভ করে—জড়দেহত্যাগের পর, চর্ম্মচক্ষুর অদৃশ্য অধ্যাত্মজগতে প্রবেশ করিয়া সূক্ষ্মদেহ প্রাপ্ত হয়, এবং সেখানে, ক্রম-বিকাশের নিয়মে, অনন্তকাল ব্যাপিয়া উন্নতি লাভ করিতে থাকে। এ উন্নতি সর্ব্বজন-লভ্য ও সীমারহিত। যে আজি যার-পর-নাই নিষ্ঠুর, পাপিষ্ঠ—পরপীড়ক, পরস্বাপহারক এবং বিশ্বাসঘাতক, সেও সেই অধ্যাত্মজগতে, বহুকাল পর্য্যন্ত অনুতাপের অনলে দগ্ধ হইয়া, উচ্চশ্রেণীর দেবত্ব লাভ করিবে, এবং দেব-ভোগ্য সুখ-সম্পদের অধিকারী হইয়া জগদীশ্বরকে উর্দ্ধনয়নে ধন্যবাদ দিবে।

৩। মনুষ্য, ইহলোকে, মনের অতি লুক্কায়িত প্রদেশে, ভাল কিংবা মন্দ, পবিত্র কিংবা অপবিত্র যে কোন ভাব পোষণ করে,—মুখে সত্য কিংবা অসত্য, কঠোর কিংবা মধুর যে কোন কথা কহে, এবং জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, অধ্যাত্মজগতে প্রতিনিয়তই তাহার

---

* অধ্যাত্মধর্ম্মের এই কথা ঠিক উপনিষদের কথার মত লাগে। যথা, শ্রীধরস্বামিধৃত শ্বেতাশ্বতরীয় উপনিষদে,—

"একো দেবঃ, সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, কর্ম্মাধ্যক্ষঃ, সর্ব্বভূতাধিবাসঃ, সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ।"

প্রতিকৃতি উত্থিত হয়, এবং সে পরলোকে যাইয়া আপনার কর্ম্মপট দেখিতে পায় ও আপনার কর্ম্মফল অনুসারে, সুখে শীতল অথবা দুঃখে দগ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু পতিতপাবন ও অধমতারণ জগদীশ্বরের কৃপায় সে দুঃখ অনন্তস্থায়ি নহে। কারণ, মনুষ্য যখন দুঃখদাহে পরিশোধিত হইয়া পবিত্র হয়, তখন সে ধীরে ধীরে নবজীবন লাভ করিয়া উচ্চতর ধামে স্থান পায়। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, চিত্ত ও চরিত্রের নিষ্পাপ-নির্ম্মলতাই মুক্তির সোপান। যে বুদ্ধির বিপাকে নাস্তিক হইয়াও চিত্তে সরল, শুদ্ধ ও সত্যপরায়ণ, এবং চরিত্রে সাধু ও সর্ব্বজনহিতৈষী সুজন, সে দুশ্চরিত্র ও দুষ্কৃতচারী আস্তিক অপেক্ষা লোকান্তরে অধিকতর আদরণীয়।

৪। পৃথিবীর অর্থবিত্ত ও বিষয়-বৈভব শুধুই ভোগের বস্তু নহে। লোকের উপকারেই তন্নিচয়ের সার্থকতা। যাহারা একথা বিস্মৃত হইয়া অর্থবিত্ত অথবা নিজ নিজ প্রতিভা প্রভৃতি শক্তিসম্পদের অপব্যবহার করে, এবং, আপনার সম্ভাবনা অনুসারে, দুঃস্থ দুর্ব্বলের উপকার না করিয়া, স্বার্থপরতার ক্লেদ-কূপে ডুবিয়া রহে, তাহারা, পৃথিবীতে সম্রাটের আসনে উপবিষ্ট থাকিলেও, লোকান্তরে যাইয়া কল্পনার অতীত দুঃখদুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

৫। পরলোক সূক্ষ্মতর পরমাণুতে রচিত, স্থান-বিস্তৃতিযুক্ত একটা পৃথিবীর মত, এবং পরলোকের অধিবাসীরাও সূক্ষ্মতর পরমাণুতে গঠিত সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন মনুষ্যের মত। সেখানে গ্রাম,

Sreenath Press, Dacca.

নগর, উদ্যান, উপবন এবং নদী ও পর্ব্বত প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দৃশ্য আছে, এবং মনুষ্য সেখানে, কর্ম্মফলের বিচারে, সুন্দর অথবা কুৎসিৎ, শীতল অথবা সন্তাপ-যুক্ত, সুরভি অথবা দুর্গন্ধি দেহ প্রাপ্ত হইয়া আপনার উপযুক্ত স্থান ও সংসর্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যাহার অদৃষ্টে যেমনই দুর্গতি হউক, সে সেখানে যাইয়া অনুতাপ ও ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা ক্রমে সদ্‌গতি প্রাপ্ত হয়।

৬। ঈশ্বরে অন্তরের সহিত ভক্তি, মনুষ্যে ভালবাসা, পিতামাতা ও গুরুজনের সেবা, উপকারী জনে কৃতজ্ঞতা, সর্ব্বজনে প্রীতস্নিগ্ধমনে, কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান, চিত্ত ও চরিত্রের বিশুদ্ধি সাধন এবং সর্ব্বপ্রযত্নে সত্যরক্ষা ও আপনার স্বভাব-প্রণোদিত সৎকার্য্য সম্পাদন, ইহাই জীবের নিত্য ধর্ম্ম।

৭। মনুষ্যমাত্রেরই ঈশ্বর সম্পর্কে তদ্‌গতচিত্ত, হৃদয়ে ভক্তিপ্রীতিকৃতজ্ঞতাযুক্ত, নম্র, ন্যায়-পরায়ণ, মহত্ত্বে উন্নত, স্নেহকারুণ্যে কোমল, সাধু, সত্যনিষ্ঠ, পর-হিত-পরায়ণ ও মধুর-চরিত্র হওয়া আবশ্যক। নহিলে, দেবাত্মারা তাহার প্রতি আকৃষ্ট হন না।

৮। যাহারা এই পৃথিবীতে লোভে কিংবা লালসায় অথবা অন্য কোনরূপ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনায়, অন্যের অনিষ্ট, অসম্মান কিংবা ধর্ম্মনাশ করে, তাহারা লোকান্তরে দেব-পুরুষ-দিগের বিচারে, সেই অবমানিত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট অতি কাতরপ্রাণে,—কখনও বা অনুতাপের অশ্রুসিক্ত নয়নে,

ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হয়। যে পর্য্যন্ত তাহারা ক্ষমা প্রাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাদিগের পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হয় না, এবং তাহারা সুতরাং উন্নতি লাভ করিয়া ঊর্দ্ধগামী হইতে পারে না। এ বিষয়ে দেবতার বিচার বড় কঠোর।

৯। যাহারা, মৃত্যুর পর, নিজ নিজ কর্ম্মফলের অপরিহার্য্য পরিণামে, প্রেত, পিশাচ কিংবা অপদেবতার দুরিতগন্ধি দুঃসহ-সন্তাপ-জনক কদর্য্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া, সাধু জনের অলক্ষিত অন্ধকারে থাকে, অথবা পৃথিবীর কোন ঘৃণাজনক কদর্য্য স্থানে, ঘৃণিত অবস্থায় লুক্কায়িত রহিয়া, মনুষ্যের অপকার করিবার সুযোগ পায়, তাহারাও কালে অতি ভয়ঙ্কর শাসনের অধীন হইয়া সৎপথ লইতে বাধ্য হয়। তাহাদিগেরও, পরিণামে, মুক্তি ও চিন্তার অতীত উন্নতি ঘটে। কিন্তু সে মুক্তি ও উন্নতি-লাভের পূর্ব্বে, তাহারা, অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণের ন্যায়, পাপের আগুনে অতি শোচনীয়ভাবে সুদীর্ঘকাল দগ্ধ হইয়া থাকে।

ছায়াদর্শন।

অবতরণিকা।

শ্রীরামচন্দ্রের অলৌকিক শক্তি-দর্শনে, মনে বড় ভীত হইয়া, লঙ্কার রাবণ, ভীত-ভীত কাতর-কণ্ঠে, বিলাপের ভাষায় বলিয়াছিল,—

"মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী।
নর-বানরের লীলা বুঝিতে না পারি॥"

রাবণ চিরদিনই হাড়ে হাড়ে হিন্দুদ্বেষী ছিল,— পুরাতন হিন্দু অর্থাৎ আর্য্যজাতির ঋষি-তাপস-চরিত্র এবং ধর্ম্ম ও নীতি, সমস্তের প্রতিই তাহার ঘোরতর বিদ্বেষ ছিল। সুতরাং, সে হিন্দুর ধর্ম্মবীর, দয়াধর্ম্মের অবতার, ধর্ম্মনিষ্ঠ মনুষ্যমাত্রেরই হৃদয়ারাধ্য, মধুর-মূর্ত্তি ও মধুর-প্রকৃতি রামচন্দ্রের কর্ম্মনীতির প্রকৃত মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে পারে নাই। রামচন্দ্র মরিয়াও কেন

মরিতেছেন না, এ সুগভীর সূক্ষ্ম তত্ত্ব তাহার পাপ-কলুষিত স্থূল-বুদ্ধিতে প্রবেশপথ পায় নাই। যাঁহারা এখনও এই পৃথিবীতে হিন্দুধর্ম্মের সারোদ্ধার সত্য ও সর্ব্বজন-মঙ্গলময়ী হিন্দুসভ্যতায় অন্তরে বিদ্বেষী, তাঁহারাও বহুবিষয়ে ঐ রাবণেরই অবস্থাপন্ন। হিন্দুর শতশাখাবিস্তারিত ধর্ম্ম ও হিন্দুর শান্তিশীতলা সভ্যতা মরিয়াও কেন মরে না, ইহা কহিয়া, তাঁহারা বহুকাল হইতে বিলাপ করিয়া আসিতেছেন, এবং বোধ হয় চিরকালই এইভাবে বিলাপ ও পরিতাপ করিবেন। হায়! তাঁহারা ইহা অবগত নহেন যে, জগদ্‌গুরু হিন্দু, পৃথিবীর অকিঞ্চিৎকর পার্থিব সুখ-সম্পদে কতকটা উদাসীন হইলেও, প্রকৃত অধ্যাত্মসম্পদে অদ্যাপি মানবমণ্ডলে অতি উচ্চ স্থানে অবস্থিত; এবং হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসভ্যতা উভয়ই অধ্যাত্মতত্ত্বের অটল-পর্ব্বত-ভিত্তির উপর অতি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং কিবা হিন্দুর অন্তর্গূঢ় প্রকৃত ধর্ম্ম, কিবা হিন্দুসভ্যতার প্রাণ, ইহার কোনটিরই বিনাশ নাই।

হিন্দুজাতি, জাতীয়জীবনের প্রথম উন্মেষ হইতেই, পরলোকগত পিতামাতার স্বর্গশান্তিকামনায়, যথাবিধি, শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি কার্য্য করিয়া থাকে। আমি যখন অল্পবয়স্ক বালক, তখন ইংরেজীশিক্ষিত যুবা ও বৃদ্ধ সকলেরই মুখে শ্রাদ্ধ ও তর্পণ সম্পর্কে নানাপ্রকার বিদ্রূপাত্মক কথা শুনিতাম, এবং কোন কথারই উত্তরদান করিতে জানিতাম না বলিয়া, চিত্তে একান্ত দুঃখিত রহিতাম। যাঁহারা দুটি ছত্তর ইংরেজী পড়িয়াছেন, তাঁহারাই

ঘৃণার সহিত নাসাগ্র কুঞ্চন; এবং আরও পাঁচ প্রকারে ঘৃণা ব্যঞ্জন করিয়া, শ্রাদ্ধতর্পণের উপর গালি বর্ষণ করিতেন; এবং যে মরিয়া যায়, সে কি আবার শ্রাদ্ধের "নম-নম" মন্ত্র শুনিবার জন্য ফিরিয়া আইসে, এই কথা বলিয়া, বিদ্বেষ ও বিরক্তি দেখাইতেন। আমি সে সময়ে অশিক্ষিত বালক। বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের মুখে নানা স্থানে, নানা প্রসঙ্গে, এই সকল কথা শুনিতাম; শুনিয়া মরমে মরিয়া থাকিতাম। মনে মনে ভাবিতাম,—হায়! তবে কি হিন্দুজাতির সমস্ত সৎকর্ম্মই পাপ ও অধর্ম্ম, এবং হিন্দুনামও কি কালে পৃথিবী হইতে প্রক্ষালিত হইয়া যাইবে?

এ আজি অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কালের কথা। সে কালের লোকদিগের মধ্যে যাঁহারা এখনও কর্ম্মক্ষেত্রে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহারা সকলেই এ সকল কথায়, অক্ষরে অক্ষরে সাক্ষ্যদান করিতে পারিবেন। কিন্তু হিন্দুসভ্যতার উপর এইরূপ বিকার ও বিদ্বেষের ঘোরতর প্রকোপ সময়ে, যে-ই * ভারতবর্ষে সংবাদ পঁহুছিল যে, ইউরোপের প্রত্যক্ষবাদী পণ্ডিত, জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মহামতি অগাষ্ট কোম্‌টি, তাঁহার পরলোকগত প্রণয়িনীর উদ্দেশ্যে, শ্রাদ্ধের অনুরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছেন, অমনি

* "যে-ই" এই পদটি যদ্-শব্দ হইতে উৎপন্ন। ইহার স্থলে যেক্ষণে—যে মুহূর্ত্তে অথবা যদ্দণ্ডে প্রভৃতি পদও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু ইদানীং অনেকেই, "যে-ই" না লিখিয়া, তৎপরিবর্ত্তে "যাই" লিখেন। ইহা সঙ্গত কি অসঙ্গত, বিজ্ঞ পাঠক তাহার বিচার করিবেন।

এ দেশের অসংখ্য শিক্ষিত যুবা, শ্রাদ্ধতর্পণের তত্ত্ব বুঝিবার জন্য, ব্যগ্র হইলেন;—অনেকে প্রকৃত শ্রদ্ধার সহিতই পিতামাতার শ্রাদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। দেশের ইহা সৌভাগ্য যে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলেই এই ক্ষণ সুপবিত্র শ্রাদ্ধ বিধানে অনুরাগী।

হিন্দুধর্ম্মের যে সকল তত্ত্বের সহিত শ্রাদ্ধতর্পণের অতি ঘনিষ্ঠ গূঢ় সম্পর্ক, আমি এই স্থলে তাহারই দুই একটি কথা সংক্ষেপে কহিব।

মনুষ্য, পৃথিবীর সুখ-লালসা ও পাশবী প্রবৃত্তির দুর্ণিবার পিপাসায়, যত কেন আত্মবিস্মৃত না রহুক, মৃত্যুচিন্তা তথাপি তাহার মনের একটা ভাগকে সতত গ্রাস করিয়া রাখে। কারণ; যে ছিল, সে চলিয়া গিয়াছে, ইহাই পৃথিবীর সংবাদ। যে এখনও আছে, সে চলিয়া যাইবে, ইহাই পৃথিবীর আলোচ্য কথা। সম্রাট্, তাঁহার সেনারক্ষিত সোনার সিংহাসনে, সুবর্ণমণ্ডিত, সুচারু-খচিত চন্দ্রাতপের তলে, রূপ ও বৈভবের প্রভায়, চন্দ্রের ন্যায় বিরাজমান ছিলেন। তিনি ঢলিয়া পড়িয়াছেন, চলিয়া গিয়াছেন। আর, ঐ যে রূপ-গুণ-বর্জ্জিত, গ্রাসাচ্ছাদনের সামান্যসম্বলেও বঞ্চিত, রাজপথের কাঙ্গাল, গাছের তলায়, কিংবা পথের ধূলায়, অশ্রুসিক্তনয়নে উপবিষ্ট থাকিয়া, ধন-গর্ব্বিত সমৃদ্ধদিগের নিকট হাত পাতিয়া ভিক্ষা করিত, সেও ঢলিয়া পড়িয়াছে, চলিয়া গিয়াছে। শিশু, তাহার মায়ের কোলে বসিয়া, খেলা করিতে-ছিল। সেখানেই সে, মাতাপিতার কর্ম্মদোষে, কুসুমিত জীবনে

ঢলিয়া পড়িয়াছে, সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। যুবা, নব-যৌবন-বিলাসিনী নয়ন-মনোমোহিনী নির্ম্মলস্বভাবা সহধর্ম্মিণীর সহিত, নিভৃত-ভবনে, নিশ্চিন্ত-মনে, প্রণয়ের আলাপ করিতেছিল। হায়! সেও সেখানেই, আপনার অজ্ঞাত কিংবা পরিজ্ঞাত কর্ম্মফলে, অকালে ঢলিয়া পড়িয়াছে, সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। এই কথাই পৃথিবীর কথা। এই সংবাদই পৃথিবীর সংবাদ। এক দিকে দেখিতে গেলে, ইহা বই আর কথা নাই। ইহা ভিন্ন আর সংবাদ নাই। কেহ যাইতেছে, কেহ যায়-যায় অবস্থায় পঁহুচিয়াছে; এবং যে এইমাত্র আসিয়াছে, সেও বা, জীবন-তত্ত্বের কোন অদৃষ্ট কারণে, যাইবার পথে গড়াইয়া পড়িতেছে।

ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য যে, এ প্রকারের সকল কথার মধ্যে সার কথা এই, যাহারা যায়, তাহারা কোথায় যায়? তাহাদিগের দেহপিঞ্জরত সকলের চক্ষুঃসান্নিধ্যেই অগ্নিতে দগ্ধ, কিংবা অন্য প্রকারে জল-স্থলময়ী জড়প্রকৃতির অঙ্গীভূত হইল। কিন্তু সেই অগ্নিদগ্ধ অথবা প্রকৃতির অঙ্গনিহিত দেহ ছাড়া তাহাদিগের আর কিছু অবশিষ্ট রহিল কি? সেই অবশিষ্ট বস্তু আর কখনও কি আমাদিগের দৃষ্টিপথের পথিক হইবে?

হিন্দুশাস্ত্র, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, আজিকার ইউরোপ, আমেরিকা এবং আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি রাজ্য যে সময়ে বন্যজন্তুসদৃশ বনচর মনুষ্যের নিবাস-ভূমি সেই সময়ে, সজল-জলদের গম্ভীর স্বরে, এই সকল প্রশ্নের উত্তরে, তদানীন্তন

সভ্য জগতের সমস্ত অধিবাসীকে সম্ভাষণ করিয়া বলিয়াছে, "জীবাত্মার ধ্বংস নাই,—উহা অবিনাশি পদার্থ। অস্ত্র উহাকে ছেদন করিতে পারে না,—আগুনে উহা পোড়ে না,—জলে উহা ভিজে না, এবং বায়ু উহাকে শোষণ করিতে সমর্থ হয় না।" যথা ভূভারতপূজ্য ভগবদ্গীতায়—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি
নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো
ন শোষয়তি মারুতঃ॥

গীতা ২য় অঃ ২৩শ শ্লোক।

গীতায় পুনশ্চ উপদিষ্ট হইতেছে,—"মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, যিনি মনুষ্যদেহের দেহী, অর্থাৎ জীবাত্মা, তিনিও, দেহপাতের পর, (সূক্ষ্মতর) নূতন দেহ ধারণ করিয়া" অনন্ত জীবনের কার্য্যে অগ্রসর হন।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।

গীতা ২য় অঃ ২২শ শ্লোক।

বাল্মীকি, ব্যাস ও বশিষ্ঠ-প্রমুখ ঋষিরাও এই মহাসত্যকেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে উপদেশ করিয়াছেন। বাল্মীকির হৃদয়ারাধ্য

রাম, জানকীর অগ্নিপরীক্ষা * সময়ে, সূক্ষ্মশরীরী দশরথের দর্শন লাভ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম এবং তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-ব্যাস-বর্ণিত কুরুবীরদিগের মধ্যে অনেকে, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর, গঙ্গার তটে, নিজ নিজ শোকাকুলা সহধর্ম্মিণীর সন্নিকটে, স্পর্শযোগ্য মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া, তাঁহাদিগের হৃদয়ে বিস্ময় ও শান্তি জন্মাইয়াছিলেন। এদেশের অনেকেই আগে এ সকল কথাকে নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অশ্রদ্ধেয় কথা জ্ঞানে উপেক্ষা করিতেন। কারণ, যে কথা জড়বিজ্ঞানে নাই, অধ্যাত্মজ্ঞানে তৎসম্পর্কে সহস্র সাক্ষ্য থাকিলেও, তাহা অপ্রামাণিক !! কিন্তু, সৌভাগ্য বশতঃ, আজি ইউরোপ এবং আমেরিকার বৈজ্ঞানিকেরাও, শত শত তত্ত্ব সঙ্কলন করিয়া ভারতীয় ঋষি-তাপসদিগের যোগ-জ্ঞান-লব্ধ আধ্যাত্মিক সত্যে সাক্ষ্যদান করিতেছেন। ঋষিরা পরলোকগত পিতামাতাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেন,—

> "আকাশস্থ, নিরালম্ব,
> বায়ুভূত, নিরাশ্রয়,
> ইদং নীরং ইদং ক্ষীরম্
> স্নাত্বা পীত্বা সুখী ভব।"

* "জানকীর অগ্নিপরীক্ষা" নামে আমার একখানি পুস্তক আছে। উহার দ্বিতীয় অধ্যায়ে, শ্রীরামকর্ত্তৃক স্বর্গগত দশরথের দর্শনলাভ এবং তৎসহ দশরথের আলাপ-প্রসঙ্গে বিস্তর কথা লিখিত হইয়াছে। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু পাঠক ঐ পুস্তকখানি একবার পাঠ করিলে লেখকের পরিশ্রম সফল হইবে।

এই কথার ভাবার্থ এই যে, তুমি এইক্ষণ আকাশিক দেহ ধারণ করিয়াছ। এই পৃথিবীর কোন বস্তু এইক্ষণ আর তোমার অবলম্ব নহে। বায়ু যেমন চক্ষের অদৃশ্য, তুমিও আজি সেই প্রকার আমাদিগের অদৃশ্য। তোমার উদ্দেশ্যে আজি এই জল-গণ্ডূষ ও গণ্ডূষপূর্ণ দুগ্ধ উৎসর্গ করিতেছি, ইহাতে তোমার পরিতৃপ্তি হউক। বিজ্ঞান-দীক্ষিত ইউরোপীয় পণ্ডিত এবং আমেরিক ধীমান্, স্বর্গগত পিতামাতার উদ্দেশ্যে, অঞ্জলি ভরিয়া জল অথবা অঞ্জলিপূর্ণ দুগ্ধ উপহার দেন না। কিন্তু, তাঁহারাও তাঁহাদিগকে, ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে, ভাবাবিষ্ট চিত্তে, ধ্যান করিয়া বলিয়া থাকেন,—"হে পিতঃ, হে মাতঃ, তুমি এইক্ষণ আকাশিক দেহে বিরাজমান রহিয়াছ। আমি তোমাকে চক্ষে দেখি না; কিন্তু তুমি আমাকে চক্ষে দেখিতেছ; এবং আমার জীবনের সৎকার্য্য দর্শনে যেমন পুলকিত, অসৎকার্য্য দর্শনে তেমনই দুঃখে বিষণ্ণ ও লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইতেছ। আমি কাতর মনে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি আমায় সৎপথে থাকিবার জন্য শক্তি দান কর। আর, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি তাঁহার কৃপায় উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর ধামে স্থান প্রাপ্ত হও।"

এই যে এখানে আকাশিক দেহের কথা হইতেছে, ইহারই এইক্ষণ বিজ্ঞান-নির্দ্দিষ্ট নূতন নাম ইথিরিয়েল বডি (Etherial body) অর্থাৎ ইথরনামক সূক্ষ্মপদার্থে গঠিত সূক্ষ্ম শরীর; এবং যাঁহারা পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছেন,—পৃথিবীর ভাষায় যাঁহারা লোকান্তরিত হইয়াছেন, তাঁহারা পরলোকে সূক্ষ্মশরীরি-রূপে

বিদ্যমান রহিয়া, জীবনের কর্ম্ম-ফল-ভোগ এবং জীবনী শক্তির উচ্চতর বিকাশে উন্নতিলাভ করিতেছেন। তাঁহারা, বাল্মীকিবর্ণিত দশরথ এবং ব্যাসবর্ণিত দুর্য্যোধন প্রভৃতির ন্যায়, অবস্থা-বিশেষে,—এবং বিশেষ কোন আধ্যাত্মিক নিয়মের অনুসরণে, আপনার পুত্রকলত্র, প্রিয় সুহৃদ্ অথবা সম্পর্কশূন্য মনুষ্যকেও, প্রয়োজন কিংবা প্রবৃত্তির অনুরোধে, পৃথিবীতে দর্শন দান করিতে পারেন কি না, তাহা পাঠক, এই গ্রন্থে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত প্রামাণিক কাহিনী অথবা বৃত্তান্তগুলি গাঢ় মনোযোগের সহিত আলোচনা করিয়া, নিজের জন্য নিজে অবধারণ করুন। পূর্ব্বসঞ্চিত সংস্কার কাহাকেও তরাইতে পারে না, তরাইতে পারে একমাত্র সত্য। সুতরাং পারলৌকিক জীবনের গুরুতর সত্যকে উপেক্ষার ভাবে উড়াইয়া দেওয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে।

আধুনিক সুসভ্য জগতের সুকীর্ত্তিত পণ্ডিত, সভ্যতার ইতিহাস-রচয়িতা স্বনাম-ধন্য বাক্‌ল্ (Buckle), তাঁহার এক-খানি গ্রন্থের এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, মনুষ্য, পার্থিব দেহ পরিত্যাগের পর, লোকান্তরে, দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া, জীবনের গন্তব্য পথে, ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে, ক্রমে ক্রমে, অগ্রসর হয় কি না, এই মহাসত্যসংসৃষ্ট প্রশ্নের সহিত পৃথিবীর আর কোন প্রশ্নেরই তুলনা হইতে পারে না। মানবজীবনের সকল কথা এক দিকে, এই এক কথা একা আর এক দিকে। যে এই কথার মীমাংসা না করিয়া, সাংসারিক সুখ-দুঃখের আবর্ত্তচক্রে ঘুরিয়া

বেড়াইল, তাহার জীবন প্রকৃত অর্থে জীবন নহে। পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, ছায়াদর্শনের প্রত্যেক কাহিনী মহামতি বাক্‌লের উল্লিখিত মহাপ্রশ্নের প্রত্যুত্তর স্বরূপ।

সূচীপত্র।

বিষয় ... পৃষ্ঠা

নিবেদন ... ৵০

অধ্যাত্মতত্ত্বের আধুনিক ইতিবৃত্ত ... ৸৵০

অবতরণিকা ... ১

প্রথম অধ্যায়—

(১) প্রতিশ্রুতি রক্ষা ... ১১

(২) প্রতিকার প্রার্থনা ... ২১

দ্বিতীয় অধ্যায়—

উপক্রম ... ৩১

যৌবনের উন্মাদ ও জীবনের অবসাদ ... ৩৩

তৃতীয় অধ্যায়—

উপক্রম ... ৪৯

প্রেম-যজ্ঞে প্রাণ-আহুতি ... ৫৩

চতুর্থ অধ্যায়—

উপক্রম ... ৭৯

কর্ম্মফলের ভয়ঙ্কর পরিণাম ... ৯৪

পঞ্চম অধ্যায়—

উপক্রম ... ১০৬

বন-যূথিকা ও বন্য বর্ব্বর ... ১১১

ষষ্ঠ অধ্যায়—

উপক্রম ... ১২১

অদৃষ্টবাদ ও আত্মার স্বাধীনতা ... ১২৬

সপ্তম অধ্যায়—

উপক্রম ১৫২

প্রেম-সমুদ্রে প্রাণনাশি বিষ ১৬০

অষ্টম অধ্যায়—

উপক্রম ১৬৯

অসুরের অসার দর্প ১৭১

নবম অধ্যায়—

উপক্রম ১৮০

ঈর্ষ্যার আগুন ও আশার শেষ ১৮৭

দশম অধ্যায়—

উপক্রম ২১৮

(১) আত্মার শান্তি ২২১

(২) আশ্রিত-বাৎসল্য ২২৭

একাদশ অধ্যায়—

উপক্রম ২৪২

নিরাশ-প্রেমের নিশীথ-সম্ভাষণ ২৪৬

প্রথম অধ্যায়।

আত্মিক-কাহিনী।*

(১)

প্রতিশ্রুতি রক্ষা।

স্বর্গগত সুহৃজ্জনেরা পৃথিবীর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে সমর্থ হন কি? প্রতিশ্রুতি রক্ষার অনেক কাহিনী অধ্যাত্মতত্ত্বের গ্রন্থ-পত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যাঁহারা পরপারে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা দ্বারা নিজ নিজ অস্তিত্বের পরিচয়

---

* মনুষ্য মাত্রই বিবিধ মনোবৃত্তিযুক্ত একটি আত্মা। মানবদেহ সেই আত্মার বহিরাবরণ। আত্মাই দেখে, আত্মাই শোনে; আত্মাই মনুষ্যবিশেষকে ভালবাসে অথবা মনুষ্যবিশেষকে বিদ্বেষ করে। আত্মাই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং মহত্ত্ব ও মাধুর্য্যের উপাসনা করিয়া মহাত্মা হয়। আত্মাই আবার, কুৎসিত জীবন যাপন করিয়া, পিশাচ প্রভৃতি নামে বর্ণিত হইয়া থাকে।

দিয়াছেন। কিন্তু যদিও প্রখ্যাত লোক-রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এতৎসম্পর্কে বহুপ্রামাণিক কাহিনী পাঠ করিয়াছি, তথাপি লর্ড ক্রুহামের সুহৃদ্দর্শন বিষয়ক সুবিখ্যাত কাহিনীটিই আমি বঙ্গের পাঠক ও পাঠিকাদিগকে সর্ব্বাগ্রে উপহার দিতেছি। কেন না, লর্ড ক্রুহামের নাম শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রের নিকটই সুপরিচিত।

লর্ড ক্রুহাম, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, ইংলণ্ডে, স্বনামধন্য পুরুষদিগের মধ্যে, অগ্রগণ্য আসন পাইতেন। তিনি ধনিগৃহে

পরলোকগত আত্মাকে এদেশের অনেক লোকে "প্রেতাত্মা" নামে নির্দ্দেশ করিয়াথাকেন। ইহা একান্ত অসঙ্গত এবং কতকটা অপরাধ-জনক। কারণ, মহাভারতে এবং অনেক পুরাণে, অধঃপতিত আত্মাই প্রেত নামে কথিত হইয়াছে। অমরকোষে প্রেত শব্দের অর্থ নরকস্থ প্রাণী। প্রেতের আকৃতি পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে নিম্নলিখিত রূপে বর্ণিত।—

"বিকরালমুখং দীনং পিশঙ্গনয়নং ভৃশম্।
ঊর্দ্ধমূর্দ্ধজকৃষ্ণাঙ্গং যমদূতমিবাপরম্॥
চলজ্জিহ্বঞ্চ লম্বোষ্ঠং দীর্ঘজঙ্ঘশিরাকুলম্।
দীর্ঘাঙ্ঘ্রিং শুষ্কতুণ্ডঞ্চ গর্ত্তাক্ষং শুষ্কপঞ্জরম্॥"

অর্থাৎ প্রেতের মুখটা ভয়ানক ও সুদীর্ঘ। শরীর কৃশ ও দীন-ভাবাপন্ন। চক্ষু কোটরস্থ ও অত্যন্ত পিঙ্গলবর্ণ। মাথার চুলগুলি উপরের দিকে খাড়া খাড়া। শরীরের বর্ণ কাল। জিহ্বা কতকটা লক-লকায়মান। ওষ্ঠ বিলম্বিত। উহার জঙ্ঘা সুদীর্ঘ ও শিরাকুল। মাথা ও সমস্ত শরীরের হাড়পাঁজর শুষ্ক।— যেন দ্বিতীয় যমদূত।

পদ্ম ও অগ্নি প্রভৃতি পুরাণে, প্রেতের গণভেদ আছে; এবং প্রেত-

জন্ম গ্রহণ করেন নাই। তথাপি ধনিদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে অভিভাবক জ্ঞানে সম্মান করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, তিনি অগাধ বিদ্যা, অতিতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিক সম্মান এবং চরিত্র বল ও পদমর্য্যাদায় অসংখ্য লোকেরই উপাস্য হইয়াছিলেন।

আমাদিগের এদেশে যাঁহারা লর্ড ব্রুহামের ব্যক্তিগত গৌরব বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাঁহারাও প্রকারান্তরে তাঁহার নাম না লইয়া থাকেন, এমন নহে। এক শ্রেণীর ব্যাগ গ্ল্যাড্ষ্টোন্ ব্যবহার করিতেন বলিয়া যেমন উহার নাম হইয়াছে গ্ল্যাড্ষ্টোন্ ব্যাগ্, সেই রূপ, লর্ড ব্রুহাম্ ব্যবহার করিতেন বলিয়া, এক শ্রেণীর গাড়ীর নাম হইয়াছে "ব্রুহাম" বা "ব্রুম্"। সুতরাং লর্ড ব্রুহাম্ যাহাদিগের নিকট একবারে অপরিচিত, "ব্রুহাম্" বা "ব্রুম্" গাড়ী তাহাদিগেরও নিকট সুপরিচিত।

পূর্ব্বে কহিয়াছি লর্ড ব্রুহাম্, অগাধ বিদ্যা ও অতিতীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভৃতি গুণের প্রতিভায়, দেশের সকল শ্রেণীর লোকের নিকটই অতি বড় গণ্য মান্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিদ্যা ও বুদ্ধি,

গণ, নিজ নিজ কর্ম্মফলানুসারে, বিভিন্ন নামে পরিচিত। কিন্তু, সকল প্রকার প্রেতই অতি অস্পৃশ্য পাপিষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত এবং উহাদিগের আহার্য্য বস্তু মনুষ্যের অশ্রোতব্য ও অনুচ্চার্য্য। এই সকল কারণেই, বাঙ্গালা ভাষায় "প্রেত" বলিলে অতি বড় জঘন্য গালি বুঝায়,— ভাল কিছু বুঝায় না। আমি এই হেতু লোকান্তরিত আত্মাকে, পুংস্ত্রী ভেদে, বহুকাল হইতে, আত্মিক ও আত্মিকা নামে নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছি।

পণ্ডিত-জন-সুলভ বিদ্যাবুদ্ধির ন্যায়, অন্ধকারে ঢাকা রহিত না এবং কর্ম্মজগতের সহিত সম্পর্কশূন্য ছিল না। তিনি প্রগাঢ় বৈজ্ঞানিক, তর্কবিশারদ দার্শনিক ও ব্যবস্থাভিজ্ঞ বারিষ্টার রূপে বিশেষ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এবং নির্ভীক সত্যবাদিতার জন্য বহু-লোকের ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি, আমূল অনুসন্ধান না করিয়া, কোন তত্ত্বেই সহজে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিত না; এবং যাহাতে তাঁহার প্রকৃত বিশ্বাস জন্মিত,. তাহা জগতের নিকট ব্যক্ত করিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার মত লোকে, তাঁহার স্বহস্ত লিখিত স্বজীবন চরিতে, ছায়া-দর্শনের যে কথায় অতি গভীর ভাবে সাক্ষ্য দান করিয়া গিয়াছেন, সে কথায় বুদ্ধিমান্ ও হৃদয়িক ব্যক্তিমাত্রেরই বিশ্বাস স্থাপন করিতে ইচ্ছা হইবে।

লর্ড ব্রুহাম লিখিয়াছেন,—"আমার জীবনে, এক সময়, বড়ই একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। ঘটনাটি এতদূর বিস্ময়াবহ যে, আমি সত্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দানের জন্য উহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য * হইলাম।"

এডিনবরা হাইস্কুল হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া বহির্গত হইবার পরে, আমি, আমার শৈশব সময়ের একান্ত অন্তরঙ্গ সুহৃদ্

* বাধ্ ধাতুর অর্থ পীড়ন। যথা, কালিদাসের প্রসিদ্ধ কবিতায়,—"তথা ন বাধতে স্কন্ধো যথা বাধতি বাধতে", বাঙ্গালা ভাষায় সেই পীড়নার্থক বাধ্ ধাতু, কেমন করিয়া ও কতকাল হইতে, কৃতজ্ঞতামিশ্রিত আনুগত্য বুঝাইতেছে, তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা কঠিন।

জর্জ্জের * সহিত, এক যোগে, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হই। সেখানে ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষাদানের নিমিত্ত বিশেষ কোন বন্দোবস্ত বা ক্লাশ ছিল না। কিন্তু আমরা উভয়ে, নগরে পাদচারণা-সময়ে, প্রতিনিয়তই নানাবিধ গুভীর তত্ত্বের আলাপ, আলোচনা ও তর্কবিতর্ক করিতাম। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে, মানব-আত্মার অবিনশ্বরত্ব এবং পরলোকের অস্তিত্ব বিষয়ে অনেক কথা হইত।

মানুষের আত্মা, পার্থিব দেহ পরিত্যাগের পর, লোকান্তরে সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে সঙ্গে, সতত ঘুরিয়া বেড়ায় কি না, ঠিক এইরূপ কথা লইয়া আমরা আলোচনা করিতাম না। কিন্তু, উল্লিখিত রূপ সূক্ষ্মদেহী জীবিত লোককে দেখা দিতে পারে কি না, এরূপ প্রশ্ন তুলিয়া, আমরা বহু বাদানুবাদ করিতাম। বাদানুবাদ, অবশেষে, এতদূর গড়াইল যে, আমরা উভয়ে গায়ের রক্ত† দিয়া একটা শপথপত্র লিখিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম। প্রতিজ্ঞা এই,—

---

* লর্ড ব্রুহামের দৈনিক বিবৃতিতে জর্জ্জ স্থলে "জি" মাত্র লিখিত আছে। ছায়াদর্শনের বিবিধ কথা সম্পর্কে, প্রকৃত নাম প্রকাশ করিতে, ইউরোপ ও আমেরিকার পুরাতন খৃষ্টীয়ানদিগের মধ্যে, এমনই শঙ্কা যে, গ্রন্থকারেরা স্বর্গগত সুহৃৎ স্বজনের পিতামাতা ও আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের প্রাণের দিকে চাহিয়া, অনেক স্থলেই পূর্ণ নাম লিপিবদ্ধ করেন না।

† ইউরোপীয় যুবকযুবতীদিগের মধ্যে অনেকেই, অনেক গুরুতর বিষয়ে, গায়ের রক্ত অথবা বুকের রক্ত দিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ইহা ঐ

"যদি মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে, এবং সেই আত্মা যদি জীবিত ব্যক্তিকে দেখা দিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে, আমাদিগের মধ্যে যাহার আগে মৃত্যু হইবে, সে-ই অপরকে দেখা দিয়া, পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে তাহার যে সন্দেহ থাকে, তাহা ভঞ্জন করিয়া দিবে।"

কলেজের পাঠ সমাপ্ত হওয়ার পর, আমরা দুই বন্ধু দুই দেশে রহিলাম। জর্জ সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে গমন করিলেন; আমি দেশে অবস্থিত হইলাম। ভারতবর্ষে গমনের পর, জর্জ্জ, কিছুদিন, আমার নিকট চিঠিপত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু, কতিপয় বৎসর অতীত হইলে, আমি তাঁহাকে একবারেই ভুলিয়া গেলাম। এডিনবরাতে তাঁহার আত্মীয় স্বজন অথবা পরিবারস্থ কাহারই তত গতিবিধি বা তেমন কোন কার্য্য প্রয়োজন ঘটিত না। সুতরাং, তাঁহার আত্মীয় স্বজন সম্পর্কেও আমি প্রায়শঃ কোন কথা শুনিতে পাইতাম না। কালক্রমে, শৈশব-সৌহার্দ্দের স্মৃতিচিহ্ন যেন আমার চিত্তপট হইতে প্রক্ষালিত হইয়া গেল; এমন কি, বাল্যবন্ধুর অস্তিত্বের কথাও আমার চিত্তে এক প্রকার বিলুপ্ত হইল।

দেশীয় গ্রন্থপত্রে লিখিত আছে। ভারতবর্ষের ভক্তহিন্দু রক্ত দ্বারা ঐরূপ প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়াছেন কি না, তাহা জানি না। কিন্তু, কেহ কেহ বিল্বপত্রের উপর রক্তাক্ষরে দুর্গানাম কিংবা কালীনাম লিখিয়া আপনার তদ্গত ভাবের পরিচয় দিয়াছেন।

এইরূপ স্মৃতিলোপের কিছুদিন পরে, আমি সুইডেন ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। শীতকাল। সুইডেনের শীত দুঃসহ। আমি, সেই শীতের মধ্যে, নানাস্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া, হিমানীর শৈত্যে শরীরে একপ্রকার আড়ষ্ট হইয়া, ঘরে ফিরিয়াছি। আমার শরীরের পক্ষে তখন উষ্ণজলে অবগাহন যেমন স্বাস্থ্যকর, তেমনই প্রীতিপ্রদ। আমি রুদ্ধদ্বার স্নানাগারে, উষ্ণজলের স্নানীয় টবে উপবিষ্ট রহিয়াছি, এবং জলের উত্তাপে একটু একটু স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ লাভ করিতেছি। সম্মুখে, অনতিদূরে, একখানি চেয়ারের উপরে, আমার পরিধেয় বস্ত্রাদি। আমি অবগাহনান্তে উঠিয়া আসিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে, সহসা সম্মুখের চেয়ারে আমার চক্ষু পড়িল,এবং তখন সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, আমার সেই ভারতপ্রবাসী শৈশব-সুহৃৎ জর্জ্জ, ঐ চেয়ারে বসিয়া, ধীর, স্থির ও প্রশান্ত দৃষ্টিতে আমার পানে তাকাইয়া রহিয়াছেন।

ইহার পর, কখন, কি ভাবে, আমি ঐ স্নানের স্থান হইতে উঠিয়া আসিলাম, সে জ্ঞান আমার কিছুমাত্র নাই। যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম, তখন দেখিতে পাইলাম, আমি টবের বাহিরে— গৃহতলে (on the floor) পড়িয়া আছি ; সেই অদ্ভুত ছায়ামূর্ত্তি,— আমার সেই শৈশব-সুহৃদের প্রতিকৃতির কোন চিহ্নও সেখানে নাই। প্রাণে কেমন একটা আঘাত লাগিল ; আমি এ বিষয়ে, কাহারও নিকট মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে সাহস পাইলাম না। কিন্তু এই দৃশ্য আমার চিত্তপটে এমন দৃঢ় অঙ্কিত হইয়া

রহিল যে, আমি আর কিছুতেই উহা ভুলিতে সমর্থ হইলাম না। অবিকল কাহিনীটি ও ঘটনার তারিখ ১৯শে ডিসেম্বর, আমার দৈনিক নোটবুকে লিখিয়া রাখিলাম।

আমি চিরকাল তর্কপ্রিয়; কুতর্কেও, সময় বিশেষে, কুণ্ঠিত নহি। তর্কপ্রিয়তার প্রবর্ত্তনায় ভাবিলাম— হয় ত স্নানাগারে, কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে, হঠাৎ আমার নিদ্রাবেশ হইয়াছিল, এবং সেই নিদ্রাবেশেই জর্জ্জের মূর্ত্তি স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইয়াছি। কিন্তু, আজি সহসা, দিবাভাগে, স্নানাগারে বসিয়া এরূপ স্বপ্ন দেখিবার কারণ কি? বহু বৎসর অতীত হইয়াছে, জর্জ্জের সহিত আমার পত্রীয় আলাপ পর্য্যন্ত নাই। তাঁহার কথা মনে পড়িতে পারে, এমন কোন ঘটনাই ঘটে নাই। আমাদিগের সুইডেন ভ্রমণের সময়েও, জর্জ্জ অথবা তদীয় কর্ম্মস্থান ভারতবর্ষ, এবং জর্জ্জ কিংবা তাঁহার পরিবার সম্পর্কে কোন দিক্ দিয়া কোন প্রসঙ্গ বা কথার উত্থাপন হয় নাই। তবে এই বিচিত্র স্বপ্ন কেন? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সহসা আমাদিগের প্রথম যৌবনের সেই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ হইল। মনে হইল, জর্জ্জের অবশ্যই মৃত্যু ঘটিয়াছে, এবং পারলৌকিক জীবনের প্রমাণ প্রদর্শনার্থই তিনি হয় ত এইরূপ আমাকে দেখা দিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছেন। বস্তুতঃ, এই ধারণা আমি কোন প্রকারেই আমার চিত্তক্ষেত্র হইতে অপসারণ করিতে পারিলাম না। ঘটনার তারিখ ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর।

লর্ড ব্রুহাম, বহু বৎসরের পর, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে, তাঁহার পুরাতন দৈনিক বিবৃতিতে, উল্লিখিত কাহিনীর শেষ ভাগে, নিম্নলিখিত কএক পংক্তি যোগ করিয়া রাখেন।—"আমি এইক্ষণ আমার জীবন বৃত্তান্ত হইতে এই আশ্চর্য্য কাহিনী নকল করিলাম। এই কথার পরিসমাপ্তির নিমিত্ত এস্থলে ইহা বলা একান্ত আবশ্যক যে, উক্ত অদ্ভুত দর্শনের অল্প কএকদিন পরেই, আমি এডিনবরায় ফিরিয়া আসিলাম। এডিনবরায় প্রত্যাবৃত্ত হইবার কিছুদিন অন্তরেই ভারতবর্ষ হইতে জর্জ্জের মৃত্যুসংবাদ আসিল। পত্রে লেখা ছিল 'জর্জ্জ ১৯শে ডিসেম্বর তনুত্যাগ করিয়াছেন'।"

এই কাহিনী সম্পর্কে পাঠকের মনে যে দুই একটি কথা উত্থাপিত হইতে পারে, লর্ড ব্রুহামের মনেও সে সকল কথা উত্থাপিত হইয়াছিল, এবং তিনিই সে সকল কথার সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি যে বন্ধুর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছেন,—ঘটনার ছয়মাস পূর্ব্বেও কথাপ্রসঙ্গে যাঁহার কথা মুহূর্ত্তের তরে মনে চিন্তা করেন নাই, হঠাৎ স্নানাগারে—স্নানীয় টবে, চিত্তের সুখ-স্ফূর্ত্তিতে উপবিষ্ট রহিয়া, দিবাভাগে তাঁহাকে দুই চক্ষে প্রত্যক্ষ দেখিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভবপর? দ্বিতীয়তঃ, উল্লিখিত অদ্ভুত দর্শন যদি প্রকৃতই জাগ্রৎ স্বপ্ন কিংবা উন্মীলিত চক্ষের একটা অলীক ধাঁধাঁ, তাহা হইলে জর্জ্জের মৃত্যুর তারিখ ও এই ঘটনার তারিখ সর্ব্বতোভাবে এক হইল কি সূত্রে? পাঠক, চিন্তা করিলেই, স্পষ্ট বুঝিতে পাইবেন

যে, লর্ড ক্রুহামের ঐ ছায়াদর্শন, প্রকৃত প্রস্তাবেই, পরলোকগত বন্ধুর প্রত্যক্ষ দর্শন। বন্ধু—জর্জ্জ, পার্থিব পরমাণুতে গঠিত প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, বেসীক্ষণ ক্রুহামের নিকটে তিষ্ঠিতে পারেন নাই। মানুষ যেমন জলে ডুব দিয়া বেসী সময় থাকিতে পারে না, পরলোকবাসী সূক্ষ্মশরীরীরাও সেইরূপ পৃথিবীর স্থূল পরমাণুতে নিজ নিজ তনু আবরিয়া, বেসী সময় মনুষ্যের দৃশ্য রহিতে সমর্থ হন না। জর্জ্জ তাঁহার অভিনবলব্ধ শক্তিতে যতটুকু সময় পারিয়াছেন, আপনার পুরাতন প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া, ততটুকু সময় ক্রুহামের সান্নিধ্যে অবস্থিত রহিয়াছেন। তাঁহার মূর্ত্তি যে স্পর্শযোগ্য প্রকৃত মূর্ত্তি, ইহার প্রমাণ পৃথিবীর লোকের মত চেয়ারে উপবেশন। কিন্তু, তিনি তাঁহার আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ দীর্ঘ সময় অবস্থান করিয়া তখন কথা কহিতে পারেন নাই কেন? পারলৌকিক বিজ্ঞানের এ সকল কূট কথা পাঠকের নিকট ক্রমে উপস্থিত হইবে। তিনি ক্রমে সবিশেষ জানিতে পাইবেন। এ কাহিনীটি কোন অংশেও অতিরঞ্জিত কি? প্রত্যুত্তরে বলিতে পারি লর্ড ক্রুহামের মত চরিত্রবান্ ও তত্ত্বপ্রিয় বৈজ্ঞানিক, প্রকৃততত্ত্বের সহিত উপন্যাস মিশাইয়া, সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠককে বঞ্চনা করিতে স্বভাবতঃ অসমর্থ।*

---

* রেভারেণ্ড ফ্রেডারিক জর্জ্জ লি অতি বড় প্রগাঢ় পণ্ডিত ও একান্ত ধর্ম্মপরায়ণ খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক ছিলেন। ছায়াদর্শন তত্ত্ব, প্রকৃত প্রস্তাবে না হইলেও, বহুসংখ্যক খৃষ্টোপাসকের মতে, খৃষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধ বিষয়। লি

প্রতিকার প্রার্থনা।

পূর্ব্বে ও উত্তরে প্রশান্ত মহাসাগর, পশ্চিমে ও দক্ষিণে ভারত-মহাসাগর। এই দুই মহাসাগরের সন্ধিস্থানে উত্তাল তরঙ্গমালায় নিত্য অভ্যর্থিত হইয়া, অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপপুঞ্জ বিরাজমান। অষ্ট্রেলিয়া একটি বৃহৎ বৃটিস্ উপনিবেশ। নিউসাউথ্ ওয়েল্স্ প্রদেশ উহার দক্ষিণপূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত। নিউ সাউথ্ ওয়েল্সের পূর্ব্বপ্রান্ত রেখায়, প্রশান্ত মহাসাগরের তটে, সিড্নি বা পোর্টজ্যাক্সন বন্দর। সিড্নি বা পোর্টজ্যাক্সন, এক্ষণ নিউ সাউথওয়েল্সের একটি প্রসিদ্ধ স্থান। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ইহা সামান্য একটা বন্দিনিবাস অর্থাৎ কারারুদ্ধের উপনিবেশ মাত্র ছিল। সিড্নি বা পোর্ট জ্যাক্সনের অনতিদূরে, 'বোটানী-বে', এবং উহার তটে ঐ নামে একটি ক্ষুদ্র বন্দর দৃষ্ট হয়। বন্দিগণ পূর্ব্বে এই স্থলেই প্রেরিত হইত। বোটানী-বে নামক বন্দরে নানাজাতীয় সুন্দর পুষ্প প্রচুর

মহোদয় বহুকাল এই তত্ত্বে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু অনেক অনুসন্ধান ও গবেষণা দ্বারা বহু প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া, তিনি এই তত্ত্বে বিশ্বাসবান্ হন, এবং ছায়াদর্শনের অসংখ্য প্রামাণিক কাহিনী সংগ্রহ করিয়া Glimpses of the Supernatural নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। লর্ড ব্রুহামের এই কাহিনী উক্ত গ্রন্থে এবং Phantasms of the Living নামক আরও বহু প্রামাণিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

পরিমাণ জন্মিত; এই হেতুই হয় ত উহার নাম বোটানী-বে বা মনোমোহন উদ্ভিদুদ্যান। কিন্তু বন্দী রাখার পক্ষে অধিকতর সুবিধার উদ্দেশ্যে, অবশেষে বন্দিনিবাস, বোটানী-বে হইতে সিড্‌নি বা পোর্টজ্যাক্সনে উঠাইয়া আনা হয়।

অষ্ট্রেলিয়ায় তখন বনের একটা পাখী মারিলে, অথবা ফাঁদ পাতিয়া সামান্য একটা বন্য শশক ধরিলেও, কারাদণ্ডযোগ্য অপরাধ হইত, এবং এইরূপ সামান্য অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগেরও পোর্টজ্যাক্সনে নির্ব্বাসন ঘটিত। কারাক্লেশ, সময়ে সময়ে, এতদূর কঠোর ও অসহনীয় হইয়া উঠিত যে, কয়েদীরা পরস্পর পরামর্শপূর্ব্বক, একে অন্যের প্রাণবধ করিয়া হত্যা অপরাধে ফাঁসি কাষ্ঠে বিলম্বিত হইবার পথ করিয়া লইত। এইরূপে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে দুর্ব্বিষহ কারাজীবন শেষ করিয়া ফেলিতে অনেকেই ইচ্ছা পূর্ব্বক অগ্রসর হইত। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ায় এই অবস্থার এক্ষণ আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

পোর্টজ্যাক্সন যে সময়ে উল্লিখিতরূপ 'বন্দী-উপনিবেশ,' সেই সময়ে, উহার সন্নিকটে ফিশার নামে একটি লোকের বাস ছিল। ফিশার একজন বড় যোতদার এবং স্বাধীনব্যবসায়ী নিরীহ ও গৃহ-সুখ-প্রিয় ভদ্রসন্তান। ফিশারের কথা লইয়াই এই কাহিনী।

বন্দীদিগের কষ্টের কথা পূর্ব্বে কহিয়াছি। কিন্তু বন্দীদিগের মধ্যে যাহারা ভাল ব্যবহার করিয়া প্রশংসা পাইত, গবর্ণমেন্ট

তাহাদিগকে নিকটবর্ত্তী গৃহস্থদিগের বাটীতে কাজ কর্ম্ম করিয়া জীবন যাপন করিতে অনুমতি প্রদান করিতেন। লোকে ইহাদিগকে 'গবর্ণমেণ্টমেন' বা সরকারি লোক বলিত। ফিশার গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়া জেম্‌স্ নামক একটি 'সরকারি লোক'কে আপনার কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। জেম্‌স্ যেমন চতুর, তেমনই প্রভুর চিত্তবিনোদনে নিপুণ। সুতরাং, সে, অতিঅল্প সময়ের মধ্যেই, ফিশারের একান্ত বিশ্বাসভাজন এবং তদীয় কার্য্য পরিচালনায় একপ্রকার সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিল। জেম্‌স্ প্রতিনিয়তই, প্রভুর ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্যজাত ও গোমেষাদি পশু লইয়া নিকটবর্ত্তি হাটে গমনাগমন করিত। তাহাকে ফিশারের এতদূর প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইতে দেখিয়া প্রতিবেশীরা, তাহার প্রতি ঈর্ষ্যার চক্ষে দৃষ্টিপাত করিত।

ফিশার এখন আর একদিনের তরেও হাটে যাতায়াত করেন না। একমাত্র জেম্‌সই হাটের দিন হাটে যাইয়া হাটের কর্ম্ম করিয়া আইসে। লোকে যখন জিজ্ঞাসা করে,—"জেম্‌স্ তোমার প্রভু ফিশার কোথায়?" সে উত্তর দেয়,—"তিনি ইংলণ্ড যাত্রায় উদ্যোগে আছেন।" ইহার পর একদিন জেম্‌স্ প্রচার করিয়া দিল যে, তাহার প্রভু ফিশার সিড্‌নি হইতে জাহাজে উঠিয়া লণ্ডন চলিয়া গিয়াছেন।

জন্‌সন্ ফিশারের ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশী। জনসনও একজন যোতদার। জন্‌সন্ ও ফিশারের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুতা। জন্‌সন্‌ও জেম্‌সের মুখে শুনিলেন, ফিশার লণ্ডন চলিয়া গিয়াছেন।

ফিশার জন্‌সন্‌কে না জানাইয়া প্রায়শঃ কোন কার্য্য করিতেন না। অথচ এতদূরের পথে সমুদ্র যাত্রা করিলেন, বন্ধু জন্‌সন্‌ তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিলেন না, এ বড়ই বিচিত্র ও বিস্ময়কর কথা। ফিশারের এইরূপ আচরণে জন্‌সন্‌ মনে মনে দুঃখিত ও একান্ত বিরক্ত হইলেন। তিনি পত্নীর নিকট পুনঃ পুনঃ কহিলেন,—ফিশার তাঁহার সহিত এরূপ ব্যবহার করিবেন, স্বপ্নেও তিনি ইহা ভাবেন নাই।

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। ফিশারের কোন সংবাদ আসিল না। কিন্তু, ফিশার তাঁহাকে না জানাইয়া, অষ্ট্রেলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন, জন্‌সনের মনে কিছুতেই এই বিশ্বাস স্থান পাইল না। জন্‌সন্‌ স্থির করিলেন, বন্ধু-ফিশার, না জানি কি এক বিচিত্র ভাব বা প্রয়োজনের বশবর্ত্তী হইয়া, এরূপে গা ঢাকা দিয়া আছেন;— তিনি কখনও তাঁহাকে না কহিয়া দেশান্তর গমন করেন নাই।

জন্‌সন্‌ও হাটে যাইতেন। ফিশারের ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া হাটে যাইবার একটা নিভৃত পথ ছিল। জন্‌সন্‌ চিরদিনই এই জনশূন্য পথে হাটে যাতায়াত করিতে ভালবাসিতেন। একদা জন্‌সন্‌ হাটের কর্ম্ম সমাধা করিয়া ঐ নির্জ্জন ও নীরব পথে একাকী বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছেন। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। কিন্তু, সন্ধ্যার রক্তিম রাগ ভেদ করিয়া তখনও অন্ধকার পৃথিবীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে সাহসী হয় নাই। জন্‌সন্‌ ফিশারের ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া চলিয়াছেন। সম্মুখে একটা দরোজা।

জন্‌সন্‌কে দরোজা পার হইয়া যাইতে হইবে। জন্‌সন্‌ স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, ঐ দরোজার সন্নিকটে, তাঁহার বন্ধু ফিশার উপবিষ্ট রহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মুখে সে প্রফুল্লতা নাই। মুখখানি বিষাদে মলিন। চক্ষু ছুটি কি-যেন এক গভীর ছায়ায় আচ্ছন্ন,—মুখশ্রীতে দুঃসহ যন্ত্রণার ভাব পরিস্ফুট।

প্রথম দর্শনে জন্‌সন্‌ বিস্মিত হইলেন না। কারণ, তাঁহার পূর্ব্বেই এই ধারণা ছিল যে, ফিশার বিদেশে গমন করেন নাই ;—দেশেই আছেন। কিন্তু, কি কারণে তিনি গোপনে রহিয়া এই এক রকমের কৌতুক বা রঙ্গ করিতেছেন, তাহা জন্‌সনের বুদ্ধির অগম্য। যাহা হউক, আজি ফিশার ধরা পড়িয়াছেন। আর লুকাইবার উপায় নাই। এখনই সকল রহস্য বাহির হইয়া পড়িবে। জন্‌সন্‌ মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, অতি সাবধানে অথচ দ্রুতপদে, অগ্রসর হইতে লাগিলেন ; কিন্তু হায়, চক্ষের সম্মুখে পাইয়াও বন্ধুকে ধরিতে পারিলেন না। তিনি যে-ই নিকটস্থ হইলেন, ফিশারের সেই প্রত্যক্ষদৃষ্ট জীবন্ত দেহও অমনি বাষ্পের আকারে পরিণত হইয়া অদৃশ্য বায়ুজগতে মিশিয়া গেল। বিস্ময়াবিষ্ট জন্‌সন্‌, ক্ষণকাল, স্তম্ভিতবৎ, স্পন্দহীন নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। বুক্‌ ধরাস্‌ ধরাস্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। পৃথিবী যেন ঘুরিতে লাগিল। জন্‌সন্‌ বহু আয়াসে আত্মসংবরণ করিয়া ঐ স্থানে একটু অন্বেষণ করিলেন। কিন্তু কোথাও আর সেই মূর্ত্তির কোন চিহ্ন প্রাপ্ত হইলেন না। ভাবিলেন, একি দেখিলাম! ইহা কি দিবা স্বপ্ন?— না অপদেবতার ক্রীড়া?

জন্‌সন্‌ ঘরে ফিরিলেন। কিন্তু তাঁহার অস্থির চিত্ত স্থির হইল না। মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই। যদিও সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত, তথাপি তিনি সুস্থিরভাবে বসিতে বা আহার করিতে পারিলেন না; বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। পত্নী পতির ভাব দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আজ এমন আকুল ও অধীর কেন? কি হইয়াছে, খুলিয়া বল।" জন্‌সন্‌ শুষ্ককণ্ঠে উত্তর করিলেন, "আমি হয় উন্মাদগ্রস্ত হইতে চলিয়াছি, আর না হয় ত, প্রকৃতই মৃত লোকের ছায়ামূর্ত্তি দর্শন করিয়া, প্রাণে একান্ত বিকল ও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছি।" ইহার পর, তিনি পত্নীর নিকট উল্লিখিতরূপ ছায়াদর্শনের কাহিনী, আদ্যোপান্ত বিবরিয়া কহিলেন। পত্নী, পতির অবস্থা দর্শনে মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া থাকিলেও, ভাব গোপন করিয়া, হাস্যমুখে বলিলেন,—"ও কিছুই নয়। সারাদিন গুরুতর শ্রম করিয়াছ। ক্লান্ত শরীরে একাকী আসিতেছিলে, হয় ত মনে কিশারের কথা ভাবিতেছিলে, তাই হঠাৎ চক্ষে কি এক ধাঁধাঁ দেখিতে পাইয়াছ। একটু ঘুমাও, তবেই প্রকৃতিস্থ হইবে।" জন্‌সন তাহাই করিলেন।

এ প্রসঙ্গে আর কোন কথাই হইল না। এক দিন দু দিন করিয়া, ফিরিয়া আবার হাটের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। জন্‌সন্‌ হাটে গেলেন এবং সন্ধ্যার অব্যবহিত প্রাক্কালে, আবার সেই নির্জ্জন পথে, তেমনই ভাবে, গৃহে ফিরিয়া চলিলেন। সূর্য্য এখনও অস্তগমন করে নাই। সূর্য্যকিরণ এখনও সম্পূর্ণ-

রূপে পৃথিবী ছাড়িয়া, আকাশে এক মাত্র মেঘের অঙ্গে রঙ ফলাইয়াই পরিতৃপ্ত নহে ; এখনও উহা উচ্চতরুশিরে সোনার মুকুট পরাইতেছে,—অনাবৃত মাঠে, ক্ষীণতম প্রভায়, পদার্থনিচয়ের সুদীর্ঘতম ছায়া ফলাইয়া খেলা করিতেছে। জন্‌সন্ ফিশারের ক্ষেত্রভূমিতে উপস্থিত হইলেন। অদূরে সেই দরোজা। দরোজা আজি জনশূন্য কি?—না, ঐ ত আবার সেই দৃশ্য! ফিশারের সেই মূর্ত্তি, আজিও সেই দরোজায় দণ্ডায়মান! জন্‌সন্ দুই হাতে চক্ষু রগ্‌ড়াইয়া ভাল করিয়া চাহিলেন। বুঝিলেন, দৃষ্টিভ্রম নহে। প্রকৃতই ফিশার দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। পরিধানে ফিশারের সেই চির পরিচিত পরিচ্ছদ। বৈকালিক সূর্য্যালোকে সেই দেহের দীর্ঘায়ত ছায়া মাঠে গড়াইয়া পড়িয়াছে। ফিশার জন্‌সনের দিকে চাহিয়া কি বলিবার উপক্রম করিলেন ; কিন্তু বলা হইল না। জন্‌সনের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন এবং ক্ষণেকের তরে, যেন তাঁহার বাহ্য জ্ঞান বিলুপ্ত হইল। ক্ষণপরে, যখন আবার প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন, দেখিলেন ফিশারের সে মূর্ত্তি আর সেখানে নাই। ভীতিবিহ্বল জন্‌সনের মনে বন্ধু ফিশারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে গভীর সন্দেহের উদ্রেক হইল।

পরদিন, অতি প্রত্যূষেই জন্‌সন্ তাঁহার এক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, এবং তাঁহার নিকট এই বিস্ময়কর ঘটনা সংক্রান্ত সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। জন্‌সনের এই বন্ধু তথাকার একজন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী ;—সুশিক্ষিত ও নানাবিষয়ে

পরিপক্ক লোক। জন্‌সন্‌ জেম্‌সের নিকট যাইয়া এবিষয় প্রশ্ন করিতে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু, বন্ধু তাহাতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "তুমি কল্য দু প্রহরে উক্ত দরোজার নিকট উপস্থিত থাকিও, আমিও এদেশীয় খুব পরিপক্ক ডিটেক্‌টিভ্‌ সঙ্গে লইয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইব; এবং তুমি যে সন্দেহ ও আশঙ্কা করিতেছ, উহার কোন ভিত্তি আছে কি না, তদ্বিষয়ে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিব।"

পরবর্ত্তি দিবসে তাহাই হইল। অষ্ট্রেলীয় ডিটেক্‌টিভ্‌, অদ্ভুত কৌশলে, ঐ দরোজার অদূরবর্ত্তি একটা পুকুরে মৃতদেহ আছে, ইহা স্থির করিল। অতঃপর, ঐ দিনই সন্ধ্যার সময়, ডিটেক্‌টিভের প্রদর্শিত স্থান হইতে একটি অর্দ্ধগলিত শব উত্তোলিত হইল। জন্‌সন্‌ দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন, উহা তাঁহারই বন্ধু ফিশারের মৃতদেহ। কে তাঁহাকে যার-পর-নাই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া পুকুরে ডুবাইয়া রাখিয়াছে! পুলিস হত্যাসন্দেহে জেম্‌স্‌কে গ্রেপ্তার করিল।

যথাসময়ে জেম্‌সের বিচার হইল। ফিশারের লণ্ডন গমন সম্বন্ধে যে মিথ্যাকথা প্রচার করিয়াছিল, ইহা ছাড়া জেম্‌সের বিরুদ্ধে আর কোন প্রমাণ ছিল না। বিচার সময়ে, জেম্‌স্‌ অপরাধ অস্বীকার করিল। কিন্তু, জন্‌সন্‌ যে অদ্ভুত কাহিনী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন, তাহাতে বিচারকের মনে কেমন একটা সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল। তিনি প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটনার্থ একটা চাতুরীর আশ্রয় লইলেন। জুরিগণ, আসামী

অপরাধী কি নিরপরাধ, ইহা সাব্যস্ত করিবার নিমিত্ত, নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিলে, বিচারক জেম্‌স্‌কে আদালতের বাহিরে লইয়া যাইতে অনুমতি করিলেন। ক্ষণেক পরে, একটি কর্ম্মচারীর দ্বারা জেম্‌স্‌কে বলিয়া পাঠান হইল যে, জুরিগণ তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছেন। জেম্‌স্‌ ইহা শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "তবে আর গোপন করি কেন?—হাঁ, আমিই আমার মুনিব ফিশারকে হত্যা করিয়াছি। তিনি তাঁহার একটা ক্ষেত্রের দরোজায় উপবিষ্ট ছিলেন। এই সময়, আমি তাঁহাকে সাংঘাতিক আঘাতে হত্যা করিয়া, মৃত দেহ বহিয়া নিয়া, ঐ পুকুরে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলাম। ইহা যে প্রকাশ পাইয়াছে, ইহাতে আমি বস্তুতঃই শান্তিলাভ করিয়াছি। এই কার্য্য করিবার পরে, আমি যে আমার প্রাণের মধ্যে কি যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারিনা। আজ আমার মনের সেই দুঃসহ ভার লঘু হইল।"

এই স্বাকার উক্তির বলে জেম্‌সের ফাঁসি হইল, এবং ছায়াদর্শনের এই অদ্ভুত কাহিনী আদালতের নথিভুক্ত হইয়া রহিল।

জন্‌সন্‌ যখন ফিশারের ছায়ামূর্ত্তি দর্শন করেন, তখন তিনি অবশ্যই বন্ধু ফিশারকে ভুলিয়া যান নাই। তখন ফিশারের কথা অনেক সময়েই চিন্তা করিতেন। সুতরাং, তাঁহার পক্ষে হঠাৎ দৃষ্টিভ্রমে ফিশারের কল্পিত মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু একই স্থানে ঐ মূর্ত্তির পুনঃ পুনঃ দর্শন, এবং সেই

দর্শনের ফলে, ডিটেক্‌টিভ্ কর্ত্তৃক বিস্ময়কর হত্যা ঘটনার আবিষ্কার; ইহাতে আর দৃষ্টিভ্রম, কিংবা অলীক বিভীষিকার আরোপ করা চলে কিরূপে? বস্তুতঃ, এই কাহিনীর সত্যতা-সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ বা প্রতিবাদ হয় নাই। অষ্ট্রেলিয়ার সকলের মনেই এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল হতভাগ্য ফিশার যে পুনঃ বন্ধু জন্‌সন্‌কে দর্শন দান করিয়াছেন, ইহার মূল কারণ তাঁহার অন্তরের জ্বালা আর প্রতিকার প্রার্থনা। বিচার গৃহের নিষ্পত্তির পর কেহ আর ফিশারের ছায়া মূর্ত্তি দেখে নাই। *

* এমা হার্ডিঞ্জ ব্রিটেন (Emma Hardinge Britten), ইংলণ্ডের অন্যতর অসামান্যা বিদুষী ললনা। তিনি যেমন সত্যানুরাগিণী তেমনই প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। ডারউইনের বিজ্ঞান-সঙ্গী প্রথিতনামা ডক্‌টার ওয়ালেস্ দেবশক্তিসম্পন্না রমণী জ্ঞানে যাঁহার পূজা করিয়াছেন, টাইম্‌স পত্রিকা যাঁহার বাগ্মিতার প্রশংসা করিতে যাইয়া, পুরুষের মধ্যেও তাঁহার ন্যায় বক্তা অতি বিরল বলিয়া, স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এমা হার্ডিঞ্জ, ক এক বৎসর হইল, পরলোক গমন করিয়াছেন। সেই এমা হার্ডিঞ্জ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং ম্যাঞ্চেষ্টার নগরে প্রকাশিত The Two Worlds অর্থাৎ 'দুই জগৎ' নামক প্রসিদ্ধ অধ্যাত্ম-পত্রিকা হইতে এই কাহিনী সংকলিত। লর্ড ব্রুহামের কাহিনীর ন্যায়, ইহাও বহু সম্মানার্হ গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

উপক্রম।

ছায়াদর্শনের দুইটি কাহিনী পাঠককে উপহার দিয়াছি। দুইটিই বিস্ময়কর অথচ যার-পর-নাই প্রামাণিক। উল্লিখিত দুই কাহিনীর একটি, ইংলণ্ডের অন্যতম প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, লর্ড ব্রুহামের আত্মজীবনের কথা। ঐ ছায়ামূর্ত্তি, তিনি, স্বয়ং, সদ্জ্ঞানে, সুস্থ ও সুস্থির মনে, দিবসের প্রখর আলোকে, প্রত্যক্ষ করেন, এবং প্রত্যক্ষ দর্শনমাত্র বিস্মিত, ও ক্ষণকালের তরে, বিমূঢ় হইয়া পড়েন! অবশেষে তিনি, প্রকৃতিস্থ হইয়া, আপনার দৈনিক জীবনীতে উহা স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। তদীয় পরলোক-প্রাপ্তির পরে, তাঁহার বিধবা পত্নী, লেডী ব্রুহামও ইংলণ্ডের মান্য গণ্য ও বিজ্ঞলোকদিগের মধ্যে, ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিয়া, উহার সম্যক্ সমর্থন করিয়া যান। লেডী ব্রুহাম ত কিছুই চক্ষে দেখেন নাই। এমন অবস্থায়,

তাঁহার সাক্ষ্যের মূল্য কি ?—মূল্য এই যে, তিনি লর্ড ব্রুহামের জীবনসঙ্গিনী.—সুশিক্ষিতা রমণী। ব্রুহামের জীবনের এই বিস্ময়জনক ঘটনা লইয়া, সময়ে সময়েই, তাঁহার সহিত আলাপ ও আলোচনা হইত ; এবং তিনি উহার সমস্ত কথা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতেন।

দ্বিতীয় কাহিনী অষ্ট্রেলিয়া-নিবাসী ফিশার নামক জনৈক শান্তশিষ্ট ভদ্রলোকের জীবনের পরিণাম-কথা। উহা, কঠোর পরীক্ষার পর, পরীক্ষিত-প্রমাণের সহিত, আদালতের নথিভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। বিজ্ঞ বিচারক, বিচারসময়ে জন্‌সন্‌ কর্ত্তৃক বর্ণিত বিচিত্র বিবরণে লক্ষ্য রাখিয়া, যেরূপ অভিনব উপায়ে প্রকৃত সত্য উদ্ধার এবং অপরাধীর প্রতি দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন, পাঠকের অবশ্যই তাহা স্মরণ আছে।

কিন্তু ছায়াদর্শনের যে কাহিনী পাঠকের নিকট এই অধ্যায়ে উপহৃত হইতেছে, তাহা পূর্ব্বকথিত উভয় ঘটনা অপেক্ষাই, অনেক বিষয়ে, অধিকতর বিস্ময়াবহ ও রোমহর্ষণ। এ কাহিনী একবার যাঁহার হৃদয়ে পশিবে, মানব-জীবনের সুখদুঃখ-সংক্রান্ত সহস্র গুরুতর কথা চিরকালের তরে, তাঁহার চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়া রহিবে।

ঘটনা ইংলণ্ডের। পার্লিয়ামেণ্টের লর্ড ও কমন্‌স্‌, উভয় সভার কতিপয় সম্ভ্রান্ত সভ্য উহার সহিত বিশেষরূপে সম্পৃক্ত। ঘটনার পরে, ঐ কথা লইয়া, পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যদিগের মধ্যে নানাসূত্রে, নানারূপ আলোচনা হইয়াছিল। পার্লিয়ামেণ্টের

কোন সভা উহাতে এই পরিমাণ বিকল ও বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত, কিবা শয়নে, কিবা ভোজনে, কিছুমাত্র স্ফূর্ত্তি অথবা শান্তি বোধ করিতেন না। ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং উচ্চশ্রেণীর বহুসংখ্যক কৃতবিদ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, ঐ প্রসঙ্গে বিবিধ জল্পনা, কল্পনা ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। সাময়িক-পত্র-সমূহেও উহার নানারূপ বিবরণ প্রকটিত হইয়াছিল। সে সকল বিবরণীতে, আনুষঙ্গিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথায় সামান্য কিছু পার্থক্য থাকিলেও, মূল-কথা-প্রসঙ্গে সমস্ত কাহিনীই এক।

আত্মিক-কাহিনী।

যৌবনের উন্মাদ ও জীবনের অবসান।

লিটেলটন বংশীয় লর্ডগণ ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ও পুরাতন ভূম্যধিকারী। লিটেলটন এই নামটি এ দেশেও অপরিচিত নহে। লিটেলটন বংশীয় বর্ত্তমান লর্ড, ইংলণ্ডের স্বর্গগত মন্ত্রী মহামনা গ্লাডষ্টোনের আত্মীয়। ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ড এই উভয় স্থানেই লিটেলটনের বিস্তৃত ভূম্যধিকার আছে। লিটেলটন বংশীয় যে লর্ড বর্ণনীয় কাহিনীর মুখ্যপাত্র, তাঁহার নাম টমাস্। তিনি সাধারণের নিকট লর্ড টমাস্ লিটেলটন নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম লর্ড জর্জ্জ লিটেলটন। লর্ড জর্জ্জ লিটেলটনের মৃত্যুর পরে, টমাস্ লিটেলটন লর্ড উপাধি ও বিশাল ভূম্যধিকারের আধিপত্য লাভ করিয়া, স্বদেশে ও বিদেশে, সম্ভ্রান্তদিগের মধ্যে, উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হন।

ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের নানাস্থানে, লর্ড লিটেলটনের বহুসংখ্যক প্রাসাদ ছিল। এস্থানে সেই সমস্ত প্রাসাদমালার নাম করা অনাবশ্যক। কিন্তু যে কএকটি প্রাসাদ অথবা বিলাসভবনের সহিত বর্ণনীয় ঘটনার বিশেষ সম্পর্ক, সেগুলির একটুকু পরিচয় দেওয়া অসঙ্গত নহে।

ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব-দিকে, পনর মাইল দূরে, এপ্‌সম নামে একটি গ্রাম্য নগর আছে। ঐ নগরে লিটেলটনের এক প্রাসাদ ছিল। উহার নাম পিট্‌প্লেস। এই প্রাসাদ এবং বার্কলি-স্কোয়ারস্থিত হিলষ্ট্রীটের বিলাসভবনই টমাস্ লিটেলটনের প্রিয় নিকেতন ছিল। তিনি, এই দুই স্থানেই, অধিকাংশ সময়, অতিবাহিত করিতেন। কখনও কখনও, সখ করিয়া, আয়র্লণ্ডের গ্রাম্য ভবনে যাইয়াও বাস করিতেন।

লর্ড টমাস্ লিটেলটন, ওজস্বী বক্তা না হইলেও, লর্ড সভার সুপরিচিত সভ্য ছিলেন। তিনি সভায় যেমন সরস-ভাষী, সখের মজলিসেও সেইরূপ রসালাপ-পটু বলিয়া পাঁচ জনের আদর পাইতেন, এবং ধন-মান-সম্পন্ন ভূস্বামী বলিয়া বহু স্থলেই, কতকগুলি মাক্ষিক-স্বভাব সুহৃজ্জনের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন। তাঁহার ভোগ-ভাণ্ডার, সকল সময়েই, সুখ-সমৃদ্ধির বিবিধ সামগ্রীতে পরিপূর্ণ থাকিত। কিন্তু, এই আমোদময় জীবনের অন্তরালে, একদিকে লালসার দুর্দ্দম-প্রবাহ, আর এক দিকে নৈরাশ্যের অন্ধকার ভিন্ন, অন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হইত না।

টমাস্ লিটেলটন, চিরদিন, অকৃতদার ছিলেন। পৃথিবীতে, অনেকে, আজীবন অকৃতদার থাকিয়াও, চারিত্রগৌরবে মনুষ্যের পূজা পাইয়া গিয়াছেন। লিটেলটন সে পূজা লাভ করিতে পারেন নাই। ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের অনেক অভাগিনী তাঁহাকে অভিসম্পাত করিয়াছিল। আয়র্লণ্ড-নিবাসিনী এম্‌ফ্লেট নাম্নী এক দুঃখিনী বিধবার তিনটি কন্যা ছিল। ঐ তিন অভাগিনীই, ভয়ে অথবা লোভে, লর্ড টমাস্ লিটেলটনের নিত্যসঙ্গিনী হইয়া, মায়ের প্রাণে আগুন জ্বালাইয়াছিল। তিন ভগিনীর একটি আয়র্লণ্ডে থাকিত;—দুইটি লিটেলটনের সঙ্গে সঙ্গে, ইংলণ্ডের প্রাসাদে প্রাসাদে, পিঞ্জর-রুদ্ধ পোষা ময়নার মত, ঘুরিয়া বেড়াইত। আর উহাদিগের শোকাতুরা বৃদ্ধা মাতা, ক্রমে আপনার তিনটি প্রাণ-প্রিয় কন্যাকেই নরকের গ্রাসে ডালি দিয়া, আয়র্লণ্ডের শূন্যকুটীরে, একা পড়িয়া, অহোরাত্র হাহাকার করিত। যাহারা ধন-মদে মত্ত, অথবা পদ-প্রভুত্ব-গৌরবে আত্ম-বিস্মৃত, অবলা তাহাদিগের কাছে, পৃথিবীর প্রায় সকল স্থলেই, ক্ষণিক আমোদের উপকরণ বই আর কিছুই নহে। কিন্তু অবলারও ইহকালের পর পরকাল আছে; আর যাহারা অবলাকে উপবনের একটি কুসুম মাত্র মনে করিয়া, আপনাদের রসিকতাবৃত আসুরী নিষ্ঠুরতায় আপনারা আমোদিত রহে, তাহাদেরও পরকাল আছে। আমোদ-বিহ্বল লিটেলটন পরকাল মানিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। একা লিটেলটনের আর কথা কি? পৃথিবীর সম্পদ-মুগ্ধ সুখিদিগের মধ্যে, প্রায় সকলেই, পরকালের

নাম শুনিলে, প্রাণে জ্বলিয়া উঠে, এবং বিজ্ঞান-সাহিত্যের নাম লইয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপের আশ্রয় লইতে ভালবাসে।

টমাস্ লিটেলটন, আপনার ভূম্যধিকার পরিদর্শন অথবা অন্য কোন কর্ম্ম উপলক্ষে, আয়র্লণ্ডে গিয়াছিলেন। অল্প দিন হইল ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার শরীর মোটের উপর, সবল ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত, এবং হৃদয় সর্ব্বপ্রকার বিলাস-সুখে অনুরক্ত। কিন্তু তিনি, মাসাধিক কাল হইতে, একটা ক্লেশকর রোগে, কষ্ট পাইতেছেন। এই রোগের কষ্ট দুঃসহ হইলেও ক্ষণস্থায়ি। এক এক সময় হঠাৎ শ্বাস-রোধ হইয়া আইসে, এবং কিছু কাল, অপরিসীম যন্ত্রণার পর, আপনা হইতেই নিবৃত্তি পায়। তাই, তাঁহার চিত্ত সামান্য একটু বিরক্ত। কিন্তু, এই পীড়া কিংবা বিরক্তি হেতু, তাঁহার দৈনিক কার্য্য কর্ম্ম ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদে কোনরূপ বাধা ছিল না।

লর্ড লিটেলটন, লণ্ডন নগরে, বার্কলি স্কোয়ারে, হিলষ্ট্রীটের প্রাসাদে আছেন। তাঁহার সুখ-সঙ্গিনী কুমারী দুইটিও ঐ প্রাসাদে অবস্থিত রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদিগের দুঃখানল-দগ্ধা জননী, সুদূর আয়র্লণ্ডে,—শূন্য কুটীরে, দুঃসহ শোক, দুঃখ, লজ্জা ও অপমানে মুমূর্ষু। তাহার বিশ্বাস ছিল, লর্ড লিটেলটন স্বয়ং, তাহার একটি কন্যাকে, ইয়োরোপীয় প্রথা অনুসারে, গোপনে, পত্নীরূপে গ্রহণ করিবেন; এবং দয়া করিয়া, অপর দুইটির জন্য ভাল বর যুটাইয়া দিবেন। এখন আর সে বিশ্বাস নাই। সন্তান-বৎসলা জননীর সেই স্বাভাবিক স্নেহের আশা এখন দুরা-

শায় পরিণত হইয়াছে ; বৃদ্ধার ভাঙা বুক আরও ভাঙিয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধা, এ সময়ে, নানা রোগে কষ্ট পাইতেছিল। সে একদিন, মধ্যরাত্রে, আপনার প্রাণাধিকা তনয়াদিগকে নাম ধরিয়া ডাকিল ; ডাকিয়া ডাকিয়া, ক্লান্ত হইয়া, নয়নজলে ভাসিল। তার পর, নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল ; আর জাগিল না। মানুষ, গরীব দুঃখীর ঘরে, নীরবে কাঁদে, নীরবে ছট্ ফট্ করে, এবং নীরবেই মৃত্যুর গ্রাসে ঢলিয়া পড়ে। কেহ তাহা দেখিয়াও দেখে না, জানিয়াও জানে না। বৃদ্ধা একাকিনী, মনের আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া, মৃত্যুর গ্রাসে ঢলিয়া পড়িল। পৃথিবীতে কেহই তাহার খবর লইল না।

বৃদ্ধা, যে দিন, যে সময়, আয়র্লণ্ডের নির্জ্জন কুটীরে তনুত্যাগ করে, ঠিক সেই দিন, সেই সময়, তাহার সকল যন্ত্রণার মূল, লর্ড লিটেলটন, লণ্ডনের হিলষ্ট্রীট প্রাসাদে, ঘোর নিদ্রায় বিভোর। সে রমণীয় প্রাসাদের নিত্যনিয়মিত নৈশ ভোজব্যাপার, হাস্যপরিহাসের আমোদ-হিল্লোলে, সুখ-সন্তোষে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভৃত্যগণ, অনেকক্ষণ হইল, প্রভুর শয়নকক্ষের আলো নিবাইয়া, নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিয়াছে। লিটেলটন সুকোমল সুখ-শয্যায়, আরামে নিদ্রা যাইতেছেন। তিনি হঠাৎ ঘুমের ঘোরে চমকিয়া উঠিলেন,—যেন শুনিতে পাইলেন, জানালার নিকট পাখীর পাখার শব্দ হইতেছে। যে দিক্ হইতে শব্দ আসিতেছিল, তিনি সেই দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। চাহিয়া দেখিলেন,—পাখী নহে, একটি রমণীমূর্ত্তি দণ্ডায়মানা। রমণীর শরীরে

শ্বেত পরিচ্ছদ। ফস্‌ফরসের আলোকে সমস্ত গৃহ আলোকিত। লিটেলটন ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। দেখিয়া চিনিলেন,—রমণী তাঁহার বিলাস-সঙ্গিনীদিগের দুঃখিনী জননী। সেই রমণী-মূর্ত্তি ক্রোধ-জ্বলিত কঠোর দৃষ্টিতে তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিয়াছে। তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইতে চাহিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। তাঁহার চক্ষু ঐ রমণী-মূর্ত্তির জ্বলন্ত-বহ্নিখণ্ড সদৃশ ভয়ঙ্কর চক্ষুর সহিত যেন একসূতায় গাঁথা রহিয়াছে। তাঁহার প্রাণটা ধুক্ বুক্ করিতেছে। কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছে। শরীর অবশ হইয়া আসিতেছে। তখন তিনি শুনিলেন, রমণী কেমন এক প্রকার শুষ্ক অথচ গভীর-স্বরে কহিতেছে,—"রে পাপিষ্ঠ, তোর কালপূর্ণ হইয়াছে; তুই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ।" ভয়-চকিত লিটেলটন, যেন স্বপ্নাবেশেই উত্তর করিলেন—"কি ?—মৃত্যু ? না—না;—এত শীঘ্র নহে! আশা করি, দুমাসের মধ্যেও, সে আশঙ্কার কারণ নাই।" রমণী কহিল,—"দুমাস নহে,—তিন দিবসের মধ্যে।" সেই ঘরে একটা বৃহৎ ঘড়ি ছিল। ধনী লোকদিগের ঘরে ঐরূপ ঘড়ি থাকে। ঘড়িতে তখন বারটা। রমণী মূর্ত্তি, দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলিটি ঘড়ির কাঁটার দিকে নির্দ্দেশ করিয়া ধীরে কহিল,—"এই দেখ্ ঘড়িতে বারটা বাজিতেছে। ভাল করিয়া দেখিয়া রাখ্। অদ্য হইতে তৃতীয় দিবসের রাত্রিতে, যখন ঘড়ির কাঁটা আবার এই স্থানে আসিবে, তখনই তোর সব ফুরাইবে, তখন তোকে লইয়া যাইব।"

কথা শেষ হইতে না হইতেই, ঘরের সেই উজ্জ্বল আলো নিবিয়া গেল। গৃহ ও গৃহস্বামীকে পূর্ব্বাপেক্ষাও গভীরতর অন্ধকারে ডুবাইয়া দিয়া, সে ছায়ামূর্ত্তি কোথায় যেন অদৃশ্য হইল! লিটেলটন বুঝিলেন না, এ কি দেখিলেন। ইহা কি স্বপ্ন—না বাস্তব ঘটনা?—না বিকৃত-বিহ্বল চিত্তের বিভীষিকাময় অমূলক কল্পনা? কিন্তু তিনি এতদূর ভীত ও উদ্বেজিত হইয়া পড়িলেন যে, তৎক্ষণাৎ ভৃত্যকে আহ্বান করিলেন। ভৃত্য, পার্শ্বের কোঠায়, শয়ান ছিল। সে আলোক লইয়া প্রভুর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। আসিয়া দেখিল, লিটেলটনের সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত,—তিনি যার-পর-নাই অধীর।

রাত্রি প্রভাত হইল। লিটেলটন বাহিরে আসিলেন। কিন্তু আজি তাঁহার হৃদয়ের সে প্রমোদ-তারল্য,—প্রাণের সেই প্রফুল্লতা নাই। অবিরামবাহি রসিকতার স্রোত যেন অকস্মাৎ নিরুদ্ধ হইয়াছে। সে উল্লাস-তরঙ্গও আজি স্তম্ভিত। তিনি বাড়ীর সকলের নিকটই উল্লিখিত নৈশ ঘটনা সবিস্তর বর্ণন করিলেন। তাঁহার সহচর ও সুহৃদ্‌বর্গ সকলেই একবাক্যে কথাটাকে অলীক স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিতে যত্ন করিলেন। কিন্তু তাঁহারা উড়াইয়া দিলেও, উহা লিটেলটনের চিত্ত হইতে একবারে উড়িয়া গেল না। তাঁহার মনটা বড় ভার ভার হইল। তিনি আবার আমোদ উল্লাসে যোগদান করিতে সমর্থ হইলেন বটে, কিন্তু প্রাণে সম্পূর্ণরূপ প্রবোধ পাইলেন না। কল্য বৃহস্পতি বার স্বপ্ন দেখিয়াছেন। আজ

শুক্রবার। শনিবার রাত্রি বারটার কথা, গল্প আমোদের মধ্যেও, এক একবার তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল; এবং তিনি, চকিতের ন্যায়, অলক্ষিতভাবে, অন্তরে শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, লর্ড লিটেলটন পরকাল মানিতে চাহিতেন না। কিন্তু,—যদি—যদি একান্তই একটা পরকাল থাকে, তাহা হইলে, তাঁহার গতি কি হইবে? এই ভয় ও ভাবনা তাঁহার মনটাকে, সময় সময়, মেঘাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল। তিনি তখন, গায়ের জোরে, প্রাণের ধুক্‌ধুকি ভুলিতে চাহিলেন। কিন্তু, পারিলেন না। প্রাণের মধ্যে কে যেন, কিসের প্রভাবে, তাঁহাকে দুই চারিটি কশাঘাত করিয়া, অবাধ্যতার কিঞ্চিৎ প্রতিশোধ লইল। লিটেলটন শুক্রবার রাত্রিতে পার্লিয়ামেণ্টে গিয়াছিলেন। যাইবার সময়, নিজ শরীরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—"আমি ত বেশ সুস্থ ও সবল আছি। আমার আসন্ন সময় এত নিকটবর্ত্তী, ইহা কি সম্ভব-পর? শনিবার রাত্রি বারটা কাটিয়া গেলেই, সে স্বপ্নদৃষ্ট সয়তানীকে ফাঁকি দিতে পারি।"

আজ শনিবার। লর্ড লিটেলটন হিলষ্ট্রীটের বাড়ী হইতে পিট্‌প্লেসে চলিয়া আসিয়াছেন। আজি লিটেলটনের সমস্ত বন্ধুবর্গ—সুহৃৎ ও সহচরগণ পিটপ্লেসে সমবেত। কেবল লিটেলটনের প্রিয়তম স্বজন ও সঙ্গী, কমন্‌স্ সভার মেম্বর

মাইলস্ পিটার এন্‌ড্রুস্ (Miles Peter Andrews) অপরিহার্য্য প্রয়োজনের অনুরোধে, ডার্টফোর্ডে চলিয়া গিয়াছেন। কথা আছে, লর্ড লিটেলটন, রবিবার প্রাতে ডার্টফোর্ডে যাইয়া, প্রিয়সঙ্গী এন্‌ড্রুসের সহিত মিলিত হইবেন। পিট্‌প্লেস্ হইতে ডার্টফোর্ড ত্রিশ মাইল দূর।

পিট্‌প্লেসে আসিবার অল্পক্ষণ পরেই, লিটেলটন, শ্বাসরোধ হেতু, ক্ষণকাল কষ্ট পাইলেন। যথাসময়ে নৈশ ভোজের আয়োজন হইল। লিটেলটন, সুহৃদ্‌দিগের সহিত, মনের স্ফূর্ত্তিতে ভোজন ব্যাপার সম্পন্ন করিলেন। ভোজনের পর, গল্প, আমোদ ও নানা বিষয়ে আলাপ চলিল। কিন্তু তিনি, এক এক বার, ঘড়ি খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। রাত্রি কতটা হইয়াছে? সুহৃদ্‌বর্গ, পূর্ব্বেই পরামর্শ সহকারে, পিট্‌প্লেসের সমস্তগুলি ঘড়িতে, সময় এক ঘণ্টা বাড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং প্রকৃত ঘড়িতে যখন সারে দশটা, তখন লর্ড লিটেলটনের ঘড়িতে সারে এগারটা হইল। ঘড়ির দিকে চাহিয়া লর্ডের মুখখানি একটু মলিন হইল। তিনি আর বেসী কথাবার্ত্তা কহিতে পারিলেন না। অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল নীরবে বসিয়া রহিলেন। অতঃপর, যেই তাঁহার ঘড়ির কাঁটা বারটার ঘর অতিক্রম করিল, তিনি অমনি বালকের মত, কর-তালি-যোগে, আনন্দ প্রকাশ করিয়া, বলিয়া উঠিলেন,—"আ বাঁচিলাম। আপানারা এখন আমার কল্যাণে মদ্যপান করুন। মিথ্যাবাদিনী সয়তানীর ভয়প্রদর্শন মিথ্যা হইয়াছে। আমি কি নির্ব্বোধ! আমি স্বপ্নের

একটা অলীক ঘটনায় বিশ্বাস করিয়া ক'টা দিন কি অশান্তিতেই না কাটাইয়াছি।" তাঁহার ঘড়ির কাঁটা যখন সারে বারটার সন্নিহিত, তিনি তখন বিশ্রামার্থ শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

এখনও প্রকৃত ঘড়িতে বারটা হয় নাই। সুহৃজ্জনেরা, সেই সময় পর্য্যন্ত, অপেক্ষা করিয়া যাওয়াই স্থির করিলেন। এ দিকে শয়নকক্ষে যাইয়া নৈশ-পরিচ্ছদ পরিধান প্রভৃতি শয়ন-সময়ের আয়োজন উদ্যোগ করিতে করিতে, লিটেলটনের ঘড়িতে একটা ও প্রকৃত ঘড়িতে বারটা বাজিল। লিটেলটন শয়ন-সময়ে যে ঔষধ খাইতেন, তাহা খাইলেন। তৎপর ভৃত্যকে একটা চামচ লইয়া আসিবার জন্য অনুমতি করিয়া, স্বয়ং বিছানায় উপবেশন করিলেন। ভৃত্য ফিরিয়া আসিল। কিন্তু, ফিরিয়া আসিয়া, প্রভুকে আর প্রকৃতিস্থ দেখিল না। দেখিল, লিটেলটন মূর্চ্ছাপন্ন। সম্মুখে শঙ্কাসূচক ঘণ্টা (alarm bell) ছিল। বিলাতে প্রায় সর্ব্বত্রই তাহা থাকে। সুতরাং সে ঝন্ ঝন্ করিয়া ঘণ্টা বাজাইল। সুহৃৎ স্বজনেরা দ্রুতবেগে শয়নকক্ষে উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন, লর্ড লিটেলটনের প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে, এবং তাঁহার প্রভাহীন নির্জ্জীব শব, ভৃত্যের বাহুবলম্বনে,* শয্যাতলে বিলুণ্ঠিত রহিয়াছে।

---

* 'বাহু অবলম্বনে' ইত্যাকার স্থলে পুরাতন সংস্কৃতে, ভাগুরির মত অনুসারে অব ও অপি এই দুই উপসর্গের আদিস্থিত অকারের লোপ হয়। "বষ্টি ভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরুপসর্গয়োরিতি।"

লর্ড টমাস লিটেলটন, যে সময়ে পিট্‌প্লেসে তনুত্যাগ করেন, সে সময়ে, তাঁহার প্রাণ-বন্ধু এন্‌ড্রুস্, 'ডার্টফোর্ডে' আপন শয়নকক্ষে, তন্দ্রাগ্রস্ত। তাঁহার একটু অসুস্থতা ছিল। সুনিদ্রা হয় নাই। ঘরে মৃদু আলো জ্বলিতেছিল। রাত্রি যখন বারটা, তখন সহসা, কে তাঁহার মশারি ধরিয়া টান দিল। তিনি চমকিয়া চাহিলেন। চাহিয়া দেখিলেন ও চিনিতে পারিলেন,—তাঁহার সম্মুখে,—অঙ্গে নৈশ-পরিচ্ছদ, শিরে নৈশ-শিরস্ত্রাণ,—লর্ড টমাস লিটেলটন দণ্ডায়মান। শুধু দেখিলেন এমন নহে,—তাঁহার কথা স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। লিটেলটন বলিলেন,—"আমার সব ফুরাইয়া গিয়াছে। স্বপ্ন সত্য হইয়াছে। আমি এই সংবাদই তোমাকে বলিয়া যাইতে প্রেরিত হইয়াছি।"

পূর্ব্বকৃত বন্দোবস্ত অনুসারে, রবিবার প্রাতে না আসিয়া, লিটেলটন, এরূপ অসময়ে, এই ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাতে এন্‌ড্রুস্ বড় বিরক্ত হইলেন। লিটেলটন ও এন্‌ড্রুস্,—ইংরেজীতে বলিলে—একে অন্যের Bosom Friend অথবা Boon Companion; বাঙ্গালায়, প্রাণ-বন্ধু অথবা প্রমোদের ইয়ার। লিটেলটন এন্‌ড্রুসের সঙ্গে, এরূপ কৌতুক, পূর্ব্বে আরও অনেকবার করিয়াছেন। এন্‌ড্রুস্ সিদ্ধান্ত করিলেন, ইহাও, স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা উপলক্ষে, লিটেলটনের তেমনই একটা কৌতুক মাত্র। এন্‌ড্রুস্ স্বপ্নবিশেষের সত্যতা ও ছায়া-দর্শন-তত্ত্বে ঘোরতর অবিশ্বাসী ছিলেন। তিনি কহিলেন,—'এমন অসময়ে এসেছ, এখন বল দেখি, কোথায় তোমার শয়নের স্থান

করি, কোথায় বসিতে দেই।' এই বলিয়া, কৃত্রিম কোপ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে, সম্মুখস্থিত চটি লিটেলটনের পানে নিক্ষেপ করিলেন। মূর্ত্তি পার্শ্ববর্ত্তি কোঠায় সরিয়া গেল। এন্‌ড্রুস্ শয্যা ত্যাগ করিলেন। শয়নকক্ষের পার্শ্বের কোঠায় তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন। ভৃত্যদিগকে ডাকিলেন। সমস্ত বাড়ীতে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, কোথাও আর লিটেলটনের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। বাড়ীর সমস্ত দ্বার রুদ্ধ। কোন ভৃত্য কোন খবর রাখে না। লিটেলটন কিরূপে শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এন্‌ড্রুস্ ইহা ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন। কহিলেন,—"যেমন মানুষ, তেমন শাস্তি। যেমন অসময়ে রঙ্গ করিতে আসিয়াছেন, তেমন এখন যাইয়া ঘোড়ার আস্তবলে কিংবা বহিঃস্থ হোটেলে শয়ন করুন।"

রাত্রি প্রভাত হইল। লর্ড লিটেলটন আসিলেন না। অবশেষে—অপরাহ্নে, আরিন্দা সংবাদ লইয়া আসিল। সংবাদ এই যে, লর্ড লিটেলটন, গত রাত্রি ১২টার সময়, পিট্‌প্লেস্ প্রাসাদে, ইহলোক হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র এন্‌ড্রুস্ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ঐ সময় হইতে তিন বৎসরের মধ্যে, তিনি ভালরূপ প্রকৃতিস্থ হইতে পারেন নাই।

এই কাহিনী এন্‌ড্রুস্ স্বয়ং কমনস্ সভার সহযোগী সভ্য মেঃ প্লুমার এডোয়ার্ড সমীপে বর্ণন করেন। ইহার আদ্যোপান্ত বিবরণ লইয়া বড় বেসী আলোচনা হওয়ায়, সে সময় পিট্‌প্লেস নামক প্রাসাদে যতগুলি লোক ছিল, লিটেলটনের সুহৃজ্জনেরা

তাহাদিগের সকলেরই সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সাক্ষিদিগের মধ্যে লিটেলটনের প্রিয়তম ভৃত্য উইলিয়ম ষ্টাকির নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য। কারণ, লিটেলটন, মৃত্যুকালে, তাহারই ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন। আর উল্লেখ-যোগ্য দুঃখিনী বিধবা এম্‌ফ্লেটের দুইটি অভাগিনী কন্যার নাম। কারণ, তাহারাও সেই বাড়ীতে ছিল, এবং আগা গোড়া সকল ঘটনাই জানিতে পাইয়াছিল। লিটেলটন এখন কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তাহা কেহ জানে না। কিন্তু তাঁহার আমোদ-বিহ্বল-জীবনের এই অবসান-কাহিনী—এই আতঙ্ক-জনক কথা অধ্যাত্ম-তত্ত্বের একটি অধ্যায়রূপে, ইতিহাসে গাঁথা হইয়া রহিয়াছে। ইহা নিশ্চয়ই মনুষ্যকে গম্ভীরস্বরে উপদেশ করিতেছে—ইহলোকের পর পরলোক আছে,—অবিচারের পর বিচার আছে; সুতরাং পরলোকের কথা একবারে বিস্মৃত হওয়া ভাল নহে।

এই পৃথিবীতে এখনও অনেক স্থলে অনেক লর্ড লিটেলটন আছেন;—আমোদময়, আবেগময়, এবং বুকের মধ্যে শত বৃশ্চিকের দংশন সত্ত্বেও, মুখে সকল কথায়ই খল-খল-হাস্যময়। তাঁহারা, পদাধিকারের উচ্চ মহিমায় অথবা ধনমানের গৌরবে, পরকীয় প্রাণের উপর দিয়া অনবরত গাড়ী দৌড়াইয়া যান, এবং অবলার সুখ-দুঃখ লইয়া উন্মত্ত দৈত্যের ন্যায় ক্রীড়া করেন। ইহা কতকটা তাঁহাদিগের স্বভাব দোষে এবং কতকটা ঘোরতর অজ্ঞতাহেতু। তাঁহারা যদি জানিতে পাইতেন যে, মৃত্যুতেই

জীবের সুখ-দুঃখের অবসান হয় না; কিন্তু যে ক্ষণে—যে মুহূর্ত্তে—পৃথিবীতে মনুষ্যের দেহত্যাগ হয়, সেই ক্ষণে এবং সেই মুহূর্ত্তেই সে, চর্ম্মচক্ষুর অদৃশ্য সূক্ষ্মতর ঊর্দ্ধ জগতে সূক্ষ্মতর দেহ ধারণ করিয়া, আবার সুখ-দুঃখময় নূতন জীবন আরম্ভ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা ভোগ-লালসার দুর্ণিবার স্রোতে নিজ নিজ জীবনের তরী ভাসাইয়া দিয়া পরিণাম-চিন্তায় উদাসীন রহিতেন না। করুণা-সিন্ধু জগদীশ্বর মনুষ্যকে, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের পথে প্রেরণার অভিলাষে, প্রায় সকল বিষয়েই স্বাধীনতা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। পশু-পক্ষীর এ স্বাধীনতা নাই, মনুষ্যের আছে। মনুষ্য, এই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিলে, মৃত্যু-কালে দেবত্ব লাভ করিয়া দেব-ধামে যাইতে পারে, এবং অসদ্ব্যবহার করিলে, আপনারই কর্ম্মদোষে, কর্ম্মফলের পরিমাণ অনুসারে, অল্প কিংবা অধিক কালের জন্য, নরকে গড়াইয়া পড়ে। ঈশ্বর তাহার এই স্বাধীনতার পথে কখনও কোনরূপ বাধা দেন না। তবে, তাহার সমস্ত জীবনের মধ্যে এক দিন—এক বার মাত্র, তিনি তাহাকে 'এস' বলিয়া অদৃশ্য দেশান্তরে যাইতে আদেশ করেন। সেই এক দিন ও এক বার সকলকেই সেই আদেশ পালন করিতে হইবে। মানুষ বোনা-পার্টির মত বীর, বায়রণের মত কবি, ম্যারাবোর ন্যায় বাগ্মী অথবা লর্ড লিটেলটনের মত বহুবৈভবসম্পন্ন বিলাসী, যাহাই কেন হউক না, ঐ এক দিনের এক আদেশ সকলের জন্যই অনুল্লঙ্ঘনীয়।

যাঁহারা লর্ড লিটেলটনের এই অশ্রুতপূর্ব্ব কাহিনীটি মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন, তাঁহাদিগের চিত্তে আপনা হইতেই কএকটি প্রশ্নের উদয় হইবে। আমি এখানে সে সকল প্রশ্নের সম্ভাবনা করিয়া সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিতে যাইতেছি।

প্রথম প্রশ্ন,—লর্ড লিটেলটন আয়র্লণ্ডের যে দুঃখিনী বৃদ্ধার তিনটি বিবাহ-যোগ্যা যুবতী কন্যাকে অপহরণ করিয়া, আপনার বিলাস-লালসার জ্বলন্ত বহ্নিতে আহুতি স্বরূপ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সে কেমন করিয়া, তাহার মৃত্যুর পরক্ষণেই, ইংলণ্ডে লর্ড লিটেলটনের প্রাসাদে প্রবেশ করিল,—কেমন করিয়া তাঁহার মৃত্যুর কাল-নির্দ্দেশপূর্ব্বক ভয় দেখাইল, এবং কার কি শক্তিতে লর্ড লিটেলটনকে, সেই নির্দ্দিষ্ট তিন দিবসের পর, তৃণবৎ দলন করিয়া প্রাণে মারিল ?

উত্তর,—(১) সূক্ষ্মশরীরী আত্মিক ও আত্মিকারা, বিদ্যুৎ হইতেও দ্রুততর গতিতে, এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাইতে পারে। এমন অবস্থায় আয়র্লণ্ড বহুদূর নহে। (২) অধ্যাত্মলোকনিবাসী নর-নারী মনুষ্যের ভাবি-জীবনসম্পর্কে বহুজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। আয়র্লণ্ডের সে বৃদ্ধা, আপনার শক্তিতে জ্ঞান লাভ না করিয়া থাকিলেও, অন্য কোন উচ্চতর আত্মিকের সাহায্যে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকিতে পারে, অথবা সে, কিছুমাত্র জ্ঞান লাভ না করিয়া, মনুষ্য পৃথিবীতে যেমন, প্রতিহিংসার উত্তেজনায়, পরের প্রাণ নাশ করে, সেইরূপ অতি

প্রবল প্রতিহিংসার উত্তেজনায়, আপনারই অভিনব-লব্ধ অধ্যাত্ম-শক্তিতে লর্ড লিটেলটনের প্রাণনাশ করিয়াছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন,—লর্ড লিটেলটন তাঁহার প্রাণ-প্রিয় বন্ধু, পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বর মিষ্টর এনড্রুস্‌কে, দেহত্যাগের পর-মুহূর্ত্তেই, গভীর নিশীথে, দর্শন দান করিলেন কেন?

উত্তর,—ইহা কতকটা প্রাণের টানে, কতকটা পরকীয় শাসনে। যে সকল দেবাত্মা লর্ড লিটেলটনকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার হৃদয়ের অভিলাষ পূরণার্থ ঐ ভাবে সুহৃজ্জনকে শেষ দেখা দিয়া যাইতে অনুমতি দিয়া থাকিবেন। এইরূপ শেষ দেখা আরও অনেকে দিয়াছেন, এবং অধ্যাত্মতত্ত্বকাহিনীর অনেক গ্রন্থে তাহা, বিশিষ্ট প্রমাণ সহকারে, লিপিবদ্ধ আছে।
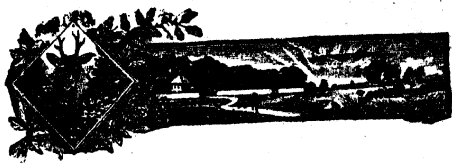
তৃতীয় অধ্যায়।

উপক্রম।

এই নক্ষত্র-চন্দ্র-গ্রহনিচয়-শোভিত নিখিল জগৎ, জ্ঞানীদিগের মধ্যে কাহারও চক্ষে এক অনন্তবিস্তারিত রূপ-সাগর, কাহারও চক্ষে এক অপার, অতল, অতুলনীয় প্রেম-সাগর। যিনি এই রূপ-সাগর ও প্রেম-সাগরে ওত-প্রোত জড়িত রহিয়া, জগজ্জীবন জগদীশ্বর-নামে, জীবের প্রাণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন,—জীবের প্রাণভরা ভক্তি ও ভালবাসার আরাধনা সতত গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহার বিশেষ লক্ষণ কি?—ভক্ত জ্ঞানীরা বলিয়াছেন, তিনি রূপ-সাগরের অনাদি ও অনন্ত প্রস্রবণ রূপ-নিধান ব্রহ্ম; সেইরূপ আবার তিনি প্রেম-সাগরের অনাদি অনন্ত প্রস্রবণ-স্বরূপ প্রেম-নিধান জগদীশ্বর।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে জগদীশ্বরের রূপের কথা লইয়া কিছু লিখিতে প্রয়াস পাইব না। কারণ, তাঁহার যে বিশ্বব্যাপি রূপ তুষার-মণ্ডিত হিমাদ্রিশৃঙ্গে এক মূর্ত্তিতে, তরঙ্গায়িত সমুদ্রের উচ্ছ্বাসে আর এক মূর্ত্তিতে,—শিশুর অস্ফুট হাস্যে এক ভাবে, শিশুজননী নয়ন-মনোমোহিনীর সলজ্জনয়নে আর এক ভাবে,—হসিত কুসুম, দুলিত লতা, এবং লতাবেষ্টন-পরিশোভিত পাদপে তৃতীয় এক ভাবে শোভা পাইতেছে, অথবা সময়-বিশেষে, যেন ঝলকে ঝলকে উছলিয়া পড়িতেছে, তাহা প্রাণে অনুভব করা এবং ভাষায় সামান্যরূপে ব্যক্ত করাও এই প্রবন্ধ-লেখকের মত অকৃতী অধমের কার্য্য নহে। কিন্তু তাঁহার অজস্রপ্রবাহিত, অনন্তধারায় প্রসৃত প্রেম সম্পর্কে দুই একটি কথা কহিব। কেন না, প্রাণে সে প্রেমের কণিকামাত্রও পোষণ করিতে না পারিলে, জীবন ধারণে প্রয়োজন থাকে না;—জীবনে কোন প্রকার সুখ-শান্তি সম্ভবে না।

পুণ্যপুঞ্জময় ভারতভূমির পুরাতন ঋষিদিগের মধ্যে অনেকে জগদীশ্বরের প্রেম প্রকৃতই প্রাণে অনুভব করিতেন, এবং অনুভব করিয়া আনন্দে অবশ, আত্মহারা, অথবা আত্মবিস্মৃতবৎ রহিতেন। যখন হৃদয় প্রেম-স্ফূর্ত্তির অপ্রতিম আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইত, তখন তাঁহারা গলদশ্রুলোচনে ও গদগদ বচনে বলিয়া উঠিতেন,—

"রসো বৈ সঃ—রসো বৈ সঃ—রসো বৈ সঃ।" তিনি রস-স্বরূপ—তিনি রস-স্বরূপ—তিনি স্বাদুমধুর প্রাণ-শীতল

পূর্ণানন্দময় রস-স্বরূপ। তাঁহারা এই ভাবের আবেশ-সময়ে, কখনও কখনও, ইহাও বলিতেন,—

"প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ"

অর্থাৎ তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, তিনি, বিত্ত হইতে প্রিয়—তিনি সংসারের অন্য সমস্ত হইতেই প্রিয়।

প্রেমময় খ্রীষ্টদেবের প্রিয়তম শিষ্য জন্ বলিয়াছেন,—

"God is Love, and he that lives in Love lives in God."

অর্থাৎ ঈশ্বরই প্রেম,—তিনি প্রেমময় নহেন, তিনিই প্রেম-স্বরূপ এবং প্রেম তাঁহারই এক নাম। সুতরাং যিনি সর্ব্বজনীন প্রেমে সতত পরিপূর্ণ রহেন, তিনি ঈশ্বরের স্বরূপে অবস্থিত থাকেন।

ঈশ্বরের এই প্রেমে, মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ এবং পাদপ-প্রস্তরাদিও একবারে বঞ্চিত নহে। কারণ, এই প্রেমই সমস্ত পদার্থের প্রাণ, এবং পদার্থমাত্রই, আপনার মাত্রানুসারে, এই প্রেমধনে ধনী। বৈজ্ঞানিকেরা ইহা পরীক্ষা দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন যে, দুই খণ্ড স্বর্ণ যদি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় একটা বাক্সে নিবদ্ধ রহে, তাহা হইলে কিছুদিন পরে দৃষ্ট হইবে যে, তাহারা একে অন্যকে আকর্ষণ করিয়া একীভূত হইয়াছে। সজীব প্রস্তর প্রতিদিনই তিল তিল করিয়া বাড়িতে থাকে, এবং ঐরূপে ধীরে ধীরে, প্রবর্দ্ধিত হইয়া প্রস্তরান্তরে মিলিত হয়। লতা আর পাদপের প্রেমের

কথা কহিব না। কারণ, কালিদাস প্রভৃতি প্রেমোন্মত্ত কবিরা সে কথা, ভাষার বিবিধ মনোমদ বিন্যাসে, শত প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন। মৃগী যখন, হৃদয়-নিহিত প্রেমের আনন্দে নিস্তব্ধবৎ রহিয়া, পার্শ্বচর মৃগের মনোহর শৃঙ্গের দ্বারা আপনার বাম-নয়ন-কণ্ডূয়নে কেমন এক প্রকার প্রীতি অনুভব করে, এবং কপোতী যখন পার্শ্বস্থিত কপোতের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বিচিত্র গুঞ্জনে নিরত রহে অথবা ঠোঁটের উপর ঠোঁটটুকু পুনঃ পুনঃ প্রদান করিয়া, আপনার প্রেমাকুলতার পরিচয় দেয়, তখন কে না তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হয়? কিন্তু, এই প্রেম যখন নবোদ্গত মনুষ্যহৃদয়ে পবিত্রতার চরম সৌন্দর্য্যে বিকসিত হইয়া যুবক-যুবতীকে পৃথিবীতেই স্বর্গসুখের পূর্ব্বস্বাদ অনুভব করিতে দেয়, তখন প্রীতিমান্ মনুষ্য তাহা দেখিয়া ঈশ্বরকে স্মরণ না করিয়া পারে না। সে প্রেম এমনই সুন্দর—এমনই মধুর,—এমনই রস-পরিপূর্ণ যে, তাহার প্রকট মূর্ত্তি নীরস-নিঠুর পাষাণ-হৃদয়েও একটুকু প্রতিফলিত না হইয়া যায় না। উহা পৃথিবীতেই প্রথম বিকসিত হয়; কিন্তু পারলৌকিক জীবনের উচ্চতম স্তরে যাইয়া পূর্ণবিকাশ লাভ করে। আমি আজি পাঠককে তাদৃক্ অপূর্ব্ব প্রেমের একখানি পট দেখাইব, এবং প্রকৃত প্রেম, শুধুই ইহকালের জন্য, না ইহকাল ও পরকাল উভয়েরই জন্য, তাহা পাঠককেই পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করিব।

আত্মিক-কাহিনী।

প্রেম-যজ্ঞে প্রাণ-আহুতি।

জেন্ আর আনি (Jane and Anne) দুইটি সহোদরা ভগিনী। দুইটিই সুশিক্ষিতা, সাদর-সংবর্দ্ধিতা, এবং চরিত্রগুণে বিশেষ পরিচিতা। পিতা ও মাতা উচ্চ শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা এখন জীবিত নাই। লণ্ডনের পশ্চিম-প্রান্তস্থিত কোন এক নির্জ্জন পল্লীতে, দুটি বোন, এক বাটীতে, একত্র বাস করে। জেন্ জ্যেষ্ঠা, আনি কনিষ্ঠা। উভয়ের মধ্যে বয়সের পার্থক্য দুই তিন বৎসরের বেসী নহে। তথাপি, অন্য অভিভাবক না থাকা হেতু, জ্যেষ্ঠা জেন্ই আনির অভিভাবিকা, এবং আনি জেনের জীবন-সঙ্গিনী প্রাণাধিকা। ভালবাসার কেমন এক বিচিত্র বন্ধনে, দুটি বোন যেন এক-আত্মা, একপ্রাণ।

জেন্ ও আনি দুই-ই যুবতী, দুই-ই জগন্মোহিনী সুন্দরী। কিন্তু তথাপি, আত্মীয় স্বজনের মধ্যে, রূপের তুলনায়, জেন্ অপেক্ষা আনির আদর একটুকু বেসী। আনি, বয়োধর্ম্মে বিকসিত হইয়াও, ব্যবহারে একটি কচি বালিকার মত। আনি কাহারও চোখের দিকে সাহস করিয়া চায় না, কাহারও চোখের দিকে চাহিয়া কথাটি কহিতেও সমর্থ হয় না। আনি যেমন নম্র, তেমনই বিনীত, তেমনই আবার মিষ্টপ্রকৃতি। বস্তুতঃ, আনি একটি মূর্ত্তিমতী লজ্জাবতী লতা;—সর্ব্বদাই যেন আপনাতে আপনি লুক্কায়িত। সকলেই বলে, আনির মত লাজুক

মেয়ে পল্লীতে দ্বিতীয় আর একটি নাই! আনির মধুর স্বভাব, ভাসা-ভাসা ও ঢল-ঢল চোক দুটির সলজ্জ-মধুব স্নেহশীতল দৃষ্টি, তাহার ছাঁচে-কাটা কমনীয় মুখ-খানিতে এমনই একটু অনুপম মাধুরী আঁকিয়া রাখিয়াছিল যে, তাহাকে দেখিলে অপরিচিতের প্রাণেও অতি প্রগাঢ় প্রীতি বা স্নেহের সঞ্চার হইত।

আনির আর এক সম্পদ্ সঙ্গীত-প্রতিভা। পিয়ানো (Piano) বাদনে আনি, আত্মীয় প্রতিবেশিমণ্ডলের মধ্যে, এক প্রকার অতুলনীয়া—অদ্বিতীয়া। আনির সুকোমল কর-স্পর্শে নির্জ্জীব পিয়ানোতে মানব-কণ্ঠের সজীব-মাধুরী উন্মাদ-তরঙ্গে উছলিয়া উঠিত। অপিচ, তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি যেমন মধুর, কণ্ঠস্বর তাহা অপেক্ষাও অধিকতর মধুর ছিল। আনি যখন পিয়ানোর সুরে সুর মিশাইয়া, আপনার অর্দ্ধমুদ্রিত ও স্বপ্নাবেশ-সুখ-স্মিত চোক্ দুটি বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া, স্বকীয় কল-কণ্ঠের কল-সঙ্গীতে আত্মবিস্মৃত হইত, তখন গৃহপালিত পশুপক্ষীও, যেন মন্ত্রমুগ্ধবৎ, সেই স্বর-লহরীতে আকৃষ্ট রহিত।

ভগিনী দুটি এখনও অবিবাহিতা কুমারী। জ্যেষ্ঠা জেন্, মনে মনে কোন যুবকে অনুরাগিণী কি না, তাহা কেহ জানে না। কিন্তু কনিষ্ঠা আনির কুসুমিত-প্রাণের নিভৃতকক্ষে একটি অতিবড় সুন্দর প্রীতিবিহ্বল যুবার মোহন-মূর্ত্তি, দেব-মূর্ত্তির ন্যায়, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আনি, তাহার সেই প্রাণ-লুক্কায়িত প্রিয়দেবতার অমল প্রণয়ানুরাগে আপনার প্রাণ ও মন সমর্পণ করিয়া, একপ্রকার তাহাতেই যেন জীবিত আছে।

আনির প্রেমারাধ্য যুবকের নাম চার্ল্‌স্‌। সে, অল্প দিন হয়, সেনাবিভাগে প্রবিষ্ট হইয়াছে; এবং আপনার স্বভাবসিদ্ধ অমিত সাহস ও অপ্রতিম শৌর্য্যে, অচিরেই সৈনিকদিগের সমাজে প্রশংসা পাইয়াছে। চার্ল্‌স্‌ পার্সিভাল (Charles Percival), নবীন যুবা হইলেও, ধীর-প্রকৃতি;—পরন্তু, বংশমর্য্যাদা, বিদ্যা বুদ্ধি, বয়ঃসমুচিত বিনোদ-কান্তি, অমায়িক চরিত্র, অনিন্দ্য রূপ এবং বিনীত অথচ বীর-সমুচিত ব্যবহারে, সকলেরই প্রীতিভাজন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আনির মুখে প্রায়শঃ কথা ফোটে না। সে তাহার প্রাণের কথা,—প্রেমের ইতিহাস, সমবয়স্কাদিগের কাছেও মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করে না। কিন্তু রমণীর প্রেমার্দ্র হৃদয়,—আপনার প্রাণ-নিহিত ভালবাসাটুকু, লজ্জার লুকোচুরিতে, যতই প্রাণের পটলে পটলে, ঢাকিয়া ঢুকিয়া, লুকাইয়া রাখিতে যত্ন পায়, উহা ততই বেসী ফুটিয়া বাহির হয়। বেচারা আনিরও ইদানীং সেই দশা। আনি যতই তাহার প্রাণের ভালবাসা গোপন করিতে চেষ্টা করে, ততই উহা সকলের কাছে বেসী ধরা পড়ে। যেখানে প্রাণ, প্রীতির নীরব-ভাষায়, প্রাণের সহিত সম্ভাষণ করে, সেখানে উহা ঢাকিয়া রাখা অসম্ভব। আনির অত সতর্কতা,—লজ্জা ও সঙ্কোচের অত সাবধানতা সত্ত্বেও, তাহার ভালবাসার সকল কথা একদিকে বুঝিয়া লইয়াছিল চার্ল্‌স্‌, আর বুঝিয়াছিল জ্যেষ্ঠা সহোদরা, ভগিনীবৎসলা জেন্‌।

চার্ল্‌স্‌, আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া, অমিয়-মধুরা

আনিরে হৃদয়-মন্দিরের দেবতা স্বরূপ পূজা করিতে লাগিল; অথচ আনির চির-পরিচিত সলজ্জ স্বভাবের সম্মানার্থ, বাহিরের ব্যবহারে বড় বেশী শিষ্টসঙ্কুচিত রহিল। স্নেহময়ী জেন্ মনে মনে হাসিল; এবং যে দিক্ দিয়া যতটুকু সম্ভব, ভগিনীর এই সুপাত্রে প্রণয়-সংস্থাপনে সহায়তা করিল।

চার্ল্‌স্ ও আনির লুক্কায়িত প্রেম ক্রমে অতি গভীর ভালবাসায় পরিণত হইল। কথাটা এখন আর বাহিরেও অপ্রকাশ থাকিল না। আনির পরিচিত সকলেই ইহা জানিতে পাইলেন। লজ্জার পুতুল আনি লজ্জায় আরও জড়সড় এবং সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সে এখন আর কাহারও পানে ভাল করিয়া মুখ তুলিয়া চাহে না। পৃথিবীর সকলেই যেন তাহার কথা ভাবিতেছে, তাহার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে, এবং কেবল তাহারই লুক্কায়িত প্রেম ও বিবাহের কথা লইয়া, কানাকানি ও আলোচনা করিতেছে, এমনই একটা কল্পনা ও বিচিত্র লজ্জার যন্ত্রণায়, সে এখন একবারে আপনাতে আপনি জড়ীভূত রহে।

কিছু কাল এই ভাবে অতিবাহিত হইবার পর, চার্ল্‌স্ ও আনি, উভয়েই, জেনের সস্নেহ যত্নে, সুদিনে, শুভসম্মিলনে মিলিত হইবার আশায়, একান্ত আশান্বিত হইল। চার্ল্‌স্, রণ-ক্ষেত্রের ভীষণ-কোলাহলে, অহোরাত্র অন্যপ্রকার উদ্যমে ব্যাপৃত থাকিয়াও, আনিরে ক্ষণকালের তরে ভুলিতে পারিল না। আনির অকৃত্রিম ভালবাসা, আনির সেই মুগ্ধমনোহর সুন্দর মূর্ত্তিখানি

কল্পনার আকর্ষণে, সর্ব্বদা যেন কাছে কাছে রহিয়া, তাহার বীর-বাহুতে দ্বিগুণ শক্তিসঞ্চার করিতে লাগিল। সে, উন্নতির পর উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া, ইংরেজ সৈন্যদলে, একজন গণনীয় সেনা-নায়কের পদ ও সম্মান লাভ করিল। চার্ল্‌সের যোদ্ধ্‌বিক্রম ও গুণপণার যশোধ্বনি, লণ্ডনের পশ্চিম-পল্লীতে শতমুখে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। আনিও ইহা শুনিল; এবং আপনার হৃদয়ের উদ্বেল ও উচ্ছল আনন্দ গোপন করিবার জন্য, জ্যেষ্ঠার কাছেও পাঁচ প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া, পুনঃ পুনঃ লজ্জা পাইল।

কিন্তু রণ-ক্ষেত্রের অসম-সাহস, বীরত্বব্যঞ্জক হইলেও, বিপজ্জনক। আনির স্নেহকাতর কোমল প্রাণ, এই হেতু, প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে, অনিবার্য্য ভীতির স্ফুরণে, প্রতিনিয়তই ধুক্ ধুক্ করিয়া কাঁপিত। সে কাহাকেও কিছু বলিত না। নির্জ্জনে বসিয়া একাকিনী নানা কথা ভাবিত, আর দিবসে যখনই একটুকু 'নিরিবিলি' পাইত, তখনই "দয়াময় আমার চার্ল্‌স্‌কে রক্ষা করিও" এই বলিয়া, নয়নজলে ভাসিয়া, জানুপাত-সহকারে গোপনে প্রার্থনা করিত। আনি এক্ষণ, অধিকাংশ সময়ই, লোক-চক্ষুর অগোচরে থাকিতে ভালবাসে; কিন্তু অবোধ সমাজের আবদারে ও স্নেহের অত্যাচারে, সকল সময়ে, তাহা পারিয়া উঠে না।

লণ্ডনের পশ্চিম-পল্লীতে মিষ্টার সাটনের (Mr. Sutton) বাস-ভবন। সাটনের পত্নী জেন্ ও আনির ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া। আজি সাটনের আনন্দময় ভবনে বড় ঘটার সহিত নৈশভোজের আয়োজন।

ইউরোপে, যুদ্ধের পর যুদ্ধে, ইংলণ্ডের বিজয়কীর্ত্তি বিঘোষিত হইতেছে। সমগ্র লণ্ডন উল্লসিত ও উচ্ছ্বসিত। ঘরে ঘরে উৎসব, ঘরে ঘরে আমোদ। অন্থ সাটনের বাড়ীতেও সেই বিজয়-উৎসবেরই অনুষ্ঠান। নগরের নায়কশ্রেণীস্থ প্রধান পুরুষেরা, আত্মীয় অনুগত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদিগের সহিত, আমন্ত্রিত হইয়াছেন। উৎসব-গৃহ সুসজ্জিত, এবং উজ্জ্বল আলোকমালায় প্রফুল্ল দিবালোকের স্থায় উদ্ভাসিত। সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের প্রদীপ্ত প্রতিভা, সুন্দরীদিগের প্রস্ফুট কুসুম সদৃশ সমুজ্জ্বল রূপ ও পরিচ্ছদের অনূপ-প্রভার সহিত মিশিয়া, সমস্ত গৃহ ঝল-মল করিতেছে। সকলেই হাস্থ, কৌতুক, গল্প ও আমোদের হল-হলায় উৎফুল্ল।

আত্মীয়ের গৃহে উৎসব। জেন্ ও আনিও আদরে আমন্ত্রিত হইয়াছে। জেন্ আসিয়াছে মনের উৎসাহে; আনি আসিয়াছে—অনিচ্ছায়—যেন অতি বড় দায়ে ঠেকিয়া। আনি আসিয়াছে বটে, কিন্তু কিছুতেই আপনাকে, আর সকলের স্থায়, উৎসবের তরল তরঙ্গে ভাসাইয়া দিতে সমর্থ হইতেছে না। সে, গৃহের এক কোণে, নীরবে ও সসঙ্কোচে উপবিষ্ট রহিয়াছে।

আনির প্রাণ চাহিতেছে, পাঁচ জনের দৃষ্টির অন্তরালে অলক্ষিত অবস্থায় লুকাইয়া থাকিতে। কিন্তু লোকে তাহার প্রাণের কথা বুঝিতেছে না। তাহার স্বভাব-নম্র রুচির মুখখানি যেমন সকলের চিত্ত ও চক্ষু আকর্ষণ করিল; তাহার কণ্ঠ-মাধুরীর স্বাদ-লালসাও, উৎসব-গৃহের বহু হৃদয়ে, অতিমাত্র

ঔৎসুক্য জন্মাইল। পরন্তু, তাহার ভালবাসার কাহিনী এবং ভাবী বরের বীর-কীর্ত্তিও তাহার প্রতি প্রীতি ও কৌতুকের আনন্দময় ইঙ্গিত ও অঙ্গুলিসংকেত ঘটাইল। আনি, এ অবস্থায়, ঘরের এক প্রান্তে, আপনার প্রাণটুকু-আর প্রাণের প্রেম-স্নিগ্ধ শান্তিটুকু লইয়া, আপনাতে লুকাইয়া রহিতে পারিল না। সমাগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে সকলেই, পিয়ানো সহযোগে গান গাইবার নিমিত্ত, আনিরে বিশেষ আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

আনি গান গাইতে একবারেই অনিচ্ছুক। সে, প্রথমতঃ এ, ও, তা, এবং নানাপ্রকার ছুত-নতা দেখাইয়া, সঙ্গীতের দায় হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করিল। পরে, শরীরে বড় অপটু, মনটা ভাল লাগিতেছে না, এই বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিয়া, সমান-বয়স্কাদিগের কাছে, করযোড়ে, বহু কাকুতি মিনতি জানাইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তাঁহারা আজি, কোন কথায় এবং কোন ছুতায়ই, নিরস্ত হইবার নহেন।

অনেকে, ভঙ্গিক্রমে, আনি ও চার্ল্‌সের গুপ্তপ্রণয় ও ভাবি পরিণয়ের প্রসঙ্গ তুলিয়া, একটু বেসী শ্লেষ-পরিহাস করিল। আনি, কোথায় যাইয়া কাহার বুকের ভিতর মাথা গুজিয়া, আপনার লজ্জা রক্ষা করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না। পরিহাস-প্রিয় আত্মীয়গণ, গীতিপুস্তকে বহু অনুসন্ধান করিয়া, আনির জন্য, একটি গীত মনোনীত করিলেন। ইংলণ্ডীয় গীতিসাহিত্যের অনেক গীতই বীর-রস ও আদিরসের বিচিত্র

মিশ্রণে বড় বেসী মধুর। নির্ব্বাচিত গীতটিও অক্ষরে অক্ষরে মধুমাখা। কিন্তু, সেই গীতের ভাবের সহিত আনির প্রণয়-কাহিনীর এতদূর সাদৃশ্য যে, আনির মত লাজুক মেয়ের পক্ষে, অত লোকের সম্মুখে, উহা গান করা যার-পর-নাই দুরূহ ব্যাপার।

আনি কিছুতেই ঐ বাছা গীত গাইবে না। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে যাঁহারা আনির সমান-বয়স্কা সুন্দরী,—আনিতে কতকটা অনুরাগিণী, তাঁহারাও কিছুতেই উহা না গাওয়াইয়া ছাড়িবেন না। অবশেষে, অনেক পীড়াপীড়ির পরে, আনির প্রিয়সখীরা তাহাকে পিয়ানোর কাছে এক প্রকার টানিয়া লইয়া গেল। আনি, লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া, প্রকৃতই নিতান্ত অনিচ্ছায়, পিয়ানো লইয়া বসিল,—এবং পিয়ানোতে অনিচ্ছায় হস্তার্পণ করিয়া আবার একটু একটু হাসিল। কিন্তু তাহার প্রতিভা-নিপুণ কর-স্পর্শে, পিয়ানো যখন মধুরে-গম্ভীরে বাজিয়া উঠিল, যখন পিয়ানোর তান-লয়-শুদ্ধ তরল-ধ্বনি. শ্রোতৃবর্গের সঙ্গে সঙ্গে, আনির প্রাণেও যাইয়া স্পৃষ্ট হইল, তখন আর তাহার সে জড়-সড় হ্রীযন্ত্রণা বেসী রহিল না। তাহার মনের সেই আধো বিষাদের ভাবটিও, পিয়ানোর প্রাণঢালা প্রমোদ-নাদ-স্রোতে ক্ষণেকের তরে কোথায় যেন ভাসিয়া গেল। আনি, শ্রোতৃবর্গের আদেশ অনুসারে (Allen Water) এলান-পুলিনের প্রেম-সংগীতনামক বাছা * গীতটিতেই তান ধরিল। সে পিয়ানো যোগে গাইল।—

* এলান একটি ক্ষুদ্র নদী। ঐ নদীর নামে গীতের নাম "এলান-পুলিনের প্রেমসঙ্গীত'। গীতটির ভাবাত্মক পদ্যানুবাদ পত্রস্থ হইল।

অধরে অমিয় ক্ষরে তার,—
কথায় সে ভুলায়েছে মন,
নবীন সৈনিক সে গো নয়ন-মোহন।"

আনির কণ্ঠ হইতে এই গীত নিঃসৃত হওয়া মাত্র, সমস্ত গৃহ, চিত্রার্পিতের মত, নীরব ও নিস্পন্দ হইল। শ্রোতৃবর্গের কর্ণে অমৃতধারা বহিল। মুহূর্ত্তের তরে, সকলেরই প্রাণ ও মন সেই মধুর-মধুর মৃদু-মোহন, মহাপ্রেমময় স্বর-প্রবাহে ডুবিয়া গেল। ভাব-বিভোরা আনি আবার গাইতে লাগিল।—

তারি মনোনীতা প্রেম পুলকিতা
এলান-পুলিনে বালা,
তারি পানে চেয়ে, আপনা ভুলিয়ে,
গাঁথিছে প্রেমের মালা।
রমণী কে প্রমোদিনী আছে গো এমন?

গীতের স্বর-লহরী যখন, ধীরে ধীরে—অতি ধীরে, মৃদু হইতে মৃদুতর এবং অধিকতর মৃদু হইয়া, লয়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন প্রমোদ-গৃহের চারিদিক্ হইতে, যুবতী ও প্রৌঢ়া, উভয়শ্রেণিস্থ রমণীরাই, "আংকোর্—আংকোর্—আংকোর্—আবার—আবার—আবার, আনি আবার গাও" বলিয়া, আগ্রহের সহিত আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন। আনিও তখন আনন্দে বিবশা। সে সকলের মুখেই তাহার প্রিয়তম পার্সিভালের যশোধ্বনি শুনিয়াছে, এবং লজ্জার সেতু ভঙ্গ করিয়া, তাহার প্রাণের কথা প্রেমের গীতে গাইয়াছে।

তাহাকে এখন আর ঠেকাইয়া রাখে কে? সে, মাঝে মাঝে মুচ্‌কে হাসি হাসিয়া, গীতের পদে পদে সমবয়স্কা সুহৃৎসঙ্গিনী-দিগের নয়নের সহিত নয়ন-সঙ্গতি করিয়া, প্রেমোন্মাদিনীর সেই কেমন এক অশ্রুতপূর্ব্ব আবেশময় কণ্ঠে, আবার গাইতে লাগিল,—

অধরে অমিয় ক্ষরে তার,—
কথায় সে ভুলায়েছে মন,
নবীন সৈনিক সে গো নয়ন-মোহন।
তারি মনোনীতা, প্রেম-পুলকিতা
এলান-পুলিনে বালা,
তারি পানে চেয়ে, আপনা ভুলিয়ে,
গাঁথিছে প্রেমের মালা।
রমণী কে প্রমোদিনী আছে গো এমন?

গাইতে গাইতে হঠাৎ গীত একবারে থামিয়া গেল। সে অমিয়-কণ্ঠলহরী, না জানি কি ঐন্দ্রজালিক মোহে, গীতের শেষ পদের শেষার্দ্ধ পরিসমাপ্ত হইতে না হইতেই, সহসা একবারে নীরব হইল। আনির অঙ্গুলি ক'টি, পিয়ানোর চাবির উপরে যেমন ছিল, তেমনই রহিল বটে; কিন্তু একটুকুও নড়িল না, সুতরাং পিয়ানোও আর বাজিল না। পিয়ানোর উত্থিত স্বরটুকু, ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া, স্বপ্নশ্রুত সুদূর-সঙ্গীতের স্বর-তরঙ্গের ন্যায়, যেন বায়ুপথে একবারে মিশিয়া গেল।

অকস্মাৎ এ কি হইল!—সকলেই উৎসুক-নয়নে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন,—আনি, বিস্ফারিত নেত্রে, সম্মুখের দিকে, শূন্য আকাশের পানে, একদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিয়াছে। নয়নে পলক নাই। কপোলে সে প্রফুল্ল কমলের কান্তি নাই। মুখ-শ্রীতে আর সে লজ্জার মাধুরী নাই। সেখানে অত লোক উপস্থিত, আনির এ জ্ঞানটুকু পর্য্যন্তও তখন একপ্রকার বিলুপ্ত। যে দেখিতেছে, সে-ই ভাবিতেছে মার্‌বেল পাথরের একখানি সুন্দর মূর্ত্তি যেন পিয়ানোর সম্মুখে স্থাপিত রহিয়াছে! এ যে কি হইল, কেহই তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না।

জ্যেষ্ঠা ভগিনী জেন্ তাড়াতাড়ি আনির কাছে আসিল। আনির কাঁধে হাত দিয়া মৃদুভাবে তাহাকে ঝাকিল। আনির সেই আকস্মিক-মোহ কিছুতেই ভাঙ্গিল না। জেন্, ইহার পর, আনিকে নাম ধরিয়া পুনঃ পুনঃ ডাকিল ও কহিল,—"আনি, হঠাৎ তোর কি হইয়াছে বোন, তুই এমন করিয়া রইলি কেন?"

আনি জেনের কথাও শুনিল না, অথবা বুঝিল না। ফিরিয়াও চাহিল না। চক্ষু দুটি আকাশের সেই শূন্য শরীরে, তেমনই নিবদ্ধ রহিল। মুখে একটি কথাও ফুটিল না।

সকলে, বহুক্ষণ পরে, দুঃখিনী আনির প্রতি বহুবিধ প্রশ্ন করিয়া জানিতে পাইয়াছিলেন, আনি তখন এক খানি ছায়াময় মূর্ত্তি দেখিয়া ঐরূপ সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিল। আনি দেখিতেছিল, —সম্মুখে,—অদূরে, রণসজ্জায় সজ্জিত তাহার প্রাণাধিক চার্ল্‌স্ পার্সিভাল দণ্ডায়মান। পরিচ্ছদ ছিন্নভিন্ন ও রুধিরাক্ত।

বক্ষঃস্থলে,—ঠিক হৃৎপিণ্ডের উপরে, একটা ভয়ানক ক্ষত। উহা হইতে ঝলকে ঝলকে রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে। মুখখানি বিষাদে মলিন। নয়নে অশ্রুধারা। মূর্ত্তি বড়ই কাতর দৃষ্টিতে, আনির মুখের পানে, স্থির নয়নে, চাহিয়া রহিয়াছে।

অন্যে যে স্থানটি শূন্য দেখিতেছিল, আনি সেই স্থানেই এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া আড়ষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এই ভীষণ দৃশ্য হইতে আনির চক্ষু কিছুক্ষণ আর ফিরিল না। আনি, খানিক পরেই, অতি করুণ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল। সে আর্ত্তরবে সকলেই যার-পর-নাই আকুলিত ও অন্তরে একান্ত আহতবৎ হইলেন।

জেন্ আবার কম্পিত দেহে আনির নিকটস্থ হইয়া, এবং বাহুপাশে আনিকে বুকে লইয়া, কম্পিত স্বরে কহিল,—"আনি, আজি অকস্মাৎ তোর এ কি হইল বোন আমার?" জেন্ বহু চেষ্টা করিল, কিছুতেই তখন আনির সংজ্ঞা জন্মাইতে পারিল না। আনির বিস্ফারিত চক্ষু আরও বিস্ফারিত হইল। কিন্তু উহা, চিত্রনিবদ্ধ প্রস্ফুট পুষ্পের ন্যায়, ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানেই লাগিয়া রহিল।

এ যে কি বিচিত্র ব্যাপার, কেহই তাহা প্রথম স্থির করিতে পারিলেন না। কেহ মনে করিলেন, আনির হঠাৎ উৎকট পীড়ার আক্রমণ হইয়াছে; কেহ বুঝিলেন, মনের আবেগে অকস্মাৎ মূর্চ্ছা ঘটিয়াছে। সকলে, আনির চারি দিকে দাঁড়াইয়া, এইরূপ চিন্তা ও জল্পনা করিতেছেন, এমন সময়ে, ঐরূপ আড়ষ্ট ও অচেতন

অবস্থায়ই, আনির ঠোঁট দুখানি ঈষৎ একটু নড়িয়া উঠিল। উহাতে অৰ্দ্ধস্ফুট মৃদু কথাও ফুটিল। যাঁহারা অত্যন্ত সন্নিহিত ছিলেন, তাঁহারা শুনিতে পাইলেন,—আনি বলিতেছে—"ঐ ত, ঐ ত সে!—উহু-হু! কি ভয়ঙ্কর—কি ভয়ঙ্কর গো!—কি সাংঘাতিক আঘাত গো!—ঠিক বুকের উপরে—আহা! আহা! ম'রে যাই, ম'রে যাই"—

এইরূপ বলিতে বলিতে বালিকা, বাণবিদ্ধা কপোতীর ন্যায়, কম্পিত-কলেবরে, সম্পূর্ণ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া, ভীতিবিহ্বলা ভগিনীর বাহুমধ্যে ঢলিয়া পড়িল। উৎসব-গৃহে এইক্ষণ বিষম হুলুস্থুল। কোথায় সে উৎসব-তরঙ্গ, কোথায় সে আনন্দ-উচ্ছ্বাস? বালিকার মুখের ঐ মর্ম্মবিদারি কাতর-উক্তি আর ঐ আর্ত্তনাদ শুনিয়া, এবং তাহার অবস্থা দেখিয়া, সেখানে আর কেহই স্থির থাকিতে পারিলেন না। সকলেই ভীত, বিস্মিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়।

মুহূর্ত্তের মধ্যেই উৎসব-গৃহের জনতা সরিয়া পড়িল। নিমন্ত্রিতদিগের অধিকাংশ, শিষ্টতা ও শান্তির অনুরোধে, শকট বা অন্য কোনরূপ যান-আরোহণে, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ডাক্তারের জন্য দ্রুত লোক প্রেরিত হইল। আনির কএকটি আত্মীয় এবং পরিচর্য্যারত কতিপয় ব্যক্তি মাত্র সেই স্থানে রহিলেন। তাঁহারা, অতিসাবধানে, ধরাধরি করিয়া, আনিরে বৈঠকখানা হইতে দোতালার উপরে শয়ন-কক্ষে লইয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতেই ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আনি তখনও শয্যাশায়িনী। মূর্চ্ছার পর মূর্চ্ছা হইতেছে ডাক্তার যখন শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন, আনি তখন একবারে সংজ্ঞাবিরহিত। পূর্ব্বকথিত ঐ বিচিত্র উক্তির পর, সে আর একটি কথাও কহে নাই। সমস্ত শরীর বরফের মত শীতল। ডাক্তার রোগী দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কোন অজ্ঞাত কারণে, বালিকার কোমল-প্রাণে সহসা কঠোর আঘাত লাগিয়াছে। তাহাতেই হঠাৎ সর্ব্বাঙ্গ পক্ষাঘাত-গ্রস্তবৎ হইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার উগ্রবীর্য্য উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। ঔষধের শক্তিতে, কিছুক্ষণ পরে, আনির শরীরে একপ্রকার চেতনাসঞ্চার হইল। কিন্তু তখনকার সেই সচেতন অবস্থায়, বালিকার দুঃসহ যাতনা দেখিয়া, ডাক্তার ভাবিলেন, এ চেতনা অপেক্ষা ইহার পক্ষে ঐ মোহজন্য বিস্মৃতিই শতগুণে ভাল ছিল।

আনি ক্রমে চক্ষু মেলিল। চক্ষু মেলিয়া চাহিল। কিন্তু সে দৃষ্টির কোন অর্থ নাই। যাঁহারা শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন, আনি কিছুকাল শূন্য দৃষ্টিতে তাঁহাদিগকেই দেখিল। মুখে রক্তের চিহ্নও নাই, যেন ভস্ম মাখিয়া দিয়াছে। অবিরামবাহি শীতল ঘর্ম্মে ললাট সিক্ত ও শ্লথ। শরীরে বিন্দুমাত্র স্পন্দন নাই। কেবল বুকখানি, সুদীর্ঘ গভীর-নিশ্বাসে, থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

আনি আপনা আপনি বলিতে লাগিল—"হা দুর্ভাগিনি, তুই এখনও এ পোড়া দেহে পড়িয়া আছিস্?—তোমরা এ হত-

ভাগিনীকে যাইতে দিলে না কেন?—সে আমাকে সঙ্গে করিয়া লইতে আসিয়াছিল।—আহা! কতই না কাতর-কণ্ঠে আমাকে ডাকিতেছিল।—আমিও ত যাইতেছিলাম,—তোমরা যাইতে দিলে না কেন?—কিন্তু আমি নিশ্চয়ই যাইব।—হাঁ, অবশ্যই যাইব।"

স্নেহশীলা ভগিনী জেন্ বাষ্পগদ্‌গদ-কণ্ঠে কহিল, "আনি—প্রাণাধিকা—বোন, ছি! অমন কথা তুই মুখে আনিস্ না। চার্ল্‌স্ দেশান্তরে গিয়াছে। শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে।—নিশ্চয়ই কুশলে ফিরিয়া আসিবে।"

আনি থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল—"না—না—না; না দিদি, আর না—আর না, আর সে ফিরিয়া আসিবে না। কখনও না—কখনও না। আমি যাহা দেখিতে পাইয়াছি, তুমি ত দিদি, তাহা দেখ নাই! উহু কি ভয়ঙ্কর—কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য গো!"

ডাক্তার, জেন্ ও আনির পিতৃবন্ধু। তিনি, স্নেহভরে, আনির কম্পিত হাতখানি আপনার হাতের মুষ্টিতে ধরিয়া, স্নেহশীতল মধুর ভাষায় বলিলেন,—"বাছা আনি, তুমি স্বপ্ন দেখিয়াছ। তুমি যাহা বলিতেছ, ইহা নিশ্চয়ই উন্মাদের প্রলাপ। একটু স্থির হও। এমন অলীক কল্পনাকে মনে ঠাঁই দিও না। মিছামিছি দুর্ভাবনায় অধীর হইও না। তুমি অকারণ তোমার বন্ধুবান্ধব সকলকেই আতঙ্কে একবারে আকুল করিয়া তুলিতেছ। আবারও বলি, আনি, মনটা একটু স্থির কর বাছা। একটু শান্ত হও।"

বালিকা চকিতের ন্যায় ডাক্তারের দিকে চক্ষু ফিরাইল, এবং কারুণ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিতে লাগিল,—“আপনি কি বলিতেছেন!—এ স্বপ্ন! না—না, ইহা স্বপ্নের প্রলাপ নহে। আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহা প্রকৃত সত্য। আমার চার্ল্‌স্ নেই! আমি জানি—স্পষ্ট—প্রত্যক্ষ তাহাকে দেখিয়াছি। বন্দুকের গুলি বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়াছে—রক্তে বুক ভাসিয়া যাইতেছে—উ-হু-হু—কি ভয়ানক!”—বলিতে বলিতে উপর্য্যুপরি তিন চারিটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস বহির্গত হইল;—হাত পা খিচিয়া ধরিল। আনি আবার পূর্ব্ববৎ মোহাচ্ছন্ন ও নিস্পন্দ হইয়া পড়িল। প্রেমময়ী সতী, বালিকা হইলেও, এই ক্ষণ শোকে মাতৃকল্পা, এবং সকল বিষয়েই বর্ষীয়সীর মত। তাই, উহার স্বাভাবিক লজ্জা শোকের আগুনে পুড়িয়া ভস্ম হইয়াছে।

জেন্ ও আনির আত্মীয়া,—বাটীর গৃহস্বামিনী,—মিষ্টার সাটনের পত্নী এতক্ষণ আনির শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন। এ দৃশ্য আর তাঁহার সহ্য হইল না। তিনি অর্দ্ধচেতন অবস্থায় স্বামী কর্ত্তৃক স্থানান্তরে নীত হইলেন। জেনের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সে তাঁহার প্রাণের আনিকে ফেলিয়া, তিলেকের তরেও, অন্যত্র যাইতে সম্মত হইল না।

ডাক্তার আবার বহু আয়াসে ও যত্নে আনির চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। কিন্তু, অবস্থা দর্শনে, তাঁহার মনে বড় শঙ্কা হইল। বলিলেন যে,—অবস্থার কোন রূপ পরিবর্ত্তন ঘটিলে,

সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি আসিবেন। সমস্ত রাত্রি বসিয়া থাকিতেও তাঁহার কোন আপত্তি নাই। অন্যথা, পর দিন প্রাতে আসিয়া আনিকে দেখিবেন। ডাক্তার, জেম্‌কে এই বলিয়া আশ্বাস দিয়া চলিয়া গেলেন।

পর দিন, বেলা নয়টার সময়, ডাক্তার আসিয়া দেখিলেন, আনি প্রায় একই অবস্থায় আছে। কিন্তু পূর্ব্বদিন অপেক্ষা একটু বেসী দুর্ব্বল, এবং অধিকাংশ সময়ই মোহাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে মুখ নড়িতেছে, এবং কেকাইয়া কেকাইয়া, ফিস্ ফিস্ করিয়া, আপনার মনে আপনি কি কহিতেছে। ডাক্তার বিশেষ মনোযোগের সহিত কান পাতিয়া রহিলেন। শুনিলেন, আনি কহিতেছে,— "হাঁ—শীঘ্রই—চাল্‌স্—শীঘ্রই,—হাঁ—কালই। আমি তোমায় ছাড়িয়া এ পৃথিবীতে ক্ষণকাল রহিব না।"

আনি কাহারও কোন কথায় কান দিতেছে না। কে আসিতেছে, কে যাইতেছে, কে কোথায় কি করিতেছে, সে কিছুরই খবর লইতেছে না। জিজ্ঞাসা করিলেও, উত্তর দিতেছে না। ডাক্তার আরও দুই এক জন পরিপক্ক চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করা আবশ্যক মনে করিলেন। অপরাহ্নে, ডাক্তারের উপদেশ অনুসারে, অন্য দুইটি প্রসিদ্ধ চিকিৎসককে ডাকা হইল। তিন জনে মিলিয়া, খুব ভাল করিয়া, রোগিনীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ও শারীর-যন্ত্রাদির পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষার পর, তাঁহারা তিন জনে এক বাক্যে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, রোগিনীর জীবনী শক্তি ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। যদি কোন অলৌ-

কিক ঘটনায় অবস্থার পরিবর্ত্তন না হয়, তাহা হইলে, আর বেসী সময়, জীবনের আশা নাই।

অপরিচিত ডাক্তার দুটি চলিয়া গেলে, আনির পারিবারিক ডাক্তার পুনরায় আসিয়া তাহার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন; এবং ভাল করিয়া আনিকে দেখিতে লাগিলেন।—দেখিলেন মুখখানি বিবর্ণ ও ক্লিষ্ট, কিন্তু তথাপি বড়ই মধুর। মাঝে মাঝে, সেই মাধুরীর গায়ে গভীর বিষাদের ছায়াপাত হইতেছে। আবার ক্ষণে ক্ষণে, উহাতে ভগ্নহৃদয়ের ঘোরতর নৈরাশ্যের ভাব ফুটিয়া পড়িতেছে। ডাক্তার দেখিলেন, আর রুমাল দিয়া আপনার অশ্রুজল মুছিতে লাগিলেন। তিনি যখন এইরূপে আনির পার্শ্বে উপবিষ্ট, তখন শুনিতে পাইলেন,—আনি আপনা আপনি মৃদু মৃদু কহিতেছে,—"গিয়াছে—সে চলিয়া গিয়াছে—গিয়াছে—জয়-মাল্য গলে পরিয়া। আহা! কি গৌরবের সহিত গিয়াছে।—আর আমি—আমিও যাইতেছি—ঐ রণজয়ী নবীন সেনাপতিকে দেখিতে যাইতেছি—যাইব—অবশ্যই যাইব। আমি কাছে গেলে—সে না জানি—আমাকে কতই ভালবাসিবে!—আহা, মনে পড়ে—সব মনে পড়ে!"

এই বলিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে আবার বলিল,—"মনে পড়ে,—এলান-পুলিনের সেই গীত মনে পড়ে। নির্দ্দয় আমোদিনীরা, জেদ করিয়া, আমাদ্বারা গীত গাওয়াইয়া-ছিল।—আমি গাইতেছিলাম,—আর আমার বুকটা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল—"। কহিতে কহিতে যুবতীর নিৰ্জ্জীব দেহ সহসা

শিহরিল! সে নির্জ্জীব দেহে সহসা একটা অস্বাভাবিক শক্তির সঞ্চার হইল। আনি আবার বলিল—"মনে আছে,—অক্ষরে অক্ষরে সে দুঃখের গান আমার মনে পড়িতেছে। এই গীত আমারই জীবন-সঙ্গীত। জীবনান্তসময়ে একবার উহা গাইব।" আনি মৃদু মৃদু কণ্ঠে গাইল; পার্শ্ববর্ত্তিনীরা নয়নজলে ভাসিয়া উহা শুনিতে লাগিল।—

অধরে অমিয় ক্ষরে তার,—
কথায় সে ভুলা'য়েছে মন,
নবীন সৈনিক সে গো নয়ন-মোহন।
তারি মনোনীতা প্রেম-পুলকিতা
এলান-পুলিনে বালা।
তারি পানে চেয়ে আপনা ভুলিয়ে,
গাঁথিছে প্রেমের মালা।
রমণী কে প্রমোদিনী আছে গো এমন?
মধুর বসন্ত, না হইতে অন্ত,
দারুণ নিদাঘ-জ্বালা—
ক'য়ে গেল সখা,—কথা মন-রাখা!
খে'লে গেল মিছা খেলা!
এত কিগো অবিশ্বাসী সে হৃদিরঞ্জন?

গানের শেষ পদগুলি প্রেমময়ীর প্রাণে বড় কঠোর বোধ হইল। আনি কহিয়া উঠিল,—"ও—না—না—না—কখনও না, কখনও না—অসম্ভব।—আমার চার্লস্ কখনও এমন হইতে

পারে না।—আহা! আহা—আমার চার্ল্স্,—আমার প্রাণাধিক, তুমি নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হইয়াছ!—নিহত হইয়াও আমায় পাসরিতে পার নাই। তুমি ত কখনও অবিশ্বাসী নও!”

ইহার পর, সে রাত্রিতে, আনির মুখে আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তাহাকে সহানুভূতির ভাবে অনেক উপদেশ দেওয়া হইল,—স্নেহ ও অনুরোধের ভাষায় অনেক কথা বলা হইল; কিন্তু কিছুই আর তাহার কানে ঠাঁই পাইল না। মাঝে মাঝে, অতি ক্ষীণ স্বরে, তাহার মুখে এই ক'টি কথা উচ্চারিত হইল,—“অনেক হইয়াছে,—আর না—দাও, দাও,—তোমরা আমাকে আমার প্রাণাধিকের কাছে একটু শান্তিতে চলিয়া যাইতে দাও।”

পরবর্ত্তি দুটি দিনে নিবু নিবু দীপ আরও নিবু নিবু হইয়া আসিল। এই দুদিনের মধ্যে, কেবল একবার আনি, পিয়ানো বাজাইবার ভঙ্গিতে, হাত দুখানিতে একটু একটু তাল রাখিয়া, সহসা চমকিয়া উঠিয়াছিল;—এবং “ঐ ত—ঐ,” এই দুই তিনটি শব্দ মাত্র উচ্চারণ করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে, কোনরূপ জীবন-লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই।

চতুর্থ দিন, প্রাতঃকালে, ইউরোপের রণস্থল হইতে, আনির গৃহে একখানি চিঠি আসিয়া পঁহুছিল। চার্ল্স্ যে সৈন্যদলের অন্যতর কাপ্তান, চিঠিখানি সেই দলের কর্ণেলের স্বাক্ষরিত; এবং শোক-সূচক কাল-রেখায় অঙ্কিত। চিঠির মর্ম্ম এই যে, যুদ্ধের শেষ দিন, শেষ যুদ্ধের অবসান সময়ে, চার্ল্স্ পার্সিভাল, একদল অশ্বারোহী সৈন্যের নায়করূপে, বিপুল বিক্রমে, বিপক্ষ সৈন্য

বিধ্বস্ত করিতেছিল। হঠাৎ বিপক্ষের এক অশ্বারোহী, চার্ল্‌সকে লক্ষ্য করিয়া, পিস্তল ছুড়িয়াছিল। পিস্তলের গুলিতে চার্ল্‌সের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। চার্ল্‌স্‌ অমনি, জয়-জয়-কোলাহলের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

চিঠিখানি পাঠ করিয়া, আনির আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবেরা, সকলেই যার-পর-নাই চমৎকৃত ও শোকাভিভূত হইয়া পড়িলেন। আনি যাহা দেখিয়াছে,—আনি যে দৃশ্যের কাহিনী অমন কাতর আর্ত্তনাদের সহিত বর্ণনা করিয়াছে, তাহা তবে সম্পূর্ণ রূপে সত্য! যে শুনিল, সে-ই অবাক্ হইল;—সে-ই প্রস্তরবৎ জড়ীভূত হইয়া রহিল। এ যে কি অলৌকিক কাণ্ড, তাহা তখন কেহই বুদ্ধিস্থ করিতে সমর্থ হইল না।

কিছুকাল তর্কবিতর্কের পর, আত্মীয়-স্বজনেরা, এই মর্ম্মবিদারী শোকসংবাদ, মুমূর্ষু আনিকে জানানই কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। এ দুষ্কর কর্ম্মের ভারও ডাক্তারের হাতেই অর্পিত হইল। ডাক্তার, কর্ণেলের সাংঘাতিক চিঠিখানি লইয়া, অশ্রুসিক্ত নয়নে, আনির শয্যাসন্নিধানে যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন।

আজি আনির মর্ত্ত্যজীবনের মহাপরিবর্ত্ত। ডাক্তার আনির নাড়ী ও শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি, মুখের আকৃতি এবং হস্তপদাদির শৈত্য ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেন, এবং শয্যাশায়িনী হওয়া অবধি, এক বিন্দু জলও যে আনির উদরস্থ হয় নাই, এ কথাও চিন্তা করিলেন। ডাক্তার সমস্ত অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিলেন,—আর বড় বেশী বিলম্ব নাই। কিন্তু তিনি কিরূপে

এই অর্দ্ধচেতন মুমূর্ষুকে অমন দারুণ কথা শুনাইবেন, ভাবিয়া কোন পথ পাইলেন না। অনেকক্ষণ এই ভাবে কাটিয়া গেল।

ডাক্তার এই ভাবে বসিয়া আছেন, এমন অবস্থায়, কি কারণে বলা যায় না, একবার আনির নির্ব্বাণ-প্রায় নয়নতারা ডাক্তারের মুখমণ্ডলে স্থাপিত হইল। ডাক্তার অমনি চিঠিখানি হাতে তুলিয়া লইয়া আনিকে দেখাইলেন। চিঠি চার্ল্‌সের সীলে মুদ্রিত। কিছুকাল পর, চিঠির সেই চিরপরিচিত সীলের দিকে আনির দৃষ্টি পড়িল। দৃষ্টিমাত্র আনির শরীর ও মনের মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত বৈদ্যুতিক ক্রিয়া হইল। আনি অমনি কথা বলিতে চেষ্টা করিল ; কিন্তু মুখে কথা ফুটিল না।

কেন আমি এই নিষ্ঠুর কর্ম্মের ভার লইলাম, এই বলিয়া, ডাক্তার মনে মনে আপনাকে শতবার ধিক্কার দিলেন। ইহার পর, তিনি চিঠিখানি খুলিয়া স্থিরদৃষ্টিতে আনির মুখপানে তাকাইয়া রহিলেন, এবং অতিধীরে, যত-দূর-সম্ভব স্নেহশীতল সুমধুর সান্ত্বনাবাক্যে, কহিতে লাগিলেন,—"বাছা, তুমি ভীত বা শঙ্কিত হইও না। ভীত বা শঙ্কিত হইলে আমি তোমাকে যাহা বলিতে আসিয়াছি, তাহা বলিতে পারিব না।"

আনির সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। যেন বিলুপ্ত চেতনা আবার ফিরিয়া আসিল। ঠোঁট দুখানি নড়িল। আবিল চক্ষে আকুলতার ভাব ফুটিয়া পড়িল। বালিকা শুষ্ক ঠোঁট আর্দ্র করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইল।

ডাক্তার কহিলেন,—"এই চিঠিখানি ইউরোপের রণ-স্থল হইতে আসিয়াছে। ইহা কর্ণেলের স্বাক্ষরিত। ইহাতে সংবাদ আসিয়াছে যে,"—এইটুকু বলিতেই ডাক্তারের কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল। তিনি থত মত খাইয়া থামিয়া গেলেন। কিন্তু আনি নিজেই বাক্যাংশের পরিপূরণ করিল। আনি বলিয়া উঠিল,—"আর কি সংবাদ ডাক্তার মহাশয়, সংবাদ আসিয়াছে আমার চার্ল্‌স্‌ নেই। আমি ইহা জানি, আমি ত পূর্ব্বেই ইহা আপনাকে বলিয়াছি।"

আনির কণ্ঠ স্বাভাবিক ও সতেজ। ডাক্তার অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন,—তবে কি এই সংবাদ ইহার লুপ্তপ্রায় মনঃশক্তিকে পুনরুদ্বোধিত করিল!—ইহা কি তবে বিপন্না আনির স্বাস্থ্য লাভের পক্ষে অনুকূল হইল?

আনি, সমগ্র পত্রখানি পড়িয়া শুনাইবার নিমিত্ত, ডাক্তারকে ক্ষীণকণ্ঠে অনুরোধ করিল। ডাক্তার পত্র পাঠ করিলেন। আনি চক্ষু বুজিয়া আগাগোড়া সমস্ত শুনিল। একটি কথাও কহিল না। পত্র পাঠের পর, ডাক্তার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—"বাছা, তুমি যে এমন প্রশান্তভাবে, এতদূর দৃঢ়তার সহিত, এই নিদারুণ সংবাদ শুনিতে সমর্থ হইলে, তজ্জন্য জগদীশ্বরকে শত ধন্যবাদ প্রদান করি।"

আনি, বড় কষ্টে, ধীরে ধীরে কহিল—"আপনি চিকিৎসক, আমার বাবার বন্ধু। আপনি কি এমন কোন ঔষধ জানেন, যাহা খাইলে চক্ষে জল ঝরে,—কণ্ঠে কান্নার স্বর ফোটে। যদি

এমন কোন ঔষধ থাকে, আমায় দয়া করিয়া তাহা দিন্। আমার বুকে পর্ব্বতের চাপ,—শ্বাসরোধ হইয়া আসিল যে! আমি কিসে একটু কাঁদিতে পারি, আপনি তারই উপায় করুন,—কান্নার ঔষধ থাকে ত, একটু দিন”—আনি, থাকিয়া থাকিয়া, ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর কণ্ঠে, কএক বার এইরূপ কাকুতি করিল।

ডাক্তার আনির হাত দুখানি ধরিয়া অতি স্নেহের সহিত কহিলেন,—“আনি, তোমাকে অনুনয় করিয়া বলিতেছি, তুমি একটু শান্ত হও,—একটু স্থির হইয়া থাক; দেখিবে এখনই সমস্ত যন্ত্রণার উপশম হইবে।”

আনি পুনরপি কহিল—“হাঁ তা সত্য।—হায়! একবার যদি আমার চক্ষে একটু জল আসিত—একটু যদি কাঁদিতে পারিতাম।” ইহার পর আরও যেন কি একটু কহিল, কিন্তু কথা স্পষ্ট হইল না। কথা শেষ হইতে না হইতেই, আনি ঢলিয়া পড়িল। তাহার অপরূপ মাধুর্য্যময় চক্ষু দুটি, শব-চক্ষুর ন্যায়, নিস্পন্দ ও নির্জ্জীব হইল। ডাক্তার তাহার মুখের কাছে কান পাতিয়া রহিলেন। তিনি স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন, - আর কে যেন, আনির বুকের ভিতর হইতে, আর এক প্রকার কণ্ঠস্বরে কহিতেছে, - “মহাশয়, আমার আনি আর পৃথিবীতে চক্ষু মেলিবে না; আপনি কৃপা করিয়া জেন্‌কে ডাকুন।” এ কণ্ঠস্বর কার? তবে কি চার্ল্‌স্ ই, তদগতপ্রাণা আনির দেহে আবিষ্ট হইয়া, উহারে লইয়া যাইতেছে? ইহার পরে আনির কণ্ঠে একটু ঘর-ঘর শব্দ হইল।

ডাক্তার, অবস্থা বুঝিয়া, সকলকে ডাকিয়া আনিবার নিমিত্ত ইঙ্গিত করিলেন।

জ্যেষ্ঠা ভগিনী জেন্, সংবাদ শুনাইবার আগে, ক্ষণকালের তরে, স্থানান্তরে গিয়াছিল। সে সকলের আগে আসিয়া উপস্থিত হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে জেনের চক্ষু দুটি ফুলিয়া গিয়াছে। কান্না রোধের চেষ্টায় তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছে।—"আনি,—বোন—প্রাণাধিকা দিদিমণি আমার"—বলিতে বলিতে জেন্ ছুটিয়া গিয়া, আনির গলা ধরিয়া, ফুকুরিয়া কাঁদিতে লাগিল; এবং আবেগভরে আনির ললাটে, গণ্ডে ও মুখে বারংবার চুম্বন করিল। বলিল,—"আনি, তুমি কি এখন আর আমাকেও চিনিতে পারিতেছ না, বোন? হায় রে, আমি যদি না কাঁদিয়া পারিতাম!"

অন্য সকলে আনির শয্যা ঘেরিয়া দাঁড়াইল। সকলের চক্ষেই জল, সকলের প্রাণেই শোকের উচ্ছ্বাস। ডাক্তার শিরা ধরিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। শিরায় স্পন্দন নাই। ডাক্তার ভাবিলেন,—ইহা তাঁহারই ভ্রম। তিনি নিজের আকুলতাহেতুই সম্ভবতঃ শিরায় গতি টের পাইতেছেন না।

জেন্ আবার বলিল—"আনি—অভাগিনী জেনের জীবন-সর্ব্বস্ব—প্রাণাধিকা দিদি আমার,—একটি কথা কও বোন, এক বার চোখ মেলিয়া চাও। তোমার চিরদুঃখিনী ভগিনী কাকুতি করিয়া বলিতেছে,—একবার চোখ মেল, একটি কথা কও।"

জেন্ আবার আনির অধর চুম্বন করিয়া চমকিয়া উঠিল এবং "হা ভগবান্! আমার আনি ত আর নেই—", এই বলিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

ডাক্তার দেখিলেন কথা ঠিক। আনি ইহলোক হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। চার্ল্সের বক্ষোবিদারি গুলি অলক্ষিত-শক্তিতে এই মুগ্ধস্বভাবা, প্রেমময়-জীবিতা, মধুরমূর্ত্তি বালিকার কোমল প্রাণও ভেদ করিয়া গিয়াছে। এমন সাংঘাতিক আঘাতের ঔষধ ডাক্তার কোথায় পাইবেন? এইরূপে, আশামুগ্ধা দুঃখিনী আনির প্রেম-জীবনের শেষ পরিচ্ছেদ পরিসমাপ্ত হইল। আনি, উৎসব-গৃহে—আমোদ-উৎসবের উচ্ছ্বাসের মধ্যে, প্রত্যক্ষ যাহা দেখিয়াছিল, তাহা যে পরলোক-গত চার্ল্স্ পার্সিভালেরই ছায়ামূর্ত্তি, এই বিশ্বাস, সকলেরই মনে, চিরকালের তরে, দৃঢ় মুদ্রিত হইয়া রহিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

উপক্রম।

ছায়াদর্শন যে শাস্ত্র অথবা দর্শন ও বিজ্ঞানের যে শাখার অন্তর্গত, তাহা এইক্ষণ ইয়োরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি সমস্ত সুসভ্য দেশে, ইংরেজী ও ফরাশি প্রভৃতি বিবিধ ভাষায় Psychic Science ও Psychic Philosophy প্রভৃতি বিবিধ গৌরবাত্মক নামে* অভিহিত হইয়া থাকে। এই নামগুলির সারার্থ সংকলন করিলে, এ তত্ত্বকে, বাঙ্গালায়, অধ্যাত্মদর্শন, অধ্যাত্মবিজ্ঞান—অথবা আত্মিক-তত্ত্ব প্রভৃতি নামে নির্দ্দেশ করাই সঙ্গত বোধ হয়।

অনেকে অধ্যাত্ম-তত্ত্ব স্থলে, প্রেত-তত্ত্ব শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। প্রেত-তত্ত্ব এই নাম পুরাতন। কিন্তু পুরাতন হইলেও, উহা এইক্ষণ সর্ব্বদা পরিহর্ত্তব্য। যাঁহারা জগদীশ তর্কালঙ্কারের

* The science of Soul, The science of Spiritualism অথবা Spiritual Philosophy নাম গুলিও পাঠকের স্মর্ত্তব্য।

শব্দশক্তিপ্রকাশিকা লইয়া পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা করেন নাই, তাঁহারাও ইহা বিশিষ্টরূপে অবগত আছেন যে, শব্দের শক্তি পরিবর্ত্তনশীল। শব্দের অর্থ সকল দিন সমান্ থাকে না। সন্দেশ বলিলে আগে বুঝাইত শুধুই সংবাদ, তার পর বুঝাইত মধুর সংবাদ। এখন বুঝায় মোদক, মণ্ডা অথবা বাজারের সন্দেশ। রাগ বলিলে, আগে বুঝাইত প্রাণের ভালবাসা,—অথবা বসন্ত ও ভৈরব প্রভৃতি বিশেষ প্রকারের প্রাণ-প্রিয় স্বর-লহরী; এখন বুঝায় ক্রোধ। পুরাতন বৈদিক সাহিত্যের কোন কোন শব্দ এইক্ষণ এমনই অশ্রোতব্য কদর্য্য অর্থের প্রতিপাদক হইয়াছে যে, ভদ্রলোকেরা ভুলিয়াও তাহা মুখে আনেন না। প্রেত শব্দের অর্থও যে কালক্রমে, এবং বিশেষতঃ, বঙ্গদেশে,—এইরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন।* প্রেত (প্র+ইত) বলিলে, আগে বুঝাইত

* ব্যাস যে সময় মহাভারত রচনা করেন, বোধ হয়, সেই সময় হইতেই প্রেত-মূর্ত্তি ও প্রেত-যোনি প্রভৃতি শব্দ অতিবড় ভয়ঙ্কর ঘৃণাবাচক হইয়াছে। প্রেতের আকৃতি বীভৎস, ভয়াবহ ও ঘৃণাজনক; দেহ দুর্গন্ধময়, এবং জীবন—কর্ম্মফলের অলঙ্ঘনীয় শাসনে—যার-পর-নাই ক্লেশজনক। মানুষ পৃথিবীতে কিরূপ দুষ্কৃত হইলে, মৃত্যুর পর, প্রেত-মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, পদ্ম প্রভৃতি পুরাণে তাহার বিবৃতি আছে;—"স প্রেতো জায়তে নরঃ" এই বাক্যের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে ঐ প্রেত শব্দ পুনঃ পুনঃই ঘৃণার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এ বিষয়ে পূর্ব্বে একটি নোট দিয়াছি। প্রয়োজনের গুরুত্ব বিবেচনায়, এখানে সে সকল কথার পুনরুক্তি করিলাম।

প্রকৃষ্টরূপে গত, অর্থাৎ স্বর্গগত সূক্ষ্ম-শরীরী ;—এখন যাহা বুঝায়, তাহা জিহ্বায় আনিতেও সঙ্কুচিত হই। কেন বা, পর-লোক-গত পিতৃপুরুষেরা, অথবা সূক্ষ্মশরীরী সুহৃৎস্বজন, মনুষ্যমাত্রেরই ভক্তিভাজন। তাঁহাদিগকে, পুরাতন সংস্কৃত অনুসারে, পুংস্ত্রীত্বভেদে, সংস্থিত ও সংস্থিতা, এবং এখনকার অধ্যাত্মতত্ব অনুসারে, আত্মিক ও আত্মিকা বলিলেই, সর্ব্বাংশে সুসঙ্গত হয় না কি ?

এখানে প্রসঙ্গতঃ, সংস্থিত শব্দের অর্থ লইয়া একটুকু আলোচনা করিলে, পাঠক সম্ভবতঃ চিত্তে প্রীতি লাভ করিবেন। পুরাতন ঋষিরা, পর-লোক-গত পিতৃপুরুষকে, কি অর্থে সংস্থিত বলিতেন ? বলিতেন এই অর্থে যে, যাঁহারা এত কাল, এই পৃথিবীতে, সংসার-সমুদ্রে, একটি নির্ম্মাল্য ফুল অথবা এক গাছি তৃণের মত, সুখ-দুঃখের তরল তরঙ্গে ভাসিতেছিলেন, তাঁহারা এইক্ষণ, সেই সমুদ্রের পর-পারে যাইয়া, মাটিতে দাঁড়াইয়াছেন,—দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থিত হইয়াছেন। জ্ঞান-গুরু ঋষিরা, শুধু এই একটি শব্দের মধ্যে, কত অর্থ ই সম্পূরণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে চিত্ত আপনা হইতেই অবসন্ন হয়। আজি আমরাও সকলেই আশা ও আকাঙ্ক্ষার স্রোতে, কখনও শৈবাল, কখনও বা সুখ-শোভন কুসুমের মত, ভাসিয়া যাইতেছি,—কখনও বা উদ্দাম প্রবৃত্তির আবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। কিন্তু আমরাও, এক সময়ে, অবধারিতই পর-পারে যাইব, এবং সেখানে যাইয়া, দাঁড়াইবার 'স্থান' পাইয়া, সংস্থিত হইব।

সেই 'স্থান' কেমন? আমরা এখানে যাহাকে 'স্থান' বলি, তাহা স্থূল পদার্থ,—স্থূল পরমাণুতে গঠিত। সেখানকার স্থান, সেইস্থানের অধিবাসিদিগের দেহপ্রাণ ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উপযোগি সূক্ষ্মতর অথবা অধ্যাত্মপরমাণুতে গঠিত। এই মাত্র প্রভেদ। কিন্তু, এই প্রভেদ প্রকৃত প্রস্তাবে প্রভেদ নহে। কারণ, যাঁহারা পর-পারে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সেখানকার তাদৃশ সূক্ষ্মতর স্থানকেই প্রকৃত 'স্থান' বলিয়া অনুভব করেন।

এই যে আমার হাতে একটি লৌহপিণ্ড রহিয়াছে, ইহাকে আমি বস্তু বলি। কিন্তু উহা বস্তু না অবস্তু, সে বিষয়ে আমার সাক্ষী কে? এক সাক্ষী চক্ষু, আর এক সাক্ষী চর্ম্ম অর্থাৎ স্পর্শেন্দ্রিয়। চক্ষে দেখিতেছি কাল বর্ণ ও গোল আকার, আর হস্তের স্পর্শে অনুভব করিতেছি কঠিন। এই দুই সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া যতটুকু জ্ঞান লাভ করিয়াছি, এই লৌহপিণ্ড সম্পর্কে আমার তা ছাড়া আর কি প্রকৃত বস্তুজ্ঞান হইতে পারে?* যদি এই পিণ্ডটিরে, তাপ-সহ তপ্ত কটাহের উপরে রাখিয়া, কিছুক্ষণ উপযুক্ত পরিমাণ আগুনের তাপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে, এখন যাহা কাল দেখিতেছি, তাহা আগে জবাকুসুমবৎ লাল হইবে, তার পর ঈষৎ-নীলাভ-শ্বেত ও সর্ব্বশেষে সূর্য্যরশ্মির মত

* Sir William Hamilton এবং তদীয় প্রধান শিষ্য Mansel প্রভৃতি সমস্ত প্রধান দার্শনিকেরই এই সিদ্ধান্ত,—এবং বলা বাহুল্য যে, বর্ত্তমান কালের দর্শন ও বিজ্ঞানেও এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হইতেছে।

সাদা হইয়া যাইবে। যাহা এতক্ষণ নীরন্ধ্র, ঘন ছিল, তাহা, প্রথমতঃ, টগ-বগ দ্রব-বহ্নির মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, অবসানে বাষ্পের আকারে আকাশে যাইয়া মিশিবে। লৌহ-পিণ্ডের এই পরিণতির দ্বারা ইহাই কি প্রত্যক্ষ প্রমাণিত হইতেছে না যে, আমরা যে পদার্থকে যে ভাবে বস্তু মনে করি, উহা প্রকৃত প্রস্তাবে সে ভাবের বস্তু নহে? উহার বস্তুত্ব কএকটা ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য মাত্র। আমরা বাতাসকে চক্ষে দেখি না। কিন্তু, তথাপি উহাকে বস্তু বলিয়া জানি, বস্তু বলিয়া মানি,—এবং বাতাস যখন, বেগ-বিহ্বল শক্তিতে, বট-বৃক্ষের শাখা ও প্রশাখাগুলিরে মড় মড় করিয়া ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে, আমরা তখন উহার বস্তুত্ব চিন্তা করিয়া ভয়ে জড় সড় হই। বাতাসের বস্তুত্ব কিসের উপর নির্ভর করে?—না, শুধুই স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যের উপর। চিনিটুকু যখন দুধে মিশাই, তখন উহার বস্তুত্ব লোপ পায় কি? তখন চিনিটুকু আমরা আর চক্ষে দেখিতে পাই না। কিন্তু চক্ষে দেখিতে না পাইলেও, আমরা রসনায় উহার স্বাদ পাইয়া থাকি, এবং শুধু রসনার সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়াই, উহাকে বস্তু জ্ঞানে ভালবাসি।

এইরূপ, যাঁহারা, পর-পারে যাইয়া অধ্যাত্মতনু লাভ করিয়াছেন—যাঁহারা আমাদিগের নিকট এইক্ষণ আত্মিক ও আত্মিকা মাত্র, তাঁহারাও দাঁড়াইবার জন্য বাস্তব স্থান পাইয়াছেন, এবং এখানে যেমন আমরা, বন উপবন, তরু লতা, জলের ঝরণা অথবা তরঙ্গময় জলস্রোত দেখিয়া পুলকিত হই, তাঁহারাও

সেখানে, সেইরূপ, বৃক্ষবহুলা বন-ভূমি, বনান্তশোভি উপবন, বর্ণবিচিত্র তরুলতার বিচিত্র বন্ধন, এবং বিবিধ-মূর্ত্তি স্রোতস্বতীর জল-তরঙ্গ দেখিয়া, চিত্তে বিস্মিত রহিতেছেন। আমরা যেমন, আমাদিগের গায়ে হাত দিয়া আপনাকে আপনি বস্তু মনে করি, তাঁহারাও সেইরূপ তাঁহাদিগের হস্তপদ-প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সারবৎ বস্তু মনে করেন ; -এবং আমরা যেমন এখানে আমাদিগের পদ-তল-স্থিত মৃত্তিকাকে সারবতী দৃঢ়ভূমি মনে করি, তাঁহারাও সেইরূপ তাঁহাদিগের পদ-তল-স্থিত মৃত্তিকাকে দৃঢ়বস্তু ও দৃঢ়ভূমি মনে করিয়া থাকেন। তবে আমরা সে স্থল, সে জল, সেই সার বস্তুনিচয় চক্ষে দেখি না কেন ? দেখি না, আমাদিগের পার্থিব চক্ষু—আমাদিগের এখনকার দর্শনেন্দ্রিয়, সে সকল সূক্ষ্ম পরমাণুগঠিত অধ্যাত্ম বস্তুর দর্শনলাভের উপযোগি নহে বলিয়া। জ্ঞানীরা বলেন যে, পর-লোক-গত পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী এবং আত্মীয় স্বজনেরা, মাঝে মাঝে, পৃথিবীতে আসিয়া, শোকাকুল পুত্রকন্যা প্রভৃতিকে চক্ষে দেখিয়া যান, এবং স্বপ্নের আবেশে অথবা অন্তঃপ্রকৃতির উপদেশে, তাহাদিগকে সান্ত্বনা দান করিতে যত্ন করিয়া থাকেন। আমরা সাধারণতঃ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই না। কিন্তু যখন তাঁহারা, অধ্যাত্মজগতের নিয়ম অনুসারে পৃথিবীর স্থূল-পরমাণু আকর্ষণ করিয়া, মুহূর্ত্তের তরেও মৃন্ময় তনু *

* এখনকার ইংরেজীতে যাহা Materialization বলিয়া কথিত হয়, তাহাই এস্থলে মৃন্ময়-তনু-ধারণ অথবা মূর্ত্তিগ্রহণ বলিয়া উল্লিখিত হইল। মৃৎ বলিলে শুধুই মাটি বুঝায় না। জড়পরমাণুর ঘনীভূত অবস্থাও বুঝাইয়া থাকে।

ধারণ করেন, আমরা তখনই তাঁহাদিগকে চক্ষে দেখিয়া, অথবা কানে তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া, চমৎকৃত হই।

এখন এখানে, সকলের মনে, স্বভাবতঃই সর্ব্বপ্রথম এই প্রশ্নের উদয় হইবে যে, এ সকল অলৌকিক কথার প্রমাণ কি? প্রমাণ ঋষিযোগীর কথা, প্রমাণ মহাজন-বাক্য, প্রমাণ কঠোর-পরীক্ষা-প্রিয় বিজ্ঞান-শাস্ত্রের মহাসাক্ষ্য। ইহা সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যাহা অলৌকিক, তাহা অস্বাভাবিক * নহে। এ জগতের কোথাও অপ্রাকৃত অথবা অস্বাভাবিক ঘটনার সম্ভাবনা নাই। কেন না, যিনি প্রকৃতির প্রাণ-দেব, তিনি পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণমঙ্গল,—পূর্ণস্বরূপ। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কোন নিয়মেরই উল্লঙ্ঘন অথবা অন্যথাঘটন সংঘটিত হইতে পারে না। কিন্তু অলৌকিক সম্বন্ধে কোন অংশেও এ কথা খাটে না। কারণ, কল্য যাহা অলৌকিক, অর্থাৎ লোকে অপ্রসিদ্ধ ছিল, অদ্য তাহা লৌকিক হইয়াছে,—এবং সমস্ত লোকেই, সে অলৌকিকের তত্ত্বরহস্য পরিজ্ঞাত হইয়া, তাহাকে স্বভাব-সিদ্ধ সম্ভবপর ঘটনা জ্ঞানে, আপনার কাজে লাগাইতেছে।

ড্যাগারোটাইপ নামক প্রভাচিত্রের আবিষ্কর্ত্তা, শুভাত্মা লুই ড্যাগেইর যখন, গৃহ-প্রাচীর-প্রতিফলিত সূর্য্যপ্রভার দিকে

* অলৌকিক বলিলে এইরূপ সাধারণতঃ বুঝায় Wonderful অর্থাৎ বিস্ময়াবহ অথবা যাহা লোকজগতে অপরিজ্ঞাত। আর অস্বাভাবিক বলিলে বুঝায় Unnatural or against Nature. অর্থাৎ যাহা প্রকৃতির নিয়মানুসারে কখনও সংঘটিত হইতে পারে না।

তাকাইয়া, চিত্রবিদ্যার মূল-তত্ত্ব চিন্তা করিতেন, তখন তাঁহার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীও, তাঁহাকে পাগল মনে করিয়া, নির্জ্জনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। তাঁহার জীবনচরিত্র সম্প্রতি আমাদিগের সম্মুখে নাই। কিন্তু যতদূর মনে পড়ে, তাহাতে বলিতে পারি যে, লুই ড্যাগেইর, তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার পুরস্কারে, কিছু কালের তরে, পাগলের কারাগারে, অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ভিক্টোরিয়া যখন মায়ের কোলে দুধের শিশু, তখন না ছিল রেলের গাড়ী, না ছিল ধুঁয়ার জাহাজ, এবং না ছিল টেলিগ্রাফ। এ সকল কথাকে তখনকার উন্নতিবিমুখ বৈজ্ঞানিকেরাও, অলৌকিকের কথা বলিয়া, ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়াছিলেন। যে সকল বিচক্ষণ ব্যক্তিরা, পৃথিবীতে টেলিগ্রাম প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য, নিখিল-জগন্নিয়ন্তার নিয়মাবলীর উপর দৃঢ় নির্ভরের ভাবে, দৃঢ় সঙ্কল্পে, দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কে না প্রথমতঃ পাগল বলিয়া উপহাস করিয়াছিল? কিন্তু এখন সে উপহাসকারী বিজ্ঞ লোকেরাই বা কোথায়? আর, উল্লিখিতরূপ উন্নতিপ্রবর্ত্তক পাগলেরাই বা কোথায়? বিজ্ঞলোকেরা বলিয়াছিলেন পাগল; আর, ধর্ম্মজ্ঞ ও সাধুশিষ্ট মহাশয় যাজকেরা বলিয়াছিলেন সয়তানের চেলা। মানুষ পৃথিবীর এক প্রান্তে বসিয়া আর এক প্রান্তবর্ত্তী আত্মীয়ের কাছে, তাড়িতশক্তির অলৌকিক প্রয়োগে, তারে তারে সংবাদ পাঠাইবে, এরূপ অসম্ভব

কার্য্যকে ধর্ম্মযাজকেরা ধর্ম্মশাস্ত্রকল্পিত সয়তানের * কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারেন নাই। কিন্তু এখন, কিবা মূর্খ, কিবা পণ্ডিত, সকলেই এক দেশে বসিয়া, দেশান্তরবাসী প্রিয়জনের কাছে, তারে সংবাদ পাঠাইতেছে, —পরস্পর তারে তারে কথা কহিতেছে,—এবং অলৌকিক তাড়িত শক্তির উপর আনন্দফুল্ল আরোহীর ন্যায় উপবিষ্ট হইয়া, আরও অসংখ্য লৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া লইতেছে।

মূর্খ মনুষ্য সকলই বুঝে, বুঝে না অনন্তলীলাময়ী ও অনন্ত-চৈতন্যরূপিণী প্রকৃতির অনন্তবিধ শক্তির অচিন্তনীয় মহিমা। তাই, যে যতটুকু জানে, তাহার অতিরিক্ত সে জানিতে চাহে না; —যে যতটুকু শিখিয়া রাখিয়াছে, অথবা শুনিয়া শিখিয়াছে,— তাহার অতিরিক্ত কথা তাহার প্রাণে সহে না। সুতরাং, যেটুকু যাহার পূর্ব্বপরিজ্ঞাত কথার অতিরিক্ত কথা, সেটুকুই তাহার কাছে অলৌকিক ও অসম্ভব কথা। কিন্তু আমাদিগের ভরসা আছে, যাঁহাদিগের শরীরে সেই জগৎপূজ্য ভারতীয় আর্য্যের বিন্দুমাত্র শোণিত বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই বিশ্বাসনিষ্ঠ ও ভক্তিপরায়ণ ধর্ম্মজীবন হিন্দু পাঠক, কখনও অলৌকিকের দোহাই শুনিয়া, আত্মস্খলিত হইবেন না। কারণ, যাহা জগতে অলৌকিক,

---

* প্রচলিত পাজিয়ানা ধর্ম্মের এক দিকে পূর্ণমঙ্গল ঈশ্বর, আর এক দিকে পাপ-মূর্ত্তি সয়তান। এই দুইয়ে নিত্য বিরোধ। Satan অর্থাৎ সয়তান সমস্ত সৎকার্য্যের নিত্য শত্রু।

তাহা চিরকালই হিন্দুর কাছে লৌকিক। অলৌকিককে পরিত্যাগ করিলে, হিন্দুর লৌকিক-জীবন অর্থাৎ পিতৃ-তর্পণাদি প্রাত্যহিক ও পবিত্র অনুষ্ঠান-নিচয়ও একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

লৌকিক ও অলৌকিক ঘটিত আলোচনার পর, প্রমাণ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে হইবে। এই 'ছায়াদর্শন গ্রন্থের প্রস্তাবনায়ই বলিয়াছি যে, বাল্মীকি ও ব্যাস. প্রভৃতি ঋষিতাপসেরা, পরলোকগত আত্মার দর্শন ও স্পর্শন, এবং তাঁহাদিগের সহিত মনুষ্যের কথোপকথন বিষয়ে, বিশেষ সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা বাল্মীকি ও ব্যাসের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব বিষয়েও সন্দিহান, তাঁহারা তাঁহাদিগের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিতে সম্মত হইবেন কি? বোধ হয়, না। অপিচ, কিবা বাল্মীকি, কিবা ব্যাস, উভয়েরই লেখার কতকটা ইতিহাস, কতক উপন্যাস। সে ইতিহাস ও উপন্যাসের অপূর্ব্ব মিশ্রণ, এমনই এক আনন্দময় বস্তু হইয়া, মানব-জাতিরে মোহিত রাখিয়াছে যে, তাহার মধ্য হইতে প্রকৃত ইতিহাসটুকু বাছিয়া লইতে কাহারও প্রাণ ও মন অগ্রসর হইবে না। কিন্তু পাষাণ-কঠিন বৈজ্ঞানিকের সাক্ষ্য পৃথক্ কথা। বিজ্ঞান কোন কালেও কল্পনার কম-বিচিত্র কারুকার্য্যে পক্ষপাতিতা প্রদর্শন করে নাই। বিজ্ঞানের আরাধ্যবিগ্রহ সত্য,—আরাধনার প্রণালী প্রত্যক্ষ বস্তু ও প্রত্যক্ষ শক্তির গতি ও পরিণতি বিষয়ে সাধারণ-নিয়ম নির্দ্ধারণ। সুতরাং, ছায়ামূর্ত্তির বস্তুত্ব ও সত্যতা সম্পর্কে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান যে সাক্ষ্য দান করিয়াছে, সত্যপ্রিয় বুদ্ধিমান্

ব্যক্তিমাত্রই তাহার কাছে, গভীর ভক্তি ও গভীর শ্রদ্ধার সহিত মাথা নোয়াইতে ভালবাসিবেন।

যাঁহারা বিজ্ঞান-শাস্ত্রে অনুরাগী, তাঁহারা, অবশ্যই, বর্ত্তমান কালের অন্যতম বিজ্ঞান-গুরু, বিখ্যাতকীর্ত্তি, এলফ্রেড রাসেল ওয়ালেসের নাম সসম্ভ্রমে উচ্চারণ করিয়া থাকেন। ডক্টর ওয়ালেস * যুগ-তত্ত্ব-প্রবর্ত্তক ডারুউইনের সহযোগী ও সমান-পদবীরূঢ় বৈজ্ঞানিক। তিনি, বিজ্ঞান-শাস্ত্রের উন্নতিকল্পে, যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার ও গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা আজি-কালিকার বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে অমূল্য সম্পদরূপে আদৃত রহিয়াছে। ওয়ালেস এখনও জীবিত আছেন, এবং এখনও বিজ্ঞান-সাহিত্যের অনুশীলন করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি ভোগ করিতেছেন।

ডক্টর ওয়ালেস আগে ঘোরতর অস্তিবিমুখ অথবা অজ্ঞমানী † ছিলেন। এই পৃথিবীতে যাহা কিছু অলৌকিক, তাহাই তিনি উপহাসের কথা বলিয়া উড়াইয়া দিতেন। যাহারা ছায়াদর্শনের

---

* Dr. Alfred Russel Wallace, D. C. L., L. L. D.,F. R. S.

† Unbeliever or Agnostic. আত্মানম্ অজ্ঞম্ মন্যতে ইতি অজ্ঞমানী। যিনি আপনাকে আপনি, অভিমান অথবা অবিশ্বাসের ভাবে, অজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাকে Agnostic অর্থে অজ্ঞমানী বলা যায় কি না, সুবিজ্ঞ সাহিত্যিকেরা তাহার বিচার করিবেন। আত্মমানে খশ্চেতি পাণিনিঃ ৩।২।৮।

কথা বলিত, তাহাদিগকে তিনি আধ-পাগল বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন। যদি কখনও সম্ভ্রান্ত বিজ্ঞলোকেরা, তাঁহার কাছে, ছায়াদর্শনের সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করিতেন, সে সাক্ষ্যকে তিনি চিরদিনই রুগ্ন-কল্পনা, স্বপ্ন-জল্পনা, অথবা রোগ-গ্রস্ত চক্ষুর দৃষ্টি-বিড়ম্বনা বলিয়া, মনে মনে অবধারণ করিয়া রাখিতেন। কালক্রমে তাঁহার চিত্তে একটুকু কৌতূহল জন্মিল। এত লোকে এত দেখিতেছে, এত কহিতেছে, ইহার মধ্যে কিছু সত্য থাকিতে পারে কি? যদি একান্তই কিছু সত্য থাকে, তাহা হইলে, সে কথার সহিত, মানব-জীবনের পরিণাম এবং ইহকাল ও পরকালের বড়ই ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ওয়ালেস, এইরূপ চিন্তার সূত্রে আকৃষ্ট হইয়া, অতিকঠোর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অধ্যাত্ম-তত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন;—এবং ক্রমিক বিশ বৎসরের অনুসন্ধানের পর, আপনার হাতে, ছায়ামূর্ত্তির ফটোগ্রাফ তুলিয়া ও একখানি ফটোগ্রাফকে আপনারই স্বর্গগত মাতার প্রতিকৃতিরূপে নিঃসংশয় চিনিতে পারিয়া, একবারে বিস্ময়ে আবিষ্ট ও বিশ্বাসে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তিনি মানব-জাতির নিকট, এই মহাসত্যের সাক্ষিরূপে দণ্ডায়মান হইয়া, বহু গ্রন্থপত্র লিখিয়াছেন, বহু বক্তৃতা করিয়াছেন এবং তাঁহার শেষ বয়সে প্রকাশিত স্বজীবন-চরিত গ্রন্থে, এ প্রসঙ্গে বহু সারগর্ভ ও স্মরণীয় কথা লিখিয়াছেন। আমি আজি, এস্থলে, তাঁহারই দুই একটি প্রসিদ্ধ বাক্যের অনুবাদ করিয়া, এই প্রস্তাবনার উপসংহার করিব।

ডক্টর ওয়ালেস বলিয়াছেন,—"আমি অনেক অনুসন্ধানের পর, এইক্ষণ যে সিদ্ধান্তে পহুঁচিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি যে, অধ্যাত্ম-তত্ত্বের যে সকল কথা লইয়া এত আন্দোলন হইতেছে, তাহার সমস্তই সম্পূর্ণ সত্য। প্রমাণের উপর এত প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে যে, আর অধিকতর প্রমাণের প্রয়োজন নাই। অন্যান্য বিজ্ঞানের বৃত্তান্ত সকল যেরূপ প্রমাণের উপর অবস্থিত রহিয়াছে, অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ঘটনা সকলও ঠিক সেইরূপ প্রমাণের দ্বারা প্রকৃত সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

"আমি যত দিন পর্য্যন্ত অধ্যাত্ম-তত্ত্বের বিবিধ বৃত্তান্ত পরীক্ষার দ্বারা সত্য বলিয়া নির্ণয় করিতে সমর্থ হই নাই, তত দিন পর্য্যন্ত আমি অতি কঠোরমতি দার্শনিক ও অবিশ্বাসী বলিয়া পরিচিত ছিলাম। এখন যেমন হর্বাট স্পেন্সরের গ্রন্থপত্রে আমার গাঢ় অনুরাগ, তখন সেইরূপ ভল্টেয়ার, ষ্ট্রাউস্ এবং কারল্ ফক্টের গ্রন্থ পত্রে আমার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। আমি তখন অতি বড় ভয়ানক এবং দৃপ্ত ও দৃঢ়চিত্ত জড়বাদী ছিলাম। অধ্যাত্ম-মূর্ত্তি ও অধ্যাত্ম-শক্তির ত কথাই নাই,—এ জগতে, জড় বস্তু ও জড় শক্তি ভিন্ন আর কিছুই যে থাকিতে পারে, ইহা আমার বুদ্ধি তখন একবারেই পরিগ্রহ করিতে পারিত না। কিন্তু যখন অনেক দিন পরীক্ষা করিলাম,—যখন চক্ষে দেখিয়া ও কানে শুনিয়া, বৃত্তান্তের সহিত বৃত্তান্ত মিলাইলাম,—তখন জানিলাম যে, বৃত্তান্ত বড়

বিচিত্র ও কঠিন বস্তু। প্রকৃত বৃত্তান্তের কাছে সকলকেই হারি মানিতে হইবে, আমিও হারি মানিলাম। বৃত্তান্ত আমাকে পরাভব করিল। * আমি এত কাল যাহা অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দিতাম, আমাকে তত্তাবৎ সমস্তই সত্য বলিয়া মানিতে হইল,— আমার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, আমি সত্য" বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম। আমার এখন এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, মনুষ্য পৃথিবীর দেহ পরিত্যাগ করিয়া, পরলোকে যাইয়া সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে, এবং সেখানে, সূক্ষ্মদেহী আত্মিক অথবা আত্মিকারূপে অবস্থান করিয়া,আপনার পার্থিব-জীবনের কর্ম্ম-ফল ভোগ করিয়া থাকে। আমার ইহাও দৃঢ় বিশ্বাস যে, পর-লোক-গত আত্মা, অবস্থাবিশেষে ও অধ্যাত্ম-জগতের বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে, বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, সময় সময়, আমাদিগকে দেখা দিতে পারেন, আমাদিগের সহিত কথা কহিতে পারেন, এবং আমাদিগের মন ও জীবনের উপর কার্য্য করিতে পারেন। আমি ইহাও দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি যে, যাঁহারা সত্যের উপাসনা করিতে শিখিয়াছেন, এবং সত্যপ্রিয়তার সহিত তত্ত্বের অনুসন্ধান ও বৃত্তান্তের পরীক্ষা করিবেন, তাঁহারা সকলেই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের এ সকল কথা এক সময়ে প্রকৃত সত্য বলিয়া জানিতে পাইবেন।"

* "Facts, however, are stubborn things. The facts beat me. They compelled me to accept them as facts long before I could accept the spiritual explanation of them. &c."

এখানে ডক্টর ওয়ালেসের যে উক্তি উদ্ধৃত হইল, তাহা বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে, প্রায় এক শত প্রধান বৈজ্ঞানিক এবং এক সহস্র সুধন্যনামা সুপণ্ডিতের সাক্ষ্যে সমর্থিত হইয়াছে। তাই, অধ্যাত্মতত্ত্বের মুখ্য কথা, মনুষ্যমাত্রেরই জন্য অতি গুরুতর কথা, অতি গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।—"To be or not to be; that is the question."—যখন চক্ষু বুজিব, তখনই জীবনের শেষ হইবে, না তার পরেও কিছু ঘটিবে? আজি এই যে আমি অভিমানের ছেঁড়া পাল উড়াইয়া, অথবা ঈর্ষ্যা, অজগর-ক্রোধ এবং সুখ-লালসা ও স্বার্থপরতা প্রভৃতি কুৎসিত বুদ্ধির ক্রুর প্রণোদনায় আত্মহারা হইয়া, পরের সুখ, স্বার্থ, শান্তি ও সম্মানের উপর শক্তি ও সম্পদের রথচক্র চালনা করিয়া যাইতেছি, আপনার অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক লাভের জন্য পরের সর্ব্বনাশ করিতেছি,—যে আমাকে অন্ধ বিশ্বাসে ভালবাসিত, তাহার বক্ষঃস্থলে নিদারুণ আঘাত করিয়া, পিশাচের মত খল খল হাসিতেছি;—যে শত প্রকার উপকার করিত, স্বতঃপরতঃ ও শতপ্রকারে তাহার অপকার করিয়া, গোপনে নিজের ক্ষতিলাভ গণিতেছি; ইহার কি এখানেই পরিসমাপ্তি, না পরেও কিছু আছে? পাঠকদিগের মধ্যে যাঁহারা এ প্রশ্নের গুরুত্ব অনুভব করিবেন, তাঁহাদিগের নিকট এই অধ্যায়ের আত্মিক কাহিনীটি কর্ম্মফলের একটি অপূর্ব্ব ইতিহাস বলিয়া বিস্ময়াবহ বোধ হইবে।

আত্মিক-কাহিনী।

কর্ম্মফলের ভয়ঙ্কর পরিণাম।

ওয়াকার ইংলণ্ডের একজন গ্রাম্য ভদ্রলোক;—কুলীনও নহেন; কাঙ্গালও নহেন; কিন্তু ভদ্র সন্তান। তিনি উত্তর ইংলণ্ডে, ডারহাম শায়রের অন্তর্গত চেষ্টার-লি-ষ্ট্রীট নামক স্থানে বাস করিতেন। ওয়াকারের কেহ নাই। স্ত্রী ছিলেন। তিনি অল্পবয়সে, সন্তানবতী হইবার পূর্ব্বেই, কালের গ্রাসে চলিয়া পড়িয়াছেন। ওয়াকার উপার্জ্জনশীল গৃহস্থ। তাঁহার এক্ষণ ধন আছে, জন নাই। গৃহ আছে, গৃহস্থালী নাই। তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

কিছু কাল পর, একটি দূর-সম্পর্কিতা যুবতী কুটুম্বিনী ওয়াকারের গৃহে আশ্রয় লইলেন। ওয়াকারের গৃহস্থালী এক্ষণ তাঁহারই হাতে গড়াইয়া পড়িল। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে, সময়ে সময়ে, কোন কোন অবিবাহিতা যুবতী, পরিণামে পরিণয়ের প্রীতিকর আশ্বাস পাইয়া, অকৃতদার অথবা বিপত্নীক পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই যুবতীও, সেইরূপ কোন মধুর আশ্বাসে মুগ্ধ হইয়া, ওয়াকারের গৃহবাসিনী হইয়াছিলেন কি না, জানি না। কিন্তু তাঁহার যত্নে, অল্প দিনের মধ্যেই, ওয়াকারের গৃহে আবার সর্ব্ববিষয়ে সুখ-শৃঙ্খলা সংস্থাপিত হইল। তাঁহার আঁধার ঘরে আবার আলো ফুটিল।

যুবতী যেমন স্নেহশীলা, তেমনই গৃহকর্ম্মনিপুণা। ওয়াকার সমস্ত দিন কর্ম্মশালায় কর্ম্ম করিতেন। যুবতী তাঁহার সুখ-সুবিধার নিমিত্ত যাহা কিছু আবশ্যক হইত, বিশেষ যত্ন, প্রীতি ও আগ্রহ সহকারে, তাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। ওয়াকারের দিন বড়ই সুখে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

কিন্তু জল-স্রোতে যেমন জোয়ার আছে,—ভাঁটা আছে, জীবনের স্রোতেও সেইরূপ সুখ-দুঃখের জোয়ার ও ভাঁটা আছে। সুখের জোয়ার, কাহারও জীবনেই, চিরদিন সমান চলে না। ওয়াকারের সুখের জোয়ারেও দেখিতে দেখিতেই ভাঁটা লাগিল। তাঁহার গৃহস্থিতা সেই অবিবাহিতা যুবতী, পরিণীতা না হইয়াও, প্রসূতী হইবার শোচনীয় অবস্থায় যাইয়া পহুঁচিতেছেন, এই কথা লইয়া পাঁচ জনের মধ্যে একটুকু বেসী ঘৃণা ও বিদ্বেষের কানাকানি চলিল। এই প্রকার কানাকানিতে, ওয়াকারের প্রাণে তেমন তুষের আগুন না জ্বলিলেও, তাঁহার সেই গৃহরক্ষিণী অভাগিনী, লজ্জায় ও অপমানে, অহোরাত্র দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

মার্ক্ সার্প্ নামে ওয়াকারের একটি অনুগত অনুজীবী ছিল। সে কয়লার খনিতে কয়লা খননের কাজ করিত। লাঙ্কেশায়রের অন্তর্গত ব্লাক্বরণ্ তাহার জন্মস্থান। একদা, সন্ধ্যার প্রাক্কালে, ওয়াকারের গৃহস্থিতা রমণী, সেই সার্পের সহিত, কোথায় যেন চলিয়া গেলেন। কোথায় গেলেন, কেহ তাহা জানিল না। অথচ সকলেই ইহা নিশ্চয় জানিল যে, তিনি চলিয়া গিয়াছেন।

তিনি, লোক-লজ্জাভয়ে, আপনা হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন কি? কে তাহা বলিবে? কিন্তু, ইহার পর হইতে, ওয়াকারের বাড়ীতে, আর কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। তাঁহার সম্পর্কে, কেহ কাহারও নিকট কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিল না। যাহা কিছু কুকথা উঠিয়াছিল, তাহা কালে নীরব হইয়া আসিল, এবং ওয়াকারের মান ও যশ, ভদ্রলোকের মধ্যে, তেমনই অক্ষুণ্ণ রহিল।

শীত কাল। ইংলণ্ডের শীত আর এ দেশের শীত এক কথা নহে। ইংলণ্ডে শীতের নাম মৃত্যুযন্ত্রণা; গ্রীষ্মের নাম নবজীবন। সর্ব্বজীব-ভয়াবহ, সাক্ষাৎ-মৃত্যুস্বরূপ শীত আসিয়া ইংলণ্ডকে গ্রাস করিয়াছে। দিনমান সঙ্কুচিত,—চারি ও পাঁচ ঘণ্টায় পরিণত হইয়াছে। সকল দিন, কুয়াসাচ্ছন্ন সূর্য্যের মুখ, এই চারি পাঁচ ঘণ্টাকালও, ভাল করিয়া দেখা যায় না। তুষার-শীতলা সুদীর্ঘ-শীত-যামিনী দিবসের অধিকার কাড়িয়া লইয়া, আঁধারের আধিপত্য বাড়াইয়া দিয়াছে। ফল অদৃশ্য হইয়াছে। ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছে। পুষ্পপত্রহীন তরুরাজি, গায়ে বরফ মাখিয়া, বিচিত্র স্ফাটিক ঝাড়ের মত, এখানে ওখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শীত-ক্লিষ্ট বিহঙ্গমকুল, কল-সঙ্গীত বন্ধ করিয়া, কোটরে বা কুলায়ে মাথা লুকাইয়াছে। অনলও যেন জুড়াইয়া আসিয়াছে; —অনলের তেজে, এখন আর সহজে, ফোস্কা পড়ে না। জল জমিয়া গিয়াছে;—নদী বহে না। কীটপতঙ্গ নড়ে না। পশু-পক্ষী চরে না। আয়-রক্ষণ-ক্ষম কর্ম্মজীবী মনুষ্যেরাও, তুষার-

সমাচ্ছন্ন, ক্ষীণরশ্মি ভাস্করের অধিকৃত, দীনদশাপন্ন দিনমানে, স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিঃশেষে সম্পন্ন করিতে পারে না। সুতরাং, তাহারা অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত, কর্ম্মশালায় কর্ম্মনিরত রহিতে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

জেম্‌স্ গ্রেহাম নামে ওয়াকারের একটি কর্ম্মঠ ও কর্ম্মালস প্রতিবেশী ছিলেন। শীত কালের রাত্রি। একটা বাজিয়া গিয়াছে। জেম্‌স্ গ্রেহাম তখনও একাকী আপনার কারখানায় বসিয়া যাঁতা পেষিতেছেন। তিনি যাঁতা পেষণের ব্যবসায় করেন। গ্রেহামের বাড়ী ওয়াকারের গৃহ হইতে প্রায় দুই মাইল দূরবর্ত্তি। রাত্রি অত্যধিক হইয়াছে। গ্রেহাম বড়ই ক্লান্ত হইয়াছেন। তিনি যাঁতা ছাড়িয়া উঠিলেন, এবং পেষিতাবশিষ্ট শস্যগুলিকে ভাল করিয়া গুছাইয়া, তুলিয়া রাখিলেন। অবশেষে, বাড়ী যাওয়ার উদ্দেশ্যে, কারখানার কবাট বন্ধ করিয়া, তিনি নামিয়া আসিলেন।

গ্রেহামের হাতে একটি আলো। তখন কোন দিকে কোনরূপ সাড়া শব্দ নাই। বরফবর্ষিণী হিম-যামিনী ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। গ্রেহাম অঙ্গনে দৃষ্টিপাত করিলেন। অদূরে ও কি?—ও কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে? আলো ধরিয়া ভাল করিয়া চাহিলেন। দেখিলেন—রমণীমূর্ত্তি! রমণীর কেশপাশ উন্মুক্ত ও আলুলায়িত। উন্মুক্ত কেশগুচ্ছে অবিরামবাহি রুধির-ধারা! মস্তকে কএকটা ভয়াবহ অস্ত্রাঘাতের ক্ষতচিহ্ন। ঐ সকল ক্ষতমুখ হইতে, যেন চলকে চলকে, রক্ত উছলিয়া উঠিতেছে। গ্রেহাম আর চাহিয়া দেখিতে পারিলেন না। তাহার রোমাঞ্চ

হইল। তিনি নয়ন মুদিয়া ভগবানের নাম করিলেন। ক্ষণপরে, একটু স্থিরচিত্ত হইয়া, পুনরায় চক্ষু মেলিলেন। দেখিলেন,—সেই মূর্ত্তি, তেমনই ভাবে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। গ্রেহাম ভাবিলেন, এ তবে পারলৌকিক বিভীষিকা নহে;—প্রকৃতই কোন মানবী এই রূপে বিপন্ন হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু মানবী হইলে, মস্তকে এতগুলি সাংঘাতিক আঘাতের পরও, সে জীবিত ও দণ্ডায়মান রহিল কিরূপে? মানবী না আত্মিকা?—যাহাই হউক, তিনি এবার সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি? এত রাত্রিতে, এ বেশে, এখানে কেন?"

অতি গভীর অথচ যন্ত্রণাক্লিষ্ট-কাতর-কণ্ঠে উত্তর হইল।—"গ্রেহাম, তুমি ত জান, ওয়াকারের গৃহে এক অভাগিনী বাস করিত। আমিই সেই হতভাগিনী। আমি অন্তর্বত্নী হইয়াছিলাম। ওয়াকার লোক-গঞ্জনা-ভয়ে আমাকে কোন নির্জ্জন স্থানে পাঠাইবার সঙ্কল্প করে। কথা ছিল, যে পর্য্যন্ত সন্তান না জন্মে, এবং প্রসবের পর, যে পর্য্যন্ত আমার শরীর ভালরূপ সুস্থ না হয়, সেই সময় পর্য্যন্ত আমি সেই স্থানে যত্নে রক্ষিত ও লুক্কায়িত রহিব। তার পর, শরীর সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইলে, ফিরিয়া আসিব এবং পূর্ব্ববৎ তাহার গৃহ-রক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত হইব। এই পরামর্শ অনুসারে, এক দিন, সে আমাকে, সন্ধ্যার প্রাকালে মার্ক্ সারূপ্ নামক এক ব্যক্তির সহিত, নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাঠাইয়া দিল। আমি আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্তচিত্তে সারূপের সহিত চলিয়া

যাইতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে, আমরা ক্রমে একটা জনশূন্য বিলের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তখন আঁধার হইয়া আসিয়াছে। ঘোর অন্ধকার দেখিয়া আমি আরও বেশী সাবধানে চলিলাম। এমন সময়, হঠাৎ সারূপ্ কয়লাখননের একটা কুঠার লইয়া আমার মস্তকে বারংবার কঠোর আঘাত করিতে লাগিল। হায়! আমি তখন একটু শব্দ করিবারও সময় পাইলাম না। দুঃসহ যাতনায় মুহূর্ত্তমাত্র হাত পা আছাড়িয়া অচেতন হইয়া পড়িলাম। যখন চৈতন্য জন্মিল, তখন দেখিলাম, আমার সেই ক্ষতবিক্ষত দেহ মাটীতে পড়িয়া রহিয়াছে, আমি দেহ হইতে বাহির হইয়া রক্ষা পাইয়াছি। এই যে আমার মাথায় এখন পাঁচটা বড় বড় ক্ষতচিহ্ন দেখিতেছ, এই সমস্তই সেই নিষ্ঠুর অসুরের আঘাতের ফল। মার্ক্ সারূপ্, ইহার পর, আমার সেই রুধিরাক্ত নির্জীব দেহটাকে দ্রুতবেগে টানিয়া নিয়া নিকটবর্ত্তি একটা কয়লার গর্ত্তে ফেলিয়া দিল; কুঠারটাও সেই স্থানে পুঁতিয়া রাখিল। সারূপের জুতা ও মোজাতে রক্ত লাগিয়াছিল। সে উহা ধুইয়া ফেলিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। রক্তের দাগ কিছুতেই নিঃশেষ হইয়া উঠিয়া গেল না। সুতরাং জুতা ও মোজাও সেই স্থানে গাড়িয়া রাখিয়া সেই অবলাঘাতী দুর্বৃত্ত দ্রুতপদে চলিয়া গেল।"

রমণী ক্ষণকাল নীরবে রহিয়া পুনরপি কহিল,—"আমি ক্রোধ ও প্রতিহিংসার আগুনে অহোরাত্র দগ্ধ হইতেছি। গ্রেহাম, তুমি যদি, দয়া করিয়া, আমার এই জ্বালা জুড়াইবার পথ করিয়া দাও,

আমার এই কাহিনী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রকাশ কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে, মনে প্রাণে আশীর্ব্বাদ করিব। আর যদি প্রকাশ না কর, তাহা হইলে, আমি নিশ্চিত বলিতেছি তোমাকে অভিসম্পাত করিব।”

সে ছায়ামূর্ত্তি এই শেষোক্ত কথা কয়টি একটু কর্কশকণ্ঠে কহিয়াছিল। কহিতে কহিতে, চক্ষের পলকে ঐ ভয়ঙ্করী ছায়া বাষ্পে পরিণত হইয়া শূন্যে মিশিয়া গেল। কোথায় বা সেই রুধির-ধারা, কোথায় বা সেই আলুলায়িত কুন্তল, কোথায় বা সেই ভীষণ ক্ষতের ভয়াবহ দৃশ্য, আর সেই অমানুষ কণ্ঠের কাতর স্বর! সমস্তই সে ছায়ার সঙ্গে শূন্যে মিশিয়া গেল। গ্রেহাম কিছুকাল আড়ষ্ট ও স্তম্ভিত ভাবে আত্মবিস্মৃতের মত রহিলেন।

এইক্ষণ প্রশ্ন হইতে পারে যে, পর-লোক-গত আত্মার অবিনশ্বর সূক্ষ্মশরীরে, জড়দেহের ক্ষতচিহ্ন বর্ত্তমান থাকা সম্ভবপর কি? বিজ্ঞেরা বহু অনুসন্ধান ও পরীক্ষাদ্বারা অবগত হইয়াছেন যে,—জড় শরীরের ক্ষতচিহ্ন অথবা রোগ ও যন্ত্রণার কোন নিদর্শন সে অধ্যাত্মশরীরে থাকে না। কিন্তু আত্মিকগণ, অবস্থা বিশেষে অথবা প্রয়োজনের অনুরোধে, কখনও কখনও, উচ্চতর রাসায়নিক ক্ষমতাপন্ন আত্মিকের সাহায্যে, পরিত্যক্ত পার্থিব শরীরের অবস্থা-জ্ঞাপক-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে সমর্থ। তাঁহারা পৃথিবীর লোকের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান অথবা কোন বিশেষ অবস্থা জ্ঞাপনার্থই ইহা করিয়া থাকেন।

হিন্দু ঋষিরা এই প্রকার মূর্ত্তিকে কাম-রূপ অর্থাৎ কামনার অনুরূপ রূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। গ্রেহাম তাদৃক্ রূপই দেখিয়াছিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ইহা কি? এ কি দেখিলাম? এ কি শুনিলাম? তিনি কিছুই বুদ্ধিস্থ করিতে না পারিয়া, ক্ষণকাল মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিস্পন্দ রহিলেন। ইহা কি প্রকৃত ঘটনা, না চোখের ধাঁধাঁ? যদি ধাঁধাঁ হয়, ধাঁধাঁ শুধু চোখের নহে। চোখের ধাঁধাঁ, কানের ধাঁধাঁ এবং সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি ও মনেরও ধাঁধাঁ। সমস্ত ধাঁধাঁই কি এক সঙ্গে আসিয়া মিলিল? যদি মনুষ্যের সমস্ত ইন্দ্রিয়েই এরূপে, একই সময়ে, সুসঙ্গত ধাঁধা লাগিতে পারে, তাহা হইলে, নিজের অস্তিত্বকেও ঐরূপ একটা ধাঁধাঁ বলিয়া গণ্য করা যাইবে না কেন?

গ্রেহাম মনে মনে এইরূপ নানা জল্পনা করিতে করিতে, ভারাক্রান্ত প্রাণে, বহু কষ্টে, বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। বাড়ী আসিয়া শয়ন করিলেন। শয়নে নিদ্রা হইল না। রাত্রি প্রভাত হইল। তিনি এই অলৌকিক দৃশ্য সম্পর্কে কাহারও নিকট কোন কথা ব্যক্ত করিলেন না। মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন,—ব্যবসায় মাটী হইয়া গেলেও, তিনি আর কখনও অত রাত্রি পর্য্যন্ত, কারখানায় থাকিয়া কাজ করিবেন না।

গ্রেহাম বিশেষ সতর্ক হইয়া চলিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন সতর্কতায়ই কোন ফল ফলিল না। তিনি ঐ ছায়ামূর্ত্তির হাত এড়াইতে পারিলেন না। ইহার পর, আর এক দিন, গ্রেহাম আপনার কারখানার অঙ্গনে দাঁড়াইয়া আছেন। সূর্য্য

অস্ত গিয়াছে। কিন্তু তখনও অন্ধকারের গাঢ় ছায়াপাত হয় নাই। গ্রেহাম সহসা চমকিয়া উঠিলেন। আবার সেই ভীষণা ছায়া-মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। আজি আর সেই মূর্ত্তির মুখে কাতরতার লেশ মাত্রও নাই। মূর্ত্তি রুক্ষস্বরে কহিল,—"গ্রেহাম, তুমি আমার কথা রাখিলে না, আমার কথা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে কহিলে না?—আচ্ছা থাক।" কহিতে কহিতে উহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, এবং অধিকতর ক্রোধের সহিত বলিল—"আবারও বলি, এখনও আমার কথা রাখ, নচেৎ তোমার ভারি অকল্যাণ!" মূর্ত্তি আবার অদৃশ্য হইল। গ্রেহাম তথাপি এ কাহিনী মুখ ফুটিয়া কাহারও নিকট ব্যক্ত করিলেন না। কিন্তু ঐ দিন হইতে কারখানার দিকে যাতায়াত একপ্রকার বন্ধ করিয়া ফেলিলেন।

বঙ্গে যেরূপ দুর্গোৎসব, ইয়ুরোপ প্রভৃতি দেশে সেইরূপ খৃষ্টমাসের দেশব্যাপী আনন্দময় উৎসব। ক্রমে খৃষ্টমাসের দিন সন্নিহিত হইয়া আসিয়াছে। এই সময়ে গ্রেহাম, এক দিন, সন্ধ্যার অল্প একটু পূর্ব্বে, বাগান বাটীতে হাঁটিয়া বেড়াইতেছেন। সঙ্গে অন্য কেহ নাই। হঠাৎ অদূরে আবার সেই দৃশ্য! গ্রেহামের প্রাণ কাঁপিতে লাগিল। গ্রেহাম চাহিয়া দেখিলেন,—সম্মুখে সেই করালমূর্ত্তি, সন্ধ্যার রক্তিম-রাগে, অধিকতর ভীষণ ভঙ্গিতে তাঁহার পথ আগুলিয়া রহিয়াছে। আজি উহার চক্ষু চক্ষু নহে, যেন দু'টা জ্বলন্ত অনল-খণ্ড ধগ্ ধগ্ করিয়া জ্বলিতেছে। মুখছবি কোথোঁদাও,—বিকট ও ভয়ঙ্কর। রমণী মর্ম্মভেদি

তীক্ষ্ণস্বরে কহিল,—"এখন, এখন পালাবি কোথায়? আজ আর কিছুতেই তোর আমার হাতে অব্যাহতি নাই।"

দেখিতে দেখিতে রমণীর মূর্ত্তি আরও দুর্দ্দর্শ হইয়া উঠিল। গ্রেহাম আর উহার পানে তাকাইতে পারিলেন না। সে নিদারুণ ক্রুদ্ধস্বরও প্রাণে সহিল না। ভয়ে হৃদয় ও মন অবসন্ন হইয়া পড়িল। গ্রেহাম অমনি শপথ করিয়া কহিলেন, "আমি কল্যই তোমার কথা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আদ্যোপান্ত খুলিয়া বলিব। তোমার কাছে, কর-যোড়ে, কাকুতি করিয়া বলি, তুমি আর এরূপে আমার অনুসরণ করিও না, এমন করিয়া আর আমাকে ভয় দেখাইও না।" মূর্ত্তি আবার অদৃশ্য হইল।

গ্রেহাম কম্পিতপ্রাণে গৃহে ফিরিলেন। বলা বাহুল্য যে, ভীতিবিহ্বল গ্রেহামের সে রাত্রিও ঘুম হইল না। পর দিন, প্রত্যূষেই গ্রেহাম ঐ স্থানের ম্যাজিষ্ট্রেট সমীপে উপস্থিত হইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার মুখে ছায়ামূর্ত্তির কথিত কাহিনী আদ্যোপান্ত শুনিলেন। শুনিলেন বটে, বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কথাটারে আগাগোড়াই উপন্যাস বলিয়া বোধ হইল। কার না হয়? ম্যাজিষ্ট্রেটেরও হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট উপন্যাসের উপর বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করিতে চিত্তে প্রথমতঃ খুব বেশী সাহস পাইলেন না। কিন্তু, তথাপি তিনি গ্রেহামের অত্যধিক আগ্রহ ও অনুরোধে বাধ্য হইয়া, অবশেষে একান্ত অনিচ্ছায়, অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিলেন। অনুসন্ধানের আরম্ভটা, হেলায়, তাচ্ছল্যে ও অনিচ্ছার ভাবে হইলেও, উহার

পরিসমাপ্তি যার-পর-নাই বিস্ময়কর হইয়া পড়িল। কথিত কয়লার গর্ত্তে বস্তুতঃই একটি স্ত্রীলোকের মৃত দেহ পাওয়া গেল। শবের মস্তকে প্রকৃতই বড় বড় পাঁচটা অস্ত্রক্ষত। একখানি কুঠার, একজোরা মোজা ও একজোরা জুতাও যথাবর্ণিত স্থান হইতে উত্থিত হইল। শীতকাল, তুষার-পাত হেতু জুতা ও মোজার শোণিত-চিহ্ন তখনও অবিকৃত ছিল।

পুলিশ এইরূপে হত্যার সূত্র পাইয়া, ওয়াকার ও. মার্ক সার্প্‌কে গ্রেপ্তার করিলেন। ডারহামের পরবর্ত্তি সেশনে তাহাদের বিচার হইল। বিচারে উভয়েই দোষী সাব্যস্ত হইয়া, ঐ নিষ্ঠুর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল। উভয়েই চরম দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া সহস্র দর্শকের চিত্তে কেমন একটা বিষাদময় আনন্দ জন্মাইল। ইহাও পরিজ্ঞাত কথা যে, ছায়ামূর্ত্তি জজ ও জুরিপতিকেও দেখা দিয়াছিল। তাঁহারাও হত্যা সম্বন্ধে ছায়ামূর্ত্তির মুখের কথা শুনিয়াছিলেন।

এই ভয়ঙ্কর হত্যা এবং ছায়াদর্শনের এই ভয়াবহ ও অদ্ভুত কাহিনী, এখনও ইংলণ্ডের উত্তর প্রদেশে লোকের মুখে মুখে কথিত হইয়া থাকে। যে জজের কাছে, ওয়াকার ও সার্পের বিচার হয়, সেই জজ স্বয়ং ছায়ামূর্ত্তি দর্শন লাভের বিষয় স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া, সার্জ্জেণ্ট হটন নামক একজন সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট একখানি পত্র লিখেন। সেই পত্র হইতেই এই কাহিনী সঙ্কলিত।

এই কাহিনীকে সর্ব্বাংশে অলৌকিক বলিয়া অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কেন না, লোক-জগতে ইহার

বিষয়ীভূত ঘটনা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু ইহার কোন একটি ঘটনাও অপ্রাকৃত, অতিপ্রাকৃত অথবা অস্বাভাবিক নহে। কেন না, অধ্যাত্মজগৎও, জড়জগতের ন্যায়, প্রকৃতির অন্তর্গত এবং অধ্যাত্মদেহিদিগের দর্শন-দান ও তিরোধান, অথবা মনুষ্যের মনের উপর বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান, সমস্তই প্রাকৃত জগতের নানাবিধ অনুল্লঙ্ঘনীয় অথচ সাধারণতঃ অবিদিত সূক্ষ্মতর নিয়মের দ্বারা অনুশাসিত। সে সকল নিয়ম এখন পর্য্যন্ত আমাদিগের নিকট অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এই জন্যই, কেন এক জনে দেখা দিলেন, সকলে দেখা দিলেন না, অথবা কেন ওপারের সকলেই আসিয়া এই পারের সকলের সহিত কথা কহিলেন না, ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সকল সময়ে সহজ নহে। কিন্তু, ডক্টর ওয়ালেস প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা যে প্রকার প্রগাঢ় ভক্তির সহিত অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহাতে ভরসা করা যায় যে, এই "প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান" জড়-জগতের নিয়মের ন্যায়, অপ্রত্যক্ষ অধ্যাত্মজগতের কার্য্যপ্রণালী কিংবা নিয়মাবলীও, অতি শীঘ্রই, পৃথিবীর সর্ব্বত্র সুপরিজ্ঞাত কথার মধ্যে পরিগণিত হইবে। তবে, যে পর্য্যন্ত মনুষ্য জানিতে পাইয়াছে, তাহাতে ইহা প্রত্যক্ষবাদী বৈজ্ঞানিকের পরিচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত গম্ভীর-স্বরে বলা যাইতে পারে যে,— **পর-লোক সত্য; এবং পরলোকের বিচার ও কর্ম্মফলের দণ্ড-পুরস্কারও পরম সত্য।**
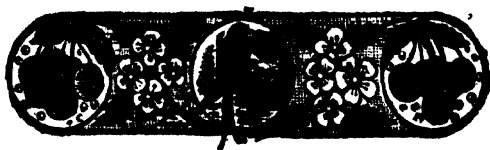
পঞ্চম অধ্যায়।

উপক্রম।

"রূপে ও সৌরভে যেন বনের যূথিকা"।

ফুলের মধ্যে বন্য যূঁই; আর ফুল্লপ্রায়া যুবতীর মধ্যে, সমাজের বহিশ্চারিণী, সুখ-সম্পদ-শূন্যা বন-বাসিনী সুন্দরী।

অতি ক্ষুদ্র যূঁই ফুল, আপনার ক্ষুদ্র তনুতে, রূপ ও সৌরভের সলজ্জ মাধুরীটুকু লইয়া, জন-শূন্য অরণ্যে, অথবা গ্রাম ও নগরের উপকণ্ঠে—অযত্নসম্ভূত উদ্যানে, যেন লোক-লোচনের অগোচরে, আপনাতে আপনি প্রস্ফুটিত হয়;—ফুটিয়া,—উহার সেই যূথিকাযোগ্য জীবনব্রত উদ্‌যাপন করিয়া,—যূথিকার রূপ ও সৌরভের সহিত অনন্তরাগ-মিশ্রিত জগদ্‌গাথার সমতান-লয়-সম্পর্ক-বদ্ধ সরস-মধুর সঙ্গীতটি গাইয়া, কালের পূর্ণতায়, আপনা হইতে আপনি, বৃন্তচ্যুত হইয়া ঝরিয়া পড়ে। ইহাই

যূঁই ফুলটির স্বাভাবিক পরিণতি। সূর্য্যকিরণ-চুম্বিত, সূর্য্য-কিরণ-সমুন্মীলিত, প্রভাত-শিশির-সিক্ত প্রফুল্ল শতদল, অথবা সায়ন্তনী শোভার রাজরাণী, শত চক্ষুর সুখ-বিলাসিনী সিরাজী গোলাপ-মূর্ত্তির কাছে যূঁই ফুলটিরে ফুল বলিয়াও বোধ না হইতে পারে। কিন্তু, ঐ শতদল ও সিরাজী গোলাপও যেমন ফুল, যূঁইটিও তেমনই ফুল ;—ফুলের রাজ্যে সমান,—ফুলের বিকাশ ও বিলাস, এবং বিলুপ্তি ও শেষ পরিণতি বিষয়ে একই নিয়তির অধীন।

উদ্ভিদ্-জগতে যেমন যূঁই ফুলটি,—প্রাণ-জগতে,—অসংখ্য-প্রাণ-সূত্রিত সোপান-পরম্পরার বহু ঊর্দ্ধে,—গ্রাম ও জনপদের অদূরবর্ত্তি বন্যভূমিতে, অতি দুঃখী কাঙ্গালের ঘরে, সেইরূপ অর্দ্ধস্ফুট সুন্দরী যুবতী। কেহ দেখে না, কেহ জানে না, কেহ ভুলিয়াও কোন সংবাদ লয় না। কিন্তু সে আরণ্য-তমসাচ্ছাদিতা, ঈষন্মুকুলিতা যুবতী, রূপে ও সৌরভে, আপনাতে আপনি প্রস্ফুটিত হয় ;—ফুটিয়া—উহার সেই দীন-জন-যোগ্য দীন-ভোগ্য জীবন উদ্‌যাপন করিয়া, জগন্ময় মহাসঙ্গীতের সহিত আপনার জীবন-সঙ্গীত, মিলিতস্বরে অথচ অজ্ঞাতসারে গাইয়া, কালের পূর্ণতায় ঢলিয়া পড়ে। ইহাই দুঃখিনী যুবতীর দুঃখপূত মুগ্ধ-জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি। সুসভ্য, সুশিক্ষিত ও শত হৃদয়ের প্রীতিস্নেহ ও প্রণয়ানুরাগে সংবর্দ্ধিত, স্বর্ণাভরণ-মণ্ডিত প্রাসাদ-সুন্দরীদিগের কাছে,—ঐ নিরক্ষরা, নিরাভরণা, অনাঘ্রাত-সভ্যজীবনা বন্য সুন্দরীকে রমণী বলিয়াও বোধ না হইতে পারে।

কিন্তু রোমের লুক্রিসিয়া, * ও ফ্রান্সের লা ভালিয়ার † যেমন রমণী, ঐ ছিন্নাম্বরা কাঙ্গালিনীও তেমনই রমণী,—রমণীর রূপ-রাজ্যে সমান,—রমণীর বিকাশ ও বিলাস, এবং ক্ষণিক বিলুপ্তি ও চরম-পরিণতি বিষয়ে একই নিয়তির অধীন।

ঐ যূঁইটি যদি, অকালে বৃন্তচ্ছিন্ন হইয়া, ব্যাধ কিংবা বন্য জন্তুর পাদ-পেষণে নিষ্পেষিত হয়, তাহা হইলে, উহার জীবনের গতি জগন্ময়ী প্রকৃতির ধীর-পদ-বিক্ষেপ-সূচিত মঙ্গল্যগতির সহিত মিলিল না। জগতে একটি অবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইল। আর ঐ বন্য যুবতীও যদি, বনেচর ব্যাঘ্র-ভল্লুকের মত নিষ্ঠুর পুরুষের পাশব-লালসায় নিপীড়িত হইয়া, অকালে

* লুক্রিসিয়া রোমীয় ইতিহাসের সতী লক্ষ্মী সম্ভ্রান্ত ললনা। শেক্‌পীরের লেখনীও তাঁহাকে সম্মান করিয়াছে। তাঁহার দুঃখদুর্গতির দারুণ কাহিনী রোমের ঘরে ঘরে আগুন জ্বালাইয়াছিল,—রোম রাজ্যে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইয়াছিল।

† লা ভালিয়ার চতুর্দ্দশ লুইর প্রথম নায়িকা,—চতুর্দ্দশ লুইর সহিত চারি চক্ষে সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে, তিনি দেব-স্বভাবা রমণী, এবং রূপে গুণে, দেব-কন্যার ন্যায় পূজনীয়া ছিলেন। কিন্তু যখন রাজ-প্রাসাদের শত-প্রকার বিলাস-সুখের মধ্যেও, তাঁহার প্রাণে অনুতাপের আগুন ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে জ্বলিয়া উঠিল, তখন তিনি তাঁহার সর্ব্ববিধ সুখ-সম্মান তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়া, অতি কঠোর তপশ্চর্য্যা দ্বারা স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত উদ্দেশ্যে, ফ্রান্সের এক তাপসী-নিবাসে, দীন-হীন কাঙ্গালিনীর বেশে, আশ্রয় লইয়াছিলেন।

কালের স্রোতে ঢলিয়া পড়ে, তাহা হইলে, উহার জীবনের গতিও সর্ব্বমঙ্গলা জগন্ময়ীর নিত্যনিয়মিত গতির সহিত মিলিল না। এবার, শুধু অবিহিত অনুষ্ঠান নহে,—জগতে একটা মহাপাতকের অনুষ্ঠান হইল; এবং সে মহাপাতক, মহা-প্রতিশোধজনক প্রতিবিধানের জন্য, প্রকৃতির দ্বারে প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইল।

যূঁই ফুলটি আকৃতিতে যত কেন ক্ষুদ্র হউক না, এই অনন্ত লীলাময়ী প্রকৃতির সহিত উহার অতি ঘনিষ্ঠ ও গূঢ় সম্বন্ধ আছে। যূঁই, উহার ঐ বৃন্তচ্যুত অথবা বৃন্তচ্ছিন্ন অবস্থায়, রৌদ্রে শুকাইয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া, বায়ুর মৃদুল-দোলনে দোলায়িত হইয়া, আপনার উপাদান পরমাণুগুলিরে পুনরায় প্রকৃতির ভাণ্ডারে বুঝাইয়া দিবে;—এবং যিনি প্রকৃতির প্রাণ-দেবতা, তাঁহার প্রেমময় মঙ্গল-নিয়মের অনুল্লঙ্ঘনীয় শাসনে, জগতে আর কোন স্থানে, আর কোন মূর্ত্তিতে বিকসিত হইয়া, নূতন জীবনের নূতন ব্রত আরম্ভ করিবে। এ কথা এখন আর কবিকল্পনা নহে। ইহাই অধুনাতন বৈজ্ঞানিক-জ্ঞানের শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত।

যূথিকানুরূপিণী দুঃখিনী যুবতীও, বাহু-বল-দৃপ্ত ও বহিঃসম্পদ-মত্ত মনুষ্যসমাজে যত কেন উপেক্ষার বস্তু হউক না, উহার সহিত প্রকৃতির অধিকতর ঘনিষ্ঠ এবং অধিকতর গূঢ়-গম্ভীর স্নেহ-সম্বন্ধ। কেন না, উহা অনন্ত ধামের অধিকারিণী চৈতন্যময়ী। সুতরাং, উহাও সেই প্রেমময়ের বিধান-লীলায় উৎকৃষ্টতর গতি প্রাপ্ত হইয়া, আর এক স্থানে, আর একভাবে বিকসিত হইবে,—এবং উহার সেই অভিনব জীবন, উহাকে অধিকতর

শক্তি ও সম্পদ দান করিয়া, তাঁহার সান্নিধ্যের দিকে, আর একটি সোপান ঊর্দ্ধে লইয়া যাইবে।

আজি আমি পাঠকবর্গকে একটি মর্ম্ম-দলিত মানব-যূথিকার দুঃখের কাহিনী উপহার দিলাম। পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, বিশ্বনিয়ন্তার বিশ্বদর্শিনী ও বিশ্ব-রক্ষিণী স্নেহ-দৃষ্টি, আলোকে ও অন্ধকারে,—নগরে ও কান্তারে, এবং প্রাসাদে ও পর্ণকুটীরে, সর্ব্বত্র সমান। যে যেখানে, জীবের সুখ-শান্তি ও উন্নতিকামনায়, যাহা কিছু ভাল করিতেছে, তাহা প্রকৃতির প্রেম-সূত্রে গ্রথিত হইয়া পুরস্কারের প্রীতিপ্রদ কুসুম-মালায় পরিণত হইতেছে। সে মালা এক দিন তাহার কণ্ঠে শোভা পাইবে। তাহার তাপিত প্রাণ মালার প্রাণ-শীতল পীযূষ-স্পর্শে কৃতার্থ হইবে। আর, যে যেখানে, জীবের অসুখ, অশান্তি ও অবনতির দিকে, যাহা কিছু মন্দ করিতেছে, তাহাও প্রকৃতির স্মৃতিসূত্রে গ্রথিত হইয়া, পরিশোধ ও পরিশোধনের বজ্র ও বহ্নিরূপে পরিণত হইতেছে। সে বজ্র এক দিন তাহার বুকে পড়িবে;—সে বহ্নি, স্বর্ণশোধক পার্থিব বহ্নির ন্যায়, এক সময়ে, তাহাকে পোড়াইয়া পোড়াইয়া, দেবতার ন্যায় পবিত্র করিয়া লইবে।

আত্মিক-কাহিনী।

বন যূথিকা ও বন্য বর্ব্বর।

জামেকা একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। জামেকা, ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান দ্বীপমালার কণ্ঠবিচ্যুত ও দূর-বিক্ষিপ্ত মধ্যমণির ন্যায়, কারিব সাগরে অবস্থিত। ইহা পূর্ব্বে স্পেনের অধিকারে ছিল। শেষে, রত্নাকর-তরঙ্গ-বিলাসী রত্নভোগী বৃটিশরাজ ইহাকে আপনার অঙ্গাভরণ করিয়া লইয়াছেন। কিউবা-দ্বীপের নাম সকলেই শুনিয়াছে। কিউবা উপলক্ষে, সে দিন আমেরিক-যুক্ত-রাজ্যের সহিত স্পেনের যে সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল, তাহাও বোধ হয়, বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবিয়া যায় নাই। এই কিউবা ও হেইতি প্রভৃতি দ্বীপ, উত্তর দিকে, জামেকাকে অতলান্ত বা আটলাণ্টিক মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গরাজি হইতে রক্ষা করিতেছে। পূর্ব্ব দিকে, মেক্সিকো সাগরের ঊর্ম্মিমালা, প্রণালী-পথে উঁকি দিয়া, প্রতিনিয়ত জামেকার সংবাদ লইতেছে। পশ্চিম দিকে আটলাণ্টিক মহাসাগরের অনন্তবিস্তার, ধূ ধূ দূরে যাইয়া, চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্রখচিত প্রকৃতির নীলাম্বরকে সসম্ভ্রমে চুম্বন করিতেছে। দক্ষিণে কারিব-সাগরের পর পারে পানামা-যোজক। পানামার ক্ষীণ-তনু, দুই পার্শ্বে, দুই অতল সমুদ্রের উন্মত্ত আস্ফালন নিত্য সহিয়া লইয়া, আমেরিকার উত্তর ও দক্ষিণ অর্থাৎ সাম্য ও স্বাধীনতা এবং দাসত্ব ও প্রভুত্বের দুই বিরাট্ রঙ্গভূমিকে, শত প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও, যেন

কোন মন্ত্র বলে, একসূত্রে গাঁথিয়া রাখিয়াছে। জামেকা, দক্ষিণ দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া, যেন সেই তত্ত্বেরই রহস্য চিন্তা করিতেছে।

ইংলণ্ডের দুই তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাউণ্টি বা শায়র একত্র করিলে যত টুকু হয়, জামেকা, আয়তনে, তাহা অপেক্ষা বড় নহে। ইহার দৈর্ঘ্য পূর্ব্ব-পশ্চিমে; প্রস্থ উত্তর-দক্ষিণে। ইহার, প্রায় ঠিক মধ্য দিয়া, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম্ প্রান্ত পর্য্যন্ত, সুদীর্ঘ পর্ব্বতশ্রেণী। এই বিস্তৃত পর্ব্বত-মালার নাম 'ব্লু মাউন্‌টেন্' বা নীলগিরি। নীলগিরির শ্যামশিখর স্থানে স্থানে অভ্রভেদী ও তুষারমণ্ডিত। জামেকা, পর্ব্বতের এই পাষাণময় কটিবন্ধ কোমরে বেষ্টিয়া, তরঙ্গায়িত সাগর-বক্ষে প্রফুল্লমুখে বিরাজমান। ইহার এক দিকে কুসুম-গুচ্ছ-সজ্জিত লতাকুঞ্জ, আর এক দিকে, ফল-ভরাবনত তরুরাজি; এক দিকে বিবিধ বিহঙ্গের কল-কূজন, আর দিকে পর্ব্বতবাহিনী শত স্রোতস্বিনীর উচ্ছ্বসিত আনন্দধারা। জামেকাকে দ্বীপ বলিলেও হয়; প্রকৃতির সাগরবিলাসিনী বিহার-ভূমি বলিলেও চলে।

নীলগিরির উত্তর ও দক্ষিণ, উভয় দিক্ দিয়া, প্রায় একশত কুড়িটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত। কিন্তু এই সকল নদী এমন অল্পপরিসরা ও বেগবতী যে, একমাত্র ব্ল্যাক রিভার বা কৃষ্ণা নদী ভিন্ন অন্য কোনটিতেই নৌকা চলিতে পারে না। জামেকার জল-বায়ু বড়ই সুখ-স্ফূর্ত্তি-জনক ও স্বাস্থ্যকর।

এ দেশের পক্ষে যেমন দারজিলিং, যুক্তরাজ্যের পক্ষে তেমন জামেকা। যুক্তরাজ্যে কাহারও স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটিলে, সে জামেকায় যাইয়া, জামেকার স্বাস্থ্যপ্রদ সাগর-সমীরে অচিরেই স্বাস্থ্য লাভ করিয়া থাকে। জামেকায় উত্তাপ, দিবাভাগে, অতি বেসী হইলে, ৯০ ডিগ্রীতে উত্থিত হয়, এবং রাত্রিতে ৭০ ডিগ্রীতে নামিয়া পড়ে। জামেকায় বর্ষা হয় বৎসরে দুইবার;—একবার বসন্তে, আর একবার গ্রীষ্মে। জামেকার নৈসর্গিক উপদ্রব প্রধানতঃ দুই;—এক ভূমিকম্প, আর বিদ্যুজ্ঝলসিত, বজ্রবিঘোষিত ভয়ঙ্কর তূর্ণড* (Tornado)। ভূমিকম্প অবশ্যই নিত্যকার ঘটনা নহে। কিন্তু তূর্ণড, বসন্তে কি গ্রীষ্মে, কখন, কি ভাবে, কোথায় কি সূত্রে, প্রলয়-নিনাদে গর্জ্জিয়া আসিবে, তাহার কোনই স্থিরতা নাই। জামেকার রাজধানী কিংষ্টন। ফেলমাউথ প্রভৃতি উহার নগর।

জামেকার প্রধান অধিবাসী কৃষ্ণকায় নিগার। কিন্তু ইয়ুরোপীয় শ্বেতাঙ্গদিগের সংস্রবে এখানে আরও দুইটি নূতন জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। একটির নাম 'মুলাটো'। আর একটির নাম 'কোয়াড্রুণ'। শ্বেতাঙ্গ পিতা, নিগারী মাতা, অথবা শ্বেতাঙ্গী মাতা, নিগার পিতার সংযোগে উৎপন্ন সন্তানের নাম

* ডী—ডীঙ্ উড্ডয়নে নভোগমনে বা। তূর্ণম্ উড্ডয়তে অর্থাৎ অতিক্রত উড়িয়া যায়, এই অর্থে তূর্ণড। বাঙ্গালায় এইরূপে নূতন শব্দ প্রচলন না করিলে বাঙ্গালাভাষার বিকাশের পথ রুদ্ধ থাকে।

'মুলাটো'। শ্বেতাঙ্গ পিতা, মুলাটো মাতা, অথবা মুলাটো পিতা, শ্বেতাঙ্গী মাতার সন্তান 'কোয়াড্রুণ'। কোয়াড্রুণেরা শারীর-সৌন্দর্য্যের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ।

জামেকার এক পাদপ-বহুল পল্লীগ্রামে ডন্‌কানের বাস-গৃহ। ডন্‌কান কোয়াড্রুণ যুবতী। ডন্‌কান বড় সুন্দরী। তাহার পিতামাতা জীবিত ছিল কি না ;—এবং সে পিতা-মাতার অভাবে, কোন পিতৃতুল্য আত্মীয়ের আশ্রয়ে, কি ভাবে জীবন-যাপন করিত, তৎসম্পর্কে কোন রূপ লিপিবদ্ধ বিবরণ পাওয়া যায় না। এ সংসারে, লোকে সুখ-সমৃদ্ধিশালিনী পণ্যবিলাসিনীরও ইতিহাস লিখিতে পারিয়াছে, —কিন্তু কোন দিনও পর্ণ-গৃহ-নিবাসিনী পূত-স্বভাবা কাঙ্গালিনীর জীবন-কাহিনী লিখিতে ভালবাসে নাই। তবে, এই পর্য্যন্ত জানা যায়, ডন্‌কানের বিবাহ হইয়াছিল না। যৌবনের প্রথম স্ফুরণে তাহার রূপরাশি তাহাকে একটি প্রস্ফুট কুসুমের কান্তি প্রদান করিয়া থাকিলেও, তাহার চিত্তে কোন পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছিল না। সে আপনাকে বালিকা বলিয়া জানিত, বালিকার শুদ্ধ সরল প্রাণে সকলকেই সমান ভালবাসিত—এবং বালিকার অমায়িক স্বাধীনতায় এখানে সেখানে বেড়িয়া বেড়াইত।

এক দিন প্রতিবেশীরা দেখিতে পাইল, ডন্‌কান তাহার গৃহে নাই। শূন্য কুটীর, সে সুন্দরী কাঙ্গালিনীর অভাবে, অন্ধকার। সে বন্য যূথিকার প্রফুল্ল জ্যোতিতে আর সে স্থান আলোকিত

নহে। যাহারা ঐ রূপসী বালিকারে প্রাণের অকৃত্রিম অনুরাগে স্নেহ করিত, সম্ভবতঃ তাহাদেরই কেহ, সর্ব্বাগ্রে, ডন্‌কান কোথায় গেল, একবার খুঁজিয়া দেখা আবশ্যক মনে করিল। কিছুকাল পর, পুলিশে খবর পহুঁচিল যে, বড় রাস্তার অদূরে, একটা নির্জ্জন স্থানে, ডন্‌কানের মৃতদেহ বিদলিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। পুলিশ অমনি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। শব যথাস্থানে আনীত ও পরীক্ষিত হইল।

কলিকাতায় করোনারের আফিস আছে। কোন হত্যা ব্যাপার সংঘটিত হইলে, করোনার, ডাক্তার ও জুরি সহযোগে, শব পরীক্ষা দ্বারা, হত্যার প্রকার ও প্রণালী অবধারণ করেন। জামেকাতেও এইরূপ করোনারের বিচার-প্রথা প্রচলিত আছে। ডন্‌কানের শব পরীক্ষা করিয়া, করোনার ও ডাক্তার সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কোন বলবান্ ব্যক্তি বল-প্রয়োগে বালিকার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, এবং সেই পাশব অত্যাচারের অসহ্য ক্লেশে উহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। কোন্ নিষ্ঠুর নর-পিশাচ জামেকার ঐ বন-শোভিনী যূথিকাটিরে এমন করিয়া পাদ-দলিত করিল? কে সেই দুর্ব্বৃত্ত? কোথায় সেই অসুরের অবস্থান? ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া, পুলিশ, এই অনুসন্ধানে, সমগ্র জামেকাকে তোলপাড় করিয়া তুলিল। কিন্তু কোন দিক্ দিয়া হত্যার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। একটি বৎসর ঘুরিয়া গেল, আসামী ধরা পড়িল না। গভর্ণমেণ্ট বৃহৎ পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। তথাপি কিছুই হইল না।

ইতি মধ্যে, পেণ্ড্রিল ও চিতি নামে দুইটি বলিষ্ঠ নিগার যুবক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধে, কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল। এক জনের দণ্ড হইল একস্থানে, অন্য জনের দণ্ড হইল আর এক স্থানে। এক জনের এক অপরাধে, অন্য জনের আর এক অপরাধে। এক জন প্রেরিত হইল, কিংষ্টনের সংশোধিনী কারায়। আর এক জন প্রেরিত হইল, দ্বীপের উত্তরাংশে, ফেলমাউথের জেলে। এই দুই স্থানের দূরতা আশী মাইল। চিতিও জানে না পেণ্ড্রিল দণ্ডিত হইয়াছে;—পেণ্ড্রিলও জানে না চিতি জেলে গিয়াছে।

দণ্ড দীর্ঘব্যাপী নহে। এক দিন দুই দিন করিয়া, দিন যাইতেছে, আর তাহাদিগের দণ্ডের ভারও লঘু হইয়া আসিতেছে। এই ভাবে আর কএকটি দিন কাটিয়া গেলেই, তাহারা কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া নিজ নিজ বাসস্থানে যাইতে পারে। তাহারা যখন আশায় এইরূপ উল্লসিত, তখন এক দিন রাত্রিকালে, এক জন কিংষ্টনের সংশোধিনী কারায়, অন্য জন ফেলমাউথের কারাগারে,—পরস্পর আশী মাইল দূরে—এক সঙ্গে, প্রায় একই সময়ে, নিদ্রিত অবস্থায়, চীৎকার করিয়া উঠিল। পেণ্ড্রিলের চীৎকারে যে কথা, চিতির চীৎকারেও প্রায় সেই কথা। দুজনে, দুই স্থানে, যেন কার কিরূপ ছায়ামূর্ত্তি দর্শন করিয়া, কাহাকে যেন প্রত্যক্ষ লক্ষ্য করিয়া, একই ভাবে কাকুতি মিনতির সহিত কহিতে লাগিল,—"তুমি,—তুমি,—ডন্‌কান তুমি! পায়ে ধরি,—পায়ে ধরি,

এখনই এখান হইতে সরিয়া যাও। ডন্‌কান আমি তোমার কাছে অপরাধী। তুমি দেবতা হইয়াছ,—ক্ষমা কর,—পায়ে ধরি—ক্ষমা কর। ওকি—ওকি,—ঐ আগুনের হাত,—ঐ আগুনের হাতে আমাকে ধরিও না।"

এক দিন নহে, ছুদিন নহে,—কিছু কাল ব্যাপিয়া ক্রমাগত প্রতি রাত্রিতে, প্রায় একই সময়ে, একই ভাবে, প্রায় একই রকমের উক্তিতে, দুই স্থানের দুই কারাগারে, পেণ্ড্রিল ও চিতি নামক দুইটি বন্দী নিদ্রিত অবস্থায় ডন্‌কানকে সম্ভাষণ করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, এবং তাহাদিগের ঐ রূপ ছায়াদর্শন ও আর্ত্তনাদের কথা ক্রমে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। প্রথমে কারারক্ষীরাই ইহা শুনিতে পাইল। কথা ক্রমে উর্দ্ধতর কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণে পহুঁচিল। কর্ত্তৃপক্ষ উভয় স্থানের রিপোর্ট মিলাইয়া যার-পর-নাই বিস্মিত ও একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। তবে কি ডন্‌কানের হত্যার সহিত এই ঘটনার কোন সম্পর্ক আছে? সকলের মনেই এই সন্দেহ প্রবল হইয়া উঠিল। পেণ্ড্রিল ও চিতিকে লইয়া ডন্‌কানের হত্যা বিষয়ে পুনরায় বিশেষ যত্ন ও আগ্রহের সহিত অনুসন্ধান আরম্ভ হইল।

এক দিকে প্রতি রাত্রিতে নিদ্রার সময়ে উৎকট বিভীষিকা-দর্শন, ও অন্য দিকে পুলিশ ও কর্ত্তৃপক্ষের প্রশ্নপীড়ন। পেণ্ড্রিল ও চিতি ক্রমান্বয় কএক রাত্রি, ঐ রূপ জ্বালাময়ী ছায়ামূর্ত্তির দর্শন-যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না পারিয়া, উভয়েই

অগত্যা অপরাধ স্বীকার করিল। তাহারা কোথায়, কি ভাবে, কিরূপ দুঃসহ পাশবিক অত্যাচারে, বালিকা ডন্‌কানের ধর্ম্মনাশ ও সেই সূত্রে প্রাণ-নাশ করিয়াছে, সমস্ত বিবরণ খুলিয়া কহিল। অবশেষে, বিচারে উভয়েই দোষী সাব্যস্ত হইয়া অতি কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইল।

এই অভিনব, অদ্ভুত ও বিস্ময়কর কাহিনীটির প্রামাণিকতার জন্য "এনাটমী অব্ স্লিপ" (Anatomy of Sleep) অর্থাৎ নিদ্রার বিশ্লেষতত্ত্ব নামক গ্রন্থপ্রণেতা প্রসিদ্ধ ডাক্তার এডোয়ার্ড বিন্‌স্ এম্ ডি মানব-জগতের নিকট প্রথম দায়ী। ডক্টার বিন্‌সের জামেকাতে অবস্থান সময়ে, এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। স্থানীয় গভর্ণর স্যার চার্লস মেটকাফ্ তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ ছিলেন। তিনি সেই গভর্ণরের সাহায্যে স্বয়ং ইহার আমূল অনুসন্ধান করিয়া এই কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; এবং রবার্ট ডেল ওয়েন প্রভৃতি বহুমানাস্পদ পণ্ডিতেরা তাঁহারই সাক্ষ্য ও সম্মানের উপর নির্ভর করিয়া ইহার সবিশেষ সমালোচনা করিয়াছেন।

এইক্ষণ প্রশ্ন এই যে, এই ঘটনার অর্থ কি?—ইহা কি কল্পনা-সম্ভূত অলীক স্বপ্ন মাত্র?—না ছায়ামূর্ত্তিতে প্রকাশিত পরলোক-গত আত্মার পার্থিব ক্রিয়া? স্বপ্ন হইলে, পরস্পর আশী মাইল দূরে, দুই ব্যক্তির অন্তরে, প্রায় একই সময়ে, একই ভাবে, একই স্বপ্নের এই প্রকার প্রাত্যহিক আবেশ কিরূপে সম্ভবপর হয়? কেহ অনুমান করিতে পারেন যে, ইহা অপরাধ-

ক্লিষ্ট বিবেকের আত্মপীড়ন। বিবেকের বিষ-দংশন কোন অংশেও অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু দুই অপরাধী, দুই স্থানে থাকিয়া, একই প্রকার মূর্ত্তিদর্শনে ভয় পাইয়া, চীৎকার করিয়া উঠিবে কেন? আর তাহারা, ডন্‌কানের মূর্ত্তি-দর্শন-সম্পর্কে মিথ্যা কথা কহিয়া, আপনাদিগের মাথার উপর রাজদণ্ডের অমন কঠোর বজ্রই বা ডাকিয়া আনিবে কোন্ স্বার্থে? প্রকৃত কথা অন্যরূপ। পৃথিবীর প্রমোদ-লীলা-মুগ্ধ, জড়-পিঞ্জর-রুদ্ধ অভিমানী মনুষ্য সেইটিই বুঝিতে চাহে না,—বুঝিলেও সহজে বিশ্বাস করিতে ভালবাসে না। কিন্তু যিনি একটু ভাবিয়া দেখিবেন, তাঁহারই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে যে, হতভাগ্য ওয়াকারের অধিকতর হতভাগিনী গৃহ-সঙ্গিনী গ্রেহামকে দেখা দিয়াছিল যে উদ্দেশ্যে,—দুঃখিনী ডন্‌কান তাহার দুঃখদুর্গতির কারণস্বরূপ কারাবাসী যুবকদ্বয়কেও দেখা দিয়াছে সেই উদ্দেশ্যে। উভয়েরই প্রাণের মধ্যে প্রতিহিংসার ভয়ঙ্কর বহ্নিশিখা। ইহা আত্মার আশানুরূপ উন্নতির বিঘ্নবিশেষ। যাহারা পর-পারে যাইয়া আত্মিক-জীবন যাপন করে, তাহারা বুকের মধ্যে কোনরূপ বিষ-জ্বালায় দগ্ধ না হইলেই তাহাদিগের ভাল হয়;—তাহাদিগের শীঘ্র উন্নতি হইয়া থাকে। কিন্তু ডন্‌কান পৃথিবীতে যেরূপ অপমানজনক পাপে পীড়িত হইয়া, তনুত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার পক্ষে কিছুকাল ঐরূপ বিষ-জ্বালায় অধীর থাকা অস্বাভাবিক নহে। বন-যূথিকা ডন্‌কান এই বিষ-জ্বালা হইতে মুক্তি পাইলেই, দেব-ভোগ্য নন্দন-বনে,

পুনরায় দেব-যুথিকার ন্যায় ফুটিতে পাইবে। কিন্তু যাহারা অপরাধী, তাহারা এখানে এড়াইলেও, সেখানে যাইয়া অনুতাপের আগুনে শোধিত হইবে। এই পরিশোধন-ব্যবস্থার অন্যথা নাই। হায়, আমাদিগের এই বঙ্গে কত দুঃখিনী বালিকা, অভাগিনী ডন্‌কানের ন্যায়, অসুরপীড়নে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, বঙ্গবাসী মহাত্মারা তাহার সংবাদ লইয়াছেন কি? যাঁহারা সংবাদ লইয়াছেন, তাঁহারা তাদৃশী অসহায়া অবলার প্রাণ-মান-রক্ষার জন্য কোনরূপ মাঙ্গল্য উপায় উদ্ভাবন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন কি? ডন্‌কান, আমি অশ্রুজলে তোমার দুঃখের কাহিনী লিখিলাম। তুমি এইক্ষণ নিশ্চয়ই উচ্চতর স্বর্গে আত্মায় শান্তি পাইতেছ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উপক্রম।

"All Evolution is an awakening to higher realization."

*　　*　　*

"Discovery, Desire and Development are the successive steps of progress"—Newcomb.

সম্মুখে অনন্ত কাল,—অনন্ত উন্নতি ;
ইহাই অদৃষ্টরেখা　　বিধাতার কর-লেখা,
সুখ-দুঃখ-পরীক্ষিত মঙ্গল্য নিয়তি ;—
অনন্ত আকাঙ্ক্ষা-রথে,　　অনন্ত কর্ম্মের পথে,
বিশ্বময় জীবনের নিয়মিত গতি ;—
নিজ নিজ কর্ম্মফলে,　　আনন্দে বা অশ্রুজলে,
বিকাশ-বৈচিত্র্য-ধর্ম্মে ক্রম-পরিণতি ;—
শেষ চিত্র সৌন্দর্য্যের অনন্ত মূরতি।

ত্রয়োদশ বৎসরের তরল-নয়না বালিকা, দৈবজ্ঞের হাতের উপর আপনার কচি হাতখানি তুলিয়া দিয়া, একবার আশায় মৃদু মৃদু হাসিতেছে; আবার—বুঝি দৈবজ্ঞের মুখখানি একটুকু ভার দেখিয়া—ভয়ে ধুকবুক করিতেছে; এবং মাঝে মাঝে, মায়ের চক্ষের দিকে সলজ্জ চক্ষে তাকাইয়া, যেন চোখে চোখে কি কহিতে চাহিতেছে। তাহার ঐ ঈষন্মুকুলিত প্রাণের অর্দ্ধসঞ্জাত আশা কি পূর্ণ হইবে? বালিকা কি মনের মত বর পাইয়া,—সে যেরূপ সুশীল, সুন্দর, সুমধুরভাষী বরের কথা দিদীমার কাছে শুনিয়াছে, সেইরূপ সোনার চাঁদ বরের কণ্ঠমালা হইয়া,—কোন দিন আনন্দে ভাসিবে? সবে তের বছর বয়স। এ বয়সে তাহার কতই বা বুদ্ধি হইতে পারে? কিন্তু বালিকা বুঝুক আর না বুঝুক, তাহার আত্মার অন্তস্তলে ঋষিদিগের উপদিষ্ট অদৃষ্টবাদ। যে অদৃষ্টবাদ, কৃষ্ণোক্ত মহাবাক্যের অর্থানুবাদে, ঈশ্বরকে জগতের সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বময় সজীব-সত্য, এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত কার্য্যের সতত-ক্রিয়ান্বিত সাক্ষাৎ নিয়ন্তা বলিয়া উপদেশ করে, বালিকার হৃদয় সেই অদৃষ্টবাদের অস্ফুটভাবে পরিপূর্ণ।

এইরূপ আবার তিরাশী বৎসরের বিষয়-চিন্তা-মগ্ন বিরস-কঠোর বৃদ্ধ। আর বেসী দিন বাকী নাই: তথাপি তাঁহার মন ঐ বিষয়ের কথা ছাড়া আর কিছুতেই আকৃষ্ট হয় না। তিনি চিরজীবন, বহু লোকের হৃদয়-রক্ত শোষণ করিয়া, বিত্ত সঞ্চয় করিয়াছেন। তাঁহার সেই বিষয়-বিত্ত—সেই তিল-তিল-সঞ্চিত

শত-তাল-পরিমিত সম্পত্তি, উচ্ছৃঙ্খল-চারী আত্মজবর্গের উদ্দাম ভোগ-বাসনার ভীষণ ঝটিকায়, ভস্মস্তূপের ন্যায় উড়িয়া যাইতেছে। তিনি, দৈবজ্ঞকে হাত না দেখাইয়া, জ্যোতির্ব্বিদের নিকট কোষ্ঠী-পত্র লইয়া বসিয়া আছেন। তিনি এত দিন আপনাকেই কর্ত্তা বলিয়া মানিতেন; এখন বুঝিয়াছেন যে, কর্ত্তার উপরও কর্ত্তা আছেন। সেই সর্ব্বেশ্বর কর্ত্তা, তাঁহার কর্ম্ম-ফলের স্বাভাবিক পরিণাম স্বরূপ, কপালে কি লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা বুঝিবার আর পথ না পাইয়া, জ্যোতির্ব্বিদ্‌কে তিনি কোষ্ঠী দেখাইতেছেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁহারও আত্মার অন্তঃপ্রকোষ্ঠে ঐ ভয়ঙ্কর অদৃষ্টবাদ।

অদৃষ্টবাদ, ইয়ুরোপ প্রদেশেও, বহুকাল হইতে, বহুসহস্র জ্ঞান-বৃদ্ধ বিচক্ষণ ব্যক্তির বিশ্বাসের বস্তু। গ্রীক-গুরু সক্রেতিস্ অদৃষ্ট মানিতেন। রোমক-বীর সিজর অদৃষ্টে বিশ্বাস করিতেন; এবং অধুনাতন পৃথিবীর অদ্বিতীয় কর্ম্মবীর, বীরচূড়ামণি বোনাপার্টি, অদৃষ্ট-লিপির অখণ্ডনীয়তার উপর নির্ভর করিয়াই, কিবা যোদ্ধ্‌বেষ্টিত রণক্ষেত্রে, কিবা জিহ্বা-যুদ্ধ-কল-কলায়িত জাতীয়-প্রতিনিধি-সভায়, অটল ও অক্ষুব্ধ দণ্ডায়মান রহিতেন।

ফলতঃ, অদৃষ্টবাদ বড় বিষম সমস্যা,—জ্ঞান-জগতের অতি বড় গভীর রহস্য। এক দিকে মনুষ্যের স্বাধীনতা অথবা স্বেচ্ছাতন্ত্র গতি; আর এক দিকে অদৃষ্টের অনুল্লঙ্ঘনীয় বিধি, এবং অনন্ত উন্নতিমূলক মঙ্গল্য নিয়তি। এই দুইয়ের দার্শনিক সামঞ্জস্য কিরূপ কঠিন কথা, তাহা চিন্তাক্ষম ব্যক্তিকে বিবরিয়া

বলা অনাবশ্যক। মনুষ্য কখন কি করিবে, এবং তাহার কৃত-কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবি ফল তাহাকে কোথায় নিয়া পঁহুচাইবে, তাহা যদি অনাদি কাল হইতে আগাগোড়া শৃঙ্খলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, তাহার কর্ম্মসম্পর্কিত স্বাধীনতা ও কর্ম্মসূত্রিত দায়িতার আর অর্থ কি ? কিন্তু এই স্বাধীনতা ও দায়িতা সত্ত্বেও, অদৃষ্ট অথবা নিয়তির আধিপত্য একবারে অস্বীকার করা মনুষ্যের পক্ষে অসাধ্য। মনুষ্য, অনেক সময়ে, যাইতে চায় উত্তরে ; কিন্তু সে, কেমন এক প্রকার অচিন্তিত ও অপরিজ্ঞাত অবস্থা-চক্রের আবর্ত্তে পড়িয়া, বাধ্য হইয়া যায় দক্ষিণে। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার ও ফিস্কে প্রভৃতি বিজ্ঞান-দৃঢ় দার্শনিকেরা ভারতীয় ঋষির অদৃষ্টবাদ, অথবা বোনাপার্টির (Destiny) নিয়তি-তত্ত্বে বিশ্বাস করিতে চাহেন না। কিন্তু তাঁহারা যুগ-যুগান্তর-প্রবর্ত্তিত (Evolution) ক্রম-বিকাশ ও (Environment) অর্থাৎ আবরণিক অবস্থার শাসনী-শক্তিকে যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন, তাহার সহিত অদৃষ্টলেখার বড় বেসী পার্থক্য নাই।

যাঁহারা, দেহান্তর-প্রাপ্ত হইয়া, দেবধামের অধিকারী হইয়াছেন ; অথবা এখনও কর্ম্ম-ফল-পরীক্ষার অধীন রহিয়া, মাঝে মাঝে, পৃথ্বীবাসী সুহৃৎ স্বজনকে, প্রতিশ্রুতির অনুরোধে কিংবা প্রীতি ও প্রয়োজনের অনুশাসনে, দর্শন-দানে বিস্ময়ে ডুবাইতে-ছেন, তাঁহারাও কতকটা অদৃষ্টবাদী ;—'পরিণামে পূর্ণমঙ্গল' এই মহাসত্যের উপাসক হইয়াও, অদৃষ্টে বিশ্বাসী। যদি পৃথিবীর মনুষ্যই মনুষ্যের ভাবি-জীবন-সম্পর্কিত শুভাশুভ ঘটনার কথা

কিঞ্চিৎ পরিমাণে অবগত হইতে পারে, তাহা হইলে, যাঁহারা পর-পারে যাইয়া, জীবনের গতিবিধি বিষয়ে, অপেক্ষাকৃত গূঢ় জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা যে সে বিষয়ে অধিকতর অভিজ্ঞ হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি ?

আমি আজি পাঠকের নিকট একটি পুরাতন ও প্রসিদ্ধ অধ্যাত্মকাহিনী উপস্থিত করিতেছি। পাঠক, এই প্রকৃত-ঘটনা-মূলক পারিবারিক ইতিবৃত্তের আদ্যোপান্ত আলোচনা করিলে, দেখিতে পাইবেন যে, আমরা যাহা চক্ষে দেখিতেছি না, অন্যেরা তাহা দেখেন ;—আমরা যাহা কর্ণে শুনিতেছি না, অন্যেরা, অদৃশ্যরূপে কাছে কাছে থাকিয়া, সতত তাহা শুনেন ;—এবং আমরা আত্মসম্পর্কে কোন ক্রমেই যাহা জানিতে পাইতেছি না, অন্যেরা, সূক্ষ্মতর দৃষ্টির সাহায্যে, সর্ব্বদা তাহা জানিতে পান। পাঠকের ইহাও প্রতীতি হইবে যে, আমাদিগের পার্থিব জীবনের পূর্ব্বাপর সমস্ত ইতিহাস ঊর্দ্ধ জগতে পটের ন্যায় চিত্রিত রহিয়াছে ;—সে পটে, জীবনের কর্ম্মানুসারে, যখনই নূতন রেখা পড়িতেছে, তখনই তাহা আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া, আত্মীয়-জনের হৃদয়ে আনন্দ অথবা অবসাদ জন্মাইতেছে ; অথচ আমরা তাহার কিছুই না জানিয়া, কিংবা জানিবার জন্য কিঞ্চিন্মাত্রও যত্ন না করিয়া, কখনও অভিমানের স্ফুরণে, মশক ও পিপীলকের অনুকরণে, পরের প্রাণে দংশন করিতেছি ; কখনও বা লোভ ও লালসার অধীন হইয়া, পরের স্বত্ব কাড়িয়া লইতেছি,—অথবা আপনার অমূল্য প্রাণটি পাশব-পিপাসার দুর্ব্বার-স্রোতে

ভাসাইয়া দিয়া, কিছু কালের তরে, যেন একবারে মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইতেছি। মনুষ্যের হৃদয় মনুষ্যমাত্রকেই, সময়ে সময়ে, জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, কত কাল—আর কত কাল, ইচ্ছা করিয়া এইরূপ অন্ধ রহিবে ?

আত্মিক-কাহিনী।

অদৃষ্টবাদ ও আত্মার স্বাধীনতা।

ইংলণ্ডের পশ্চিম-প্রান্ত-শোভী আইরিশ সাগরের পর পারে, মন্দাকিনীমেখলা অমরাবতীর ন্যায়, সাগরাম্বরা আয়র্লণ্ড-ভূমি। আয়র্লণ্ডের কোন সমৃদ্ধ গৃহে, একটি সুকুমারমতি বালক ও কুসুম-কলিকা-সদৃশী সুন্দরী বালিকা, একই পিতামাতার প্রযত্ন-রক্ষিত ভ্রাতা ও ভগিনীর ন্যায়, গলায় গলায় গাঁথা ছিল। বালক ও বালিকা এক পিতামাতার সন্তান নহে। কিন্তু, উভয়েই পিতৃমাতৃহীন, এবং উভয়েই, অতি শৈশব হইতে, বৃন্তচ্যুত-মুকুলের মত নিরবলম্ব। উভয়েরই আবার অভিভাবক ও পরিরক্ষক এক ব্যক্তি। অভিভাবক প্রৌঢ়বয়স্ক,—স্নেহশীলতা ও মধুরতা প্রভৃতির পুণ্যগুণে শিশুজনের একান্ত প্রিয়। বালক বালিকার শিশুবুদ্ধি অভিভাবককেই পিতা বলিয়া বুঝিত, এবং আপনাদিগকেও পরস্পর ভ্রাতা ও ভগিনী বলিয়াই মনে করিত। শিশু দুইটির বিশ্রাম ও ভোজন একত্র,—বিশ্রব্ধ ভ্রমণ এবং

শৈশবের শিক্ষা ও দীক্ষা—ক্রীড়া ও কৌতুক একই সঙ্গে ও একই মন্ত্রে। এই দুই শিশু কালে ইংলণ্ডীয়-সমাজে লর্ড টাইরণ এবং লেডী বেরেস্‌ফোর্ড নামে বিশেষরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। আমিও এই প্রবন্ধে, এই দুই নামেই, তাঁহাদিগের কথা লিখিব। লর্ড টাইরণ এবং লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের জীবনের আরম্ভ অভিভাবকের নিতান্ত আশাপ্রদ হইল।

অভিভাবক, নিতান্ত সুশীল ও সজ্জন হইয়াও, ধর্ম্মবিষয়ে বড় সন্দিহান ছিলেন। তিনি নামমাত্র ঈশ্বর মানিতেন; কিন্তু প্রার্থনার আবশ্যকতা ও পরলোক মানিতেন না। শিশু দুইটিও, অভিভাবক ও শিক্ষকের ধর্ম্মভাব, মাতৃস্তন্যের ন্যায়, পান করিয়া, প্রথম বয়সেই পরকাল-তত্ত্বে একপ্রকার সন্দিহান হইয়া উঠিল। কিন্তু, তাহাদিগের এই শিক্ষা দীর্ঘস্থায়িনী হইল না। তাহাদিগের বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর, তখন তাহাদিগের সেই পিতৃস্থানীয় অভিভাবক ইহলোক হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। যাঁহারা অতঃপর, তাহাদিগের অভিভাবক স্বরূপ হইলেন, তাঁহাদিগের ধর্ম্মমত স্বতন্ত্র। তাঁহারা পরকালে বিশ্বাসবান্‌,—প্রার্থনাধর্ম্মে রীতিমত দীক্ষিত। বালক-বালিকা এখন নূতন অভিভাবকদিগের মুখে, ধর্ম্মবিষয়ে, নূতন তত্ত্বের নূতন কথা শুনিতে পাইল। ইহাতে তাহাদিগের পুরাতন বিশ্বাস কতকটা টলিল বটে, কিন্তু সে শৈশব-সংস্কার সমূলে উন্মূলিত হইল না। তাহাদিগের চিত্তক্ষেত্রে, একটা প্রবল সন্দেহের ভাব, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের নিরন্তর বিরোধে, একবারে বদ্ধমূল হইয়া রহিল।

কতিপয় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। বালক আর এখন অভিভাবকের মুখ-প্রেক্ষী শিশু নহে,—লর্ড টাইরণরূপে সংসারে প্রবিষ্ট ও সমাজে প্রতিপন্ন। বালিকাও আর বালিকা নহে,—সার্ মার্টিন বেরেস্‌ফোর্ডের প্রিয়তমা পত্নী,—লেডী বেরেস্‌ফোর্ড। জীবনে পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগের জীবন-সূত্র-জড়িত সেই শৈশব সৌহার্দ্দে কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। এখনও লর্ড টাইরণ ও লেডী বেরেস্‌ফোর্ড, একে অন্যকে, ভগিনী ও ভ্রাতার চক্ষে দর্শন করেন, এবং প্রকৃতই অন্তরের সহিত ভালবাসেন। লর্ড টাইরণ স্বভাবে উদার, আকারে প্রিয়দর্শন, এবং সৌহার্দ্দের ধর্ম্মে পর্ব্বতের মত অটল। লেডী বেরেস্‌ফোর্ড রূপবতী, বুদ্ধিমতী, বড়ই উদার-প্রকৃতি;—স্বভাবতঃ নির্ভীকা, স্ত্রীলোকের পক্ষে একটুকু বেসী দুঃসাহসিকা অথচ প্রীতি ও স্নেহের কুসুম-স্তবকাবনম্রা ফুল্ললতিকা। যে তাঁহার সান্নিধ্যে আসিত, সে-ই তাঁহার স্নেহ-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিত,—তিনিও তাঁহার সতত ঢল-ঢল ভালবাসা লইয়া সর্ব্বদাই সন্নিহিত প্রিয়জনের প্রাণ শীতল করিতেন। তিনি যেন কাহাকেও ভালবাসিতে পারিলেই আনন্দে উৎফুল্ল রহিতেন। তিনি স্বভাবতঃ ধর্ম্মানুরাগিণী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস, শৈশবের শিক্ষাদোষে, সংশয়-দোলায় দোলায়িত থাকিয়া, সময়ে সময়ে, তাঁহার চিত্তে ঘোরতর অশান্তি উপস্থিত করিত; যেন তাঁহার হৃদয় যাহাতে বিশ্বাস করিত, তাঁহার মন ও বুদ্ধি, শত প্রকার সংশয়ের কথা তুলিয়া, তাহা আঁধারে ঢাকিয়া রাখিত।

দুই পরিবারে প্রগাঢ় প্রণয়। পরস্পর সাক্ষাৎকার ও সময়ে সময়ে একত্র অবস্থানাদি প্রীতিকর অনুষ্ঠান প্রতিনিয়ত চলিতেছে। কিন্তু এখনও লর্ড টাইরণ ও লেডী বেরেস্‌ফোর্ড ধর্ম্ম-বিষয়ে কোন প্রকার স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে, এক দিন ধর্ম্ম সম্বন্ধে, নানা কথা হইতেছিল। কথাপ্রসঙ্গে পরকালের কথা উঠিল। তাঁহারা উভয়ে, কিছু কাল বাদানুবাদ করিয়া, অবশেষে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"তাঁহাদিগের মধ্যে অগ্রে যাঁহার মৃত্যু হইবে, যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে, তিনি অন্যকে অবশ্যই দেখা দিবেন; এবং পরলোক, জগদীশ্বর, এবং কোন্ ধর্ম্ম সত্য ও প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বরানুমোদিত, তাহা বলিয়া যাইবেন।" ইয়ুরোপ প্রভৃতি দেশে প্রণয়ের এই এক কথা।—অনেকেই এইরূপে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়া থাকেন। এদেশে, কেহই কখনও এরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হওয়া, আবশ্যক মনে করেন না।

লর্ড টাইরণ বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার একটি কন্যা মাত্র জন্মিয়াছে। লেডী বেরেস্‌ফোর্ডও দুইটি কন্যার মা হইয়াছেন। লর্ড টাইরণ ও লেডী বেরেস্‌ফোর্ড, আপন আপন গৃহে, সুখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছেন। কিছু দিন হইল, তাঁহাদিগের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ ঘটে নাই। লর্ড টাইরণ, কোথায়,—কেমন আছেন, সার্ মার্টিন ও লেডী বেরেস্‌ফোর্ড তাহাও সম্যক্ অবগত নহেন।

গভীর রাত্রি। লর্ড ও লেডী বেরেস্‌ফোর্ড, আপন গৃহে, খুব বড় একটি সুসজ্জিত খট্টায়, শয়ান রহিয়াছেন। উভয়েই নিদ্রাগত। গৃহে মৃদু মৃদু আলো জ্বলিতেছে। কোন দিকে কোনরূপ সাড়া শব্দ নাই। হঠাৎ লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন;—চাহিয়া দেখিলেন, লর্ড টাইরণ, তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট।—প্রথম বিস্ময়,—লর্ড টাইরণ, অমন সময়ে, ওখানে কিরূপে আসিলেন। তার পর, সলজ্জ বিরক্তি,—কেনই বা তিনি, আজ এমন অশিষ্টের ন্যায়, পতিশয্যায় শয়ানা সুন্দরী যুবতীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত। এ কি সত্যই লর্ড টাইরণ? লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের বুক কাঁপিয়া উঠিল। তিনি চীৎকার করিলেন। কিন্তু সে চীৎকারে, সার্ মার্টিনের ঘুম ভাঙ্গিল না। চীৎকার যেন কণ্ঠেই নিরুদ্ধ রহিল। লেডী বেরেস্‌ফোর্ড, ইহার পর, একটু সাহসে ভর করিয়া, লর্ড টাইরণের পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি ভাই! লর্ড টাইরণ, তুমি এ সময়ে, এমন অসঙ্গত রূপে, কি উদ্দেশ্যে, কোন্ পথে, কেমন করিয়া এখানে আসিলে?"

লর্ড টাইরণ কহিলেন,—"সব ভুলিয়াছ? তোমার কি সেই ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞার কথাও মনে নাই? গত মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ চারিটার সময়, আমার তনুত্যাগ হইয়াছে। ঈশ্বরানুপ্রাণিত দেবপুরুষ, আমাকে, আমার প্রতিজ্ঞাধর্ম্মপালনার্থ, তোমার নিকট উপস্থিত হইতে, অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। যাহা মনে ভাবিয়া রাখিয়াছ, প্রকৃত কথা তাহা নহে;—

পরলোক সত্য, পাপ-পুণ্যের কর্ম্মফল অনিবার্য্য। যাহা করিতেছ, যাহা বলিতেছ, যাহা ভাবিতেছ, সমস্তই পরলোকে কর্ম্মপটে দৃঢ় অঙ্কিত হইয়া রহিতেছে। আরও বলি, ঈশ্বর সত্য।—এক অনন্ত প্রেমময় পূর্ণমঙ্গল,—ন্যায়-বিধাতা পরমপুরুষ ইহকাল ও পরকাল আবরিয়া রহিয়াছেন। অটল বিশ্বাস ও অবিচল ভক্তির সহিত সেই জগদীশ্বরে আত্মসমর্পণই আমাদিগের পরিত্রাণের এক মাত্র পথ।” ইহা কহিয়া, লর্ড টাইরণ ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। তার পর আবার কহিতে লাগিলেন,—“আমি ইহাও তোমাকে জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছি যে, তুমি সত্বরই পুত্রবতী হইবে; এবং সেই পুত্র কালে আমার কন্যার পাণি গ্রহণ করিবে। কিন্তু ভীত হইও না,—অধীর হইও না,—তোমার বৈধব্য অনিবার্য্য। পুত্র জন্মিবার অল্পকাল পরেই, সার্ মার্টিন পরলোকগত হইবেন। তাহার কিছু কাল পর, তুমি দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিবে। এই দ্বিতীয় পতির দুর্ব্ব্যবহারে তোমার জীবন নিতান্তই দুর্ব্বহ ও একান্ত দুঃখময় হইয়া উঠিবে। এই দ্বিতীয় পতি হইতে তোমার আগে দুইটি কন্যা ও অবশেষে একটি পুত্র জন্মিবে। পুত্র জন্মিলে, এক মাসের মধ্যে, ঠিক সাতচল্লিশ বৎসর বয়সের আরম্ভে, তোমার মৃত্যু হইবে। কিছুতেই ইহার অন্যথা নাই।”

লেডী বেরেস্‌ফোর্ড এই কঠোর ভবিষ্যদ্‌বাণী শুনিয়া ভয়ে একবারে আড়ষ্ট হইলেন। তিনি, ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, ধীরে ধীরে, অতি কাতর-কণ্ঠে কহিলেন,—“আমি, এই ভবিতব্য—

এই ভয়াবহ নিয়তির কোন প্রকারেই পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারি না কি?"

ছায়ামূর্ত্তি কহিলেন,—"অবশ্যই পার।—কেন না পারিবে? তুমি স্বাধীনা,—স্বকর্ম্মফল-ভাগিনী আত্মিকা*। তুমিও, জগদীশ্বরের প্রিয়তম সন্তান,—সেই অনন্তশক্তির একটি অস্ফুট কলিকা;—অনন্তধামের যাত্রিণী,—অনন্ত-মঙ্গলের অধিকারিণী। সুতরাং তোমার ভবিতব্য, সকল সময়েই, কিয়দংশে তোমার হস্তে। তুমি, দৃঢ় সংকল্পে অধিরূঢ় হইয়া, কায়-মনঃ-প্রাণে যত্ন করিলে, অবশ্যই নিয়তির পরিবর্ত্ত ঘটাইতে পার। কিন্তু সে যত্ন বড় কঠিন কর্ম্ম। দ্বিতীয় বার পতিগ্রহণের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলে, তোমার অদৃষ্টের গতি অন্যরূপ হইবে। কিন্তু হায়, তুমি জান না, তোমার প্রাণে ভোগ ও ভালবাসার তৃষ্ণা এবং প্রীতি-সুখ-লালসা কিরূপ প্রবল;—জান না, তোমার প্রবৃত্তি-নিচয় কিরূপ শক্তিমান্ ও দুর্দ্দম। বিশেষতঃ, তুমি জীবনে আর কখনও এমন কঠোর পরীক্ষার অধীন হও নাই। দেব-পুরুষ আমায় ইহার অতিরিক্ত আর কিছু জানিতে দেন নাই, এবং বলিতেও অনুমতি প্রদান করেন নাই। কিন্তু একটি কথা দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, তুমি যদি, ইহার পরও, মনে ধর্ম্মবিষয়ে অবিশ্বাসের ভাব পোষণ কর, তাহা হইলে, পরকালে দুর্গতির

* আত্মা শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ নাই। কিন্তু আত্মা আর স্বার্থে প্রযুক্ত ইক-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন আত্মিক শব্দ একার্থবোধক। সুতরাং স্ত্রীলিঙ্গে আত্মিকা বলা যাইতে পারে।

সীমা থাকিবে না। তাই সাবধান, সাবধান, সাবধান। জগন্মঙ্গল অনন্তদেবে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া জীবনে অগ্রসর হও। মানব-জীবন মরীচিকা অথবা মনঃকল্পিত স্বপ্ন নহে।”

লেডী বেরেস্‌ফোর্ড বলিলেন,—“ভাল একটি কথা জিজ্ঞাসা করি,—পরলোকে যাইয়া তুমি কি সুখী হইয়াছ?” ছায়ামূর্ত্তি উত্তর করিলেন,—“একটুকু সুখে না থাকিলে, আমি কখনও তোমার নিকট উপস্থিত হইতে পারিতাম না।”

লেডী বেরেস্‌ফোর্ড বলিলেন,—“তবে বুঝিলাম তুমি ওখানে বেশ সুখে আছ।” ছায়ামূর্ত্তি এবার আর উত্তর করিলেন না। তাঁহার অধর-প্রান্তে ঈষৎ একটু হাসির রেখাপাত হইল। অবিশ্বাস, সংশয় ও কূট-তর্কের কুশিক্ষায় লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের হৃদয় তমসাচ্ছন্ন। তিনি এই বিস্ময়কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াও, ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। পুনরপি কহিলেন,—“তোমার এই দর্শন-দান যে প্রকৃত ঘটনা,—আমারই মনের একটা অলীক স্বপ্ন কল্পনা নহে, রাত্রি প্রভাতে, আমি ইহা কিরূপে বুঝিব?”

ছায়ামূর্ত্তি কহিলেন,—“কেন?—কল্যই ত আমার মৃত্যু সংবাদ পাইবে।”

লেডী বেরেস্‌ফোর্ড বলিলেন,—“আমার তখন সম্ভবতঃ মনে লইবে,—এখন যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম, এ সমস্তই স্বপ্ন; এবং সেই স্বপ্ন দৈবাৎ সত্য হইয়াছে। না, ইহাতে হইবে না, —আমি অন্য প্রমাণ চাই।”

ছায়ামূর্ত্তি কহিলেন,—"আচ্ছা বেশ কথা। তবে চাহিয়া দেখ।"

ইহা বলিতে বলিতে ছায়ামূর্ত্তি তাঁহার বাহু প্রসারিয়া সেই দৃঢ়-কাষ্ঠ-ফলক-বিলম্বিত মশারিটার একটা ভাগ হুকের মধ্যে আটকাইয়া রাখিলেন। ঐ হুকটা এত উর্দ্ধে অবস্থিত যে, অন্ত বস্তুর সাহায্য ভিন্ন, মানুষের পক্ষে এ কার্য্য একবারে অসম্ভব।"

লেডী বেরেস্‌ফোর্ড বলিলেন,—"ইহাও যথেষ্ট নহে। জাগ্রদবস্থায়, আমরা কখনও যাহা পারি না, সময়ে সময়ে, নিদ্রিত অবস্থায় তাহা অনায়াসে সম্পাদন করিতে সমর্থ হই। হয় ত, মশারির এই অবস্থা দেখিয়া আমি মনে করিব, ইহা আমারই নিদ্রিত অবস্থার অনুষ্ঠিত অজ্ঞাত অন্ধ-শক্তির কর্ম্ম।"

ছায়ামূর্ত্তি বলিলেন—"এই ত এখানে তোমার পকেট-বুক, আর পেন্‌সিল রহিয়াছে। আমি এই পকেট-বুকে আমার নাম লিখিয়া রাখিতেছি। তুমি আমার হস্তাক্ষর বিশিষ্টরূপে চিন। প্রভাতে ইহা দেখিলেই বুঝিতে পাইবে, আমার এই সাক্ষাৎকার স্বপ্ন নহে,—আমি প্রকৃত প্রস্তাবেই সম্মুখে আসিয়া তোমাকে দেখা দিয়াছি।"

আগন্তুক, ইহা কহিয়াই, পকেট-বহিতে নিজের নাম লিখিয়া, উহা রাখিয়া দিলেন।

চির-সংশয়াকুলা লেডী বেরেস্‌ফোর্ড ইহাতেও পরিতৃপ্ত নহেন। অবিশ্বাসই, শিশুকাল হইতে, তাঁহার অন্তরের স্বাভাবিক ভাব। যাহা চক্ষে দেখিতেন, তাহাতেও বিশ্বাস

করিতে চাহিতেন না। তিনি কহিলেন,—"না, ইহাতেও আমার সন্দেহ দূর হইতেছে না। ইহাও, তোমার হস্তাক্ষরের অনুকরণে, আমারই স্বপ্নাবস্থার লেখা বলিয়া, মনে সংশয় থাকিয়া যাইবে।"

ছায়ামূর্ত্তি এবার একটুকু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"হা বিশ্বাস-শূন্য সংশয়িনি! আমি দেখিতেছি, কিছুতেই তোমার বিশ্বাস নাই। তোমায় এখনই স্পর্শ করিতে পারিতাম। কিন্তু পর-লোক-গত আত্মার স্পর্শ, অধ্যাত্ম-জীবনের যে অবস্থায়, পার্থিব জড়-শরীরের পক্ষে, সুখ-প্রীতিকর হয়, আমি এখন পর্য্যন্ত সে অবস্থায় পঁহুচি নাই। আমার এক্ষণকার স্পর্শে তোমার যে অনিষ্ট হইবে,—ইহ-জীবনে কিছুতেই আর সে অনিষ্টের প্রতিবিধান হইতে পারিবে না;—সে চিহ্ন উঠিয়া যাইবে না।"

লেডী বেরেস্‌ফোর্ড বলিলেন,—"চিরস্থায়ি একটা চিহ্ন পড়িবে বই ত নয়?—তা পড়ুক; সে সামান্য খুঁতে আমার কি হইবে?"

ছায়ামূর্ত্তি বলিলেন,—"বটে, তোমার মত অসম-সাহসিকার পক্ষে, এ উক্তি সম্ভবপর। আচ্ছা, তবে হাত বাড়াইয়া দাও।"

লেডী বেরেস্‌ফোর্ড, কেমন একপ্রকার মূর্খ অথবা মোহমুগ্ধ নির্ব্বোধের মত, ঔৎসুক্যের সহিত হাত বাড়াইয়া দিলেন। ছায়ামূর্ত্তি তাঁহার কর-গ্রন্থি নিজ অঙ্গুলি দ্বারা বেষ্টিয়া ধরিলেন।

রমণীর শরীর সে স্পর্শে শিহরিয়া উঠিল। তিনি উহা তুষার-সিক্ত মার্‌বল্‌ অথবা বরফ-বলয়ের ন্যায় দুঃসহ শীতল অনুভব করিলেন। ধৃত স্থানের পেশীগুলি তৎক্ষণাৎ সঙ্কুচিত হইয়া আসিল, স্নায়ুগুলি অমনই শুকাইয়া উঠিল। ছায়ামূর্ত্তি কহিলেন,—"যত কাল বাঁচিয়া থাক, এই চিহ্ন কাহাকেও দেখিতে দিও না। ইহা দেখান নিতান্তই বিধিবিরুদ্ধ, কখনও বা বিপজ্জনক।" ইহা কহিয়াই ছায়ামূর্ত্তি নীরব হইলেন। লেডী বেরেস্‌ফোর্ড ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন; লর্ড টাইরণ কিংবা সেই ছায়ামূর্ত্তি আর সেখানে নাই।

যাঁহারা আত্মিক-তত্ত্বে অভিজ্ঞ, তাঁহারা উপদেশ করেন যে, পর-লোক-গত সকল আত্মার স্পর্শই জীবিত মনুষ্যের পক্ষে ক্লেশাবহ নহে। যে সকল আত্মা, দয়াধর্ম্মের আনন্দময় মহিমায়, দেব-ভাবাপন্ন, তাঁহাদিগের স্পর্শ সকল অবস্থায়ই সানন্দ ও সুখ-শীতল। কিন্তু যাঁহারা, পর-লোক-বাসী হইয়াও, পার্থিব-লালসা ও পাপ-জ্বালা হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগের স্পর্শ পৃথিবীর জীবের পক্ষে অসহনীয় ও আংশিক অনিষ্টকর।

লেডী বেরেস্‌ফোর্ড যত ক্ষণ ছায়ামূর্ত্তির সহিত বাক্যালাপে ব্যাপৃত ছিলেন, তত ক্ষণ, তাঁহার মন, ভয় ও ভাবনা সত্ত্বেও, কেমন একপ্রকার পরবশ অথবা বিবশ ও জড়ীভূত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি তাই কতকটা প্রশান্ত ও প্রকৃতিস্থ ছিলেন। কিন্তু যে-ই ছায়ামূর্ত্তি অদৃশ্য হইল, অমনই কোথা

হইতে কেমন একটা অস্বাভাবিক আতঙ্ক আসিয়া তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিল। তিনি কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার বোধ হইল, যেন সমস্ত ঘর, বাড়ী ও খট্টা প্রভৃতি, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে, থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। তিনি সার্ মার্টিনকে জাগাইতে যত্ন করিলেন। কিন্তু পারিলেন না;—তাঁহার মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি এইরূপে, ভয়ে ও বিস্ময়ে, অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত অসহ্য কষ্ট পাইলেন। কিছু কালের পর, তাঁহার প্রাণে, লর্ড টাইরণের জন্য, শোকের সঞ্চার হইল। নয়ন-যুগলে, অল্পে অল্পে, গলিত ধারায় অশ্রুপাত হইতে লাগিল;—এবং এই অশ্রুপ্রবাহেই যেন, ধীরে ধীরে, তাঁহার হৃদয়ের অস্ফুট শোক ও অধীরতা ভাসিয়া গেল। শোকার্ত্ত প্রাণ নয়ন-জলে শীতল হইল। তিনি ইহার পর, কোন্ সময় জানেন না, ঘুমাইয়া পড়িলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। সার্ মার্টিন শয্যা ত্যাগ করিলেন। মশারির প্রতি তাঁহার চক্ষু পড়িল না। তিনি নিত্যনিয়মিত রীতিমতে নিঃশব্দে বাহিরে চলিয়া গেলেন। লেডী বেরেস্ফোর্ড তখনও নিদ্রাগত। কিছু ক্ষণ পর, তাঁহারও নিদ্রাভঙ্গ হইল। প্রথমেই মশারির দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। পাছে, মশারির সেই অবস্থাদর্শনে, বাড়ীর লোকের মনে, কোন প্রকার সন্দেহের উদয় হয়, তিনি, এই হেতু, দ্রুতগতি শয্যা ত্যাগ করিয়া, কার্ণিশ পরিষ্কারের সুদীর্ঘ ঝারণিটি লইয়া আসিলেন, এবং উহার সাহায্যে মশারির উর্দ্ধক্ষিপ্ত অংশ উপর হইতে

কষ্টে নামাইলেন। অবশেষে কর-গ্রন্থির সেই চির-স্মরণীয় চিহ্নের উপর তাঁহার চক্ষু পড়িল। তিনি সেই তুষার-স্পর্শ-সঙ্কুচিত কৃষ্ণ-রেখা-লাঞ্ছিত চিহ্নিত স্থানে, তাড়াতাড়ি, কাল ফিতা জড়াইয়া, স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাত্রির উদ্বেগ ও উপদ্রবের নানাবিধ লক্ষণ তখনও তাঁহার মুখচ্ছবিতে স্পষ্ট প্রতিফলিত ছিল। পতি, চির-প্রফুল্লমুখী ও প্রেমশীলা পত্নীর তথাবিধ বিষাদমাখা মলিন মুখ দেখিয়া, চমকিয়া উঠিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমাকে আজি এমন দেখিতেছি কেন? কোন অসুখ হয় নাই ত?' তিনি বলিলেন,—'না, আমি বেস সুস্থ আছি।' পতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ও কি—তোমার কব্জায় ঐ কাল ফিতা বাঁধা কেন? ব্যথা পাইয়াছ? হাত মচ্‌কিয়া গিয়াছে কি?' তিনি বলিলেন,—'না—সে সব কিছু নয়—কিন্তু তোমার নিকট আজি আমি কর-যোড়ে একটি প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে ত?—কাকুতি করিয়া বলিতেছি, তুমি এই ফিতা সম্পর্কে কখনও আমাকে কোন প্রশ্ন করিও না। আমি যত কাল বাঁচিব, এই ফিতাটিও তত কাল আমার হাতে এমনই বাঁধা থাকিবে। তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার প্রাণাধিক। তোমার নিকট আমার কিছুই গোপনীয় নাই। বোধ হয়, আমি কখনও, তোমার কোন অভিপ্রেত-রক্ষায়, কোনরূপ অসম্মতি প্রকাশ কিংবা আপত্তি করি নাই। তুমি জেদ করিলে, আমি অবশ্যই ইহার আমূল-বৃত্তান্ত তোমার নিকট খুলিয়া বলিতে বাধ্য। কিন্তু তাহাতে

তোমার অনিষ্ট ঘটিতে পারে। তাই, আমার বিনীত অনুরোধ, তুমি আমাকে এ বিষয়ে ক্ষমা করিবে।' সার্ মার্টিন ঈষৎ হাস্য-সহকারে বলিলেন, 'তোমার যখন এই সামান্য বিষয়ে এত অনুরোধ, আমি এ সম্পর্কে তোমাকে আর কখনও কিছু জিজ্ঞাসা করিব না।'

ইহার পর, আর কোন কথা হইল না। প্রাতরাশের কার্য্য নীরবে সম্পন্ন হইল। লেডী বেরেস্‌ফোর্ড আজি বড়ই উন্মনস্ক। তিনি যেন কোথা হইতে কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন,—যেন কি একটা পাইবার প্রত্যাশায়, বারংবার চঞ্চলনয়নে দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। কিছু ক্ষণ পরে, তিনি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজিকার ডাক আসিয়াছে কি?' তখনও ডাক আইসে নাই। তিনি ক্ষণে, ক্ষণেই, পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তখনও ডাক আসিয়া পঁহুচে নাই। সার্ মার্টিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ডাকের জন্য এত আকুল কেন? ডাকে কোন জরুরি চিঠি আসিবার কথা আছে কি?' তিনি বলিলেন,—'জরুরি আর কি, মৃত্যুসংবাদ,—লর্ড টাইরণের মৃত্যুসংবাদ আসিতেছে! তিনি, গত মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ চারিটার সময়, তনুত্যাগ করিয়াছেন। ইহা কহিয়াই লেডী বেরেস্‌ফোর্ড, দুই চক্ষু হস্তে ঢাকিয়া, কাঁদিয়া আকুল হইলেন। সার্ মার্টিন নানারূপ প্রিয় কথায় তাঁহার সান্ত্বনা জন্মাইতে চেষ্টা করিয়া, ধীরে ধীরে, বলিলেন,—"আমি জানি তোমার কোন রূপ কুসংস্কার নাই। বোধ হয়, তুমি কল্য রাত্রিতে স্বপ্ন

দেখিয়াছ ; আর সেই স্বপ্নের অসার ও অলীক কাণ্ড সত্য মনে করিয়াই, আজ এমন আকুল ও অধীর হইতেছ।” কথা শেষ হইতে না হইতেই, একটি ভৃত্য, কাল-চিহ্নাঙ্কিত একখানি চিঠি লইয়া ঐ ঘরে প্রবেশ করিল। লেডী বেরেস্‌ফোর্ড, চিঠিখানি দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন,—‘আহা, আহা! যাহা আশঙ্কা করিতেছিলাম, তাহাই হইয়াছে!—লর্ড টাইরণ জীবিত নাই!’

সার্‌ মার্টিন পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন। পত্রখানি লর্ড টাইরণের ষ্টুয়ার্ডের লেখা। উহাতে প্রকৃতই লর্ড টাইরণের মৃত্যুসংবাদ! লেডী বেরেস্‌ফোর্ড, যে তারিখে, যে সময়ে, লর্ড টাইরণের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছিলেন, ঠিক সেই তারিখে, সেই সময়েই, ঐ শোকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছে। সার্‌ মার্টিন চমৎকৃত হইলেন ; এবং আপনার মনের আবেগ কথঞ্চিৎ সংবরণ করিয়া, লেডী বেরেস্‌ফোর্ডকে, শোকসংবরণার্থ, নানাপ্রকারে, প্রবোধ দিতে লাগিলেন। লেডী বেরেস্‌ফোর্ড কিয়ৎকাল স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধির মত রহিয়া, শেষে বলিলেন, আমার শোক নাই,—আমি অনেক ক্ষণ হইল, শোক-সংবরণ ও চিত্তের স্থৈর্য্যসম্পাদন করিয়াছি। যাহা হউক, এই দুঃখের মধ্যেও, তোমাকে আমি একটি আশ্চর্য্য সংবাদ বলিব। তুমি শীঘ্রই একটি পুত্র সন্তান লাভ করিবে। এ সংবাদে কোন সংশয় করিও না। সার্‌ মার্টিন শুনিয়া প্রীতির সহিত বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের হাতের

ঐ কাল ফিতার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি মনে করিলেন লর্ড টাইরণের সহিত লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের আজন্মবন্ধুতা ও অসীম ভালবাসা। বোধ হয়, লেডী বেরেস্‌ফোর্ড টাইরণের লোকান্তরিত আত্মার দর্শন পাইয়াছিলেন।

নির্দ্দিষ্ট কতিপয় মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। লেডী বেরেস্‌ফোর্ড পুত্রবতী হইয়াছেন। সার্ মার্টিন প্রীত ও প্রফুল্ল। কিন্তু লেডী বেরেস্‌ফোর্ড তত সুখী হইতে পারিতেছেন না। সম্মুখে বৈধব্যের আশঙ্কা। পতি আর দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবেন না, এই ভয়ে ও দুঃখে, তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। তিনি নির্জ্জনে সদ্যোজাত শিশুর মুখ পানে তাকাইতেছেন, আর নীরবে অশ্রুপাত করিতেছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন;—ছায়ামূর্ত্তির কথিত একটি কথাও মিথ্যা হইবার নহে। পুত্র জন্মিবার পরে, সার্ মার্টিন চারি বৎসর কএক মাস বাঁচিয়া ছিলেন।

লেডী বেরেস্‌ফোর্ড এখন বিধবা। তিনি, পতিহীনা হইলেও, নিঃসম্বলা নহেন;—পতিপরিত্যক্ত প্রচুর ধনসম্পত্তি তাঁহার ভোগ্য। তিনি, বিপন্না হইলেও, নগণ্যা নহেন;—এখনও পতির গৌরবান্বিত সুপরিচিত নামেই তাঁহার পরিচয়। অপিচ, তিনি, অনাথা হইলেও, অনাশ্রয়া নহেন,—দুটি কন্যা ও একটি শিশু পুত্র তাঁহার প্রাণের সম্বল। কিন্তু, তথাপি তিনি শোকাতুরা, এবং অহোরাত্র বিষাদ-মলিনা ও ক্লিষ্টা। পতিই স্ত্রীলোকের সকল আভরণের শ্রেষ্ঠ আভরণ,—সকল সম্পদের

সার সম্পদ্। বিধবা, যুবতী হইলেও, বৃদ্ধা; রূপবতী হইলেও বিরূপা; এবং প্রাসাদবাসিনী হইলেও, পথের কাঙ্গালিনী। প্রাণের অভ্যন্তরে প্রণয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস;—প্রণয়াস্পদ পতি পরলোকের অন্ধকারে;—শৈশব-সুহৃৎ, সহোদর-সদৃশ লর্ড টাইরণ স্বর্গগত। শোকাতুরা ও দুঃখবিহ্বলা লেডী বেরেস্‌ফোর্ড চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন।

ভারতীয় ঋষির ব্যবস্থানুসারে, বিধবা তপোরত ব্রহ্ম-চারিণী। লেডী বেরেস্‌ফোর্ড যে দেশের বিধবা, সে দেশে বৈধব্য-ব্রতের কোনরূপ কঠোর ব্যবস্থা নাই। কিন্তু তথাপি লেডী বেরেস্‌ফোর্ড, কিঞ্চিৎপরিমাণে যতিধর্ম্মেরই অনুসারিণী হইলেন। তিনি শোক-পরিচ্ছদে শরীর ঢাকিলেন, সর্ব্বপ্রকার সুখ-সম্ভোগ ও বিলাস-বাসনা একবারে পরিত্যাগ করিলেন; এবং যার-পর-নাই দীন-দুঃখিনীর প্রাণে, দুইটি কন্যা ও শিশু পুত্রটিকে বুকে আবরিয়া লইয়া, জীবন্মৃতের ন্যায়, স্বগৃহে নিরুদ্ধ রহিলেন। লেডী বেরেস্‌ফোর্ড কোন সমাজে মিশেন না, ভোজে কিংবা আমোদ-প্রমোদে যোগ-দান করেন না। ছায়ামূর্ত্তির সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী, তাঁহার প্রাণের ভিতরে, প্রতিনিয়তই যেন প্রতিধ্বনিত।

ছায়ামূর্ত্তি বলিয়াছেন,— চিত্তসংযম দ্বারা দ্বিতীয় পতি-গ্রহণের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলে, তাঁহার সমস্ত বিপদ কাটিয়া যাইবে। অতএব, তিনি সর্ব্বদাই সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক ও সাবধান। তিনি 'পার্য্যমাণে' কাহাকেও দেখা দেন

না ; আপনিও কাহারও পানে মুখ তুলিয়া দৃষ্টিপাত করেন না। মানুষের চক্ষুকে বিশ্বাস কি? আর আপনার চঞ্চল মনের প্রতিই বা আস্থা কি? তিনি প্রায়শঃ কোথাও যান না,—যান কেবল একমাত্র প্রতিবেশী ধর্ম্মযাজকের গৃহে। উদ্দেশ্য,—ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্মোপদেশ-গ্রহণে আত্মার পবিত্রতা লাভ।

কিন্তু, নিয়তির কঠোর-কর-রেখাকে কোথায় কবে সাধারণ লোকে অতিক্রম করিতে পারে? কালক্রমে, এই যাজক-গৃহেই লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের অধঃপাত ও সর্ব্বনাশের সূচনা হইল। যাজকের এক পুত্র ছিল। পুত্র প্রস্ফুট যুবা ও প্রিয়দর্শন। কিন্তু, কুসুমের অভ্যন্তরে বিষ-কীটের ন্যায়, তাহার প্রাণের অভ্যন্তরে, অতি প্রবল পাশব-লালসা ও আবিল ভোগ-পিপাসা। একদা কুক্ষণে, যাজক-পুত্রের সহিত লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের চারি চক্ষে মিলন হইল। যুবকের চক্ষু আর ফিরিল না ;—লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের—সেই সন্তানবতী সুন্দরী বিধবার বিষাদমাখা মলিন মুখে, না জানি কি দেখিয়া, কি বুঝিয়া, কি এক বিচিত্র মোহে, যাজক-পুত্রের লালসাকুল নয়ন লাগিয়া রহিল। লেডী বেরেস্‌ফোর্ড অবনত মুখে চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন। অনেক দিন পর, সেই পাণ্ডুর গণ্ডে, ক্ষণকালের তরে, রক্তিমার সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি রুমালের আবরণে তাহা লুকাইয়া ফেলিলেন ; এবং আপনার দুর্ব্বলতায়, আপনি বার-পর-নাই লজ্জা অনুভব করিয়া, ভারাক্রান্ত প্রাণে, গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। এ সংসারে অনেকে একা থাকিতে পারে

না। লেডী বেরেস্‌ফোর্ড এই শ্রেণির মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁহার হৃদয়, শিশুকাল হইতেই, একা থাকিবার জন্য অযোগ্য এবং স্নেহ-লালসায় দুর্ব্বল। তাঁহার প্রাণটা, মহত্ত্ব ও উদারতায় পরিপূর্ণ হইয়াও, এমনই গঠিত যে, উহা যেন মুহূর্ত্তকালও আপনাতে আপনি পরিতৃপ্ত রহিতে অসমর্থ। তথাপি, ভবিষ্যদ্‌-বাণী মনে পড়িল। তিনি সংকল্প করিলেন, যাজক-গৃহে আর কখনও যাইবেন না।

সংকল্প অতি সহজ কথা। সংকল্পরক্ষায়ই প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয়। এই দিন হইতে, রূপসী বিধবা দিনে দশবার সংকল্প করিতেন, দশবারই সেই সংকল্প ভুলিয়া যাইতেন। যাজক-গৃহে যাতায়াতও প্রকৃত থামিল না। তাঁহার চঞ্চল চিত্ত, তাঁহাকে কিছু না বলিয়া, না বুঝিতে দিয়া, ধীরে ধীরে, যেন অজ্ঞাতসারে, ঐ যাজক-পুত্রের পক্ষপাতী হইতে লাগিল। তিনি তাহার পতি-ধ্যান-নিরত পবিত্র হৃদয়ের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন; সেখানে যৌবন-শ্রীসম্পন্ন কাল-সর্প স্বরূপ, যাজক-পুত্রের প্রতিবিম্বও, চোরের ন্যায়, চারি ধারে, ঘুরিয়া ফিরিয়া, বিচরণ করিতেছে। কিন্তু তথাপি, তিনি আপনার চিত্তবৃত্তিকে যথাশক্তি সংযত রাখিতে প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন।

যাজক-পুত্র সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিতে কৃতসংকল্প। প্রথমে পিতামাতার অমত ছিল। শেষে তাঁহারা পুত্রের আগ্রহে বাধ্য হইয়া সম্মতি দিলেন। যুবক, লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণার্থ, উপস্থিত। যুবক, লেডী বেরেস্‌-

ফোর্ডের নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিয়াই, তাহার চরণোপান্তে জানু পাতিয়া উপবেশন করিল, এবং কহিল,—"আমি চলিলাম, —চিরজীবনের তরে চলিলাম। সৈনিক-ব্রতে ব্রতী হইয়াছি। উদ্দেশ্য,—রণ-ক্ষেত্রে প্রাণ-বিসর্জ্জন। আমার হৃদয়ে অন্ধকার। আমার জীবনের সমস্ত সুখ ও ভাবি সুখের আশা চিরকালের তরে অন্তর্হিত হইয়াছে। আমার এই বিপত্তির তুমিই একমাত্র কারণ।" বেরেস্‌ফোর্ডের বিধবা পত্নী, ভালবাসার উদ্বেল প্রবাহ বুকে চাপিয়া রাখিয়া, আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার আত্মার সংকল্প, খর-বাহিনী স্রোতস্বিনীর তট-স্থিত ও তরঙ্গাহত বালুস্তূপের ন্যায়, ভাঙ্গিয়া পড়িল। সংকল্পের দৃঢ়তা, বসন্ত-বাত-স্পৃষ্ট কর্পূরের ন্যায়, উড়িয়া গেল।—অবলার চির-পরিচিত, পর-প্রীতি-কোমল, দুর্ব্বল প্রাণ আপন স্বভাবের পরিচয় প্রদান করিল। দ্বিতীয় পরিণয়ের পরিণাম—ঘোর বিপত্তি ও নিশ্চিত মৃত্যু। ইহা জানিয়াও, প্রণয়-মোহ-মুগ্ধা রমণী নয়ন-জলে ভাসিতে ভাসিতে, সেই অশুভ পরিণয়ের অশুভ প্রস্তাবে,—হায় অতি অশুভক্ষণে—সম্মতি প্রদান করিলেন। তিনি যুবকের সম্পর্কে, রূপজ-মোহ অথবা করুণ-স্নেহকেই প্রণয় বুঝিয়া, বঞ্চিত হইলেন। অদূরদর্শি অবলার উচ্ছ্বসিত প্রীতি, কুসুম-তরু-ভ্রমে, বিষ-বৃক্ষকেই হৃদয়ে আলিঙ্গন করিল।

লেডী বেরেস্‌ফোর্ড এখন যাজক-পুত্রের পত্নী। সে হতভাগ্য যুবক মদ্যপায়ী, অপব্যয়ী ও যত-দূর-সম্ভব স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর। মনুষ্যত্বের প্রায় কোন উপকরণই তাহাতে ছিল না। লেডী

বেরেস্‌ফোর্ড, অল্প কএক দিনের মধ্যেই, তাঁহার নূতন পতির প্রকৃত পরিচয় পাইলেন। পতির দৌরাত্ম্য ও অত্যাচারে, তিনি বিত্তাপচয়ে বিপন্ন, সমাজে বিড়ম্বিত এবং নিজের সংসারে হাড়ে হাড়ে জ্বালাতন হইয়া উঠিলেন। তিনি হত-মূর্খ যুবাকে ভাল-বাসিতেন সেই পর-স্নেহ-লালায়িত প্রাণের টানে; সে তাঁহাকে আদর করিত পশু-ভোগ্য বস্তু জ্ঞানে, এবং অর্থের প্রয়োজনে। লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের সরল হৃদয়ে, পতির স্বার্থপূর্ণ নির্দ্দয় ব্যবহারে, দারুণ আঘাত লাগিল। এখন আর তাঁহার প্রকৃতির সে স্বাভাবিক প্রফুল্লতা নাই,—সে সুখ-সংবর্দ্ধিত, সুশিক্ষা-মার্জ্জিত, সম্ভ্রান্ত-বংশ-সমুচিত সমুচ্চ জীবনের চিহ্ন মাত্রও নাই। আছে ভগ্ন হৃদয়ে, আশার ভস্মস্তূপের নীচে, অনুতাপের তুষানল, আর কাতর-নয়নে অবিরল অশ্রুজল। তিনি অবশেষে এই নীচাশয় দুর্দ্দান্ত পতি হইতে পৃথক্ হইতে বাধ্য হইলেন। পৃথক্ হইলে পরে, ভবিষ্যদ্‌বাণী হয় ত বা ব্যর্থ হইতে পারে, ইহা ভাবিয়াও, তিনি আবার আত্মজীবন-সম্বন্ধে কতকটা আশ্বস্ত রহিলেন। অমন পতির সহিত আর কখনও মিলিত হইবেন না, ইহাই কিছুদিনের তরে তাঁহার দৃঢ় সংকল্প হইল। কিন্তু তাঁহার স্নেহ-তরল চঞ্চল-চিত্ত, দুদিন যাইতে না যাইতেই, আবার মোহমুগ্ধ ও বিবশ হইয়া পড়িল। যাজক-তনয়ের কাকুতি, মিনতি ও প্রতিজ্ঞাবাক্য তাঁহার অভিমান-শূন্য অমায়িক প্রাণের উপর কার্য্য করিতে লাগিল। তিনি, আবার মোহে ভুলিয়া, তাঁহার সহিত পত্নীরূপে সম্মিলিত হইলেন।

অনেকের বিশ্বাস যে, ইয়ুরোপের স্বাধীনা রমণী 'সর্ব্বত্রই' বড় ভাগ্যবতী ও নারীজীবনের সুখ-ভাগিনী। লেডী বেরেস্-ফোর্ডও সেই স্বাধীন দেশেরই স্বাধীনা কুল-কামিনী। তিনি, তাঁহার অর্দ্ধজীবন অশেষ-সম্মান ও সুখ-সমৃদ্ধিতে অতিবাহিত করিয়া, প্রৌঢ়-বয়সে, প্রণয়-মোহে, ধন-মান ও দেহ-প্রাণ একটা অর্ব্বাচীন, অমানুষ যুবকের হাতে তুলিয়া দিলেন। প্রণয়-বিবশা, প্রেম-পিপাসায় আত্মহারা হইয়া, অকূল সাগরে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন,—পাইলেন প্রেমের বিনিময়ে পদাঘাত, আর উদারতার বিনিময়ে, অকথ্য অপমান ও অসহ্য লাঞ্ছনা। অবশেষে অপাত্রে অর্পিত সেই প্রণয় ও জীবন, পুনরায় হাতে পাইয়াও, 'স্বাধীনা' অভাগিনী তাহা রাখিতে পারিলেন না। ইহাই কি স্বাধীনতা? আপনার উপর যাহার বিন্দুমাত্রও আধিপত্য নাই, হায় সেও কি স্বাধীন? যে স্বাধীনতা অনেক সময়েই এইরূপে বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত হয়, সে স্বাধীনতা অপেক্ষা হিন্দুবিধবার কঠোর যতিব্রত, এবং হিন্দুমহিলার অন্তঃপুর-নিরুদ্ধ পরাধীনতাও কি 'বহুস্থলে' সহস্র গুণে শ্লাঘ্য নহে? পতিপ্রাণা ও পূত-হৃদয়া ভারত-ললনা লেডী বেরেস্‌ফোর্ডকে নিতান্ত বিপথ-গামিনী রমণী মনে করিতে পারেন। কিন্তু ইয়ুরোপ ও আমেরিকায়, এইরূপ বিধবা-বিবাহের শত সহস্র বিকৃত-চিত্র অহোরাত্র সমাজের চক্ষে পড়িতেছে; বিজ্ঞ বিচক্ষণ সামাজি-কেরা, সে সকল বিড়ম্বনা দর্শনে, হৃদয়ে কি মনে, কোন অংশেও বিচলিত হইতেছেন না।

দ্বিতীয় পতি হইতে লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের ক্রমে দুইটি কন্যা ও অবশেষে একটি পুত্র জন্মিল। কিন্তু তাঁহার অবিরল-গলিত অশ্রুধারার বিরাম হইল না। তিনি, পুত্রপ্রসবের পর, একদিন গণনা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার সেই মারাত্মক সাতচল্লিশ বৎসর পার হইয়া গিয়াছে। ইহাতে অনুতাপ-দগ্ধ বিপন্না দুঃখিনীর প্রাণে, সেই দুঃখ-রাশির মধ্যেও, যেন ঈষৎ একটু আশার সঞ্চার হইল।

নবজাত পুত্রের বয়স এক মাস হইয়াছে। অদ্য, লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের জন্মদিন। লেডী বেট্টীকব্‌ তাঁহার প্রিয়তমা সখী। জন্মদিন উপলক্ষে, লেডী বেরেস্‌ফোর্ড, প্রিয়সখী বেট্টীকব্‌ ও আরও কতিপয় বন্ধু-বান্ধবকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। প্রাতে সাতটার সময়, তাঁহার দীক্ষাগুরু সেই ধর্ম্মযাজক তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। ধর্ম্ম-যাজকের সহিত তাঁহার আশৈশব ঘনিষ্ঠতা। যাজক জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি শরীরে কেমন আছ?' তিনি বলিলেন,—'এক রকম ভালই আছি। আজ আমার জন্ম দিন আজ আমার আটচল্লিশ বৎসর বয়স আরব্ধ হইল। আপনি অদ্য আমার এখানে আতিথ্য গ্রহণ করিবেন কি?' যাজক বলিলেন,—'কি? তোমার বয়স আটচল্লিশ? না,—না,—এ তোমার নিতান্তই ভ্রম। এ বিষয় তোমার মাতার সহিতও আমার মতদ্বৈধ ও তর্ক হইয়াছিল। কিন্তু এখন জানিতে পাইয়াছি, আমার কথাই ঠিক। এক সপ্তাহ হইল, তুমি যে পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ঘটনা-ক্রমে আমি সেই পল্লীতে

বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানকার জন্ম-রেজেষ্টারী খুঁজিয়া, তোমার জন্ম-তারিখ খাটি জানিয়া আসিয়াছি। তদনুসারে অদ্য তোমার সাতচল্লিশ বৎসর বয়সের আরম্ভ।' লেডী বেরেস্‌ফোর্ড শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, এবং বলিলেন,—'হায়! সত্যই কি আজ আমার সাতচল্লিশ বৎসরের প্রথম দিন,—তবে আর বিলম্ব নাই। আপনি আমার মৃত্যুর ওয়ারেণ্ট জারি করিলেন। আমি আর কএকটি ঘণ্টা মাত্র জীবিত আছি।' এই বলিয়া, তিনি যাজককে তখনই চলিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। কহিলেন—'আপনি এখন আসুন, মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাকে একটা গুরুতর বিষয়ে বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে হইবে।' যাজক, ইহা শুনিয়া এবং শিষ্যার তখনকার সেই ভাব ও অধীর মুখচ্ছবি দেখিয়া. অপ্রস্তুতের ন্যায়, ধীরে ধীরে, বাহিরে গেলেন।

যাজকের চলিয়া যাওয়ার পর, লেডী বেরেস্‌ফোর্ড, তাঁহার প্রথম পক্ষের দ্বাবিংশতি বৎসর-বয়স্ক প্রিয়তম পুত্র ও প্রিয়সখী লেডী কব্‌কে নিকটে ডাকিয়া, আত্মজীবনের সেই লোক-ভয়ঙ্কর গুপ্ত কাহিনী আদ্যোপান্ত খুলিয়া বলিলেন। পুত্র ও সখী, সমস্ত শুনিয়া, একান্ত দুঃখিত, বিস্মিত ও ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি কহিলেন,—'তোমরা ভীত বা দুঃখিত হইও না। আমার ধারণা ছিল, আমার বয়স আটচল্লিশ বৎসর। কিন্তু এক্ষণ নিঃসংশয় রূপে জানিতে পারিয়াছি, আমার বয়স আটচল্লিশ নহে, সাতচল্লিশ। পর-লোক-বাসী ছায়ামূর্ত্তির ভবিষ্যদ্‌বাণী

মিথ্যা হইবার নহে। আমি আর অল্পক্ষণ মাত্র জীবিত আছি। যাহা হউক, আমি এখন আর মৃত্যুকে বিন্দুমাত্রও ভয় করি না। আমি যে অমূল্য ধনে বিশ্বাস হারাইয়া, আজীবন অশেষ-বিশেষে বিড়ম্বিত হইয়াছি, হায়, আমি জীবনের চরম মুহূর্ত্তে সেই আরাধনার ধন ফিরিয়া পাইয়াছি। আমি এক্ষণ প্রকৃত বিশ্বাস-ভক্তির পীযূষ-মন্ত্রে সুরক্ষিত। মনুষ্যের রিপু মৃত্যু। মৃত্যু এখন আমার কি করিবে? বস্তুতঃই আমি এখন নির্ভয় চিত্তে, এই নশ্বর দেহ হইতে চিরদিনের তরে, বিদায় গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। আমার অঙ্গে একটি বিশেষ চিহ্ন আছে। মৃত্যুর সময় আর তাহা ঢাকিয়া রাখা অনাবশ্যক। সখি কব্, তুমি আমার মৃত্যুর পরে, আমার হাতের ফিতাটা খুলিয়া দেখিও; আর বৎস, তুমিও ফিতা ঢাকা স্থানটি একবার দেখিয়া রাখিও।' এই বলিয়া পুত্রকে সম্ভাষণ করিয়া পুনরপি কহিলেন,—'বাবা, তোমার জন্ম-দুঃখিনী বিপথ-গামিনী, পতিতা জননী, জন্মের মত বিদায় লইতেছে। বৎস, আশীর্ব্বাদ করিও, তোমার দুঃখিনী মায়ের যেন অন্তিমে সদ্গতি হয়। আর আমার একটি অনুরোধ রাখিও। যদি জীবনে সুখী হইতে চাও, তাহা হইলে যে রূপে পার, লর্ড টাইরণের কন্যার সহিত পরিণীত হইও। আমি এখন একটু ঘুমাই, তোমরা স্থানান্তরে প্রতীক্ষা কর।'

পুত্র ও সখী সাশ্রুনেত্রে সে গৃহ ত্যাগ করিলেন। একটি পরিচারিকা মাত্র সেই কক্ষে নীরবে বসিয়া রহিল। দেড় ঘণ্টা কাল আর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। অনন্তর হঠাৎ

একটি করুণ শব্দ কানে পশিল। পুত্র ও সখী দ্রুতবেগে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন,—শয্যাতলে লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের শূন্য দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। উভয়ে জানু পাতিয়া শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। লেডী কব্‌ সখীর হাতখানি ধরিয়া উঠাইলেন, এবং ফিতা খুলিয়া দেখিলেন, লেডী বেরেস্‌ফোর্ড যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কর-গ্রন্থির পেশী সকল সঙ্কুচিত ও স্নায়ুসমূহ বিশুষ্ক!

কালে লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের পুত্র লর্ড টাইরণের কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া জীবনে সুখী হইয়াছিলেন। পকেট-বুক ও ফিতা লেডী কবের নিকটে ছিল। তিনি, তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে, বহু বার বহু বিজ্ঞ লোকের নিকট, শপথ-পূর্ব্বক এই কাহিনীর সত্যতা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ইংলণ্ডের যে সকল সুসমৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত লোক এই কাহিনী লইয়া আন্দোলন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে অধুনাতন আধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের নামও শোনেন নাই। কিন্তু তথাপি তাঁহারা প্রকৃত বৃত্তান্তে অবিশ্বাস করিতে সাহস পান নাই। যাঁহারা বিশ্বাসী, তাঁহারা ইহার সমস্ত ঘটনায়ই বিধাতার কর-রেখা পাঠ করিয়া ভয় ও ভক্তিতে মাথা নোয়াইয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে, লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের জন্যও, চরমে মুক্তি ও চিরন্তনী সুখ-শান্তি ব্যবস্থাপিত রহিয়াছে। কিন্তু, তাহা পরত্র ও উচ্চতর ধামে,—এবং আরও বহুবিধ শিক্ষাজনক পরীক্ষার পরে।

সপ্তম অধ্যায়।

উপক্রম।

যাহা অসম্ভব, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা নিশ্চয়ই বড় দুষ্কর। এই নিমিত্ত, বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের কথা উঠিলেই, লোকে সম্ভব আর অসম্ভবের কথা লইয়া সর্ব্বাগ্রে তর্ক বিতর্ক করিয়া থাকে।

কবি ও ঐতিহাসিকের আনন্দ-স্মৃতি-রূপিণী নর্ম্মদার তটে অদ্যাপি একটি বিশাল বটবৃক্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐতিহাসি-কেরা কহিয়াছেন যে, এক সময়ে, দশ হাজার লোক, উহার শাখাপ্রশাখা-সমাচ্ছাদিত ছায়াভূমিতে আশ্রয় লইয়া, যার-পর-নাই সুখে অবস্থান করিয়াছিল। এ কথা অসম্ভব বোধ হয় না। কারণ, মনুষ্য সেই ছায়াভূমির দীঘ ও পাশ মাপিয়া দেখিয়াছে, এবং পরিমাপের প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা জানিতে পাইয়াছে যে, সেখানে দশ হাজার লোক এখনও অনায়াসে অবস্থান করিতে পারে।

পক্ষান্তরে, ঐতিহাসিকেরা ইহাও কহিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের উদার-মতি রাজ্যেশ্বর, রাজ্যবিপ্লব-বিপন্ন প্রথম চার্ল্‌স্‌, নর্দ্দামটন-শায়ার নামক প্রদেশের অন্তর্গত ডেণ্ট্রি নামক স্থানে, সসৈন্যে অবস্থান কালে, নেস্‌বীর যুদ্ধের পূর্ব্বদিন, অর্থাৎ ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন, অপরাহ্ণে, ক্রমে দুইবার, তদীয় ভূত-পূর্ব্ব সুহৃৎ ও মন্ত্রী ষ্ট্রাফোর্ডের ছায়ামূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। ছায়ামূর্ত্তি ঐ দিন, ক্রমে, তাঁহাকে দুইবার দেখা দিয়াছিলেন, এবং দুইবারই যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। প্রথম চার্ল্‌স্‌, সে নিষেধ না মানিয়া, নেস্‌বীর যুদ্ধে, কিরূপ ঘোরতর বিপদে নিপতিত হন, তাহা সকলেই জানেন। ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে অনেকে উল্লিখিতরূপ ছায়ামূর্ত্তি দর্শনের অশেষ প্রামাণিক কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, অধিকাংশ মনুষ্যই সে সকল কাহিনী বিশ্বাস করিতে পারেন না। কেন না, কাহিনীগুলি অসম্ভব।

কিন্তু, বিধাতার এই অনন্ত-সূত্র-জড়িত বিচিত্র জগতে, কি সম্ভব আর কি অসম্ভব, তাহা আমরা, আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিতে, সকল সময়ে, সহজে অবধারণ করিতে পারি কি? নর্ম্মদার তট-শোভী ঐ বিশাল-বট, এক সময়ে, নয়নের অদৃশ্য অতি-ক্ষুদ্র একটি বীজের মধ্যে, কি ভাবে নিহিত ছিল, এবং কিরূপে সেই বীজ হইতে বহির্গত হইয়া, ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া, ঐরূপ বিরাট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল, আমরা সেই সম্ভব অথবা অসম্ভব কথার তত্ত্ব-পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হই কি?

ছায়ামূর্ত্তিসম্পর্কে দুইটি কথাই সাধারণ লোকের নিকট অসম্ভব বোধ হইয়া থাকে। (১) জীবাত্মার সূক্ষ্মদেহ-ধারণ ;—(২) সেই সূক্ষ্ম-দেহের আশ্রয়ে, সময়ে সময়ে, মনুষ্যকে দর্শন-দান ও মনুষ্যের সহিত কথোপকথন।

যাঁহাদিগের বুদ্ধি, বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সাহায্যে, বিচারশক্তি লাভ করিয়াছে, তাঁহাদিগের নিকট এই দুই কথার একটিও অসম্ভব বোধ হয় না। কারণ, তাঁহারা প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় জানেন যে, বায়ু ও বিদ্যুৎ যেমন লোক-চক্ষুর অদৃশ্য হইয়াও, সূক্ষ্ম অবস্থায় অবস্থিত রহে ও সংসারে নিরন্তর কার্য্য করে মনুষ্যের আত্মাও সেইরূপ, মৃণ্ময় স্থূলদেহ পরিত্যাগের পর, সূক্ষ্মতর আকাশিক দেহে, পরিচয়ের উপযোগি আকৃতিতে, জীবিত ও অবস্থিত রহিতে পারে ; এবং সেই সূক্ষ্মতর দেহের আশ্রয়ে, নিয়ম বিশেষের সহায়তায়, মনুষ্যকে দর্শন দান ও মনুষ্যের সহিত কথোপকথন প্রভৃতি কার্য্য করিতে সক্ষম হয়।

এ বিষয়ে অধ্যাত্ম-তাত্ত্বিকদিগের উপদেশ অপেক্ষা অজ্ঞমানী (অর্থাৎ Agnostic) অথবা জড়-বিজ্ঞানী সম্প্রদায়ের জগদ্বিখ্যাত গুরু যন ষ্টুয়ার্ট মিলের কথা পাঠকদিগের মধ্যে অনেকের নিকট অধিকতর প্রামাণিক বোধ হইবে। মিলের নামে, পঞ্চাশ বৎসর কাল, পৃথিবীর মনস্বি-মণ্ডলে দোহাই চলিয়াছে। মিল এখন পর্য্যন্তও বহুলোকের মনোরাজ্যে অধীশ্বরের আসনে আসীন। মিল বলিয়াছেন, "হৃদয়ের ভাব, আর মনের চিন্তা,

যেমন প্রকৃত বস্তু, সংসারের আর কিছুই তেমন নহে। আমরা আমাদিগের প্রত্যক্ষ জ্ঞানে, শুধু এই দুই বস্তুকেই প্রকৃত বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতে পারি।" *

মিলের এই কথার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, হৃদয়ের ভাব ও মনের চিন্তা যাহাকে আশ্রয় করিয়া, জগতে প্রকাশিত হয়, সেই জীবাত্মাও জড় বস্তু হইতে অধিকতর সার-বিশিষ্ট প্রকৃত বস্তু, এবং সুতরাং অবিনাশী। অসার জড় বস্তুরই যদি কোনরূপে বিনাশ (annihilation) হইতে না পারে, তাহা হইলে সারত্বে উচ্চতর জীবাত্মার সম্পর্কে বিনাশের সম্ভাবনা থাকে কোথায়?

তবে, এখানে একটা গুরুতর কথা অমুক্ত রহিতেছে। জীবাত্মা কি, জড় দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও, মনে কোনরূপ চিন্তা, হৃদয়ে কোনরূপ ভাব, এবং চিত্তে কোনরূপ ইচ্ছা পোষণ করিতে পারে? মিল, এ বিষয়ে, অধিকতর স্পষ্টকণ্ঠে, স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন,—"এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, আমরা এখানে যে সকল চিন্তা, ভাব ও ইচ্ছা এবং অনুভূতি লইয়া জীবিত আছি, ঠিক সে গুলিই, দেহত্যাগের পরও, এমনই

* অনুবাদ আশার অনুরূপ সরল ও শুদ্ধ হইল না বলিয়া মূল লেখা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। 'Feeling and thought are much more real than any thing else : they are the only things which we directly know to be real.'

থাকিয়া যাইতে,—অথবা আর এক স্থানে, আর এক অবস্থায়, আবার আরব্ধ হইতে পারে?" *

মিলের এই সাক্ষ্যের পর, বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্যের আর কিছু বাকী রহিল কি? বাকী রহিল প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য। যাহা হইতে পারে, তাহা যে অবশ্যই হইয়াছে, ইহা কেহ চক্ষে না দেখিলে কেমন করিয়া মানিব? এ কথা সঙ্গত কথা। কিন্তু আত্মার অবিনশ্বরতা এবং লোকান্তর-গত আত্মার দর্শনাদি বিষয়ে, প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যেরও অভাব নাই।

এই যে আমি এই প্রবন্ধটি লিখিতেছি, এই সময়ে, একটি সপ্ততিবর্ষ-বয়স্ক, সম্ভ্রান্ত ইংরেজ আমাদিগের সমক্ষে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তিনি সমক্ষে বসিয়া, সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া, আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ কহিতেছেন,—"আপনি লিখুন, আমি চক্ষে দেখিয়াছি। আমি এবং আমার একটি বিশ্বস্ত সুহৃদ্—আমরা দুই জনে—এক স্থানে, একই সময়ে, দুই তিনটা উজ্জ্বল দীপের প্রখর আলোকে, চক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহা মনের ধাঁধাঁ, অথবা মিথ্যা কল্পনা হইতে পারে না। আমরা এই নগরের কোন একটি পুরাতন গৃহে, একদা রাত্রি ঠিক সাড়ে এগারটার সময়ে, আমাদিগের একটি সুপরিচিত স্বর্গগত সুহৃদের

* "We may suppose that the same thoughts, emotions, volitions, and even sensations which we have here, may persist or recommence somewhere else under other conditions."

ছায়ামুর্ত্তিকে, একটা কুঠুরীর মধ্যে,—সেই কুঠুরীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বহুক্ষণ বিষণ্ণভাবে পাদচারণ করিতে দেখিয়াছি। যাহা চক্ষে দেখিয়াছি, তাহা কিরূপে অবিশ্বাস করিব ?"

আমি এই স্থানে যাঁহার সাক্ষ্য উপস্থাপন করিলাম, তিনি তাঁহার নাম স্বাক্ষর করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহার মত আরও অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি,—বহুজ্ঞ হিন্দু, বিজ্ঞবিচক্ষণ মুসলমান, এবং বহুদর্শী ও বিশ্বাসী ব্রাহ্ম, নিজ নিজ প্রত্যক্ষ পরিজ্ঞাত বিষয়ের সাক্ষ্য সম্পর্কে, নাম-স্বাক্ষর করিতে সম্মত। কিন্তু, তাঁহাদিগের নামের মহিমা কি ? বঙ্গীয় পাঠকদিগের মধ্যে কে তাঁহাদিগকে চিনিবেন ? চিনিলেও, কয়জনে তাঁহাদিগের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া, আপনার স্বর্গগত পিতৃপুরুষকে প্রকৃত প্রস্তাবে জীবিত জ্ঞানে, তদীয় পারলৌকিক মঙ্গলার্থ প্রার্থনা কিংবা পিতৃতর্পণ করিতে প্রস্তুত হইবেন ?

আমি, এই হেতু, আজি পাঠককে দুইটি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও পরীক্ষণ-পটু বৈজ্ঞানিকের প্রত্যক্ষ দৃষ্টিমূলক সাক্ষ্য উপহার দিব ;—যাঁহাদিগকে সকলেই চিনে, সকলেই জানে, অথবা যাঁহাদিগকে না জানিলে নিজ নিজ মূর্খতা মাত্র প্রমাণিত হয়, তাদৃশ লোকের সাক্ষ্য প্রদান করিব। যদি কাহারও হৃদয়, এইরূপ সাক্ষ্যেও অস্পৃষ্ট রহে, তাহা হইলে বুঝিব, তিনি এ বিষয়ে, আরও কিছুকাল, একবারে অন্ধকারে রহিলেন।

বঙ্গদেশের বালকেরাও, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসাদাৎ, প্রফেসর

ডি মরগেনের নামে অনুরক্ত। ডি মরগেনের সহিত কাব্য-উপন্যাস অথবা রসের কথার কোন দিনও কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি গণিত-বিজ্ঞানের কঠোর তত্ত্ব ও কৃচ্ছ্রসাধ্য গণনা লইয়াই জীবন যাপন করিয়াছেন; এবং যে সকল কথা, গণিত-শাস্ত্রের সিদ্ধান্তনিচয়ের ন্যায়, সার সত্য বলিয়া গৃহীত না হইতে পারে, তাহা ঘৃণার সহিত উড়াইয়া দিয়াছেন। ডি মরগেন "জড়বস্তু হইতে জীবাত্মা" * নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"আমি চক্ষে দেখিয়াছি, কর্ণে শুনিয়াছি। যাহা চক্ষে দেখিয়াছি ও কর্ণে শুনিয়াছি, তাহাতে অধ্যাত্মতত্ত্বে অবিশ্বাস করা একবারে অসম্ভব।"

ইয়ুরোপের বিদ্যুদ্‌-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতবর্গ যাঁহাকে আপনাদিগের শিক্ষক বলিয়া পূজা করিয়াছেন,—যিনি সুদীর্ঘকাল ইংলণ্ড ও আমেরিকার অন্তর্জাতীয় টেলিগ্রাফ কোম্পানীর প্রধান বৈদ্যুতিক ও ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, এবং সাগরের অতলগর্ভে তারে তারে তাড়িত-বার্ত্তা প্রেরণ বিষয়ে সার্‌ মাইকেল ফ্যারাডে এবং সার্‌ উইলিয়ম টম্‌সনকে সবিশেষ সহায়তা করেন, সেই সর্ব্বজন-সুবিদিত সি এফ ভার্‌লী, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে, ইহা স্বহস্তে লিখিয়া

* পাঠক "Matter to Spirit" নামক তাত্ত্বিক গ্রন্থখানি নিজে পড়িলেই ভাল হয়। ঐ গ্রন্থেরই দুইটি পংক্তি, এই স্থানে উদ্ধৃত হইল। "I have both seen and heard, in a manner which would make unbelief impossible regarding things called spiritual."

গিয়াছেন,—"পঁচিশ বছর পূর্ব্বে আমি বড় কঠোর-মস্তিষ্ক অবিশ্বাসী ছিলাম। তার পর, আমার আত্ম-পরিবারের মধ্যে, অকস্মাৎ এবং নিতান্ত অচিন্তিতপ্রকারে, ছায়াদর্শন-সংক্রান্ত নানাপ্রকার আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইতে লাগিল। *** আমি বাধ্য হইয়া অনুসন্ধান করিলাম। অনুসন্ধানের জন্য অনেক প্রকার কল-কৌশল করিলাম। সে সকল কল-কৌশল এমন ছিল যে, কাহারও কোন রূপ স্বার্থ-শঠতা অথবা আত্মবঞ্চনার সম্পর্ক থাকিলে, তাহা ধরা না পড়িয়া যাইত না। ঐরূপ বহু অনুসন্ধানের পর, ইহাই আমার দৃঢ় প্রতীতি হইল যে, অধ্যাত্ম ঘটনা-নিচয় প্রকৃত সত্য। সে বিষয়ে আর প্রমাণের অভাব নাই। প্রমাণ স্তূপীকৃত; এবং সে প্রমাণ সমূহকে উপেক্ষা করিবার দিন এই ক্ষণ অতীত হইয়াছে। *

এই স্তূপীকৃত প্রমাণের কথা মনে রাখিলে, আত্মিক কাহিনী সকলের নিকটই উপন্যাস অপেক্ষা উচ্চতর পদার্থরূপে প্রতীয়মান হইবে; এবং উহার প্রত্যেক ঘটনা মনুষ্যের আত্মাকে, অন্ততঃ মুহূর্ত্তের তরে, পরলোকের তত্ত্ব চিন্তা করিতে বাধ্য করিবে।

* "Twenty-five years ago, I was a hard-headed unbeliever. ... Spirit phenomena, however, suddenly and quite unexpectedly, were soon after developed in my own family. ... That the phenomena occur there is overwhelming evidence, and it is too late now to deny their existence." C. F. Varley, the distinguished English Electrician &c. &c.

পাঠক ও পাঠিকা এইক্ষণ ডি মরগেন এবং সি এফ ভার্লীর মহাবাক্য অথবা মনোগ্রাহি মহাসাক্ষ্য স্মরণে রাখিয়া নিম্নলিখিত অশ্রুতপূর্ব্ব ও আশ্চর্য্য কাহিনীটি পাঠ করুন।

আত্মিক-কাহিনী।

প্রেম-সমুদ্রে প্রাণনাশি বিষ।

জর্ম্মণীর অন্তর্গত কোন একটি ক্ষুদ্র নগরের এক ক্ষুদ্র গৃহে, পতি-মনোমোহিনী মিন্না একাকিনী উপবিষ্টা। বেলা দ্বিপ্রহর অতীতপ্রায়। কিন্তু তথাপি মিন্নার বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ হইতেছে না। মিন্না সুন্দরী ও যুবতী। কিন্তু, মিন্নার মুখশ্রী, নিদাঘ-দগ্ধ গোলাপের ন্যায়, আজি মলিন ও বিশুষ্ক। ভাবনা-কুঞ্চিত নিটোল ললাটে অল্প অল্প স্বেদ-বিন্দু। নয়নে শূন্য দৃষ্টি। যৌবন-সুলভ সরস-হাসির সুখ-নিবাস-স্বরূপ অধর-প্রান্ত আজি বিষাদ-ভারাক্রান্ত। রমণী, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, আপনা আপনি কহিলেন;—"হায়, এ কালসমরের কি শেষ নাই!—আজ আমার প্রাণটা এমন হইল কেন?—তিনি কুশলে আছেন ত?"

অল্প দিন হয়, মিন্নার বিবাহ হইয়াছে। তাঁহার পতি যুবক, সর্ব্বাংশেই শ্রীমান্ ও বলিষ্ঠ। মিন্না যেমন পতি-প্রেমমুগ্ধা ও পতি-গত-প্রাণা; তাঁহার পতিও তেমনই পত্নী-সুখানুরাগী, প্রেমিক, ও পত্নীগতপ্রাণ। পতি সৈনিক পুরুষ। তিনি, এইক্ষণ তাঁহার প্রিয়তমা মিন্না হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, সমর-

ক্ষেত্রে সংগ্রাম-কার্য্যে ব্যাপৃত। এই হেতুই, মিন্নার মুখখানি অমন মলিন; এই হেতুই, তিনি ঐরূপ চিন্তাকুলা ও বিষণ্ণা। মিন্না যাঁহাকে, তিলেকের তরে, না দেখিতে পাইলে, পৃথিবী আঁধার দেখিতেন, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলিয়া যাইতেছে, তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন না। মিন্না জীবন্মৃতবৎ আত্মহারা।

যুদ্ধযাত্রাসময়ে, মিন্না, গবাক্ষপার্শ্বে দাঁড়াইয়া, রণ-বেশে সজ্জিত পতির বীর-মূর্ত্তিখানি তৃষিত-নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। পতিও, যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গিয়াছিল, ততক্ষণ বারংবার পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া, ঐ গবাক্ষের দিকে কর-স্থিত রুমাল উড়াইয়া উড়াইয়া, সঙ্কেতে বিদায়ি-সম্ভাষণ জানাইতেছিলেন। মিন্নার মানস-নেত্র এখনও যেন প্রতিনিয়ত সেই দৃশ্যই দেখিতেছে;—এখনও যেন, তাঁহার কর্ণ, ক্ষণে ক্ষণেই, সেই শ্রেণীবদ্ধ ঘোটকসমূহের সম-বিক্ষিপ্ত পদ-শব্দ শুনিয়া চমকিয়া চমকিয়া উঠিতেছে। মিন্না একবার সেই গবাক্ষের নিকটে যাইতেছেন, আবার ফিরিয়া আসিয়া অবসন্নপ্রাণে বসিয়া পড়িতেছেন। আজ আর তিনি কোন প্রকারেই প্রাণে শান্তি পাইতেছেন না।

হঠাৎ সিঁড়িতে শব্দ হইল। মিন্না সেই দিকে কর্ণপাত করিলেন। শুনিলেন, পায়ের শব্দ। কিন্তু ঐ পদ-শব্দ কোন আগন্তুকের নহে,—উহা শ্রুত-পূর্ব্ব ও চির-পরিচিত। যুবতী ত্রস্তভাবে গাত্রোত্থান করিলেন। এক পদ অগ্রসর

হইতে না হইতেই, দরোজা খুলিয়া গেল; দেখিলেন,— সম্মুখে পতি দণ্ডায়মান! শরীরে সৈনিক সজ্জা। কিন্তু সে সজ্জা ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও রুধিরাক্ত। ললাটে গভীর ক্ষত। ক্ষত-মুখে তীর-বেগে শোণিত-ধারা প্রবাহিত। প্রাণাধিক প্রিয়তমের এই ভয়াবহ শোচনীয় মূর্ত্তি অকস্মাৎ দেখিতে পাইয়া, মিন্নার বুক ধড়ফড় করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া যাইয়া, আহত পতিকে বুকে আবরিয়া লন। কিন্তু পারিলেন না। ভীতি ও বিস্ময়ে পদদ্বয় অচল ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। তিনি বজ্রাহতার ন্যায় আড়ষ্ট ও অর্দ্ধমূর্চ্ছাপন্ন অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। মুখে বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না।

মূর্ত্তি মিন্নার পানে কাতর-নয়নে তাকাইয়া বলিলেন,— "মিন্না, তুমি বিস্মিত ও ভীত হইয়াছ। ভয় ত্যাগ কর, আমি যাহা বলিতেছি, স্থিরচিত্তে শুন। এই যে, আমার ললাটে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন দেখিতেছ, এই সাংঘাতিক আঘাতেই, অদ্য রণ-ক্ষেত্রে, পৃথিবীর সম্পর্কে, আমার মৃত্যু হইয়াছে। মনে আছে ত, আমরা উভয়ে, এক দিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আমাদিগের মধ্যে, অগ্রে যাহার মৃত্যু হইবে, সে-ই অন্যের সমীপে, আত্মিক-দেহে উপস্থিত হইব। আমি সেই প্রতিজ্ঞাপালনার্থই তোমাকে এই বেশে দেখা দিতে আসিয়াছি। তুমি আমার বিয়োগ-দুঃখে শোকাতুর ও অধীর হইও না। পর-লোকেও আমি তোমাকে ভুলিতে পারিতেছি

না। এখন পূর্ব্বাপেক্ষাও আমি তোমার অধিকতর নিকটস্থ। যখন প্রবৃত্তি ও শক্তি হইবে, তখনই তোমাকে দেখা দিব। প্রিয়তমে, তুমি, আমাকে দেখিয়া পাছে ভয় পাও, এই জন্য যখনই আসিব, তখনই পূর্ব্বে একটি ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় শব্দ করিব। তুমি সে শব্দ শুনিতে পাইবে; আমি সে সময়ে তোমার কর্ণের নিকট বলিব,—'মিন্না, আমি আসিয়াছি'।" ইহা বলিতে না বলিতেই ছায়ামূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল।

মিন্না ক্ষণকাল আত্মবিস্মৃত ও বিমূঢ় হইয়া রহিলেন। ইহার পর, যখন একটুকু প্রকৃতিস্থ হইলেন,—তখন তাঁহার মনে এই ভাবনার উদয় হইল;—"স্বামী এরূপ ভয়ঙ্কর বেশে অকস্মাৎ দেখা দিয়া কোথায় অন্তর্দ্ধান করিলেন! ইহা কি দেখিলাম! তবে কি সত্য সত্যই প্রিয়তম স্বর্গগত হইয়াছেন! তবে কি সত্য সত্যই আজি সমর-ক্ষেত্রে অভাগিনীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে!"— ইত্যাদি উৎকট ভাবনায় তিনি একান্ত আকুল হইয়া পড়িলেন। নয়নে ধারা বহিল। রণ-ক্ষেত্রের সংবাদ জানিবার জন্য পাগলিনীর ন্যায় অধীর হইয়া উঠিলেন।

দুই চারি দিনের মধ্যেই সংবাদ আসিল। প্রকৃতই তাঁহার স্বামী ঐ দিন রণ-ক্ষেত্রে তনুত্যাগ করিয়াছেন। এই নিদারুণ শোক-সংবাদে পতিপ্রেম-বিহ্বলা মিন্নার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি কখনও বা মূর্চ্ছিত এবং কখনও বা অশ্রুজলে আপ্লুত হইতে লাগিলেন।

মিন্নার আপনার জন কেহ নাই। এ দুঃসময়ে কে তাঁহার সংবাদ লইবে? কে দুটি প্রীতিকর মিঠা কথা কহিয়া তাঁহার পোড়া প্রাণে শান্তি দান করিবে? কিন্তু এক অদ্ভুত ও বিচিত্র ঘটনা, এই দুঃসহ শোকে, একটু শান্তির উপায় বিধান করিল। এই সময় হইতে, পতির ছায়ামূর্ত্তি প্রতিনিয়তই তাঁহার সন্নিহিত হইতে লাগিল। মিন্না, শোকে দুঃখে, যখন বড় বেসী আকুল হইতেন, তখনই টুন্ করিয়া একটি মৃদু ঘণ্টাধ্বনির মত শব্দ হইত; এবং তাঁহার কানের কাছে, তাঁহার চির-পরিচিত প্রিয়কণ্ঠে,—"মিন্না, এই ত আমি আসিয়াছি," এই ক'টি কথা মৃদু মৃদু উচ্চারিত হইত।

প্রথম প্রথম ঘণ্টাধ্বনির মত শব্দ শুনিয়া মিন্না শিহরিয়া উঠিতেন, এবং কেমন একটা আতঙ্কের ভাবে অবশ ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেন। কিন্তু, এ অবস্থা অনেক দিন রহিল না। দিন দিনই ভয় কমিয়া আসিল। তিনি, কিছু দিন পরে, পতির ছায়ামূর্ত্তি দর্শনে, ভীতির পরিবর্ত্তে প্রীতি, এবং উহার সহিত আলাপে, আতঙ্কের পরিবর্ত্তে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। এমন কি, অবশেষে, কতক্ষণে ছায়ামূর্ত্তির দেখা পাইবেন, এই আশায় উৎসুক-চিত্তে বসিয়া থাকিতেন; এবং একটি বিবেক-ধর্ম্মপরায়ণা বৃদ্ধা প্রতিবেশিনী ও বাড়ীর একটি পরিচারিকাকে আত্মজীবনের এই আশ্চর্য্যকাহিনী সবিশেষ জানাইতেন।

মিন্নার বৈধব্যব্রত ভঙ্গ হইল না। কিন্তু বৈধব্যদুঃখ দূর হইয়া গেল। এই এক বিচিত্র ভাবে, চির-জ্বালা-দগ্ধ বৈধব্যও যেন, তাঁহার পক্ষে, চিত্তপ্রীতিকর হইয়া উঠিল। ছায়ামূর্ত্তি বলিতেন,—"আমি এইরূপে, প্রতিদিনই, তোমাকে দেখা দিব; প্রতিনিয়তই, পরিরক্ষকের মত, তোমার কাছে কাছে থাকিব।" তিনিও বলিতেন,—"আমি আর ইহ জীবনে পত্যন্তর গ্রহণ করিব না;—এবং কালে যখন এই মৃণ্ময় তনুপিঞ্জর হইতে পরিমুক্ত হইব, তখন তোমার মতন হইয়া, তোমারই সঙ্গে মিশিয়া যাইব। ইহাই আমার জীবনের চরম সুখ ও শেষ আকাঙ্ক্ষা।"

মিন্নার মুখে এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য শুনিলেই, ছায়ামূর্ত্তির মুখখানি গম্ভীর ভাব ধারণ করিত, এবং তিনি কহিতেন,— "মিন্না, মনে যাহাই থাকুক, সাবধান, কোনরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইও না। তুমি স্বাধীনা; প্রবৃত্তি হয়, আবার বিবাহ করিবে; প্রবৃত্তি না হয়, না করিবে। কিন্তু, বিবাহ করিবে না বলিয়া, প্রতিজ্ঞা করিও না।" কিন্তু, মিন্না সে নিষেধ মানিতেন না। কেন না, ঐ প্রকার প্রতিজ্ঞায় প্রেমময়ীর মনে বড়ই আত্মগৌরবের আনন্দ। তিনি পতিমূর্ত্তির নিকট যেমন পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিতেন, আপনার বিশ্বস্ত প্রতিবেশিনীকেও সে প্রতিজ্ঞার কথা জানাইতে ভালবাসিতেন।

অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। মিন্না এখন বিধবার মলিন বেশ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি এখন, সময়ে সময়ে, নাচ

ও ভোজ ইত্যাদি উৎসবেও যোগদান করেন। কিন্তু এখনও তাঁহার পতিগত পবিত্র প্রাণে প্রকৃত কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

একদা, রজনীযোগে, এক ভোজের উৎসবে মিন্নার নিমন্ত্রণ হইল। ভোজের সঙ্গে 'বল' বা নৃত্যের অনুষ্ঠান হইবে। মিন্না নৃত্যের সাজে সজ্জিত হইয়া ভোজ-স্থানে উপস্থিত হইলেন। উৎসব-গৃহে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। নিমন্ত্রিতদিগের মধ্যে ফ্লোরেন্সের একটি যুবকের প্রতি মিন্নার নয়ন আকৃষ্ট হইল। শুধু নয়ন আকৃষ্ট হইল, এমন নহে; মনেও একটু ভাবান্তর জন্মিল। বৈধব্যের পরে, যে ভাব, তিলেকের তরেও, মিন্নার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই, আজি সহসা, সেই ভাব জোর করিয়া তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়া লইল। যুবক ও যুবতী উভয়েই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট। চোখে চোখে মনের বিনিময় হইতে লাগিল। মিন্না ভাবিলেন,—জীবনে আর কখনও বুঝি বা সর্ব্বাংশে এমন প্রিয়-দর্শন, প্রিয়ভাষী ও সুরসিক যুবা পুরুষ তাঁহার নয়ন-পথের পথিক হন নাই। তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলেন; এবং যুবকের সানুরাগ অনুরোধে ভুলিয়া, রোমাঞ্চিত কলেবরে, তাঁহার সহিত নৃত্যে যোগদান করিতে চলিলেন। কিন্তু, অমনই, তাঁহার কানের কাছে, তাঁহার বৈধব্যজীবনের পথ-প্রদর্শক সেই নিত্যশ্রুত ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মিন্না উহা শুনিয়াও যেন শুনিলেন না। সন্নিহিত কোন কোন ব্যক্তি

সহসা ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিলেন। মিন্না আর তখন আপনাতে আপনি নহেন, একবারে ফ্লোরেণ্টাইন যুবকের নব ভাবে নিমগ্ন। তাঁহার কর্ণে ঐ মৃদু ঘণ্টাধ্বনি স্থান পাইবে কেন?

ঘণ্টা আবার বাজিল। এবার আর সে মৃদুমধুর ধ্বনি নহে, মৃত্যুকালীন ঘণ্টাশব্দবৎ সুগভীর শোক-ধ্বনি। কি বিচিত্র! উৎসব-গৃহের সকলেই উহা শুনিতে পাইলেন, শুনিয়া চমকিত হইলেন। "মিন্না এই যে আমি", এই কথাটিও ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মিন্নার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইল। সন্নিহিত লোকেরাও, ইহা স্পষ্ট শুনিতে পাইয়া, কে কোথা হইতে এই কথা কহিল, জানিবার জন্য, উৎসুক-নেত্রে, চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। মিন্না চমকিয়া উঠিলেন, এবং ভয়-চকিত-চক্ষে সম্মুখস্থিত আয়নার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, উহাতে তাঁহার নিজ প্রতিবিম্বের উপরিভাগে স্বামীর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়াছে! যুবতী অমনই, অস্ফুট স্বরে, "ঐ ত আমার স্বামী"—এই বলিয়া চীৎকার করিলেন, এবং মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। শুশ্রূষার জন্য অনেকেই দ্রুতবেগে তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। কিন্তু কে আর কাহার শুশ্রূষা করিবে? তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, মূর্চ্ছা নহে,—মৃত্যু।—মিন্না তাহার দেহে নাই। পক্ষিণী উড়িয়া গিয়াছে। শূন্য পিঞ্জর ধূলায় লুটাইতেছে। ফ্লোরেণ্টাইন যুবকের নয়ন-প্রান্তে এক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া

পড়িল। উৎসব-গৃহ স্তম্ভিত, বিস্মিত ও বিষণ্ণ। নাচ ও ভোজ বন্ধ হইয়া গেল। সকলেই এই অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ঘটনা সম্বন্ধে, নানারূপ আলোচনা করিতে করিতে, আপন আপন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মিন্না যদি, তদীয় স্বর্গগত পতির ছায়ামূর্ত্তিসন্নিধানে, তাদৃশ কঠোর বৈধব্যব্রতের প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ না হইতেন, বোধ হয়, তাহা হইলে, তাঁহার পক্ষে ভাল হইত। তাঁহার এ মৃত্যু ছায়ামূর্ত্তির ক্রোধে নহে, তাঁহার স্বকীয় আত্মার অন্তঃস্থিত লজ্জা, দুঃখ, অনুতাপ এবং অস্বাভাবিক আতঙ্কের আকস্মিক সংঘাতে। শুধু ভয়েই, অনেক, স্থলে অনেকের মৃত্যু হয়। এখানে, ভয়ের সঙ্গে, অনেক প্রকার ক্লেশজনক ভাবের মিশ্রণ হইয়াছিল। হা দুর্ব্বল-হৃদয়া মিন্না! তুমি, তোমার এই অচিন্তিত মৃত্যুতে, চিন্তাবিমুখ ও চটুল-চরিত্র মনুষ্যজাতিকে কি শিখাইয়া, অকস্মাৎ কোথায় চলিয়া গেলে?

অষ্টম অধ্যায়।

উপক্রম।

যে অতি মন্দ, তাহাকেও এক সময়ে ভাল হইতে হইবে। যাহার দুরভিমান-দম্ভে ও দয়ালেশ-বর্জ্জিত ক্রোধগর্জ্জনে, আজি সন্নিহিত মনুষ্যমাত্রেরই হৃদয়, পুনঃ পুনঃ, কাঁপিয়া উঠিতেছে,—যাহার বিকট দৃষ্টি, স্ত্রীপুত্রপরিজনের কোমল হৃদয়েও, বিষাক্ত শলাকার ন্যায়, দাহ জন্মাইতেছে, তাহাকেও সম্মুখবর্ত্তী অনন্তকালের কোন না কোন সময়-ব্যবচ্ছেদে, শাক্যসিংহের ন্যায় দয়াধর্ম্মপরায়ণ, এবং শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় তন্ময়-ভক্ত সাধুসজ্জন হইতে হইবে। ইহাই অপার করুণানিধি বিশ্ববিধাতার অনুল্লঙ্ঘনীয় বিধি, এবং যে সকল দেব-প্রকৃতি নর-নারী, সময়ে সময়ে, মনুষ্যকে দর্শন দান করিয়া, পারলৌকিক-জীবন-সম্পর্কে উপদেশ দিয়াছেন, ইহাই তাঁহাদিগের উপদেশের সার। কিন্তু, এই বিস্ময়াবহ পরিবর্ত্ত,—

এই প্রকৃত পুনর্জ্জন্ম কাহারও আরব্ধ হয় ইহলোকে, কাহারও আরব্ধ হয় পর-লোকে। এই পৃথিবীতে অনেকে, মৃত্যুমুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও, মনুষ্যের অপকার সম্পাদন, অথবা আশে পাশে সকলেরই সর্ব্বপ্রকার জ্বালাতন করিয়া, কেমন এক অস্বাভাবিক সুখ অনুভব করে;—অনেকে আবার, সময় থাকিতেই, ভয়ে কিংবা ভক্তিতে সুমতির আশ্রয় লইয়া, অল্প অল্প পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। আজি আমি পাঠককে এইরূপ অভাবনায় পরিবর্ত্তনের একটি আশ্চর্য্য কাহিনী উপহার দিলাম। যাঁহার এই বিচিত্র সৃষ্টিতে অস্পৃশ্য অঙ্গারও, সুস্বাদু শর্করায় পরিণত হয়, দুষ্কৃত-নিষ্ঠুর দৃক্‌পাত-শূন্য মন্দচরিত্রও, অবশ্যই তাঁহার মঙ্গলময় স্নেহশাসনে, এক দিন না একদিন, মধুর হইয়া, মনুষ্যের মন যোগাইবে,—এক সময়ে, অন্তরে বাহিরে—সর্ব্বপ্রকারে, ভাল হইয়া, ভগবানের জগন্মঙ্গল-ব্রতে যোগ দান করিবে।

আত্মিক-কাহিনী।

অসুরের অসার দর্প।

ইংলণ্ডের এক কৃষিপল্লীতে মেস্তর হাণ্টের বাস। পল্লীটি, রাজধানী হইতে, মাত্র বার মাইল দূরবর্ত্তি। ইংলণ্ডের পল্লী, এ দেশের পল্লীগ্রামের মত, নীরব, নিস্পন্দ ও মৃতবৎ নিস্তেজ নহে। উহা চিরজীবন্ত ও কর্ম্মকোলাহলে নিত্য উৎফুল্ল। পল্লীর দুই পার্শ্বে লোকের বসতি। মধ্য দিয়া পরিসর পথ। মাঠ ও শস্যক্ষেত্র পল্লীর বহির্ভাগে অবস্থিত। প্রায় প্রত্যেক পল্লীতেই ধর্ম্মযাজক আছেন। চার্চ্চ, হোটেল ও হাঁসপাতাল আছে। সংবাদ-পত্রের গ্রাহক ও পাঠক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সাধারণ-মতের একটু প্রভাব ও প্রভুত্ব আছে। হাণ্ট স্বীয় পল্লীর অদূরবর্ত্তী কোন বড় ভূম্যধিকারীর প্রধান শিকার-রক্ষক। হাণ্ট, বহুদিন, সৈন্যদলে সিপাহীর কার্য্য করিয়া আসিয়াছে; বহু বার রণ-ক্ষেত্রে, অজস্র গোলা গুলির মধ্যে, নির্ভয়ে বিচরণ করিয়াছে। ভয় কাহাকে বলে, স্বপ্নেও সে তাহা জানিত না। তাহার মত অসমসাহসী, কঠোর-কর্ম্মা ও দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোক, পল্লীতে আর একটিও ছিল কি না সন্দেহ।

হাণ্টের শরীর সুদীর্ঘ, পেশল ও বজ্রের ন্যায় দৃঢ়। গ্রীবা হ্রস্ব ও স্থূল। বক্ষ বিস্তৃত ও পাষাণ-ফলকের ন্যায় দুর্ভেদ্য।

লোকের বিশ্বাস,—হাণ্টের বুকে ঠেকিয়া বন্দুকের গুলি ফিরিয়া যায়। তাহার চপেটাঘাতে ষাঁড়ের মস্তক বিদীর্ণ হয়। তাহার আরক্তনেত্রের খর-দৃষ্টিতে বাঘের চক্ষুও আনত হইয়া থাকে। হাণ্টের পাদ-ভরে মাটী কাঁপিত; কণ্ঠস্বরে পল্লী প্রতিধ্বনিত হইত। হাণ্টের নাম লইয়া জননী ক্রোড়স্থ দুরন্ত শিশুকে শান্ত করিতেন। হাণ্টের সাড়া পাইলে ক্ষিপ্ত বুল্-ডগও ল্যাজ গুটাইয়া কোণে লুক্কায়িত রহিত। রক্ষিত শিকারের উপর, সময়ে সময়ে, অশ্বারোহী দস্যুদল আসিয়া আক্রমণ করিত। দস্যুদল-কর্ত্তৃক শিকার আক্রান্ত হইলে, হাণ্ট যেরূপ বীরত্ব ও সাহস সহকারে উহাদিগকে তাড়াইয়া দিত, তাহা বস্তুতই ভয়াবহ ও বিস্ময়কর।

হাণ্টের পাষাণ-হৃদয়ে দয়াদাক্ষিণ্য, শিষ্টতা ও মিষ্টতার লেশ-মাত্রও ছিল না। হাণ্ট ব্যাঘ্রভল্লুকের ন্যায় ভীতির আস্পদ ও গণ্ডারের ন্যায় অপ্রতিহতগতি ও অতি দুর্দ্ধর্ষ ছিল। সে যে পথে যাইত, বালকেরা সে পথে চলিতে সাহস পাইত না। ক্ষীণকায় দুর্ব্বলেরা আতঙ্কে সরিয়া যাইত। হাণ্টের গতিপথ হইতে গৌরবিণী স্বাধীনা রমণীরাও আপন আপন সম্ভ্রম লইয়া সশঙ্ক পলায়ন করিতেন।

হাণ্ট তাহার মনের যে ভাবটিকে ভালবাসা বা অনুরাগ বলিয়া বুঝিত, সে ভাবেরও বিন্দুমাত্র স্থায়িত্ব ছিল না। তাহার তথাবিধ ভালবাসা আজি একদিকে গড়াইয়া পড়িত, কালি আবার আর একস্থানে যাইয়া আদর প্রদর্শন করিত।

কিন্তু তথাপি, কি অলক্ষ্য সূত্রে, জানি না, সে তাহার এই বিসদৃশ কাচের বিনিময়ে, প্রকৃত কাঞ্চন লাভে অধিকারী হইয়াছিল। একটি সুকুমারমতি যুবতী এই ভয়াবহ ব্যাঘ্রকে বস্তুতই প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। যুবতী তাহার পরিণীতা পত্নী।

সে যুবতী পত্নীর রূপের কথা বলিব না। যুবতীর সুকোমল দেহে, ততোধিক সুকুমার কোমল-প্রাণে, যে সুষমা, যে মাধুরীটুকু ছিল, নিষ্ঠুর পতির প্রাণশূন্য কর্কশ ব্যবহারে, তাহা শুকাইয়া শুকাইয়া ক্রমেই নিঃশেষ হইয়া আসিতেছিল। পাদ-দলিত শুষ্ককুসুমের অতীত গৌরবের বিষাদ-কাহিনী কহিয়া আর ফল কি? হাণ্ট, তাহার মধুর-প্রকৃতি, মুগ্ধস্বভাবা ও আজ্ঞাধীনা পত্নীকে দুই চক্ষের কোণে দেখিতে পারিত না। কোন প্রতিবেশিনী গ্রাম্যবিলাসিনী সম্প্রতি তাহার নয়নরঞ্জিনী ও অনুরাগ-ভাগিনী।

ক্রমে এই প্রসঙ্গে, গ্রামে, সাধারণের মধ্যে, হাণ্টের নামে যার-পর-নাই কুৎসা ও নিন্দা রটিত হইল। হাণ্টের পত্নী ইহা শুনিলেন। কিন্তু প্রথম বিশ্বাস করিলেন না। পরে স্বামীর ব্যবহারে সমস্তই বুঝিতে পাইলেন। যন্ত্রণা ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। যুবতীর সরল ও পবিত্র প্রাণে নিদারুণ আঘাত লাগিল। তিনি লুক্কায়িত অনলে অহোরাত্র দগ্ধ হইয়া অকালে ভগ্নদেহে ও ভগ্নহৃদয়ে শয্যাশায়িনী হইলেন। এই রোগ-শয্যা হইতে আর তিনি উঠিলেন না।

পত্নীর মৃত্যু হইল। হাণ্ট অস্পৃষ্ট! তাহার পাষাণ-প্রাণ বিন্দুমাত্র ব্যথিত হইল না। নীরস চক্ষে এক ফোঁটা জল ঝরিল না। সে, অম্লানবদনে, পত্নীকে সমাধির গহ্বরে বিসর্জ্জন দিয়া, প্রফুল্লমুখে গৃহে ফিরিয়া আসিল। এখন আর কোন বাধা, বিঘ্ন বা অন্তরায় রহিল না। গ্রাম্যবিলাসিনী এখন অবাধে আসিয়া হাণ্টের গৃহস্বামিনী হইয়া বসিলেন। পত্নীবিয়োগের পর ত্রিরাত্রি অতীত না হইতেই, হাণ্ট উহার সহিত বিবাহ-বন্ধনে একসূত্রে গ্রথিত হইল। এই নিষ্ঠুর পাশব বিবাহের পরে, গ্রামের সকলেই তাহাকে আরও বেসী ঘৃণা করিতে লাগিল। হাণ্টের নিন্দাবাদে গ্রাম ভরিয়া গেল। কিন্তু হাণ্ট দৃক্‌পাতশূন্য। দ্বিতীয় পত্নী হাণ্টের প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন,—না ভয়ে, অসুরের ভোগে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা অবশ্যই ঠিক করিয়া বলিবার উপায় নাই।

এক মাস হইল, হাণ্ট পুনরায় দার-পরিগ্রহ করিয়াছে। যে নয়নানুরাগ বা ভোগ-লালসার তর-তর প্রবাহ-সময়ে সুশীলা পত্নী চক্ষের বিষ হইয়াছিলেন, সে লালসাময়ী ভালবাসার অবশ্যই এখন ভাটার টান। কিন্তু স্রোত এখনও অন্য কোন দিকে গড়াইবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং, পতিপত্নী এখনও এক ঘরেই বাস করিতেছে। একদা, রাত্রিযোগে, হাণ্ট, নব-পরিণীতা পত্নীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়া আছে;— তখনও তাহাদিগের নিদ্রাকর্ষণ হয় নাই। এমন সময়, রুদ্ধ

গবাক্ষের গায়ে কে ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ করিল। শব্দ উভয়েই স্পষ্ট শুনিতে পাইল। তাহারা মনে করিল,—কোন পথিক পথ ভুলিয়া, ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত করিয়া উভয়ে চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু আবার জানালায় পূর্ব্ববৎ ঠক্ ঠক্ ঠক্ শব্দ হইল। তথাপি হাণ্ট উঠিল না।' ব্যাপার কি, জানালার বাহিরে কে শব্দ করিতেছে, ইহা জানিবার নিমিত্ত হাণ্টের আদেশ ক্রমে, পত্নী শয্যাত্যাগ করিয়া গবাক্ষের নিকটে গমন করিল, এবং দ্রুতহস্তে জানালা খুলিয়া ফেলিল। জানালা খুলিয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে আর প্রকৃতিস্থ রহিল না;—"ওমা!—ওকি!"—বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল।

"অ্যা—একি!—এ আবার কোন্ ন্যাকাপনা" এই বলিয়া স্বামী গর্জ্জিয়া উঠিল। যুবতী ভীতিবিস্ফারিত-নেত্রে জানালার পানে তাকাইয়া, করে কর কচলাইতে কচলাইতে, অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কহিল—"তোমার স্ত্রী!—তোমার স্ত্রী!—দেখ—দেখ—ঐ জানালার দিকে চাহিয়া দেখ,—ঐ ত—সে—দাঁড়াইয়া রহিয়াছে,—দেখ, ঐ ত ঐ খানে।"—

মধুর-ভাষী স্বামী উত্তর করিল,—"দাঁড়াইয়া রহিয়াছে তোমার মাথা। নির্ব্বোধ,—নেকী যাও, যাও,—আবার ভাল করিয়া দেখ,—কে;—আর না হয় জানালাটা একবারে বন্ধ করিয়া আইস।"

পত্নী উঠিল না। জানালার কাছে কিছুতেই গেল না। হাণ্টের ভৈরব-গর্জ্জনেও, সে ভয় পাইয়া শয্যায় ফিরিয়া আসিল না। হাণ্ট একান্ত দায়ে ঠেকিয়া, অত্যন্ত বিরক্তির সহিত, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিল। "এ পাপের ন্যাকামিতে একটু ঘুমাইতেও পারিব না", এই মর্ম্মে কি বির্ বির্ করিতে করিতে, নিতান্ত অনিচ্ছায়, জানালার নিকটে উপস্থিত হইল।

হাণ্ট জানালার ভিতর দিয়া চাহিয়া যাহা দেখিতে পাইল, তাহাতে তাহার চক্ষু স্থির হইল, মাথা ঘুরিয়া গেল। দেখিল,—গবাক্ষ হইতে মাত্র এক ফুট ব্যবধানে, প্রকৃতই তাহার পরলোকগতা স্ত্রী দাঁড়াইয়া! জীবিত থাকিতে সে সর্ব্বদা যে পরিচ্ছদ পরিত, পরিধানে সেই পরিচ্ছদ;—একদৃষ্টিতে তাহারই মুখ পানে তাকাইয়া রহিয়াছে। সে পলকশূন্য দৃষ্টি এত তীব্র ও মর্ম্মভেদি যে, হাণ্টের পাষাণ-কঠিন নির্ভীক প্রাণও কাঁপিয়া উঠিল। আজি সে ও দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিল না। তাহার অদম্য সাহস ও দুর্জ্জয় গর্ব্ব যেন কোথায় উড়িয়া গেল? হাণ্ট সংজ্ঞাশূন্য ও বিমূঢ় অবস্থায় পশ্চাদ্দিকে সরিয়া আসিল। তাহার আপাদ-মস্তক সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল! সে আর দাঁড়াইতে পারিল না;—অবসন্ন দেহে একটা চ্যায়ারে বসিয়া পড়িল, এবং বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায়, আকুলকণ্ঠে আপনা আপনি নানারূপ প্রলাপ কহিতে আরম্ভ করিল। "আমার স্ত্রী!—সত্যই আমার স্ত্রী!—ঐ ত সে। আমি যে পাপ করিয়াছি,

তজ্জন্য আমাকে শাস্তি দিতে আসিয়াছে।—আমি তাহাকে যত যাতনা দিয়াছি, তাহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে! ও কি চক্ষু! ও কি দৃষ্টি!—সুশীলে, আমাকে ক্ষমা কর। পায়ে ধরি, অমন বাঘিনীর মত চোখ করিয়া আর আমার দিকে চাহিও না।—ঐ ত, ঐ ত, আবার, আবার!—হায়, আমি কি করিব?—হায়, আমি এখন কোথায় পলাইব?"

হাণ্ট আর সে হাণ্ট নহে;—একবারে বিকল ও উন্মাদগ্রস্ত। হাণ্টের গৃহে এত রাত্রিতে গণ্ডগোল ও চীৎকার শুনিয়া প্রতিবেশিদিগের অনেকেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা প্রথমতঃ হাণ্ট ও হাণ্টের স্ত্রীর এই আকস্মিক ক্ষিপ্ততার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। বিশেষ যত্ন ও শুশ্রূষা দ্বারা পতি ও পত্নীকে সুস্থির ও প্রকৃতিস্থ করিতে চেষ্টা করিলেন। হাণ্টের স্ত্রী, বহু যত্ন ও শুশ্রূষায়, কিছুক্ষণ পরে, কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল। প্রতিবেশীরা তাহার মুখে ছায়াদর্শনের অদ্ভুত কাহিনী শুনিলেন। কিন্তু হাণ্ট কিছুতেই প্রবোধ পাইল না। তাহার চক্ষু দুটি বিস্ফারিত; চক্ষের তারা উর্দ্ধে উত্থিত; বদনে বিকট আর্ত্তনাদ; অন্তরে ঘোর আতঙ্ক। কে যেন তাহাকে ধরিয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে, কে যেন তাহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিতে অসি উত্তোলন করিতেছে। সহস্র বৃশ্চিক যেন এক সঙ্গে তাহার মর্ম্মস্থানে দংশন করিতেছে; ক্ষিপ্ত, অধীর ও বিমূঢ়চিত্ত হাণ্টের এই ভাব কিছুতেই প্রশমিত হইল না। শরীরে

রোমাঞ্চ ঘুচিল না; কম্প থামিল না। সে একবার উঠিতেছে, আর বার বসিতেছে, আবার দৌড়াইয়া পলাইতে চাহিতেছে। 'ঐ ত আমার স্ত্রী,—ঐ ত এল—ঐ ত এল'—মুখে কেবল এই শব্দ।

ইহার পর চারি পাঁচ মাসেও হাণ্ট ভালরূপ সুস্থ হইতে পারিল না। অবশেষে, বহু দিন অন্তে, যখন প্রকৃতিস্থ হইল, তখন সে সম্পূর্ণ আর এক মানুষ। তাহার সে দুর্দ্দান্তকঠোর ক্রূর স্বভাবের সর্ব্বতোভাবে পরিবর্ত্তন ঘটিল। মুখে অনুতাপের বিষাদ-রেখা। সে এখন আর তেমন পরুষভাষী উদ্ধত নহে, সকলের নিকটই যার-পর-নাই নম্র ও বিনীত এবং একান্ত শিষ্টশান্ত;—জীবন ভরিয়া যাহার যে অপকার করিয়াছে, তাহার সেই ক্ষতি-পূরণে প্রয়াসপর ও পাপের প্রায়শ্চিত্তে যত্নবান্। ইহার পর, যখনই সে, কাহারও নিকট ছায়াদর্শনের ঐ কাহিনী বর্ণনা করিত, তখনই তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইত;—সে, স্বর্গগত সতী লক্ষ্মীর নাম করিয়া, ধারায় চক্ষের জল ফেলিত; এবং পত্নীর সেই প্রগাঢ় ভালবাসা ও নিজের সেই অমানুষ নিষ্ঠুরতার বিষয় যুগপৎ স্মরণ করিয়া, নয়নজলে মনের আগুন নিবাইতে বিবিধপ্রকারে চেষ্টা করিত।

পর লোক-গতা পত্নী যে অমন ভাবে দেখা দিয়াছিলেন, ইহা কি তাঁহার আপনার প্রাণ-নিহিত বিষাদ-ক্ষোভে,—আত্মবিড়ম্বনার প্রতিশোধ লইবার কামনায়, না হাণ্টের এই

মঙ্গলজনক পরিবর্ত্তন উদ্দেশে, কোন দেব-পুরুষের উপদেশে, কে তাহা বলিবে? আর, তিনিই ঐরূপ শাসনকারিণীর ভাবে দেখা দিলেন, তাহার মত শত শত পাদ-দলিতা সতীর মধ্যে আর ত কেহ ঐরূপ দেখা দিতে আইসে না। ইহারই বা কে কারণ নির্দ্দেশ করিবে? ফল কথা, মনুষ্যের আত্মা পৃথিবীতে যে পরিমাণ স্বাধীন, লোকান্তরে তাহা অপেক্ষাও অধিকতর স্বাধীন। সে, লোকান্তরে, তাহার স্বাধীন প্রবৃত্তির প্রণোদনায় প্রতিহিংসার পথ না লইয়া, প্রীতি ও শান্তির পথ লইলে, দেবতারাও তাহাতে সমধিক সন্তুষ্ট হন; এবং সে আপনিও প্রাণে আনন্দ লাভ করিয়া থাকে।

নবম অধ্যায়।

উপক্রম।

মহাকবি মিল্টন কহিয়াছেন,—

Millions of spiritual beings
walk the earth
Unseen, while we wake
and when we sleep.

অর্থাৎ

অসংখ্য আত্মিক সদা অলক্ষিত রূপে
বিচরে অবনী ধামে—যখন আমরা
জাগরিত রহি, কিংবা রহি নিদ্রাগত।

মহাকবির এই মহাবাক্য, এত কাল, বাল্মীকি ও ব্যাসের সর্ব্বজন-বিদিত সাক্ষ্যের ন্যায়, কল্পনার কথা মাত্র বলিয়া উপেক্ষিত ছিল। এইক্ষণ, তত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের মধ্যে শত সহস্র

ব্যক্তি ইহা বিজ্ঞানের কঠোর পরীক্ষায় বিশেষরূপে জানিতে পাইয়াছেন যে, যাঁহারা দেহত্যাগ করিয়া দ্রষ্টব্যে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা মরিয়া যান নাই,—অথবা আকাশে মিলিয়া যান নাই। তাঁহাদিগের সহিত সকলেরই আবার লোকান্তরে, সর্ব্বজন-সমক্ষে সাক্ষাৎকার ঘটিবে; এবং কেহ তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদে কৃতার্থ, কেহ বা তাঁহাদিগের অভিসম্পাতে ক্লিষ্ট হইয়া, আত্মজীবনের অতীত কাহিনী স্মরণ করিতে বাধ্য হইবে। তাঁহারা এইক্ষণ, আত্মিক তনু ধারণ করিয়া, নিজ নিজ কর্ম্মফল-নিয়মিত সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছেন; এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে, আত্মকৃত অথবা অন্যদীয় কর্ম্মের আকর্ষণে,—কখনও বা উচ্চতর ভাবের অনুশাসনে,—পৃথিবীতে আসিয়া মনুষ্যের সংবাদ লইতেছেন। বস্তুতঃ, তাঁহারা জড়-জগতে যে প্রকার জীবিত ছিলেন, অধ্যাত্মজগতে যাইয়াও, ঠিক সেই আকৃতি, সেই প্রকৃতি, সেই আকাঙ্ক্ষা ও সেই অভিজ্ঞতা লইয়া, সেই প্রকারই জীবিত আছেন, এবং সেখানে, শরীর ও মনে উচ্চতর শক্তির বিকাশ হয় বলিয়া, জীব-হৃদয়ের উপর কার্য্য করিবার জন্য অধিকতর সুবিধা পাইতেছেন।

মা, আপনার দুধের শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া, উর্দ্ধধামে যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি সে শিশুর সুকোমল স্নেহময় আকর্ষণ এড়াইতে পারিতেছেন না। তাঁহার প্রাণে তাহা দেয় না, এবং দেব-ধামের অধ্যক্ষরাও তাহা ইচ্ছা করেন না।

তিনি তাই, প্রতিনিয়ত পৃথিবীতে আসিয়া, আপনার প্রাণধনকে অলক্ষিতভাবে সাম্বনা দান করেন; এবং কখনও বা, তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া, আপনার উপস্থিতির পরিচয় দেন। মায়ের সাংসারিক জীবনের একমাত্র সম্বল, উপযুক্ত পুত্র, অকস্মাৎ উৎকট রোগে অভিভূত হইয়া, অকালে পৃথিবীর বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন। তিনিও তাঁহার শোকাতুরা মাতাকে ক্ষণকালের তরে ভুলিতেছেন না। তিনি, এই হেতু, দয়াময়ের শক্তিসঞ্চালিত দেব-পুরুষদিগের দয়ার বিধানে, মধ্যে মধ্যেই পৃথিবীতে আসিয়া থাকেন, এবং মায়ের উপকারের জন্য পরের হৃদয়ের উপর কার্য্য করিতে যত্নপর হন।

এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে, যাঁহারা পরলোকের অধিবাসী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে পৃথিবীর সহিত যাঁহার যত বেসী সম্বন্ধ, পৃথিবীতে যাতায়াত করিবার জন্যও, তাঁহার হৃদয় তত বেসী লালায়িত। কিন্তু, এ সকল আকর্ষণ ছাড়া আর এক প্রকার আকর্ষণ আছে। তাহা অতি ভয়ানক ও ক্লেশকর। কেহ কোন স্থানে, অতি গোপনে, পরের প্রাণে আঘাত করিয়া, আপনার স্বার্থ উদ্ধার করিয়াছে। সেই ক্ষণস্থায়ি স্বার্থ, এইক্ষণ, কালের অতল সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়া থাকিলেও, তাহার পাপের স্মৃতি এবং স্মৃতির আকর্ষণ তাহাকে পরিত্যাগ করিতেছে না। সে যেখানে অন্ধকারে অন্যের বুকে ছুরি মারিয়াছিল, তাহার আত্মা, বহুকাল পর্য্যন্ত সেখানেই নিগড়-নিবদ্ধের ন্যায় অবস্থিত রহিতেছে;—এবং

সেখানে, যেন নির্জ্জন কারাভবনে, কর্ম্মজনিত অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হইয়া, ধীরে ধীরে, প্রায়শ্চিত্ত সাধন করিতেছে। কেহ বা, আপনি সে গর্হিত পাতকে নির্লিপ্ত হইয়াও, প্রতিহিংসার প্রবল আকর্ষণে, তাদৃশ পাপ-স্থলে উপস্থিত হইতেছে, এবং সেখানে, মাঝে মাঝে, মনুষ্যকে ছায়ামূর্ত্তিতে দর্শন দান করিয়া, প্রাণের অতৃপ্ত ক্রোধ ও অন্তর্দাহি জ্বালা নির্ব্বাণ করিতে প্রয়াস পাইতেছে।

এই শেষোক্ত প্রকার ছায়ামূর্ত্তি সম্বন্ধে তাত্ত্বিকদিগের মধ্যে একটু মত-ভেদ আছে। পাঠকবর্গ অবশ্যই থিয়োসোফিষ্ট (Theosophist) অর্থাৎ দিব্যতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের নাম শুনিয়াছেন। থিয়োসোফিষ্টেরা জড়বাদী নহেন। তাঁহারাও, অধ্যাত্মবাদীর ন্যায়, জড়-দেহ-মুক্ত জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন; এবং মনুষ্য, মৃত্যুর পর, অধ্যাত্মজগতে অবস্থান করিয়া, স্বকৃত কর্ম্মের দণ্ডপুরস্কার ভোগ করে, এ কথা পরীক্ষালব্ধ সত্য বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু মনুষ্য, এখানে সেখানে, ছায়ামূর্ত্তির মত যাহা দেখিতে পায়, তাহার প্রকৃত সারবত্তা ও বাস্তবতা সম্বন্ধে তাঁহাদিগের বিশেষ সন্দেহ আছে।

উল্লিখিত সম্প্রদায়ের আধুনিক উপদেষ্ট্রী, বাগ্মিকুল-ভূষণা আনি বিসান্ত (Annie Besant) বলেন যে, মনুষ্য পৃথিবীতে যে সকল ছায়ামূর্ত্তি (apparition) দেখিয়া চমকিয়া উঠে, তাহা প্রধানতঃ Revelations in astral light—অর্থাৎ

আত্মিক-মূর্ত্তির আকাশিক প্রতিবিম্ব। * ইহার এই নিগূঢ় অর্থ যে, নিহত ব্যক্তি স্বয়ং তাহার হত্যাস্থলে বদ্ধ রহে না। কিন্তু তাহার আত্মা, অধ্যাত্মজগতের কোন বিশেষ স্থানে থাকিয়া, স্বভাবতঃই, সর্ব্বদা সেই শোকাবহ হত্যার ঘটনা চিন্তা করে, এবং তাহাতেই তদীয় চিন্তাময়ী মূর্ত্তি, সময়ে সময়ে, চক্ষুর সম্মুখীন হইয়া মনুষ্যের ভয় কিংবা বিস্ময় জন্মায়। থিয়োসোফিষ্ট সম্প্রদায়ের মত-অনুসারে তাদৃশ মূর্ত্তির নাম Thought-body অর্থাৎ চিন্তাত্মিকা তনু। সে মূর্ত্তি কিংবা সে তনুর চক্ষু আছে, কিন্তু চক্ষে দৃষ্টি নাই; কর্ণ আছে, কর্ণেও কোন প্রকার শ্রুতিশক্তি নাই।

এইরূপ নির্জ্জীব মূর্ত্তির কথা আরও অনেকে বলিয়াছেন। ড্রেসডেন-নগর-নিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত প্রফেসর ডমার (Professor Daumer) বলেন যে, মনুষ্যের আত্মা যখন দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, তখন সে দূর স্থানে থাকিয়াও

---

*"This kind of (unconscious) apparition was nothing more than what Theosophy described as a picture or revelation in the astral light. The *modus operandi* was this. There was an intense thought in the mind of some person. That thought was a real energy,—a real force,—quite as real as electricity."—Lecture at Milton Hall, Hawley-crescent, Kentish Town.

নানা প্রকার মনঃকল্পিত মূর্ত্তি দেখাইতে পারে। তাঁহার মতে, এই শ্রেণীর প্রদর্শিত মূর্ত্তির নাম আইডোলন (Eidolon) অর্থাৎ আভাসিকা। *

অধ্যাত্মবাদী অর্থাৎ Spiritualist নামে অভিহিত দার্শনিকেরা এবং ভারতীয় ঋষিরাও এবংবিধ অন্তঃসার-শূন্য আভাসিত মূর্ত্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না; এবং নিহত ব্যক্তি নিয়তই তাহার হত্যার স্থলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এমনও তাঁহারা বলেন না। কিন্তু যেখানে মূর্ত্তি, মুখ বাঁকাইয়া ও সজীব চক্ষে চাহিয়া, কথা কহে,—অথবা কথা না কহিয়াও, হাত বাড়াইয়া, স্থানবিশেষের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে;—কিংবা নিয়মিত প্রণালীতে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে, নানা ব্যক্তিকে দেখা দিয়া, প্রতিহিংসার পরিতর্পণ ও প্রাণের জ্বালা নির্ব্বাপণ করিতে চেষ্টা পায়, সেখানে আর শুধু প্রতিবিম্বকল্পনার স্থল থাকে কোথায়? আমি আজি পাঠকের নিকট যে মূর্ত্তির কাহিনী লইয়া উপস্থিত হইতেছি, উহা নীরব হইলেও নিস্পন্দ কিংবা নিষ্ক্রিয় নহে। উহা নির্জ্জীব, না সজীব, পাঠক নিজে তাহার বিচার করিবেন।

এই প্রবন্ধে প্রতিহিংসার বাসনাকেও একটা প্রবল পার্থিব আকর্ষণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু অধ্যাত্মবাদিদিগের মতে প্রতিহিংসা অতি বড় গর্হিত মহাপাতক। যাহারা পরের

---

* "These apparitions are neither bodies nor souls."

রোষে কিংবা পরের দোষে, প্রাণে নষ্ট হইয়া, সংসারের সকল সুখে জলাঞ্জলি দেয়, এবং পরিশেষে প্রতিহিংসার আশ্রয় লইয়া, পৃথিবীতে ছায়ামূর্ত্তির ন্যায় বিচরণ করে, তাহারা প্রকৃতই হতভাগ্য জীব। তাহাদিগের কর্ম্মের গতি, মানব-জগতে, এক এক সময়, কি প্রকার লোক-ভয়ঙ্কর পরিণতি প্রাপ্ত হয়, আজিকার কাহিনীটি তাহারই একটি প্রামাণিক ইতিবৃত্ত। কিন্তু প্রতিহিংসা দূষ্য ও গর্হিত হইলেও, তাহা হইতে শত-সহস্রগুণ অধিকতর দূষ্য ও অধিকতর গর্হিত প্রতিহিংসার প্রবর্ত্তক প্রাথমিক পাপ। যাহারা সুখ-সুপ্ত ব্যক্তির সর্ব্বনাশ করিয়া তাহার প্রাণে প্রতিহিংসার প্রবলবহ্নি জ্বালিয়া দেয়, তাহাদিগের মত দুষ্কৃত হতভাগ্যের ছায়াদর্শনও মনুষ্যের বিপজ্জনক।

আত্মিক-কাহিনী।

ঈর্ষ্যার আগুন ও আশার শেষ।

ইংলণ্ডের উত্তর প্রদেশে ডার্‌বি শায়র। চেষ্টারফিল্ড ডার্‌বি শায়রের একটি সমৃদ্ধ নগর। চেষ্টারফিল্ড হইতে ছয় মাইল দূরে "হার্ডউইক হল" (Hardwick Hall)—অর্থাৎ হার্ডউইক-বংশীয় ভূস্বামিদিগের বাস-ভবন। "হার্ডউইক হল" অতি পুরাতন ও প্রসিদ্ধ প্রাসাদ। ১৫৮৪ খৃষ্ট-অব্দে, ডিবন শায়রের ডিউক কর্ত্তৃক, আমোদময় এলিজাবেথীয় যুগের উৎকৃষ্ট আদর্শ অনুসারে, এই অট্টালিকা গঠিত হয়। হার্ডউইক হলের অধিস্বামী ইংলণ্ডের অন্যতম প্রধান ব্যারনেট,—সুতরাং পুরুষানুক্রমিক সার উপাধিবিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত লোক। উহার চতুঃপার্শ্বস্থিত বিস্তৃত ভূভাগ তাঁহারই সম্পত্তি।

হার্ডউইক হলের চারিদিকে, কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত, ঘন-সন্নিবিষ্ট বিশাল বন। বহু বিস্তৃত ও তরঙ্গায়িত শ্যামল-বন-ভূমির মধ্যস্থলে, সুনীল সাগর-বক্ষে স্বর্ণকান্তি মৈনাকের ন্যায়, উন্নতশীর্ষ, উপাদেয় কারুকার্য্যখচিত, সুবৃহৎ হার্ডউইক হল। যুগযুগান্তদর্শী দেবদারু ও অন্যবিধ অতি পুরাতন প্রকাণ্ড তরুরাজি, জড় প্রকৃতির কঠোর সংগ্রামে জয় লাভ করিয়া, হার্ডউইক হলের প্রাচীনত্ব বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছিল। হার্ডউইক হল, এক সময়ে, উত্তর ইংলণ্ডে, প্রকৃতই একটি দর্শনীয়

সামগ্রী এবং শোভা ও সম্পদের উজ্জ্বল চিহ্নস্বরূপ দণ্ডায়মান ছিল।

ইংলণ্ড যখন আত্মদ্রোহে বিধ্বস্ত ও বিড়ম্বিত,—যখন ক্রম্ওয়েল ইংলণ্ডে জন-সাধারণের অদ্বিতীয় নায়করূপে সর্ব্বত্র সম্পূজিত, সেই সময়ে, সেই লোক-ভয়ঙ্কর হল-হলার দিনে,—কানন-বেষ্টিত হার্ডউইক হলের নিভৃত-কক্ষে ইংলণ্ডীয় ইতিহাসের এক স্মরণীয় অঙ্ক অভিনীত হয়। ইংলণ্ডের বিপ্লব-বিপন্ন হতভাগ্য নৃপতি প্রথম চার্ল্স্ (Charles The First) সিংহাসনের আশ্রয় হারাইয়া, কিছু দিন, হাডউইক হলের আশ্রয়ে আত্মরক্ষা করেন। হার্ডউইকের তদানীন্তন অধিস্বামী, আপনার ক্লেশার্জ্জিত অর্থরাশি, হৃদয়ের শোণিত, এবং হৃদয়ের প্রগাঢ়স্নেহপুষ্ট ও স্নেহসংবর্দ্ধিত প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্রের জীবনটি পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়া, সমর-ক্ষেত্রে, চার্লসের সাহায্য করিয়াছিলেন।

এই ব্যাপারে হার্ডউইক হলের অধিপতি অত্যধিক ঋণগ্রস্ত হন। এমন কি, গৃহসামগ্রী বিক্রয় করিয়া এবং স্থাবর-সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়াও, তিনি প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলন করিতে সমর্থ হন নাই। কাল-মাহাত্ম্যে রাজভক্ত ভূস্বামীর এইরূপ প্রাণ-স্পর্শিনী অকৃত্রিম রাজভক্তিও রাজদণ্ডার্হ গুরুতর অপরাধে পরিণতি পাইল। রাজপক্ষসমর্থনে অস্ত্রধারণ হেতু, ক্রম্ওয়েলের পার্লিয়ামেণ্ট-সভার বিচারে তিনি প্রভূত অর্থ-দণ্ডে দণ্ডিত ও একবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িলেন।

অবশেষে, হার্ডউইকের এইরূপ সমৃদ্ধভূস্বামী, অভাবের নিপীড়নে অবসন্ন হইয়া, উদরান্নের জন্যও অন্যদীয় আশ্রয় প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার সঙ্কল্পভঙ্গ হইল না। তিনি তাঁহার প্রাণ-প্রিয় পুণ্যব্রত হইতে এক পদও স্খলিত হইলেন না। এই ঘটনাচক্রের শেষ অঙ্কে ইংলণ্ড যখন রাজরক্তে কলঙ্কিত হইল, তখনও দারিদ্র্যনিপীড়িত হার্ডউইক, নির্ব্বাসিত ও নিরাশ্রিত রাজকুমার দ্বিতীয় চার্লসের দিকে তাকাইয়া, বজ্রের ন্যায় অটল রহিলেন।

মানুষের আপদ বিপদ চিরস্থায়ি নহে। ইংলণ্ডে আবার রাজভক্তির নূতন জোয়ার বহিল,—রাজশক্তির নূতন পতাকা উড়িল; সুখশান্তির সুদিন ফিরিয়া আসিল। কঠোরকর্ম্মা ক্রম্ওয়েলের সেই বীর-বিক্রমের কথা অতীত স্মৃতির কুক্ষিস্থ হওয়ার কিছুকাল পরেই, দ্বিতীয় চার্ল্‌স্‌ পুনরায় ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে হার্ডউইকের ভাগ্য-পটেও পরিবর্ত্তন ঘটিল। হার্ডউইকের শোভা ও সম্পদ-সামর্থ্যে, অচিরেই আবার চেষ্টারফিল্ডের ঐ অঞ্চল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

ইহাই হার্ডউইক হলের অতি পুরাতন ও সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। যাঁহারা ইংলণ্ডের ইতিহাস লইয়া আলোচনা করিতে ভালবাসেন, তাঁহারা সহজেই এইক্ষণ স্থানটার সবিশেষ পরিচয় পাইলেন। উল্লিখিত ঐতিহাসিক যুগের বহুকাল পরে,—অর্থাৎ অধুনাতন ইতিহাসের যে সময়ে আজি-

কার এই ছায়াদর্শন-কাহিনীর সূচনামাত্র সংঘটিত হয়, সে সময়ে, হার্ডউইকের সমস্ত বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। হার্ডউইক হল তখন পূর্ণ গৌরবে গৌরবান্বিত। তখন একটি হৃষ্টদেহ বলিষ্ঠ যুবক হার্ডউইক হলের লর্ড বা অধিস্বামী। যুবকের নাম সার্ রাল্ফ হার্ডউইক (Sir Ralph Hardwick)। সার্ রাল্ফ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্র। ইউরোপ ও আমেরিকায়, রাজ-রাজেশ্বর ও ধন-কুবেরগণও, বিদ্যাশিক্ষা না করিলে, ভদ্রলোকের মধ্যে বসিবার স্থান পান না। তাই সার্ রাল্ফ রীতিমত শিক্ষিত এবং তাঁহার অমল স্বভাবে সম্পদ-সম্ভ্রমের সহিত জ্ঞান-গৌরবও আশাতীত রূপে সম্মিলিত। কিন্তু এত গুণ সত্ত্বেও সার্ রাল্ফ হার্ডউইক সমৃদ্ধ সম্প্রদায়ের দুই একটি চিরপরিচিত দোষের সংস্পর্শ হইতে সর্ব্বাংশে মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি, এক দিকে যেমন বংশগত গুণাবলীর উপযুক্ত উত্তরাধিকারী, অন্য দিকে আবার বংশানুক্রমিক দোষ-সমূহেরও তেমনই আধার স্বরূপ ছিলেন।

ভোজনে তাঁহার প্রতিনিয়তই অতিদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইত। তাঁহার প্রখর জঠরানল কোন দিনও অল্প আহুতিতে তৃপ্তি লাভ করিত না। পানেও তাঁহার ভীষ্মের পিপাসা,—ভৃঙ্গারের প্রমত্ত ধারায়ও উহা নির্ব্বাপিত হইতে চাহিত না। সার রাল্ফ, পিতা পিতামহের ন্যায় মৃগয়ামত্ত,—অসমসাহস, অব্যর্থসন্ধান, অথচ দৃক্পাতশূন্য। তিনি অশ্ববিলাসেও এক প্রকার উন্মাদগ্রস্ত। তাঁহার অশ্বগৃহ অসংখ্য বাজীরাজিতে

সর্ব্বদা সুসজ্জিত থাকিত। নিউমার্কেট ও ইপ্‌সমের ঘোড়-দৌড়ে সার্ রাল্‌ফের জয় পরাজয়েই দর্শকের চক্ষু সমধিক আকৃষ্ট হইত। হার্ডউইকের বিশাল অরণ্যানী-রক্ষিত শিকার-সমূহ, এবং তাঁহার দংষ্ট্রাকরাল, ব্যাঘ্রবিক্রম ও নির্ভীক শিকারী-কুক্কুরের দল সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল। পক্ষান্তরে, অভ্যা-গত অতিথির জন্য হার্ডউইক হল, সকল সময়েই অবারিত-দ্বার। অতিথিবৎসল সার্ রাল্‌ফ মুক্তহস্তে ও মুক্তপ্রাণে অতিথিসৎকার করিতেন এবং অতিথির মধ্যে যাহারা অতি দীন-দুঃখী, তিনি তাহাদিগকেও অন্তরের সহিত সম্মান করিতে ভালবাসিতেন। দোষ ও গুণের এইরূপ সংমিশ্রণে, প্রতাপ-প্রতিপত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সম্পদ-সমৃদ্ধিতে অতুলনীয় হার্ড-উইক হল, নানাবিধ অভ্যাগতের নিত্যসমাগমে, উৎসব-বাটিকার ন্যায়, অষ্ট প্রহর উৎসবময় থাকিত, এবং সার্ রাল্‌ফ হার্ডউইকের নাম ও যশ দেশের সর্ব্বত্রই কীর্ত্তিত হইত।

সার্ রাল্‌ফ দার পরিগ্রহ করিয়াছেন। তিনি যখন বিবাহ করেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ত্রিংশৎ বৎসর। তদীয় পুত্রবৎসলা জননী তখনও জীবিতা আছেন। রাল্‌ফের নবোঢ়া রমণী যেমন রূপসী, তেমনই নানাগুণে গুণবতী। হার্ডউইকের হর্ম্ম্যশোভা নবীনা গৃহস্বামিনীর চারিত্রসৌন্দর্য্যে দ্বিগুণ সংবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। জননী, সুন্দরী ও সর্ব্বাংশে সুশীলা পুত্রবধূ দর্শনে, কৃতার্থ হইলেন। ঈদৃশ পত্নী লাভে, ভাগ্যবান্ সার্ রাল্‌ফও আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করিলেন।

যথাসময়ে সার্ রাল্ফের একটি পুত্র সন্তান জন্মিল। চিরন্তন রীতি অনুসারে, এই পুত্রই হার্ডউইকের ভাবী প্রভু। সমগ্র হার্ডউইক ইষ্টাট উচ্ছ্বসিত প্রাণে নবজাত প্রভুতনয়ের সংবর্দ্ধনা করিল। পিতৃকুল ও মাতৃকুলের পরিচয়ে শিশুর নাম রাখা হইল,—রাল্ফ এস্সিটন হার্ডউইক (Ralph Assheton Hardwick)। সার্ রাল্ফ পুত্রলাভে সুখী হার্ডউইক হল আমোদে উৎফুল্ল। আমোদ ও আনন্দে তিনটি বৎসর কাটিয়া গেল। লেডী রাল্ফ পুনরায় সন্তান-বতী হইলেন। এবার একটি কন্যা জন্মিল। কিন্তু স্বামি-সোহাগিনীর সুকুমার দেহ কঠোর প্রসব-যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিল না। হার্ডউইকের গৃহলক্ষ্মী, হায়, বুঝি চিরকালের তরে, অকালে ইহলোক হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। দুগ্ধ-পোষ্য শিশু এস্সিটন এক প্রকার অনাথ, ও হার্ডউইক হল অন্ধকার হইল। অকস্মাৎ সার্ রাল্ফের বুকে শত বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। মাতৃহীন শিশুর এখন পিতাই একমাত্র স্নেহের আশ্রয় ও জীবনের অবলম্ব। সার্ রাল্ফ এক হাতে অশ্রুসংবরণ করিলেন, আর এক হাতে মাতৃহীন শিশুকে বুকে আবরিয়া লইলেন।

অনেক দিন হইল, বৃদ্ধ পিতা স্বর্গগত হইয়াছেন। জননী জীবিতা ছিলেন। তিনিও, যেন স্নেহময়ী পুত্রবধূর সঙ্গে সঙ্গে, পরলোকবাসিনী হইলেন। শোকাতুর সার্ রাল্ফ বস্তুতঃই চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার সে রমণীয় প্রাসাদ

এখন শূন্য শ্মশান;—প্রাণ, মন ও হৃদয় সমস্তই যেন শূন্যময়। বিস্তৃত ভূসম্পত্তি, সুবিস্তৃত গৃহ-প্রাঙ্গণ ও প্রাবরণ-বনভূমি, অনুগত সেবক, আজ্ঞাবাহী পরিচারক ও আশ্রিত পরিজন, কিছুরই অভাব নাই। লোক আসিতেছে, লোক আদৃত হইয়া চলিয়া যাইতেছে। অভ্যাগত ও অতিথি সৎকার ও অভ্যর্থনায়, হার্ডউইক হল, অহোরাত্র উৎসবগৃহের ন্যায় সজ্জিত ও মুখরিত হইতেছে। কিন্তু সার্ রাল্‌ফ, তথাপি আপনাতে আপনি, একাকী ও অসহায়, এবং তাঁহার পক্ষে সমস্তই যেন নীরব, নিস্পন্দ ও নির্জ্জীব। ক্রমে এই অবস্থা অসহনীয় হইয়া উঠিল। তিনি আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে পুনরায় দার পরিগ্রহে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু বিবাহার্থিনী-দিগের মধ্যে তাঁহার আকাঙ্ক্ষার অনুরূপা রমণী কোথায়? তিনি যে দেব-স্বভাবা অবলাকে অকালে সমাধির গ্রাসে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাঁহার অদৃষ্টে আবার তাদৃশ জন ঘটিবে কি?

সার্ জারভেজ মূর (Sir Gervage Moore) হার্ডউইক হলের সন্নিহিত প্রতিবেশী। সার্ জারভেজ মূর সদ্বংশজাত ভদ্রলোক,—সম্ভ্রান্ত নাইট, অথচ নিঃস্ব। তাঁহার অবস্থা যে এক সময়ে খুবই সচ্ছল ছিল, "নাইট" উপাধিই উহার পরিচয়। তাঁহার গৃহটিও, একদিন, ধনীর বিলাস-প্রাসাদের ন্যায় উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান রহিয়া, হার্ডউইক হলের অতিথিদিগেরও নয়ন আকর্ষণে সমর্থ ছিল। কিন্তু এক্ষণ

উহা ছাড়াবাড়ীর মত অযত্ন-রক্ষিত, ভগ্নদশাগ্রস্ত ও যেন বিষাদ-মলিন।

সার্ জারভেজ মূর অপরিণামদর্শী ও অমিতব্যয়ী। তিনি, একটু অধিক বয়সে, এক রমণীর সহিত বিবাহসূত্রে সম্বদ্ধ হন। পত্নী যৌতুকস্বরূপ বিস্তর সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মূরেরও পৈতৃক সম্পত্তি প্রচুর ছিল। কিন্তু তথাপি, তাঁহারা, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই, দারিদ্র্যদশাগ্রস্ত হইয়া, নানা প্রকারে বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। মূর নিজে অপব্যয়ী, পত্নী ততোধিক উচ্ছৃঙ্খল। পত্নী, যেন পতির সহিত স্পর্দ্ধা করিয়াই, ব্যয়ের নিত্য নূতন প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতেন; এবং যে সূত্রে যাহা কিছু সঞ্চিত হইত, তাহাই সুখ-লালসার প্রবল ঝটিকায় উড়াইয়া দিতেন। এইরূপ উন্মত্ত অপব্যয়ে কুবেরের ভাণ্ডারও ক্ষয় পায়, ক্ষুদ্রবল মূরের সম্পত্তির আর কত বড় কথা। পতিপত্নীর অনুচিত ব্যবহারে, অচিরেই, তাঁহাদিগের গৌরবের পসার দুর্গতির গ্রাসে গড়াইয়া পড়িল; মূরপরিবার দুর্দ্দশাগ্রস্ত গ্রাম্য লোক বলিয়া পরিচিত হইলেন।

লেডী মূর এক সময়ে রূপবতী ছিলেন। অনেক দিন হইল, জীবনের সে বসন্ত অতীত হইয়া গিয়াছে। স্বার্থই এইক্ষণ তাঁহার একমাত্র উপাস্য দেবতা, কাপট্য তাঁহার অলঙ্কার। তিনি চিরদিনই ক্রুদ্ধস্বভাবা,—ক্রূরমতি, কর্কশ-প্রকৃতি, মদ-গর্ব্বিতা এবং কঠোর-বচনা। অর্থে তাঁহার অপরিসীম লোভ, অথচ অর্থের সদ্ব্যবহারে তিনি সম্পূর্ণ

অনভিজ্ঞ। কোন্ সখের জিনিষটি,—কোন্ বিলাস-সামগ্রী-টুকু, কিরূপে—কত অর্থ ব্যয়ে, কোথা হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে, ইহাই তিনি জানিতেন, ইহাই বুঝিতেন, এবং শুধু ইহাই তিনি বিরলে বসিয়া ভাবিতেন।

মূরের গৃহে একটি মাত্র কন্যা। কন্যার নাম ইথেল মূর (Ethel Moore)। ইথেল যুবতী ও অনূঢ়া। ইথেলের স্ফুটন্ত রূপরাশিই ইদানীং দুঃখতমসাবৃত মূর-গৃহের আলোক-স্বরূপ। ইথেল মূরের মোহময় রূপের এই এক বিশেষ লক্ষণ যে, উহা, আগে দর্শকের চক্ষু,—তার-পর, অবস্থাবিশেষে,—দর্শকের মন ও প্রাণ পর্য্যন্ত টানিয়া লয়। সে রূপে জ্যোৎস্নার শীতল মাধুরী,—জ্যোৎস্নাশীতল নৈশকুসুমের হৃদয়হারিণী আকর্ষণী নাই। উহাতে চক্ষু জুড়ায় না,—ঝল্‌সিয়া যায়। কিন্তু, সময়বিশেষে, ঐ রূপই আবার, স্নেহময় সরলতার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, যুবতীর মুখশ্রীতে কেমন একটু বিচিত্র রঙ্ ফলায়।

এই সময়ে, যুবতী ইথেল মূর, এক দিন, অকস্মাৎ বন-বিহার-সুখ-ভ্রান্ত বিপত্নিক সার্ রাল্‌ফের নয়ন-পথ-বর্ত্তিনী হইল। মোহন-চতুরা মূর-তনয়া, যেন প্রথম দৃষ্টিতেই রাল্‌ফের মনোগত ভাব বুঝিতে পাইয়া, আপনার প্রখর রূপের তীব্র ছটার উপর প্রশান্ত মাধুরীর সেই সাময়িক রঙ্ ফলাইয়া লইল। রাল্‌ফ যুবতীর কমনীয়কান্তি তৃষিত-নেত্রে নিরীক্ষণ করিলেন; এবং দর্শনমাত্রই রূপসীর চরণপ্রান্তে হৃদয়, মন

ও প্রাণ বাঁধা দিয়া, মন্ত্রমুগ্ধের মত, কি ভাবিতে ভাবিতে, গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

সার্ জারভেজ মূর ও লেডী মূর যাহা কখনও ভাবেন নাই,—স্বপ্নেও কখনও কল্পনা করেন নাই, আজি তাঁহাদিগের শুভাদৃষ্টে তাহাই ঘটিল। দুঃখনিপীড়িত মূরের দীন-নিকেতনে হার্ডউইকের ন্যায় সম্ভ্রান্ত ও সমৃদ্ধ ব্যক্তি আকৃষ্ট হইলেন, ইহা সামান্য সৌভাগ্যের কথা নহে। মূর-দম্পতীর প্রাণে আনন্দ আর ধরে না। উচ্চবংশসম্ভূত ও অমিত-ধন-স্বামীর কন্যার এই আকস্মিক আধিপত্য সার্ জারভেজ মূরের নিকট আশাতীত সম্পদ্ বলিয়া বোধ হইল। তিনি এই সম্বন্ধসূচনায় আপনাকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করিলেন; এবং লেডী মূরও রাল্‌ফের প্রজ্বলিত প্রণয়বহ্নিতে অতি সাবধানে ইন্ধন যোগাইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, নিরানন্দ হার্ডউইক হল অচিরেই আবার উৎসবময় হইল। সার্ রাল্‌ফ হার্ডউইক, কএকটি দিন যাইতে না যাইতেই, ইথেল মূরের পাণিগ্রহণ করিলেন। তাঁহার শূন্য গৃহ পূর্ণ হইল। হার্ডউইক হল ফিরিয়া গৃহকর্ত্রী লাভ করিল। কিন্তু মাতৃহীন শিশু-এস্‌সিটন ফিরিয়া মা পাইল কি?

রূপাভিমানিনী ইথেল এক্ষণ লেডী রাল্‌ফ্ হার্ডউইক রূপে, রাজরাণীর প্রতাপে, হার্ডউইক হলের গৃহস্বামিনী হইয়া বসিলেন। পরিচারক ও পরিজনেরা সকলেই তাঁহার আজ্ঞা-ধীন। তাঁহার সুদীর্ঘ ও সুপুষ্ট দেহ, সগর্ব্ব দৃষ্টি ও সাড়ম্বর

ব্যবহারে সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত। তিনি, অচিরেই, হার্ডউইক হলে, প্রদর্শনের একটি উপাদেয় বস্তু অথবা ধনিগৃহের একটি জীবন্ত গৃহসামগ্রীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্ধত ব্যবহারে সার্ রাল্ফের আভিজাত্য অভিমান, প্রথমতঃ কিছুকাল, কোন কোন সময়ে, কিঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভ করিত বটে; কিন্তু তাঁহার নিষ্ঠুর দৃষ্টি, নীরস সম্ভাষণ, এবং প্রীতিস্পর্শবর্জ্জিত শূন্যগর্ভ আড়ম্বর সার্ রাল্ফেরও শেষে ভাল লাগিত না। রাল্ফের হৃদয়ও ক্রমে শুষ্ক হইয়া উঠিল। প্রণয়ের প্রাণে নিদারুণ আঘাত লাগিল। সার্ রাল্ফ সংসারসুখে উদাসীন, অনুৎসাহ ও অকালবার্দ্ধক্যে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি কাঞ্চনজ্ঞানে কাচ ক্রয় করিয়াছেন, এবং পুষ্পমালা ভ্রমে কাঠের কণ্ঠী গলায় পরিয়াছেন, ইহা বিবাহের দু দিন পরেই বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিয়া, প্রাণে নিরাশ ও সমস্তবিষয়েই উদ্যমবিহীন হইলেন।

লেডী জারভেজ মূরের ন্যায় মাতার গর্ভে ইথেল্ মূরের মত কন্যার উৎপত্তিই স্বাভাবিক। প্রীতি, পবিত্রতা, প্রফুল্লতা ও স্নিগ্ধ মৃদুতা প্রভৃতি কমনীয় গুণরাজি সর্ব্বত্র সুলভ না হইলেও, এই গুলিই নারীজাতির প্রকৃত সম্পদ্ ও স্পৃহণীয় আভরণ। কিন্তু মূর-মহিলার ন্যায় জননীর গর্ভে জন্মিয়া, এবং তাদৃশ মাতার যত্নে ও তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ করিয়া, তনয়ার এ অংশে ভাগ্যবতী না হওয়া বিস্ময়ের কথা নহে। কন্যা, অল্পকালেই, স্বার্থপরতা, ক্রূরতা ও দম্ভমাৎসর্য্য প্রভৃতি

মাতৃসম্পদে পূর্ণ অধিকার লাভ করিতে লাগিলেন। কন্যার উর্ব্বর প্রাণে মাতৃপ্রদত্ত উপদেশের এক কণিকাও ব্যর্থ বা নিষ্ফল হয় নাই। ছল, চাতুরী, কাপট্য ও মনোগত-ভাব-গোপনে কন্যা এতদূর কৃতিত্ব ও নৈপুণ্য লাভ করিলেন যে, মাও, সময় সময়, মেয়ের কাছে হারি মানিতে বাধ্য হইলেন। ঈদৃশ সর্পস্বভাবা রমণীর সংসর্গ সরলপ্রাণ ও উদারহৃদয় সার্ রাল্ফের হৃদয়ে সুখকর হইবে কেন?

স্বর্গগতা লেডী হার্ডউইকের পুত্র রাল্ফ এস্‌সিটন এক্ষণ চারি বৎসরের শিশু। ধনিসন্তানেরা এক অংশে বড়ই দুর্ভাগ্য,—তাহাদের শিক্ষার পথে সর্ব্বত্রই বহু কণ্টক ও বিবিধ অন্তরায়। অত বড় ইস্টেটের ভাবী মালিক, শিশু হইলেও সোহাগের পুতুল,—খোকা হইলেও প্রভু। কিন্তু, সার্ রাল্ফ্ এ অংশে বিশেষ সতর্ক ছিলেন বলিয়া, বালকের প্রকৃতিতে শৈশব-বিকারের কোনরূপ মন্দ ফল ফলিতে পারে নাই। অমন প্রতিকূল অবস্থা ও মারাত্মক উপসর্গ সত্ত্বেও, শিশু অল্প বয়সে অকালপক্ব প্রভু সাজিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই। বয়োবৃদ্ধি সহকারে এস্‌সিটনের প্রকৃতিতে বিবিধ স্পৃহণীয় গুণের অঙ্কুর-উদ্গম হইতে লাগিল।

এস্‌সিটনের যখন চারি বৎসর মাত্র বয়স, তখন নবীনা লেডী হার্ডউইক একটি সুরূপ পুত্র-সন্তান প্রসব করিলেন। সার্ রাল্ফ নবকুমার লাভে প্রীত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, পত্নীর পাষাণ প্রাণ, হয় ত এখন, সন্তানবাৎসল্যের মধুর

সংস্পর্শে, আপনিই স্নেহের উৎসে পরিণত হইবে; এবং সেই স্থানে, তাঁহার জ্বালাদগ্ধ জীবনের জন্য, একটুকু সুখ-শীতল আশ্রয় পাইয়া কৃতার্থ হইবেন। কিন্তু রাল্‌ফের এ আশাও নৈরাশ্যের আঁধারে ডুবিল। পত্নী যেমন ছিলেন, তেমনই রহিলেন। পাষাণ গলিল না। শুষ্ককাষ্ঠে ফুল ফুটিল না।

সার্ রাল্‌ফ হার্ডউইক অতঃপর পত্নীর প্রেমে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া, পুত্রদ্বয়ের সুশিক্ষার প্রতি বিশেষরূপে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার দুটি পুত্রই প্রিয়দর্শন ও কান্তিমান্! কিন্তু জ্যেষ্ঠের মুখ-মাধুর্য্যে হার্ডউইক্‌ বংশের চিহ্ন যেরূপ সুস্পষ্ট অঙ্কিত, দ্বিতীয় পুত্রে তাহা নাই। জ্যেষ্ঠ সর্ব্বাবয়বে হার্ডউইক। কনিষ্ঠ অর্দ্ধ হার্ডউইক, অর্দ্ধ মূর। কনিষ্ঠের মুখশ্রীতে মাতৃমূর্ত্তিরই সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব, এবং উহার চক্ষের চাহনি ও অধরের হাসিতেও মূরবংশেরই সাদৃশ্য দেখিয়া সার্ রাল্‌ফ মনে ক্লিষ্ট রহিলেন। হার্ডউইক-হলের লোকেরাও তত প্রীতি লাভ করিতে পারিল না। যাহা হউক, তথাপি সার্ রাল্‌ফ পুত্রদ্বয়ে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিলেন; এবং ভাই দুটির মধ্যে যাহাতে কোন অংশে কোনরূপ তারতম্য বা পার্থক্য না ঘটে, তদনুরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

বৈমাত্র-ভ্রাতৃদ্বয় এক সঙ্গে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। উভয়ের একত্র অবস্থান, একত্র ভোজন, একজাতীয় ও একই রকমের

ঘোটকে বিহার-ভ্রমণ, এবং একই শিক্ষকের উপদেশে শিক্ষা ও শাসন ব্যবস্থাপিত হইল। বসন, ভূষণ, শয়ন, বিচরণ, আদর ও আবদার, কোন বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কোন রূপ পার্থক্য রহিল না।

উভয়ের মধ্যে দ্রষ্টব্যে কোন বিভিন্নতা না থাকিলেও, পরিবারস্থ সকলেরই চিত্তে, মূলে এক বিষয়ে অতি গুরুতর পার্থক্য। সে পার্থক্য এই যে, একজন বিস্তৃত হার্ডউইক সম্পত্তির অদ্বিতীয় ভাবী উত্তরাধিকারী; আর একজন ইষ্টাটের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্য। এক জন, কিছু দিন পরে, রাজার মত সমৃদ্ধিসম্পন্ন ভূস্বামী হইবেন; আর এক জন ব্যাগ ও ব্যাগেজ বগলে লইয়া, পৃথিবীর কোথাও খাটিয়া খাইবেন। এই পার্থক্য সার্ রাল্‌ফ কোন দিনও ভাবেন নাই, অন্যেরা জানিয়াও ইহা লক্ষ্য করে নাই। ইহা প্রথম বুঝিলেন কনিষ্ঠ ভ্রাতার মাতামহী লেডী মূর। শেষে বুঝিতে পাইলেন, মাতা মূর-তনয়া,—অর্থাৎ লেডী হার্ডউইক। লেডী মূর, এক দিন, তনয়াকে এমন ভাবে এই পার্থক্য বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার মুখের প্রত্যেকটি শব্দ লেডী হার্ডউইকের হাড়ে হাড়ে যেন গাঁথা হইয়া রহিল। মায়ে ঝিয়ে নিভৃতে অনেকক্ষণ কানাকানি ও অনেক কথা হইল। কি কথা হইল, কি যুক্তি বা মন্তব্য অবধারিত হইয়া রহিল, কেহ তাহা জানিল না। লোকে এইমাত্র দেখিল ও বুঝিল,—সার্ রাল্‌ফের নবীনা পত্নী যখন মায়ের মন্ত্রণাস্থল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন,

তখন তাঁহার মুখচ্ছবি যার-পর-নাই গম্ভীর অথচ মলিন,—চক্ষের দৃষ্টি এমন তীব্র ও ভয়ঙ্কর যে, দেখিলেই চিত্ত চমকিত হইয়া উঠে।

এদিকে রাল্‌ফ এস্‌সিটন ক্রমে বয়সে বাড়িতে লাগিল, বিমাতাও তাহার প্রতি ক্রমে একটু বেসী বিদ্বেষ ও ঘৃণার চক্ষে দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। অনলের সৃষ্টি হইল, কিন্তু জ্বলিল না;—উহা উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় হৃদয়ের নিভৃতকক্ষে প্রধূমিত অবস্থায় রহিয়া গেল। কাল-ক্রমে কুমারদ্বয় কিশোর-কাল অতিক্রম করিল। মা তখনও, যেন সময়ের প্রতীক্ষায়, ধীর, স্থির ও প্রশান্তমূর্ত্তি।

কিছু দিন পরে, লেডী জারভেজ মূর লোকান্তরবাসিনী হইলেন। সার্ রাল্‌ফের বৃদ্ধ শ্বশুর সার্ জারভেজ মূরও পারিবারিক সমাধি-ক্ষেত্রে মহানিদ্রায় শয়ন করিলেন। অন্য এক জারভেজ মূর গৃহের মালিক হইয়া বসিলেন। লেডী রাল্‌ফ, এই সময়ের মধ্যে আরও কএকটি সন্তানের মা হইয়া বর্ষীয়সী মহিলার সম্মান পাইতে লাগিলেন। ভাল ও মন্দ এত ঘটনা ঘটিল, এত পরিবর্ত্তন হইল; কিন্তু তাঁহার প্রাণের আগুন নিবিল কি? লুক্কায়িত কাল-সর্পের সে বিষদন্ত খসিয়া পড়িল কি?

সার্ রাল্‌ফের সহিত তাহার পত্নীর মৌখিক কোনরূপ অসদ্ভাব ছিল না। দুইয়ের প্রণয় ছিল কি না, তাহা বাহিরে কেহ বুঝিত না। পত্নী, গম্ভীর মূর্ত্তিতে, মুখ ভার করিয়া,

পতির সম্মুখীন হইতেন; পতিও, সেই গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়াই, গৃহস্থালীর কার্য্য ব্যবস্থা করিতেন। সার্ রালফের স্নেহ, মমতা, ভালবাসা ও অনুরাগ, সমস্তই ক্রমে পরিবর্দ্ধমান জ্যেষ্ঠ পুত্রে কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িল।

বয়োবৃদ্ধি সহকারে জ্যেষ্ঠ এস্‌সিটন নানাবিধ উচ্চ গুণের আধার হইল। সে আকারে যেমন প্রিয়-দর্শন, স্বভাবেও তেমনই সর্ব্বজনের প্রিয়কারী;—পিতার অনুগত ও আজ্ঞাধীন। বিমাতার বিষোদ্গারে, সময়ে সময়ে, জ্বালাতন হইয়াও এস্‌সিটন দ্রষ্টব্য-ব্যবহারে বিকার-শূন্য। বৈমাত্র ভ্রাতা ফিলিপ-জারভেজ-হার্ডউইক (Philip Gervage Hardwick) তাহার সহোদর-প্রতিম ও প্রাণাধিক প্রিয়। এস্‌সিটন কখনও ভৃত্য ও পরিজনের প্রতি কঠোর ব্যবহার করে না। সকলেই তাহাকে ভালবাসে, সেও সকলকেই প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করে। বস্তুতঃ, রালফ এস্‌সিটন, বিশ্রুতনামা হার্ডউইক বংশের উপযুক্ত বংশধর রূপে, ইদানীং সর্ব্বত্রই সম্মানিত। বৃদ্ধ সার্ রালফ্, এতকাল সাংসারিক সুখে নিরাশ হইয়া থাকিলেও, সম্প্রতি উপযুক্ত পুত্রের অমায়িক আচরণে আশায় উৎফুল্ল। পুত্রের বয়স বিংশতি বৎসরের সমীপবর্ত্তি। আর দুটি বৎসর কাটিয়া গেলেই, পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত ও সম্পত্তির অধিকারী হইবার যোগ্য হইবে। ভগবান্ উহার মঙ্গল করিলে, তিনি নিশ্চয়ই পুত্রকে পৈতৃক সম্পত্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া চক্ষু বুজিতে পারিবেন।

কিন্তু হায়! তাঁহার এ আকাক্ষা পূর্ণ হইল না। সার্ রাল্‌ফ্ বয়োগণনায় তেমন বৃদ্ধ না হইয়া থাকিলেও, রোগজনিত অকাল-বার্দ্ধক্যে শরীরে নিতান্ত জীর্ণ শীর্ণ। ইহার উপরে, ঘটনাক্রমে শিকার-ক্ষেত্রে একটা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া, তিনি একবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। এই যে শয্যাশায়ী হইলেন, আর উঠিলেন না। তিনি, অন্তিম সময়ে, প্রিয়তম পুত্রকে নয়ন ভরিয়া দেখিতে দেখিতে, ইহলোক হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। কনিষ্ঠকে স্নেহরুদ্ধ কণ্ঠে এইমাত্র বলিয়া গেলেন,—"বাছা, তুমি সর্ব্বাংশে তোমার জ্যেষ্ঠের অনুরূপ ও আজ্ঞাবহ হইও।"

সার্ রাল্‌ফ্ হার্ডউইক স্বর্গগত। দুই এক মাস পরেই, যুবক এস্‌সিটন, সার্ রাল্‌ফ্ এস্‌সিটন রূপে, হার্ডউইক-সম্পত্তির অধিকারী হইবে। সার্ রাল্‌ফ হার্ডউইক পুত্রের শৈশবসময়েই তাহার ভাবি পত্নী নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। এস্‌সিটনের বয়ঃপ্রাপ্তি ও পরিণয়-উৎসব একই সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে, ইহা সার্ রাল্‌ফেরই শেষ আজ্ঞা। পরিজনেরা শোকাভিভূত হইলেও স্বর্গগত প্রভুর আজ্ঞাবহ। তিনি স্বয়ং এস্‌সিটনের বিবাহের জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। কে তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলতা করিবে? তাই সকলে, আসন্ন উৎসবের আশায় ও উৎসাহে, আমোদ-বিহ্বল না হইয়াও, উৎসুক। উৎসবের আয়োজন উদ্যোগ চলিতেছে। পূর্ব্বনির্ব্বাচিত পাত্রী মিস ফিলিশিয়া উইনগ্রোভ, (Miss Felicia

Wingrove) তাঁহার পিতা ও খুল্লতাতের সমভিব্যাহারে, আজি কএক দিন হইল, অভ্যাগত রূপে, হার্ড উইক হলে উপস্থিত হইয়াছেন।

মিস্ ফিলিশিয়া সুন্দরী যুবতী। তাঁহার কমনীয়কান্তি প্রস্ফুট গোলাপের ন্যায় মনোহারিণী। তাঁহার নবোদ্গত প্রীতির নির্ম্মল উৎস-স্বরূপ নয়ন-যুগলের সরল দৃষ্টি, ছাঁচে কাটা নিটোল ললাট, এবং নয়ন-হারি অধর-প্রান্তে সলজ্জ হাসির অর্দ্ধবিকসিত মাধুরী যে দেখিল, সে-ই প্রীত ও মোহিত হইল। সুন্দরী ফিলিশিয়ার মৃদুমধুর বিনীত ব্যবহার এবং অকৃত্রিম সৌজন্য ও শিষ্টাচার দর্শনে, হার্ডউইক হলের সকলেই তাঁহাকে উহার উপযুক্ত গৃহস্বামিনী জ্ঞানে সাদরে ও সসম্ভ্রমে নমস্কার করিল। ফিলিশিয়ার পিতা স্বর্গগত সার্ রাল্‌ফের অতি পুরাতন সুহৃৎ। মিস্ ফিলিশিয়া যে সময়ে, একটি সুগঠিত রজত-পুত্তলিকার ন্যায়, ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে শৈশব-দোলায় দোলায়িত, সেই সময়েই, সার্ রাল্‌ফ্, তাঁহার সহিত স্বীয় পুত্র রাল্‌ফ এস্‌সিটনের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন। মিস্ ফিলিশিয়া এই হিসাবে এক প্রকার বাগ্দত্তা। ফিলিশিয়া পিতৃপক্ষ হইতেও বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী।

গ্রীষ্মকাল। অপরাহ্ণ। মৃদু মন্দ বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। সায়াহ্নকিরণ হার্ডউইক হলের সুবিস্তৃত কুসুম-উদ্যানে তরল সোনার ন্যায় ঝলমল করিতেছে। হার্ডউইক হলের দ্বিতল-গৃহের এক সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে, বাতায়ন-পার্শ্বে একটি প্রৌঢ়া রমণী

উপবিষ্টা। রমণীর বয়স প্রায় চল্লিশ হইয়াছে। প্রগল্ভ রূপের প্রখর প্রভা এখনও নিস্তেজ নহে। রমণীর প্রদীপ্ত নয়নে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। উহা, ডাহিনে বামে, বৃক্ষবহুল উদ্যানের বিশাল-বিস্তারে বিচরণ করিতেছে না। রমণী একটি যুবক ও যুবতীর গতিবিধি, স্নেহশূন্য নীরসনেত্রে, লুব্ধা মার্জ্জারীর মত, লুক্কায়িত ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। যুবক ও যুবতী, বিশ্রব্ধ আলাপে আত্মবিস্মৃতবৎ, পুষ্পোদ্যানের এক নির্জ্জন বর্ত্মে, ধীরে ধীরে, হাটিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা ক্রমে বাতায়নের নিম্ন দেশে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। রমণী ভাল করিয়া তাহাদিগকে দেখিলেন, তাহাদের কথা শুনিলেন। নিদাঘ-সমীর তাহাদের কল-কণ্ঠের মৃদুধ্বনি রমণীর উৎসুক কর্ণে বহিয়া লইয়া গেল। এই রমণী আর কেহ নহেন,—সার্ রাল্ফের বিধবা পত্নী—লেডী হার্ডউইক,—মুর-তনয়া ইথেল। যুবক তাঁহারই গর্ভজাত পুত্র রাল্ফ্ এস্‌সিটনের বৈমাত্র ভ্রাতা ফিলিপ। যুবতী রাল্ফ্ এস্‌সিটনের বাগ্‌দত্তা ভাবি পত্নী ফিলিশিয়া টুইনগ্রোভ।

লেডী রাল্ফ্ মুখভঙ্গিসহকারে আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন,—"মন্ত্রণা বিফল হইবে না। ঔষধে প্রায় ধরিয়াছে। এই ত এরা দুটি। আমার কর্ম্মারম্ভের উপযুক্ত সময় উপস্থিত। যা হউক, আমার পথ আমি ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। হতভাগ্য ফিলিপের প্রাণে যদি প্রকৃতই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা কিংবা উচ্চ আশা থাকে, এবং তাহাতে যদি প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির বিন্দুমাত্রও সন্ধুক্ষণ

করান যায়, তাহা হইলে আর যায় কোথায় ?”—বলিতে বলিতে লেডী হার্ডউইক ব্যঙ্গবিকৃতস্বরে ক্ষণকাল হাসিলেন।

পার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠে কার যেন পদ-শব্দ ? ফিলিপের নয় কি ? লেডী হার্ডউইক ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন,—হা—ফিলিপই বটে। অমনি মৃগয়াবেশে সজ্জিত একটি বলিষ্ঠ যুবা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। লেডী হার্ডউইক কহিলেন,—“ফিলিপ।” মুহূর্ত্ত পরে, একটু উচ্ছ্বসিত অথচ শ্লেষযুক্ত কণ্ঠে, পুনরপি কহিলেন,—“ফিলিপ-জারভেজ-হার্ডউইক।”

ফিলিপ কহিল,—“মা এই যে আমি।” লেডী হার্ডউইক কহিলেন,—“তুমি যদি ফিলিপ জারভেজ হার্ডউইক, তাহা হইলে ঐ দিক্ পানে চাহিয়া দেখ ত।” এই বলিয়া বাগানের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

ফিলিপ মাতার আজ্ঞা পালন করিল। সে বাতায়নের নিকটে গেল; বাতায়ন-পথে চাহিয়া দেখিল; এবং সহসা শোণিত-সঞ্চারে আরক্তগণ্ড হইয়া, অবনত মুখে মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

মা কহিলেন,—“ঐ যুবতীকে তুমি অবশ্যই জান।”

ফিলিপ কহিল,—“হা জানি। অনভ্র দিবার আলোক অপেক্ষাও উজ্জ্বলতর প্রভা, দেব-প্রভাময়ী ঊষা অপেক্ষাও অধিকতর মনোহারিণী ঐ যুবতীকে কে না জানে মা ? —মা, আমি পাগলের মত হইয়াছি; আমি উহাকে ভালবাসি। কিন্তু সে কথা উহার নিকট মুখ ফুটিয়া কহিতে

সাহস পাই না। আমি এই মাত্র উহার নিকট অস্ফুট কৌশলে যে প্রকার দয়াভিক্ষা করিলাম, তৎসম্পর্কে ইহার মুখে অনুকূল উত্তর না পাইলে, আমি স্থির থাকিতে পারিব না; নিশ্চয়ই পাগল হইব, না হয় ত মা প্রাণে মরিব।”

লেডী রাল্‌ফ্‌ কহিলেন,—“তুমি কি শুন নাই বাছা, ও অচিরেই তোমার বৈমাত্র ভ্রাতার পত্নী হইবে। যুবতী তাহার জন্য ত রীতিমত বাগ্‌দত্তা হইয়া রহিয়াছে। তুমি অভাগিনীর ভিখারী পুত্র। তোমার আর আশা কি? তুমি মনের মত উত্তর পাইবে কি না, সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ।”

ফিলিপ কহিল,—“কেন, আমি কি ইহার প্রতিরোধে অসমর্থ? প্রতিরোধ করিতে,”—

মাতা হঠাৎ বাধা দিয়া, একটু হাসিয়া কহিলেন,—“কি—তুমি কি তবে বলপ্রয়োগ করিতে চাহ?”

ফিলিপ বলিল,—“আবশ্যক হইলে তাহাও করিব। আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, তোমার নিকট যখন যাহা শুনিয়াছি, তাহার এক বর্ণও আমি ভুলি নাই।”

মাতা বলিলেন,—“তুমি তাহাকে ভাল করিয়া চিনিতে ও বুঝিতে পারিয়াছ কি?”

ফিলিপ কহিল,—“কাহাকে? আমার বৈমাত্র ভ্রাতাকে নয়?—তাহাকে বুঝিতে আর চিনিতে কি এখনও বাকি আছে?”

মাতা একটু ক্লিষ্ট কণ্ঠে উত্তর করিলেন,—"না—না—তুমি তাহাকে এখনও ভাল করিয়া চিনিতে পার নাই। তুমি যাহা ভাবিতেছ, শুধু তাহাই নহে। সে তাহা অপেক্ষা অনেক বড়।"

ফিলিপ যেন কথাটার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে না পারিয়াই কহিল,—"বড়!—বড় কোন্ অংশে?"

লেডী হার্ডউইক বলিলেন,—"তবে কি তুমি সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছ?"

ফিলিপ বলিল,—"সমস্ত কি—মা, আমি কোন্ কথা ভুলিয়া গিয়াছি?"

লেডী হার্ডউইক কহিলেন,—"রাজপ্রাসাদের ন্যায় এই বিরাট অট্টালিকা, বিস্তৃত ভূম্যধিকার, বিপুল সম্পত্তি,—ভিতরে ও বাহিরে ছুইচক্ষে যাহা কিছু দেখিতেছ,—ঐ উদ্যান, ঐ বনভূমি, মাঠ, হ্রদ ও নদী, এই সমস্তেরই অদ্বিতীয় অধিপতি সে! হা মূর্খ, এ কথা কি তোমার মনে আছে?"

যুবকের দন্তে দন্তঘর্ষণ ও নিমেষকাল নয়নযুগলে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গম হইল। কণ্ঠে, ক্রুদ্ধ অজগর-গর্জ্জনের ন্যায়, নিঃশ্বাস বহিল! যুবক বিকৃত স্বরে কহিল, "হাঁ মনে আছে মা, সব মনে আছে,—এখনই সমস্ত লেঠা মিটাইয়া ফেলিতেছি দেখ।"—"পেওলো (Paolo)—পেওলো কোথায় মা?"

লেডী হার্ডউইক কহিলেন,—"সে অরসিনোর (Orsino) সঙ্গে আছে। গর্ত্ত খনিত হইয়াছে। উহাদিগকে যাহা যাহা

করিতে বলা হইয়াছিল, উহারা সমস্তই করিয়াছে। সমস্ত যোগাড়-যন্ত্র ঠিক্ করিয়া উভয়েই উহারা চলিয়া গিয়াছে।"

ফিলিপ সবিস্ময়ে কহিল,—"চলিয়া গিয়াছে! কোথায়?"

লেডী হার্ডউইক বিকৃত মুখভঙ্গিসহকারে হাসিয়া কহিলেন, 'এখানে অনেকেই উহাদিগকে চিনিত। যেখানে গেলে উহাদিগকে কেহই আর কখনও দেখিতে কিংবা চিনিতে পাইবে না, উহারা সেই স্থানে চলিয়া গিয়াছে।"

ইহার পরে, যুবক ফিলিপ কি করিল, কোথায় কি হইল, আর কেহই তাহা জানিতে পাইল না। একটি পুরাতন পরিচারিকা মাত্র গুপ্তভাবে মাতা পুত্রের এই ভয়ঙ্কর কথোপকথন শুনিতে পাইয়াছিল। যে সময়ে শুনিয়াছিল, সে সময়ে পরিচারিকাও, সমস্ত কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া, কথাটা আর একটি পরিচারিকার কাছে কানে কানে বলিল। সেও এই হিজিবিজি কথার কিছুই না বুঝিয়া তখনকার জন্য নীরব থাকাই উচিত মনে করিল।

সূর্য্য অস্তগত হইল। ক্রমে হার্ডউইক হল সর্ব্বদুঃখহারিণী যামিনীর নৈশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু ঐ রাত্রিতেই রালফ্ এস্‌সিটন হার্ডউইক অকস্মাৎ অদৃশ্য হইলেন। স্বর্গগত সার্ রালফে্র প্রাণাধিক ও আদরের ধন, হার্ডউইকের ভাবি অবলম্বন, প্রিয়দর্শন ও প্রিয়ংবদ এস্‌সিটনকে ইহার পরে আর কেহই দেখিতে পাইল না।

এস্‌সিটন, কাহাকেও কিছু না বলিয়া,—কিছুই না কহিয়া,—এভাবে কোথায় চলিয়া গেলেন,—কি উদ্দেশ্যে এমন করিয়া কোথায় যাইয়া লুকাইলেন, বুঝিতে না পারিয়া, হার্ড-উইক প্রদেশের সমস্ত ব্যক্তিই বিস্মিত, উৎকণ্ঠিত ও একান্ত শোকাভিভূত হইয়া পড়িল। পেওলো ও অর্‌সিনো নামক ইটালীয় ভৃত্যদ্বয়কেও ঐ দিন হইতে কেহ আর দেখিতে পাইল না। ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে, লেডী হার্ডউইক ইটালীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ইটালী হইতে ফিরিয়া আসিবার সময়, ঐ দুই ভৃত্য তাঁহার সঙ্গে আনীত হইয়াছিল। লোকে স্বভাবতঃই সন্দেহ করিল,—রাল্‌ফ এস্‌সিটনের আকস্মিক তিরোধানের সহিত, ইটালীয় ভৃত্যদ্বয়ের ঐ প্রকার তিরোধানের বিশেষ সম্পর্ক আছে।

দেশ ভরিয়া ঘোরতর আন্দোলন চলিল। সুদক্ষ ডিটেক্‌-টিভের দল চারিদিকে অনুসন্ধানে বহির্গত হইল। তাহারা বন, গ্রাম ও নগর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল। রাজপুরুষেরা এবং বিমাতা ও বৈমাত্র ভ্রাতা প্রচুর পুরস্কারের ঘোষণা দিলেন। তথাপি রাল্‌ফ এস্‌সিটন ও ইটালীয় ভৃত্যদ্বয়ের কোথাও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

ক্রমে আন্দোলনের জল্পনা কল্পনা ও অনুসন্ধানের কল-কল কলরব নীরব হইল। হার্ডউইক হলের উৎকণ্ঠা ও শোকের উচ্ছ্বাসও, ভাবী অধিস্বামীর আদরে ও উপচারে একটুকু প্রশমিত হইয়া আসিল। এস্‌সিটনের বৈমাত্র ভ্রাতা

সার্ জারভেজ ফিলিপ হার্ডউইক হলের উত্তরাধিকারী রূপে দণ্ডায়মান হইলেন। কৃষক, জোতদার, ইষ্টাটের অন্যবিধ প্রজা এবং চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম্য লোকেরা প্রচুর মদ্যমাংসে তৃপ্তি লাভ করিয়া সার্ জারভেজ ফিলিপের দীর্ঘায়ু কামনা করিতে লাগিল। ইহাও স্থিরীকৃত হইয়া রহিল যে, সার্ জারভেজ ফিলিপ, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই, হতভাগ্য জ্যেষ্ঠের বাগ্দত্তা প্রণয়িনী কুমারী ফিলিশিয়া উইন্ গ্রোভের পাণিগ্রহণ করিবেন; এবং যে দিন পৈতৃক আসনে প্রভুরূপে বসিবেন, সেই দিনই, রূপসী ফিলিশিয়াকে, পরিণয়-সূত্রিত ফুলের মালার মত, গলায় দোলাইয়া জীবনে কৃতার্থ হইবেন।

দুঃখের পর সুখ। শোকের পর উৎসব। ভাবী উৎসবের সাড়ম্বর আয়োজনে আবার হার্ডউইক হল ঝম্ ঝম্ করিতে লাগিল। কিন্তু, আমোদগৃহের অদূরে পশুপক্ষীর বিলাপ-ধ্বনিজনিত আশঙ্কিত বিষাদের ন্যায়, ইহারই মধ্যে, হার্ডউইক হলে কেমন একটা অচিন্তিত বিষাদের ছায়া পড়িল। হার্ডউইক হলের ভৃত্য ও পরিচারকগণ, প্রতিদিন নিশাসমাগমে, যার-পর-নাই ভীত ও ব্যস্ত হয়; এবং এখানে সেখানে, চুপি চুপি, অতি বড় বিষণ্ণ ও বিপন্নের ন্যায়, কিসের যেন কানাকানি করে। ইহার কারণ কি? তাহাদিগের মধ্যে অনেকে কর্ম্ম-ত্যাগে প্রস্তুত, তথাপি মধ্যরাত্রে হার্ডউইক হলের কোন কোন স্থানে,—বিশেষতঃ নির্দ্দিষ্ট একটা গেলারীর নিকটে, কিছুতেই যাইতে সম্মত হয় না। পরিজনদিগের এই প্রকার

উদ্বিগ্নচিত্ততার মূলে মনঃকল্পনা ছাড়া প্রকৃতও কিছু আছে কি?

মূলে কিছু না থাকিলে, শুধুই মনগড়া কথা মনুষ্যজীবনের সুখ-শান্তির স্রোতে স্বপ্নেরও অগোচর ও অতি ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্ত ঘটাইতে পারে না। কথা গোপনে রহিল না। যাহা ঢাকিয়া রাখিবার জন্য এত যত্ন হইয়াছিল, তাহা যেন ঢাকে ঢোলে বাজিয়া উঠিল। ক্রমে সকলেই জানিতে পাইল, হার্ডউইক হল, কিছুকাল হইতে, ছায়ামূর্ত্তির নৈশ-বিচরণে, একটু বেসী উৎপীড়িত হইতেছে; ওখানে মনুষ্যের বসতি কঠিন। কেহ কেহ অবশ্য অবিশ্বাস করিয়া কথাটা উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিল। যাহারা না দেখিয়াও বিশ্বাস করিল, কিংবা চক্ষে প্রত্যক্ষ দেখিল, তাহারা যার-পর-নাই ভীত ও সঙ্কুচিত হইল। ছায়ামূর্ত্তির দর্শন ও উৎপীড়ন প্রাসাদের অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ নহে। হল ও হলের বহিঃস্থিত উদ্যান ও বনভূমি উভয়ত্রই অতি ভয়াবহ ও অদ্ভুত দৃশ্য লোকের চক্ষে পড়িতে লাগিল। বাড়ীর ভিতরে, নিশীথ-সময়ে, লম্বিত-পরিচ্ছদ ও শ্মশ্রুবিমণ্ডিত বিকটদৃশ্য দুইটি ছায়ামূর্ত্তি প্রতি রাত্রিতে ঘুরিয়া বেড়াইত। উহারা কাহাকেও কিছু বলিত না বটে; কিন্তু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জ্বলন্ত চক্ষে যাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিত, সে-ই আকস্মিক ভয় ও বিস্ময়ে আড়ষ্ট, স্তম্ভিত অথবা একবারে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া যাইত। বাড়ীর বাহিরে যাহা দৃষ্ট হইত, নিম্নবর্ণিত মৃগয়া ব্যাপারের সাড়ম্বর অনুষ্ঠানেই তাহা পরিস্ফুট হইবে।

একদা হার্ডউইক হলের যুবক উত্তরাধিকারী সার্ ফিলিপ হার্ডউইক মৃগয়ায় বহির্গত হইলেন। সঙ্গে শত শত সহচর ও পারিষদ। ফিলিপ বেগবান্ উচ্চ ঘোটকে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহার ভাবি অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী, সুন্দরী ফিলিশিয়া, তদীয় দক্ষিণ পার্শ্বে, অন্য ঘোটকের উপরে। পশ্চাতেও, অশ্বারোহণে বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা। অশ্বের হ্রেষারব, শিকারী কুক্কুরের শঙ্কাজনক হুহুঙ্কার, এবং পাদচারী শিকারী-দিগের শিঙ্গা ধ্বনিতে বনস্থলী বিলোড়িত। চারিদিকে হাসির হিল্লোল, আমোদের উচ্ছ্বাস, বিদ্রূপের তরঙ্গ ও বীরত্বের বাহ্বাস্ফোটন।

সর্ব্বপ্রথম একটি মৃগশাবক শিকারীদিগের সম্মুখে পতিত হইল। প্রাণভয়ে ভীত ও ব্যতিব্যস্ত হরিণ-শিশু বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটিয়া চলিল। ফিলিপ হার্ডউইক, হসিতচ্ছবি ফিলিশিয়ার সহিত মৃগের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। তৎপশ্চাৎ অশ্বারোহীর দল। তাহারাও ঘোড়া হাঁকাইয়া দিল। সকলেই তরঙ্গায়িত বনভূমির ভিতর দিয়া এতদূর অগ্রে সরিয়া পড়িলেন যে, হার্ডউইক হলের চূড়াটিও তখন অদৃশ্য হইয়া আসিল। যাইতে যাইতে কি একটা সুখ-সোহাগের কথা কহিবার নিমিত্ত, ফিলিপ যেই তাঁহার সুন্দরী সঙ্গিনীর পানে ফিরিয়া চাহিলেন, অমনই দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহারই পার্শ্বদেশে, তাঁহারই মত বায়ুবেগে, অপর কে একটি অশ্বারোহী চলিয়া যাইতেছে। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন,—এ অশ্বারোহী

ও অশ্ব অন্য অশ্বারোহী বা অশ্বের মত নহে। এ অশ্বারোহী ও অশ্বের গতি আছে, শব্দ নাই,—অবয়ব আছে, সে অবয়বে জড়পরমাণুর ঘনসন্নিবেশ নাই। অশ্বারোহী ও অশ্ব উভয়ই যেন বাষ্পময় ছায়ামূর্ত্তি। সহসা ফিলিপের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। ফিলিপের বেগবান্ অশ্বও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। ছায়ামূর্ত্তির মুখে কোনরূপ বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। কিন্তু উহাও, অশ্বপৃষ্ঠে নিশ্চল ভাবে রহিয়া, গভীর ঘৃণা ও তিরস্কারব্যঞ্জক তীব্রদৃষ্টিতে ফিলিপের সঙ্গিনী যুবতীর দিকে তাকাইতে লাগিল। যুবতী দেখিলেন, দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, এবং ছায়ামূর্ত্তির মুখ দেখিয়াই প্রকৃত পরিচয় পাইলেন। তাঁহার প্রাণ শুকাইয়া গেল, মুখশ্রীতে মুহূর্ত্তের মধ্যেই কেমন একটা পরিবর্ত্ত ঘটিল।

ইহার পর ছায়ামূর্ত্তি উহার সেই জ্বলন্ত অনল-নেত্র ফিলিপের দিকে ফিরাইল, এবং ভ্রুকুটি-কুটিল বিকট মুখ-ভঙ্গিসহকারে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, অদূরে একটি স্থান দেখাইয়া দিল। ঐ স্থানের লতাগুল্ম প্রভৃতি উৎপাটিত, ঝোপ ও ঝোর ছিন্ন ভিন্ন। ছায়ামূর্ত্তি যেন অঙ্গুলিসঙ্কেতে ইহাই কহিল,—"চাহিয়া দেখ্, ঐ সেই স্থান।" ফিলিপের কম্পিত প্রাণও যেন ঐ ভয়াবহ ইঙ্গিতে ইহাই বুঝিয়া লইল,—"হা—ঐ ত সেই স্থান।"

ফিলিপ আকুল-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ভয়-চকিত ঘোটকও, অধিকতর ভয়ে অধীর ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া,

লাফাইতে লাগিল। অশ্বারোহিদিগের মধ্যে আরও অনেকে, ছায়ামূর্ত্তির এই বিস্ময়জনক দৃশ্য দেখিয়া, বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। চারি দিকে কেমন একটা আতঙ্কের ধ্বনি উঠিল। ফিলিপ আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া গেলেন। তাঁহার রক্তাক্ত তনু ভূতলে লুঠিত হইল। কতিপয় অশ্বারোহী, ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া, পরিচারকদিগকে চীৎকারের কণ্ঠে আহ্বান করিলেন। পরিচারকেরা ফিলিপকে কাঁধে করিয়া গৃহাভিমুখে বহিয়া লইয়া চলিল। ফিলিশিয়া মাটীতে পড়িলেন না বটে; কিন্তু তাঁহারও, বদনে বিবর্ণ পাণ্ডু রেখা, বুকে ধড়ফড়ি, এবং সমস্ত শরীরে ভয়ঙ্কর কম্প। জনৈক অশ্বারোহী, অশ্বের বল্গা ধরিয়া, তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। পাছে তিনি পড়িয়া যান, এই আশঙ্কায়, ঘোটকের দুই পার্শ্বে দুই জন পরিচারক তাঁহাকে ধরিয়া চলিল। এই ভাবে ফিলিশিয়া তাঁহার বিশ্রাম-ভবনে নীত হইলেন। ক্ষণকালের মধ্যেই, শিকারের সেই উৎকট হলহলা ও আমোদ-উচ্ছ্বাস বিষাদে ডুবিয়া গেল। যাঁহারা পশ্চাতে রহিলেন, কুক্কুরগুলির গতিবিধি, তাঁহাদিগের নিকট, বড়ই বিচিত্র, বিস্ময়কর, ও আতঙ্কজনক বোধ হইল। কুক্কুরগুলি ছায়ামূর্ত্তির প্রদর্শিত সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে বারংবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাইতে লাগিল; আর ঐ স্থানের মাটী আঁচড়িয়া আঁচড়িয়া, শুঁকিতে শুঁকিতে, কখনও ক্রোধে ও ভয়ে গর্জ্জন, কখনও বা বিলাপের স্বরে চীৎকার করিতে

আরম্ভ করিল। তীক্ষ্ণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়যুক্ত প্রাণিগুলির এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া, এবং ঐ স্থানের মাটীও একটু শিথিল-ভাবাপন্ন লক্ষ্য করিয়া, অনেকেই ঐ স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। গাঁতি ও কোদালি সংগৃহীত হইল। তাঁহারা কুক্কুর-প্রদর্শিত স্থান খনন করিলেন। খনন করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাদিগেরও চক্ষু স্থির হইল,—মাথা ঘুরিয়া গেল। দেখিলেন,—যুবক রাল্‌ফ এস্‌সিটনের মৃতদেহ ঐ স্থানে নিহিত রহিয়াছে,—দেহের নানা স্থানে গভীর অস্ত্রক্ষত,—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভগ্ন, কর্দ্দমাক্ত ও শোণিতসিক্ত। অমায়িক এস্‌সিটন ঐ স্থানে এমন নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হইয়াছেন, এই ভয়ঙ্কর শোকাবহ সত্য এক্ষণ সর্ব্বাংশেই পরিস্ফুট হইয়া পড়িল।

মৃগয়িকের দল হার্ডউইক হলে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই, এই ভীষণ সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইল। সংবাদ হার্ডউইক হলেও পহুঁচিল। মূর-তনয়া লেডী হার্ডউইক শ্রুতিমাত্রই বজ্রাহতের ন্যায় চমকিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার অবস্থা একান্ত শোচনীয় ও ভীতিজনক হইয়া উঠিল। তিনি বিকট রবে চীৎকার করিয়া ক্ষিপ্তার ন্যায় ছুটিয়া বাহির হইলেন। সর্ব্বাগ্রে বারেন্দার দিকে দৌড়াইলেন, এবং সেখানে সিঁড়ির নিকটবর্ত্তি গেলারীতে দাঁড়াইয়া, অজস্র অর্থশূন্য প্রলাপ উক্তি করিতে লাগিলেন। এই প্রলাপ উক্তি যাহারা মনোযোগ করিয়া শুনিল, তাহারা সমস্তই জানিতে পাইল। রাল্‌ফ এস্‌সিটন কেন,—কাহার প্ররোচনায়, কাহা-

কর্ত্তৃক কি ভাবে নিহত হইয়াছেন, প্রলাপেই তাহা প্রকাশিত হইল। উন্মাদ-গ্রস্ত বিধবা রমণী যাহাকে সম্মুখে পাইলেন, তাঁহার কাছেই আত্মকৃত সমস্ত অনুষ্ঠান বিবরিয়া কহিতে লাগিলেন। কখনও বা মাটীতে গড়াগড়ি দিয়া, একটা প্রস্তর-ফলকের কাছে মাথা নোয়াইয়া. তাঁহার সেই ইটালীয় ভৃত্য-দ্বয়কে নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে রহিলেন। ইহাতে লোকের মনে আবার নূতন সন্দেহের উদ্রেক হইল। ঐ প্রস্তরফলক অপসারিত হইলে, দৃস্ট হইল যে, উহার নিম্ন দেশে একটা ন্যক্কারজনক কব্বর। সেই কব্বরে ইটালীয় ভৃত্যদ্বয়ের গলিতশব বিষ-প্রয়োগে সবুজ বর্ণ হইয়া রহিয়াছে। লেডী হার্ডউইকের প্রলাপরোদনে উহাদিগের হত্যাকাহিনীও প্রকাশ হইয়া পড়িল।

এই হইতে হার্ডউইক হলের সুখ-সমৃদ্ধি ও গৌরব চির-দিনের তরে অস্তমিত হইল। ভয়ে, দুঃখে, ঘৃণায় ও ভাবনায় সকলেই ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। আশান্বিত ফিলিপ আর আশায় উৎফুল্ল হইয়া চক্ষু মেলিলেন না। আনন্দময়ী ফিলিশিয়াও আর সে আনন্দনিকেতনে গৃহস্বামিনী-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার অবসর পাইলেন না। হার্ডউইক হল শ্মশান-ভূমিতে পরিণত হইল, এবং হার্ডউইক হলের শোচনীয় কাহিনী, অধ্যাত্মধর্ম্মের ইতিহাসে, একটি আশ্চর্য্য অধ্যায় রূপে গ্রথিত হইয়া রহিল।

দশম অধ্যায়।

উপক্রম।

ইহা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে, বঙ্গীয় পাঠকবর্গ, বান্ধব নামক মাসিক পত্রে, ছায়াদর্শন-তত্ত্বের প্রথম প্রচার অবধি, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের মর্ম্ম বুঝিবার জন্য, ক্রমেই অধিকতর ঔৎসুক্য দেখাইতেছেন; এবং ছায়াময়ী মূর্ত্তির কাহিনীগুলি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া, পারলৌকিক জীবনের প্রকৃত অবস্থা পরিগ্রহ করিতে যত্ন পাইতেছেন। আমি এবার তাঁহাদিগকে দুই দেশের দুই বিভিন্ন প্রকারের দুইটি কাহিনী উপহার দিলাম। যাঁহারা এই দুইটি প্রামাণিক কাহিনীর আমূল বৃত্তান্ত মনোযোগের সহিত আলোচনা করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই কএকটি সার সত্য লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

১। মৃত্যুর নাম মহানিদ্রা অথবা মহানির্ব্বাণ নহে; মৃত্যুর নাম দেহপরিবর্ত্ত অথবা দেহান্তর প্রাপ্তি। সর্পের দেহ

একটা বহিরাবরণে আবৃত থাকে। উহার সাধুভাষিত নাম নির্ম্মোক এবং প্রচলিত নাম খোলস। সর্প যেমন, উহার সেই দৈহিক নির্ম্মোক অথবা খোলসটিরে পরিত্যাগ করিয়াও, ঠিক্ যেমন ছিল, তেমনই থাকে,—কোন অংশেও পরিবর্ত্তিত হয় না; মনুষ্যও সেইরূপ, তাহার এই অস্থিমাংসময় স্থূলদেহ পরিত্যাগের পর, সূক্ষ্মতর পরমাণুতে রচিত সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়া, আপাদ-মস্তক ঠিক যেমন ছিল, তেমনই রহে,— কোন অংশেও কোনরূপ পরিবর্ত্তনের অধীন হইয়া, আর এক জন হইয়া যায় না।

২। মৃত্যুর পর আকৃতির যেমন পরিবর্ত্ত হয় না, কাহারও প্রকৃতিতেও সেইরূপ সহসা কোন পরিবর্ত্ত ঘটে না। যে মন্দ, মূঢ়স্বভাব এবং মনুষ্যের উৎপীড়ক,—মনুষ্যের সুখ-শান্তিনাশক, সে অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণের ন্যায়, আত্মদ্রোহ-জনিত অনুতাপের পরিশোধক অগ্নিতে পোড়া পোড়া হইয়া, ক্রমশঃ ভাল হয়,— ক্রমশঃ পবিত্র, প্রশান্ত, প্রেমভক্তিপূর্ণ ও পরার্থসেবী দেবপুরুষ হইয়া উন্নতিলাভ করে। কিন্তু, কাহারও এই প্রকার পরিবর্ত্ত এক দিনে ঘটে না; ক্রমে ঘটে;—ক্রম-সাধ্য যত্ন ও সাধনায়, বহু অনুতাপের পর, বহু দিনে ঘটে। যখন প্রকৃতিতে এই প্রকার প্রার্থিত পরিবর্ত্ত সংঘটিত হয়, তখন আকৃতিও যার-পর-নাই সুন্দর ও জ্যোৎস্নার ন্যায় সুখ-শীতল হইয়া সকলের আনন্দ জন্মায়। তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত, যে এখানে যেমন ছিল, পরলোকেও তেমন থাকে, এবং এখানে যাহার প্রতি যেরূপ

অনুরক্ত কিংবা বিরক্ত ছিল, সেখানেও তাহার প্রতি সেইরূপ অনুরক্ত কিংবা বিরক্ত রহে।

৩। ইহলোক ও পরলোক, অথবা পৃথ্বীধাম ও অধ্যাত্ম-জগৎ উভয়ই ধর্ম্মরাজ্যের অন্তর্গত,—ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাতা বিশ্ববিধাতার প্রেম-মঙ্গলময় আজ্ঞানুগত। মনুষ্য এখানে ধর্ম্মকে কতকটা এড়াইয়া চলিতে পারে। কিন্তু সেখানে তাহা একবারেই সম্ভব-পর নহে। কেন না, সেখানে সকলেই সকলের পার্থিব জীবন সংক্রান্ত সমস্ত কথা প্রত্যক্ষবৎ জানিতে পায়,—এবং জানিয়া যে যেমন আদরের উপযুক্ত, তাহাকে সেই প্রকার আদরে অভ্য-র্থনা করে। তবে, এই এক বিশেষ কথা। সেখানে কেহই কাহারও অপকার করে না। সকলেই সকলের উপকার করি-বার জন্য আকুল রহে।

এ অধ্যায়ের প্রথম কাহিনীটিতে যাহার কথা, সে পরপারে যাইয়াও প্রাণে শান্তি লাভ করিতে পারিতেছে না। তাহার হৃদয় ঋণ-যন্ত্রণায় নিপীড়িত। ঋণ সামান্য, তথাপি উহা ঋণ। দ্বিতীয় কাহিনীর আদ্যোপান্ত সমস্ত কথাই দুঃসহ দুঃখের কথা। যাহার দুঃখময় জীবনের আখ্যায়িকা প্রকাশিত ও লিখিত হই-য়াছে, সে পরপারে যাইয়াও আপনার প্রাণাধিকা আশ্রিত বালিকার বিপদ ও দুঃখে আত্মবিস্মৃত। পাঠক এই দুই কাহি-নীতেই শিক্ষা ও পরীক্ষার বহু কথা জানিতে পাইবেন।

আত্মিক-কাহিনী।

(১)

আত্মার শান্তি।

স্কটলণ্ডের রাজধানী এডিনবরা হইতে তেতাল্লিশ মাইল দূরে, টে-নদীর দক্ষিণ তটে, পুরাতন পার্থ্ নগর। পার্থ্ নগরে সেনানিবাসের সন্নিকটে, দুইটি দুঃখিনী বিধবার বাস। একটির নাম আনি সিম্‌সন (Anne Simpson), * আর একটির নাম মালয় (Maloy)। আনি ও মালয় একগৃহে বাস করে না; কিন্তু তাহারা পরস্পর অতি সন্নিহিত প্রতিবেশিনী। উভয়েই প্রৌঢ়বয়স্কা। আনি সিম্‌সনের কেহ নাই; মালয়েরও ইহ জগতে আপনার জন কেহ ছিল না। পরস্পর নিঃসম্পর্কিত হইলেও, আনি ও মালয়ে বড়ই সৌহার্দ্দ। আপন আপন দৈনিক জীবিকা অর্জ্জনে, উভয়েই সমস্ত দিন পরিশ্রম করিত। এবং অবসর সময়ে উভয়ে একত্র হইয়া, আপন আপন দুঃখের কথা কহিয়া কহিয়া শ্রান্তি দূর করিত।

---

* Anne এই নামটিরে বিশুদ্ধ ইংরেজীতে এন্ বলাই বোধ হয় সঙ্গত। কিন্তু আমরা, আনি বিশান্ত নামের অনুকরণে বাঙ্গালা পদ্ধতিতে আনি সিম্‌সন লিখিলাম।

কালক্রমে মালয় পীড়িত হইল। পীড়া সাংঘাতিক। আনির শুশ্রূষা ও অশ্রুসিক্ত সম্ভাষা তাহাকে রাখিতে পারিল না। মালয় তনুত্যাগ করিল। নিরাশ্রয়া কাঙ্গালিনীর খবর কে লইবে? ভিক্ষাজীবিনী, দুঃখিনীর মৃত্যুতে কাহার প্রাণ ব্যথিত হইবে? মালয় নীরবে চলিয়া গেল। আনির একবিন্দু অশ্রু ও একটি নীরব নিঃশ্বাসে তাহার অন্তিম সৎকার হইল, এবং নীরবে শবের সমাধি সমাপ্তি পাইল। আনির অন্য কেহ নাই; —দুঃখিনীর দুঃখসঙ্গিনী ছিল একমাত্র মালয়। সেও আজি পরলোকের অন্ধকারে অন্তর্হিত। কুটীর-বাসিনী আনি এখন সম্পূর্ণ একাকিনী।

আনি সিম্‌সন এইক্ষণ, সমস্ত দিন, গ্রাসাচ্ছাদনের অন্বেষণে, নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়; রাত্রিতে আপন কুটীরে বিশ্রাম করে। এই নৈশ-বিশ্রামেও বিঘ্ন উপস্থিত হইল। মালয়ের মৃত্যুর কিছুদিন পরে, এক রাত্রিতে, সহসা আনির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘরে মিটি মিটি আলো জ্বলিতেছিল। দেখিতে পাইল —তাহার শয্যার পার্শ্বে, মালয় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সেই মুখ, সেই চক্ষু, পরিধানে সেই মলিন বসন, কিন্তু অধিকতর কাতর, অধিকতর বিষণ্ণ। আনি দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। ভাবিল,— এ কি দেখিতেছি,—ধাঁ ধাঁ বুঝি। দুই হাতে চক্ষু রগড়াইয়া আবার ভাল করিয়া চাহিল। দেখিল,—সেই মূর্ত্তি, তেমনই ভাবে দণ্ডায়মান। শরীরে রোমাঞ্চ হইল, আনি ভয়ে চক্ষু বুজিল।

ছায়ামূর্ত্তি কহিল—"আনি, কাহাকে ভয় করিতেছ? চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখ,—আমি তোমারই সেই প্রতিবেশিনী দুঃখিনী মালয়। জান ত পৃথিবীতে আমার কেহই নাই,—কিছুই নাই। ভগিনি, তোমার নিকট আমার একটি ভিক্ষা।"

সেই পরিচিত মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া, আর মূর্ত্তির মুখে এই উক্তি স্পষ্ট শুনিতে পাইয়া, ভয়ে ও বিস্ময়ে আনি একবারে আড়ষ্ট হইয়া পড়িল। চক্ষু মেলিতে সাহস হইল না। বহুকষ্টে কম্পিত-কণ্ঠে, আনি কহিল;—"সত্যই কি তুমি সেই মালয়? তবে কি তুমি এখনও জীবিত আছ?"

ছায়ামূর্ত্তি কহিল,—"তোমাদের হিসাবে আমার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু আমি এখনও, যেমন ছিলাম, তেমনই আছি। আছি, বড় কষ্টে। বোন, তুমি আমার একটু উপকার করিবে কি? আমি কিছু ঋণ রাখিয়া আসিয়াছি। ঋণ বেসী নহে,—তের আনা মাত্র। এই ঋণই আমার সকল কষ্ট ও অশান্তির কারণস্বরূপ হইয়াছে। এই ঋণ থাকা হেতু, আমি এখানে তিলেকের তরেও শান্তি পাইতেছি না। আনি, তুমি আমার জন্য একটু পরিশ্রম কর,—একটি ধর্ম্মযাজককে খুঁজিয়া লইয়া তাঁহার নিকট আমার ঋণের কথা বল। ধর্ম্মযাজক দুঃখিনী বলিয়া দয়া করিবেন। তিনি অবশ্যই আমার ঋণ শোধ করিয়া দিবেন।"

আনি, ইহার পরে সাহসে ভর করিয়া, চক্ষু মেলিল। চাহিয়া দেখিল, ছায়ামূর্ত্তি আর সেখানে নাই। আনির ভয় ও বিস্ময়

দূর হইল না। সে কি দেখিল, কি শুনিল?—ইহা কি স্বপ্ন, না বিভীষিকা, কিছুই সে বুঝিতে পারিল না। আনি অবশিষ্ট রাত্রি জাগিয়া অতিবাহিত করিল।

এই দিন হইতে প্রতি রাত্রিতেই, আনি সিম্‌সন, যেই শয্যায় গা দিত, অমনই মালয়ের ছায়ামূর্ত্তি আসিয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইত, এবং ঐ ঋণের কথা কোন ধর্ম্মযাজকের নিকট বলিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিত। আনির এখন রাত্রিতে নিদ্রা নাই,—ছায়ামূর্ত্তির উৎপীড়নে; দিবসে শান্তি নাই,—আপন দৈনিক কার্য্যের অতিরেকে, ধর্ম্মযাজকের অনুসন্ধানার্থ পর্য্যটনে। আনির দারিদ্র্যনিপীড়িত দুঃখের জীবন অধিকতর দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল।

এই সময়ে, ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজক রেভারেণ্ড চার্লস্ ম্যাক্কে (Rev. Charles McKay) পার্থ্ শায়র মিশনের প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইয়া, পার্থ্ নগরে উপস্থিত হইলেন। আনি সিম্‌সন, এই সংবাদ পাইয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, এবং যথারীতি অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে দূরে দণ্ডায়মান রহিল।

রেভারেণ্ড চার্লস্ ম্যাক্কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি চাও, বাছা?"

আনি কহিল,—"মহাশয়, আজি সাত আট দিন অবধি আমি প্রতি রাত্রিতে একটি ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাবে যার-পর-নাই কষ্ট পাইতেছি। প্রতিকার-কামনায় আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আপনার আশ্রয় না পাইলে, আমার আর উপায় নাই।"

ধর্ম্মযাজক কহিলেন,—"তুমি কি ক্যাথলিক ?"

আনি কহিল,—"না, মহাশয়, আমি প্রেস্‌বিটিরিয়ান।"

ধর্ম্মযাজক কহিলেন,—"তবে তুমি আমার নিকট আসিলে কেন মা ? আমি ত ক্যাথলিক ধর্ম্মগুরু।"

আনি কহিল,—"যে রমণী আমাকে প্রতি রাত্রিতে দেখা দিতেছে, সে আমাকে যে কোন ধর্ম্মযাজকের দেখা পাই, তাঁহারই কাছে তাহার কথা বলিতে অনুরোধ করিতেছে। এক সপ্তাহ হইল, আমি ধর্ম্মযাজকের অনুসন্ধানে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।"

ধর্ম্মযাজক বলিলেন,—"সে তোমাকে ধর্ম্মযাজকের নিকট যাইতে অনুরোধ করিতেছে কেন ?"

আনি কহিল,—"সে বলে, সে নাকি কিঞ্চিৎ ঋণ রাখিয়া গিয়াছে ; এবং ধর্ম্মযাজক সেই ঋণ শোধ করিবেন।"

ধর্ম্মযাজক বলিলেন,—"ঋণের পরিমাণ কি ?"

আনি কহিল,—"তের আনা মাত্র।"

ধর্ম্মযাজক বলিলেন,—"এই তের আনা সে কাহার নিকট ধারে ?"

আনি কহিল,—"আমি তাহা জানি না। সে বলে নাই।"

ধর্ম্মযাজক বলিলেন,—"তুমি স্বপ্ন দেখ নাই ত ?"

আনি কহিল,—"না বাবা,—কখনও না। ধর্ম্ম সাক্ষী, এ কখনও স্বপ্ন হইতে পারে না। সে প্রতি রাত্রিতে আমাকে

দেখা দিয়া বারংবার এই ঋণের কথা বলিতেছে। আমি স্বপ্ন দেখিব কি, ক্ষণকালও ঘুমাইতে পারিতেছি না।”

ধর্ম্মযাজক বলিলেন,—“ঐ রমণী কি তোমার পরিচিত ছিল?”

আনি কহিল,—“সে আমার অতি-নিকট প্রতিবেশিনী ছিল। সেনানিবাসের নিকটে আমরা দুই জনে দুই কুটীরে স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতাম। তাহার সঙ্গে আমার প্রতিদিন দেখা শুনা হইত;—একটুকু প্রণয়ও ছিল। তাহার নাম মালয়।”

ধর্ম্মযাজক অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পাইলেন,—মালয় রজকীর কাজ করিত ও ঐ সেনাদলের সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। মালয় কাহার নিকট ঋণী, ইহা বাহির করিতে তাঁহাকে আরও একটুকু শ্রম স্বীকার করিতে হইল। যে মুদীর দোকান হইতে মালয় আহার্য্য ক্রয় করিয়া লইত, অবশেষে তিনি সেই মুদীর নিকট উপস্থিত হইলেন। মুদী কহিল,—মালয়ের নিকটে তাহার কিছু প্রাপ্য আছে বটে; কিন্তু কত পাওনা, তাহা তাহার স্মরণ নাই। মুদী তাহার খাতা খুলিয়া দেখিল, এবং হিসাব করিয়া বলিল,—মালয়ের দেনা মাত্র তের আনা।

ধর্ম্মযাজক শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং অমনিই ঐ তের আনা পয়সা দিয়া মালয়কে ঋণমুক্ত করিয়া আসিলেন। মুদী মালয়ের মৃত্যুসংবাদ অবগত ছিল না। ইহার পরে ধর্ম্মযাজক মহাশয় আনি সিম্‌সনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তিনি যে দিন ঐ তের আনা ঋণ শোধ করিয়া দিয়াছেন, সেই দিন হইতে, আনি আর সে ছায়ামূর্ত্তির সাক্ষাৎ পাইতেছে না।

রেভারেণ্ড চার্লস্ ম্যাক্কে স্রুজ্‌বেরীর কাউণ্টের ধর্ম্মগুরু ও সুহৃদ্। ছায়াদর্শন-সংক্রান্ত এই বিচিত্র কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে, তিনি এবং স্রুজ্‌বেরীর কাউণ্ট-পত্নী (Countess of Shrewsbury) আর কাউণ্ট অব্ স্রুজ্‌বেরীর অন্যতম বন্ধু, Anatomy of Melancholy অর্থাৎ বিষাদ-বিশ্লেষ-তত্ত্বনামক গ্রন্থ-প্রণেতা বিখ্যাত পণ্ডিত ডক্টার বিম্‌স্ মানবজগতের নিকট দায়ী। ডক্টার বিম্‌স্ স্বকীয় গ্রন্থে, স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে, এরূপ বিষয়ে, ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রামাণিক ঘটনা আর তাঁহার জ্ঞানগোচর হয় নাই। এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, আরও ত সহস্র লোক ঋণগ্রস্ত অবস্থায় সংসার হইতে চলিয়া যায়। তাহারা ফিরিয়া আইসে না কেন? আইসে না প্রবৃত্তি, শক্তি ও সুযোগের অভাবে, অথবা সেখানেই মহাজনের কৃপায় ক্ষমা পায় বলিয়া। ইহা ছাড়া আরও কত অজ্ঞাত কারণ থাকিতে পারে, কে তাহার তত্ত্বনির্দ্দেশ করিবে?

---

(২)

আশ্রিত-বাৎসল্য।

শ্যাম-সাগরের তটে,—সুসভ্য জগতের বহুদূরে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলমালার উপরে, প্রাকৃত শোভাশালিনী ওদেসা নগরী। ওদেসা (Odessa) রুষ সাম্রাজ্যের চতুর্থ নগরী বলিয়া বিখ্যাত। উহার লোকসংখ্যা এইক্ষণ তিন লক্ষের কম নহে। দরিদ্রের নিবাস সমুদ্রের নিকটে নিম্ন ভূমিতে; এবং সমৃদ্ধদিগের

নিবাস, সাধারণতঃ সমুদ্র হইতে একটু দূরে, উচ্চ ভূমিতে। এখানে বিস্তৃত কাঠের কারবার আছে। ওদেসার কোন কাঠের গোলায়, একটি বৃদ্ধ, সমস্ত দিন কড়ি কাঠের উপর বসিয়া, ভিক্ষা করিত। বৃদ্ধের নাম মাইকেল। মাইকেল অন্ধ। মাইকেল একটি কাঠের পাত্র সম্মুখে রাখিয়া দিত। ঐ পথ দিয়া যাইবার সময় যাঁহার প্রবৃত্তি হইত, তিনি ঐ কাঠের পাত্রে বৃদ্ধের জন্য কিছু রাখিয়া যাইতেন। এই প্রকার ভিক্ষালব্ধ বস্তুই বৃদ্ধের দৈনিক উপজীব্য।

মাইকেলের কেহ নাই। কে অন্ধের চক্ষু হইয়া, তাহার কর-ধৃত নড়ি ধরিয়া, সুদূরস্থিত সমৃদ্ধদিগের বাড়ী বাড়ী, ভিক্ষার্থ তাহাকে লইয়া যাইবে? তাই এক স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া মাইকেল যাহা পাইত, তদ্দ্বারাই অতি কষ্টে ও অতি দুঃখে সে তাহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। সকলেরই একটা পরিচয় আছে। কাঠের গোলার অন্ধও সর্ব্বসাধারণের নিকট ক্রমে পরিচিত হইয়া উঠিল। অন্ধ মাইকেল যৌবন-সময়ে বড় সাহসী যোদ্ধা ছিল। সে যুদ্ধে অনেকবার আঘাত পাইয়াছিল। লোকে বলিত, একবার গুলির আঘাতে তাহার দুটি চক্ষুই নষ্ট হইয়া গিয়াছে; এবং সেই ঘটনা হইতেই সে এই দুরবস্থায় পড়িয়া আছে। লোকের মুখে মুখে বৃদ্ধ মাইকেল সম্বন্ধে এই প্রকার মন্তব্য ঘুরিয়া বেড়াইত। কিন্তু বৃদ্ধ কখনও এইরূপ জনরব-রচিত উপন্যাসের সম্পর্কে একটি কথাও কহিত না। সে নীরবে বসিয়া শুনিত; শুনিয়াও নীরব রহিত।

একদা রাত্রি কালে, অন্ধের কুটীর-দ্বারে, অতি ক্ষীণ কণ্ঠের কাতর রোদন-শব্দ শ্রুত হইল। অন্ধ দ্বারে আসিয়া হস্তস্পর্শে বুঝিতে পারিল, একটি বালিকার অনাবৃত ও কঙ্কালসার দেহ ভূপতিত রহিয়াছে। রুষিয়ার শীতে নদী জমিয়া যায় ও স্ফটিক-নির্ম্মিত বিশাল-পরিসর রাজপথের মত শোভা পায়;—শিরায় শোণিতের গতি নিরুদ্ধ হইয়া আইসে। দুঃসহ শৈত্যের মারাত্মক শীতল নিঃশ্বাসে মানুষের গায় ফোস্কা পড়ে। এইরূপ শীতেও বালিকার গায় বস্ত্র নাই। শীতের অসহনীয় ক্লেশে বালিকার সমস্ত শরীর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। জিহ্বায় কথা সরিতেছে না। উদরে অন্ন নাই; বালিকার উত্থানশক্তি রহিত, এবং চরমমুহূর্ত্ত নিকটবর্ত্তি। চক্ষু মেলিয়া চায় না। কোনরূপ শব্দ করিয়াও মনের ভাব বুঝাইতে পারে না। বুকের ধুক্ধুকি টুকুও যেন থামিয়া আসিতেছে। বৃদ্ধের অন্ধনেত্রে ধারায় অশ্রু ঝরিল। ইহা অশ্রু নহে, মন্দাকিনীর অমৃতধারা। তুমি কে গো বাছা,এই অবস্থায় এই বৃদ্ধ ও অক্ষম অন্ধের দুয়ারে আসিয়া ধূলায় লুটাইতেছ,—এই বলিয়া বৃদ্ধ কোলে করিয়া বালিকাকে ঘরে লইয়া গেল।

বৃদ্ধের যত্নে ও শুশ্রূষায় এবং কুটীরস্থ বহ্নির উত্তাপে বালিকা ক্রমে একটুকু প্রকৃতিস্থ হইল। ইহার পর বৃদ্ধ জানিতে পারিল যে, বালিকার নাম (Powleska) পৌলেস্কা। বয়স মাত্র দশ বৎসর। অভাগিনীর পিতা মাতা, ভাই বন্ধু, নাই বলিতে ইহ জগতে কেহই নাই। নিরাশ্রয়া ও বিপন্না বালিকা, আজি

মুমূর্ষু অবস্থায়, নিরাশ্রয় ও বিপন্ন অন্ধ বৃদ্ধের ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া প্রাণে বাঁচিল।

অন্ধ, বালিকাটিকে আপন কন্যার ন্যায়, কুটীরে আশ্রয় দিয়া রাখিল। পিতৃস্নেহের কাঙ্গালিনী দুঃখিনী বালিকাও, বাবা বাবা বলিয়া, বৃদ্ধের গলা জড়াইয়া ধরিয়া, আপনার অস্ফুটস্ত শিশু প্রাণ শীতল করিল। অন্ধ বালিকাকে, এবং বালিকা অন্ধকে, পাইয়া কৃতার্থ। উভয়েই এখন পরম সুখী। অন্ধ এখন আর কাঠের গোলায় কড়িকাঠে বসিয়া সদয় পথিকের দয়ার প্রতীক্ষায় হাত পাতিয়া উর্দ্ধমুখে থাকে না। বালিকাও এখন আর, রাত্রির অন্ধকারে, অনাথ-শিশুর মত অনাহারে, শীতে কাঁপিয়া, পথে পড়িয়া, মরিয়া থাকিবার ভয় রাখে না। বালিকা অন্ধের নয়ন ও নড়ি; অন্ধ একাধারে বালিকার পিতা, মাতা ও প্রাণের আশ্রয়। অন্ধ এখন পৌলেস্কার সাহায্যে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ভিক্ষা করিতে সমর্থ। অন্ধের দিন এখন বেশ সুখেই কাটিয়া যাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পাঁচটি বৎসর পার হইয়া গেল। বালিকা এখন পঞ্চদশ-বর্ষীয়া বুদ্ধিমতী বয়স্থা মেয়ে।

কিন্তু অদৃষ্ট, বিশ্বরহস্যের অজ্ঞাত নিয়মানুসারে, আবার তাহাদের প্রতি 'দ্রষ্টব্য' বিমুখ হইল। একদা প্রাতে অন্ধ ও বালিকা এক বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল। সেই বাড়ীতে চুরি হইল। পুলিশ, গৃহস্বামিনীর কথা অনুসারে, সন্দেহ করিয়া পৌলেস্কাকে ধরিল ও তাহার ভিক্ষার ঝুলি হইতে অভি-যোগের উল্লিখিত অপহৃত বস্তু বাহির করিয়া ফেলিল। চুরির

প্রত্যক্ষ প্রমাণে পুলিশ পোলেস্কাকে অন্ধের আশ্রয় হইতে তৎক্ষণাৎ কাড়িয়া লইয়া গেল। অন্ধ আবার, যে একাকী সেই একাকী হইয়া, আঁধার চক্ষে আরও ভয়াবহ অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

এই দিন হইতে অকস্মাৎ অন্ধও অদৃশ্য। কেহই আর তাহাকে দেখিতে পাইল না। বৃদ্ধ এইরূপে গা ঢাকা দিলে, চুরির সন্দেহ যাইয়া তাহার উপরেও গড়াইয়া পড়িল। বৃদ্ধ কোথায় আছে, সম্ভবতঃ বালিকা ইহা জানে, এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বালিকাকে মাজিষ্ট্রেটের সমীপে আনয়ন করা হইল। মাজিস্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মাইকেল কোথায় আছে, তুমি বলিতে পার কি?" বালিকা বলিল,—"সে নাই"। এই বলিয়া বালিকা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুকুরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বালিকা তিন দিন অবধি হাজতে আবদ্ধ। বাহিরের কোন খবর তাহার নিকট পঁহুচে নাই। অথচ সে দৃঢ়তার সহিত বলিতেছে যে, মাইকেলের মৃত্যু হইয়াছে। শুধু মুখেই ইহা বলিতেছে, এমন নহে;—বলিতে বলিতে প্রকৃতই পিতৃহীনা বালিকার ন্যায়, আকুলপ্রাণে কাঁদিতেছে। এ বস্তুতঃই বড় বিস্ময়াবহ।

মাজিস্ট্রেট আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মাইকেল মরিয়া গিয়াছে, এ কথা তোমায় কে বলিল?"

বালিকা বলিল,—"কেহ বলে নাই।"

মাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে তুমি ইহা জানিলে কিরূপে ?"

বালিকা বলিল,—"আমি দেখিয়াছি, তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে।"

মাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—"তুমি ত কখনও কারাগারের বাহিরে যাও নাই। তবে দেখিলে কিরূপে ?"

বালিকা বলিল,—"তথাপি প্রকৃতই আমি ইহা দেখিয়াছি।"

মাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—"ইহা কিরূপে সম্ভবপর ? কথাটি ভাল করিয়া বুঝাইয়া বল দেখি।"

বালিকা বলিল,—"আমি তাহা পারিব না। আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমি তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতে দেখিয়াছি।"

মাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন্ সময়ে কিরূপে তাহাকে মারিয়া ফেলিল ?"

বালিকা বলিল,—"আমাকে যে সময়ে ধরিয়া আনে, সেই সময়েই।"

মাজিষ্ট্রেট আবার বলিলেন,—"তা কেমন করিয়া হইবে ? তুমি যখন ধৃত হও, তখন ত সে জীবিত।"

বালিকা বলিল,—"হাঁ তা ছিলেন। আমি ধৃত হইবার এক ঘণ্টা পরে, তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। তাহারা তাঁহাকে ছুরিকার আঘাতে মারিয়াছে।"

মাজিষ্ট্রেট ক্রমেই অধিকতর বিস্মিত। তিনি কহিলেন,—"তুমি তখন কোথায় ছিলে ?"

বালিকা কহিল,—"তা জানি না; কিন্তু আমি ইহা দেখিয়াছি।"

বালিকা যেরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত কথা বলিতেছে, তাহাতে তাহার কথায় অবিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। অথচ কথাগুলি এমনই অসম্ভব ও অযৌক্তিক যে, শ্রোতারা উহাতে বিশ্বাস করিতেও পারিতেছেন না। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন,—বালিকা হয় উন্মাদিনী হইয়াছে, আর না হয় ত উন্মাদের ভাণ করিতেছে। অতঃপর তাঁহারা মাইকেলের কথা ছাড়িয়া দিয়া চুরি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন।

মাজিষ্ট্রেট কহিলেন,—"থাক্ সে কথা। তুমি কি চুরি করিয়াছ?"

বালিকা উচ্চৈঃস্বরে কহিল,—"না—না—না, আমি চুরির কিছুই জানি না।"

মাজিষ্ট্রেট কহিলেন,—"তবে তোমার ঝুলিতে অপহৃত বস্তু আসিল কিরূপে?"

বালিকা কহিল,—"আমি তা জানি না। আমি মাইকেলের হত্যা ভিন্ন আর কিছুই দেখি নাই।"

মাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—"মাইকেল মারা পড়িয়াছে, এরূপ অনুমান করিবার কোনই কারণ দেখা যায় না। সে মরিলে তাহার মৃত দেহ অবশ্যই পাওয়া যাইত।"

বালিকা কহিল,—"কেন, পয়ঃপ্রণালীর মধ্যেই ত তাহার মৃত দেহ আছে।"

মাজিষ্ট্রেট কহিলেন,—"কে তাহাকে হত্যা করিয়াছে, তুমি বলিতে পার ?

বালিকা বলিল,—"হাঁ পারি। হত্যা করিয়াছে একটি স্ত্রীলোকে। পুলিশ আমাকে মাইকেলের নিকট হইতে লইয়া আসার পরে, তিনি একাকী ধীরে, ধীরে, চলিয়া যাইতেছিলেন। একটি স্ত্রীলোকও একখানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা হাতে লইয়া তাঁহার পিছে পিছে চলিয়াছিল। মাইকেল পায়ের শব্দ পাইয়া যেই ফিরিলেন, অমনি স্ত্রীলোকটি, এক খানি ধূসর বর্ণের বস্ত্র তাঁহার মাথার উপর ফেলিয়া দিয়া, মুখ ঢাকিয়া লইল, এবং বারংবার ছুরিকাদ্বারা আঘাত করিল। ক্রমে আটটা আঘাতের পর মাইকেল পড়িয়া গেলেন। ধূসর বর্ণের বস্ত্র খানি রক্তে ভিজিয়াছিল। স্ত্রীলোক উহা তুলিয়া লইল না; যে ভাবে ছিল, সে ভাবেই উহা রহিল। সে মৃত দেহটাকে দ্রুত টানিয়া নিয়া নিকটবর্ত্তি পয়ঃপ্রণালীতে ফেলিয়া দিয়া, চলিয়া গেল।"

মাজিষ্ট্রেট দেখিলেন, এই উক্তির সত্যতা পরীক্ষা করা সহজ। তিনি তৎক্ষণাৎ পয়ঃপ্রণালী (Aquiduct) * খুঁজিয়া দেখিবার নিমিত্ত লোক পাঠাইলেন। বড়ই বিস্ময়ের বিষয় যে, বালিকা যেরূপ বলিয়াছিল, ঠিক সেই অবস্থায়, ধূসরবর্ণ-বস্ত্রে

---

* রুষ-রাজ্যে দিনিষ্টার (Dniester) নামে একটি নদী আছে। সে নদী ওদেসা হইতে ২৭ মাইল দূরে। দিনিষ্টার হইতে Aquiduct অর্থাৎ পয়ঃপ্রণালীযোগে জল আইসে, এবং সেই জলই ওদেসায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মণ্ডিত-মস্তক মৃতদেহ পয়ঃপ্রণালী হইতে উত্তোলিত হইল। সে দেহ মাইকেলের।

মাইকেলের মৃতদেহ পাওয়ার পরে, মাজিষ্ট্রেট আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সত্য করিয়া বল দেখি, বাছা, তুমি কিরূপে এ সব জানিতে পাইলে?" সে কেবল এই উত্তর করিল,—"আমি তাহা বলিতে পারি না। আমি চক্ষে যাহা দেখিতে পাইয়াছি, তাহাই বলিয়াছি।"

মাজিষ্ট্রেট কহিলেন,—"আচ্ছা, যে হত্যা করিয়াছে, তাহার নাম বলিতে পার?—তুমি তাহাকে চেন?"

বালিকা কহিল,—"নামটা ঠিক বলিতে পারিব না। যে স্ত্রীলোকটি তাঁহার চক্ষু নষ্ট করিয়া দিয়াছিল, সে-ই তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। অদ্য রাত্রিতে তিনি আমাকে এ বিষয়ে সকল কথা খুলিয়া বলিবেন, বলিয়াছেন। যদি বলেন, কাল আপনা-দিগকে সমস্ত জানাইব।"

মাজিষ্ট্রেট কহিলেন,—"তিনি কে?"

বালিকা কহিল,—"কেন, সেই মাইকেল,—নিশ্চয়ই সেই মাইকেল।"

মাজিষ্ট্রেট বালিকাকে হাজতে লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেন। বালিকা চলিয়া গেল। তিনি, বালিকা কোন প্রকারে টের না পায়, এরূপ ভাবে, সমস্ত রাত্রি, সে কি করে, না করে, ভাল করিয়া দেখিবার নিমিত্ত চতুর লোক নিযুক্ত করিলেন।

প্রহরীরাও কৌতূহলাবিষ্ট ও সংশয়াকুল। তাহারাও প্রকৃত

সত্য জানিবার জন্য যার-পর-নাই যত্নবান্। তাহারা দেখিল,—বালিকা শয়ন করিল না। কেমন এক প্রকার আধ' অবসাদ আধ' নিদ্রার ভাবে প্রায় সমস্ত রাত্রি বসিয়া কাটাইল। শরীর সাধারণতঃ স্পন্দন-রহিত হইয়াও, মাঝে মাঝে, স্নায়বিক আলোড়নে আলোড়িত; এবং বালিকা, যেন সম্মুখের দিকে তাকাইয়া, কাহারও সহিত অস্ফুট স্বরে কথোপকথনে ব্যাপৃত। পর দিন, এই রিপোর্ট সহ, বালিকা মাজিষ্ট্রেট সমীপে আনীত হইল। বালিকা মাজিষ্ট্রেটের কাছে আসিয়াই বলিল,—"আমি হত্যাকারিণীকে চিনিয়াছি, এবং তাহার পরিচয় পাইয়াছি। এখন তাহার নাম বলিতে পারি।"

মাজিষ্ট্রেট কহিলেন,—"ভাল, আমি তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করি, তারই উত্তর দাও। মাইকেলের চক্ষু কিরূপে নষ্ট হইয়াছিল, তাহা সে জীবিত থাকিতে তোমাকে বলিয়াছিল কি?"

বালিকা কহিল;—"না। কিন্তু যে দিন আমি ধৃত হই, সেই দিন প্রাতে তিনি আমাকে ইহা বলিবেন, বলিয়াছিলেন; এবং ইহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ।

মাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইহা তাহার মৃত্যুর কারণ হইল কিরূপে?"

বালিকা কহিল,—"গত রাত্রিতে মাইকেল আমার কাছে আসিয়াছিলেন। তিনি, ঐ দিন যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত আমাকে দেখাইয়া গিয়াছেন। মাইকেল, যেখানে বসিয়া, তাঁহার চক্ষু নষ্ট হওয়ার আগা গোড়া সমস্ত কাহিনী আমাকে

বলিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ঠিক সেখানে, তাঁহার ও আমার পশ্চাৎ ভাগে, একটি লোক লুকাইয়া থাকিয়া সমস্ত শুনিয়াছিল। লোকটি ইহা শুনিয়াই"—

মাজিষ্ট্রেট, বালিকাকে তাহার বাক্য সমাপ্ত করিতে না দিয়া, একটু দ্রুত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি ঐ লোকটির নাম বলিতে পার?"

বালিকা কহিল,—"তাহার নাম (Luck) লাক্। লাক্, মাইকেলের এই কথা শুনিয়াই, একটা পরিসর পথের দিকে চলিয়া যাইতে লাগিল। ঐ পথটি হারবার (Harbour) অর্থাৎ জাহাজঘাটার দিকে গিয়াছে। কিছু দূর যাইয়া, সে ডাইনের দিকের তৃতীয় বাড়ীতে প্রবেশ করিল।"

মাজিষ্ট্রেট কহিলেন,—"তুমি ঐ ষ্ট্রীটের নাম জান?" বালিকা কহিল,—"না, আমি ষ্ট্রীটের নাম জানি না। কিন্তু সেই ষ্ট্রীটের সেই বাড়ীর লোকের সহিত একটি স্ত্রীলোকের যে সকল কথা হইয়াছে, এবং তার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহার সমস্তই আমি এইক্ষণ মাইকেলের নিকট প্রত্যক্ষবৎ জানিতে পাইয়াছি, এবং বিবরিয়া বলিতে পারি।"

মাজিষ্ট্রেট ও কোর্টের সকলেই তখন সবিশেষ জানিবার জন্য উৎসুক। মাজিষ্ট্রেট কহিলেন,—"বল, বল,—তুমি যাহা কিছু জানিয়াছ, সমস্তই খুলিয়া বল।" তখন বালিকা অশ্রুপূর্ণনয়নে,

গেল, এবং জাহাজঘাটের নিকটবর্ত্তি ষ্ট্রীটে একটা বাড়ীতে প্রবেশ করিল। সে ঐ বাড়ীর একটি ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, একটি স্ত্রীলোক তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। স্ত্রীলোকটির নাম ক্যাথেরিণ। ক্যাথেরিণ কহিল,—'কেমন লাক্, ইহার পেটের কথা পাইয়াছ?' লাক্ কহিল,—'হাঁ পাইয়াছি, এবং পাইয়া প্রকৃতই একটু ভীত হইয়াছি।' ক্যাথেরিণ কহিল,—'তবে আর বিলম্ব করিতে নাই; যেরূপে পার, উহাকে আজিই শেষ কর। নতুবা সকল কথা বাহির হইয়া পড়িবে।' লাক্ কহিল,—না, না,—তা আমি পারিব না, —কোন মতেই না। মাইকেল আমার কি অপকার করিয়াছে? পনর বৎসর অতীত হইল, এই বেচারা তোমার দুয়ারে পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। সে সময় আমি তোমার প্ররোচনায়, উহার চক্ষু দুটি পোড়াইয়া দিয়া যার-পর-নাই পাতকের কার্য্য করিয়াছি। এখন আবার হত্যা! ইহা নিশ্চয়ই আমার দ্বারা হইবে না।—আমার দ্বারা নহে।"

সেই নিরাশ্রয়া বালিকা কহিয়া যাইতেছে, আর কোর্টের সমস্ত লোক উহার প্রত্যেক কথার প্রত্যেক অক্ষরটি পর্য্যন্ত শুনিবার জন্য, গলা বাড়াইয়া, কান পাতিয়া শুনিতেছে। কোর্টে অসংখ্য লোক, কিন্তু সকলেই চিত্রার্পিতবৎ নিস্পন্দ ও নীরব। মাজিষ্ট্রেট কহিলেন,—'এইরূপ কথোপকথনের পর কি হইল?'

বালিকা কহিল,—'এরূপ কথাবার্ত্তা হইবার খানিক পরেই, আমরা ঐ ক্যাথেরিণের বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে গেলাম।

ক্যাথেরিণ একটা প্লেট আনিয়া আমার ঝুলিতে ভরিয়া রাখিল, এবং তাহার প্লেট চুরি গিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিল। ক্যাথেরিণ, তার পর, নিজেই একটা তীক্ষ্ণ ছুরি লইয়া পয়ঃ-প্রণালীর কাছে যাইয়া লুকাইয়া রহিল। অবশেষে, আমি পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইবার পরে, ক্যাথেরিণ ছুরির আঘাতে মাইকেলকে মারিয়া ফেলিল।"

মাজিষ্ট্রেট কহিলেন,—"তুমি এত তত্ত্ব জান, তবে বাছা তোমার ঝুলিতে প্লেট খানা রাখিলে কেন? আর এ বিষয়ে, কোন সংবাদই বা পূর্ব্বে প্রচার করিলে না কি জন্য?"

বালিকা কহিল,—"আপনার ত মহাশয় সবই ভুল হইতেছে আমি সে সময়ে ইহার কিছুই জানিতাম না। মাইকেল কল্য রাত্রিতে আমাকে এই সমস্ত যেন দেখাইয়া দিয়া ভাল করিয়া বুঝাইয়া গিয়াছেন।"

মাজিষ্ট্রেট কহিলেন,—"আচ্ছা, সে কথা পরে হইবে। কিন্তু ক্যাথেরিণ, এ দুষ্কর্ম্ম করিল কেন? মাইকেল তাহার কে?"

বালিকা মাথা হেঁট করিয়া কহিল,—"ক্যাথেরিণ মাইকে-লের স্ত্রী। সে মাইকেলকে পরিত্যাগ করিয়া আর এক পুরুষের আশ্রয়গ্রহণে অভিলাষিণী হয়, এবং ওদেসায় পলাইয়া আসিয়া লাকের সহিত গৃহবাস করে। মাইকেলও তাহার অনুসন্ধানে ওদেসায় চলিয়া আইসেন। ক্যাথেরিণ মাইকেলকে দেখিতে পাইয়া, লুক্কায়িত ভাবে, নিজের বাড়ীতে প্রবেশ করে।

মাইকেলও তাহাকে দেখিতে পান, এবং ক্যাথেরিণ তাহাকে দেখে নাই, এই মনে করিয়া, তাহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত তাহার দুয়ারে লুকাইয়া থাকেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁহার ঘুম আইসে। তাঁহাকে নিদ্রায় অচৈতন্য অবস্থায় পাইয়া, লাক্ তাঁহার চক্ষু দুটি দগ্ধ শলাকার দ্বারা পোড়াইয়া দেয়, এবং তাঁহাকে দূরবর্ত্তি স্থানে রাখিয়া আইসে।"

মাজিষ্ট্রেট কহিলেন,—"মাইকেলই কি সত্য সত্য এই সমস্ত তোমাকে বলিয়াছে?"

বালিকা কহিল,—"হাঁ,—তিনিই বলিয়াছেন। তিনি কারাগৃহে আগেও আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, কল্য রাত্রিতেও আমাকে দেখা দিয়াছিলেন। দেখিলাম, তিনি বড় কাতর। মুখ পিঙ্গল বর্ণ, সমস্ত শরীর রক্তে মাখা। তিনি আমাকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া তাঁহার শরীরের সমস্ত আঘাতচিহ্ন অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়াছেন; এবং তাঁহার সমস্ত দুঃখের কথা বুঝাইয়া কহিয়াছেন।"

ইহার পর লাক্ আর ক্যাথেরিণ ধৃত হইল। মাজিষ্ট্রেটের মন একবারে নিঃসংশয় নহে। কিন্তু তাঁহার এইক্ষণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি জন্মিল। অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল, খারসান নামক স্থানে, প্রকৃতই ক্যাথেরিণের সহিত মাইকেলের বিবাহ হইয়াছিল, এবং ক্যাথেরিণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন এক দিকে পলাইয়া গিয়াছিল।

ক্যাথেরিণ আর তাহার প্রাণের সাথী অথবা পাপের সাথী

প্রথমে অপরাধ স্বীকার করিতে চাহিল না। কিন্তু পৌলেস্কা যখন, তাহাদিগের চক্ষের দিকে চাহিয়া, চাক্ষুষদর্শনের মত দৃঢ়তার সহিত, একে একে সমস্ত ঘটনার আনুপূর্ব্বিক সকল কথা কহিয়া কাঁদিতে লাগিল, তখন কিবা লাক্ কিবা ক্যাথেরিণ কাহারও মুখে কথা সরিল না। উভয়েই তখন আত্মদুষ্কৃতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইল; এবং বিচারক ও দর্শক, সকলের প্রাণেই একটা অভাবনীয় বিস্ময় জন্মিল। ওদেসার বিচার-গৃহে তখন লোকে লোকারণ্য। সমস্ত লোকই, মাইকেলের অতীত জীবন এবং আত্মিক-পুরুষের সাক্ষ্যপ্রসঙ্গে নানা কথা কহিয়া, ভয়ে ও ভক্তিতে ভগবানের নাম লইল। যাহারা ধার্ম্মিক, তাহারা ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া, অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ-সহকারে, একে অন্যকে উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে কহিল। সকলেই বুঝিল যে, কিবা অদ্য, কিবা কল্য, জগদীশ্বরের এই অনন্ত ধর্ম্মরাজ্যে, পরিণামে ধর্ম্মেরই জয়।

একাদশ অধ্যায়।

উপক্রম।

আকাশের অনন্তবিস্তারে ফোটে জ্যোৎস্নাময়ী চন্দ্রমূর্ত্তি, আর অবনীতে ফোটে প্রেম-জ্যোৎস্নার আনন্দময়ী রমণীমূর্ত্তি। প্রেমময়ী রমণীর স্নিগ্ধশীতল মধুর রূপ, চন্দ্রমার প্রশান্তস্নিগ্ধ বিচিত্র রূপ হইতেও অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ। কেন না, চন্দ্রের রূপ নিৰ্জ্জীব—নিস্পন্দ; সুশিক্ষিতা সমুন্নতচিত্তা, পবিত্রতার উচ্চ-গ্রাম-সংস্থিতা এবং স্নেহকারুণ্যপ্রেম-মধুরা রমণীর রূপ সজীব বস্তু। চন্দ্রের রূপে তিথিক্রম ও মেঘসমাগম প্রভৃতি কারণ-জনিত চিরপরিচিত পরিবর্ত্ত ভিন্ন আর কোনরূপ পরিবর্ত্ত সম্ভবে না। কিন্তু, রমণীর হৃদয়ে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, প্রেম-স্নেহের অথবা প্রেম-ভক্তির নূতন তরঙ্গ সমুত্থিত হয়, এবং রমণীর মুখচ্ছবিতেও সেই তরঙ্গ প্রতিবিম্বিত হইয়া, উহাতে এক অচিন্তিতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ফলাইয়া থাকে। বস্তুতঃ, রমণীর অনুপ-সৌন্দর্য্য বিধাতার এক আশ্চর্য্য সৃষ্টি। কিন্তু তথাপি, রমণী মানব-সমাজে অদ্যাপি নানাপ্রকারে ধিক্কৃত, বিড়ম্বিত, লাঞ্ছিত অথবা ছলনার নানারূপ

কৌশলে প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত হয় কেন? চন্দ্রে যেমন কলঙ্ক চিহ্ন আছে, রমণীচরিত্রও, সমাজের নানারূপ অবস্থায়, কলঙ্ক-চিহ্নে চিহ্নিত না হইয়াছে, এমন নহে। এইরূপ কলঙ্কিত চিত্র-নিচয়ের উপর চক্ষু রাখিয়াই, কবি দুঃখ করিয়া কহিয়াছেন,—"ভঙ্গুরতে, তোমারই নাম রমণী।" * কিন্তু যে সকল রমণী আকৃতিতে দেবতা, প্রকৃতিতে দেবতা;—যাহারা ভক্তিপ্রীতির প্রত্যক্ষ প্রতিকৃতি অথবা মূর্ত্তিমতী আরাধনা,—পবিত্রতা যাহা-দিগের হৃদয়-মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম—যাহারা পরের কল্যাণে আত্মজীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি অথবা দেহপ্রাণ বলিদানেও কুণ্ঠিত নহে,—যাহাদিগের দর্শনমাত্র মনুষ্যচিত্তের সমস্ত কলুষিত লালসা, ভয়ে ও লজ্জায়, আপনা হইতে সংকুচিত হয়, এবং অতি পাপিষ্ঠও, আপনার হৃদয়ে অত্যুচ্চ পবিত্র ভাবের আকস্মিক স্ফুরণে, কেমন এক আনন্দ অনুভব করে, তাদৃশী দেব-স্বভাবা অথবা দেব-কন্যারাও এই পৃথিবীতে আসিয়া মনুষ্যের পদতলে নিষ্পেষিত অথবা প্রেমের ছলনায় প্রতারিত হয় কেন? ইহার উত্তর মানব-জাতি অথবা মানব-সমাজের ক্রম-বিকাশ। সমাজের যেখানে এখনও পশুশক্তি সমধিক প্রবল এবং পশু-ভাবেরই প্রভুত্ব ও আধিপত্য, সেখানে দেবতার পূজা হইবে কি প্রকারে?

মনুষ্যসমাজের প্রাথমিক অবস্থায় পাশবী শক্তিই পূজ্য শক্তি। যে শরীরে পশুবলে বলীয়ান্, এবং অসুর কিংবা দৈত্য

* "Frailty, thy name is woman."

দানবের মত পরপীড়নে সমর্থ, সে-ই তখন সমাজের রাজা। এইরূপ রাজা এখনও,পৃথিবীর নানা স্থানে আদিম অসভ্য জাতির মধ্যে, এবং কোথাও বা সুসভ্যজাতির অন্তরালে অলক্ষিত স্থানে, দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা পরের বস্তু কাড়িয়া খায়, দুর্ব্বল প্রতিবেশীর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া আনন্দে খিলিখিলি করিয়া হাসে। ইহাদিগের কাছে অথবা ইহাদিগের সমাজে কোমল-প্রকৃতি অবলার কখনও আদর হইতে পারে না।

পাশবী শক্তির পর অর্থবলের প্রভাব। শরীরে তেমন সামর্থ্য না থাকুক, ঘরে যদি অমিত অর্থ সঞ্চিত থাকে, তাহা হইলেই, মনুষ্য সমাজের অগ্রগণ্য—সামাজিকদিগের প্রভু অথবা সর্ব্বশক্তিমান্ রাজা। আমেরিকায় এখনও এইরূপ অনেক ধন-সম্রাট্ সমাজের উপর আধিপত্য করিতেছেন, এবং সৎশিক্ষান্বিত সুন্দরী যুবতীর রূপ ও যৌবন লইয়া অসুর কিংবা পিশাচের মত ক্রীড়া করিতেছেন। সমাজ তাঁহাদিগের কিছু করিতে পারে না—সামাজিকেরা তাঁহাদিগের পদ-নখ-স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না। সমাজ যখন নিতান্ত হীন অবস্থায় অবস্থিত রহে, তখন শুদ্ধ রমণীই লাঞ্ছিত হয়, এমন নহে। রমণী যে সকল গুণে সমাজের মুকুট-মণি, সেই সকল গুণ-সম্পন্ন অর্থাৎ প্রেম-ভক্তি-স্নেহ-কারুণ্যময় ঋষি যোগী অথবা মহাপুরুষেরাও তখন পশুবল কিংবা শঠতা-ক্রূরতা-সমন্বিত অর্থবলের নিপীড়নে যার-পর-নাই পীড়িত ও নিগৃহীত হইয়া থাকেন। কেহ কেহ নানারূপ নিগ্রহনিপীড়নের পর প্রাণে

নিহত হইয়া সাধুসজ্জনের অশ্রুতর্পণে আত্মায় শান্তি লাভ করেন।

বস্তুতঃ, সমাজ এইক্ষণ যে অবস্থায় পঁহুচিয়াছে, তাহাতে উহার অনেক স্থানেই, আলোক আর অন্ধকার পরস্পর-জড়িত। সমাজের কোথাও পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, কোথাও প্রেত-পিশাচের বাস-যোগ্য অন্ধকার;—কোথাও শঙ্করাচার্য্য অথবা চ্যানিং, পার্কার ও কার্লাইলের মত সমুচ্চশীর্ষ, সরলহৃদয় সাধুসজ্জনের প্রেমালাপ, কোথাও ছলনাময়ী প্রীতির কিংবা প্রেম-গন্ধি ছলনার সেই এক প্রকার ঘৃণার্হ আলাপ। আমি, ছায়াদর্শনের এই অধ্যায়ে, পাঠকবর্গকে প্রেম-গন্ধি ছলনার একটি প্রকৃত ও প্রাণ-স্পর্শি কাহিনী উপহার দিলাম। অকৃত্রিম স্নেহশালিনী, ঈশ্বরপরায়ণা, প্রেমময়ী রমণী আজও পৃথিবীতে কিরূপ ঘৃণাজনক ব্যবহারে প্রেমের নামে প্রতারিত হইয়া নয়নজলে ভাসিয়া তনুত্যাগ করে, বঙ্গের পাঠক ও পাঠিকা তাহার আলোচনা করিবার অবসর পাইবেন, এবং ইহলোকের পর একটা প্রত্যক্ষ পরলোক আছে কি না, এবং সেই পরলোকে এইরূপ প্রতারিতা সুন্দরীরা দেবতাদিগের বিচারে শান্তি ও সদ্গতি লাভ করে কি না, তাহার প্রমাণ-লাভে প্রাণে শান্তি অনুভব করিবেন। বৃন্তচ্যুত বিনোদ-কুসুম, পশুপদতলে দলিত হইয়াও, প্রকৃতির অচিন্তিত-পূর্ব্ব মহিমায়, আবার নূতন মূর্ত্তি লাভ করিয়া জগতের কার্য্যে নিযুক্ত হয়; ব্রত-ধর্ম্মের গ্রন্থিচ্যুত অবলা-কুসুমও সেইরূপ

পশুচরিত্র পুরুষের পদতলে দলিত অথবা হৃদয়-মনোমোহিনী প্রতারণায়, হৃদয়ের তন্তুতে তন্তুতে, মর্ম্মদাহি দুঃখের তুষানলে জর্জ্জরিত হইয়া, অপার-করুণানিধান জগদীশ্বরের অচিন্তিতপূর্ব্ব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-মহিমায়, অধ্যাত্মজগতের উচ্চধামে, উচ্চতর নবজীবন লাভে কৃতার্থ হইতে পারে কি না, জ্ঞান-পিপাসু ভগবদ্ভক্তেরা তাহার প্রমাণদর্শনে অবশ্যই বিস্মিত হইবেন।

আত্মিক-কাহিনী।

নিরাশ-প্রেমের নিশীথ-সম্ভাষণ।

গভীর রাত্রি। শব্দময়ী অবনী এইক্ষণ নিঃশব্দ ও নিস্তব্ধ। যেন মা, তাঁহার অসংখ্য সন্তান বুকে লইয়া, গভীর নিদ্রায় অভিভূত। সায়ং সময়ে, নগরের উদ্যান-নিচয়ে ও উপবনে, সহস্র সহস্র বিহঙ্গ, বৃক্ষের কোটরে কোটরে ও পত্রান্তরে নিশ্চিন্ত আনন্দে কতই কি কল-কল শব্দ করিয়াছিল। সেই বৃক্ষগুলি এইক্ষণ, ধ্যানস্তব্ধ তাপস অথবা পৃথ্বীপরিরক্ষক ছায়া-পুরুষের ন্যায়, দণ্ডায়মান রহিয়াছে; কিন্তু বৃক্ষের অধিবাসি-বিহগবিহগীরা 'অঘোর' ঘুমে অচেতন। নগরের রাজপথেও জীব-জন্তুর যাতায়াত অথবা সারা শব্দ নাই। গৃহস্থপল্লীর দুই

চারিটি কুকুর, মাঝে মাঝে, প্রভুভক্তির পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্যে, ঘুমন্ত চক্ষে, প্রহরীর মত শব্দ করিতেছে। কিন্তু সেই শব্দ কোথাও মানুষের কানে পশিতেছে, এমন বোধ হয় না। এইরূপ অচিন্তচিন্তিত অদ্ভুত সময়ে, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট, ইংলণ্ডের অন্তর্গত হাল্ নগরের উপকণ্ঠবাহিনী একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর উপরিস্থিত অতি সঙ্কীর্ণ অথচ সুরম্য সেতুর উপরে একটি যুবক ও যুবতী দণ্ডায়মান।

যুবকের নাম, (R. D'Onston) আর্ ডনষ্টন্; যুবতীর নাম (Louise) লুইসী। যুবক ও যুবতী, উভয়েই কিছুক্ষণ সেতুর অদূর-শোভিতা একটি বৃক্ষবাটিকায় পাদ-চারে পরিভ্রমণ করিয়া, এইক্ষণ উহার মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ডনষ্টন্ এবং লুইসী উভয়েই সুশিক্ষিত এবং সুন্দরমূর্ত্তি। ডনষ্টন্ সংসারের সম্পদ্ ও মর্য্যাদায় একটুকু বড়; লুইসী সে অংশে কিঞ্চিৎ খাট হইলেও, প্রকৃতির অপ্রতিম সৌন্দর্য্য-সম্পদে দেবকন্যার মত। ঐ যে সেতুর একপ্রান্তে, প্রান্তপরি-রক্ষক রেলিঙের উপরে বামাঙ্গ হেলাইয়া লুইসী দাঁড়াইয়া আছে, তাহাতে বোধ হইতেছে যেন স্বর্গনিবাসের একটি সুন্দরী দেব-ললনা, কোন মনুষ্যযুবাকে কৃতার্থ করিবার জন্য, পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন। আকাশে শরতের চন্দ্র ফুল্লজ্যোৎস্নায় ঢল ঢল, এবং সেই জ্যোৎস্নারাশি গায়ে মাখিয়া লুইসীও আজি আপনার অতুল রূপের অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নায় ঢল ঢল। কিন্তু তথাপি লুইসীর মুখখানি এইক্ষণ অনারত ও অনিবৃত্ত নয়নজলে

ভাসিতেছে। ইহার কারণ কি? কারণটুকু পাঠককে সংক্ষেপে বুঝাইতে হইবে।

পূর্ব্বে কহিয়াছি ডনষ্টন্ ও লুইসী উভয়েই সুশিক্ষিত; কিন্তু সে শিক্ষায় একটুকু পার্থক্য আছে। ডনষ্টনের শিক্ষা, সকল বিষয়েই, সাংসারিক সুখ-সম্পদের দিকে। সে একবারে হৃদয়-শূন্য না হইলেও ঘোরতর সাংসারিক—গণনামগ্ন বিষয়ী। কিসে কি করিয়া সংসারে গণ্যমান্য ও ধন-মান-বৈভবসম্পন্ন যশস্বী লোক হওয়া যায়, এই চিন্তাই ডনষ্টনের হৃদয়ের নিত্য চিন্তা। এইরূপ বৈষয়িক চিন্তার এক পার্শ্বে প্রেম, ভক্তি ও ভালবাসা, যদি একটু একটু ফুটিতে পারে, ফুটুক; কিন্তু মানবজীবনের যে স্তর শুধু প্রেম, ভক্তি ও ভালবাসা লইয়াই সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ রহে, ডনষ্টন্ স্বপ্নেও তাহা কল্পনা করিতে সমর্থ নহে।

পক্ষান্তরে লুইসী, তাহার শিশুকাল হইতেই, প্রেম, ভক্তি ও ভালবাসার একটি অপরূপ পুতুল। তাহার হৃদয়ে প্রেম, আত্মায় ভক্তি, এবং শরীর ও মনের সমস্ত বৃত্তিতেই ভালবাসা প্রাবৃট্‌কালীনা পূর্ণতোয়া নদীর উদ্বেল, আকুল, কল-কল জল-রাশির মত সতত উচ্ছল। বাড়ীর শিশু ও সেবকদিগের কথা দূরে থাকুক, গৃহপোষিত পশুপক্ষীও লুইসীর এ মধুর স্বভাবে মোহিত রহিয়াছে; এবং সে যাহার কাছে যাইয়া প্রীতিপূর্ণ-নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়াছে, সে-ই প্রাণে কেমন একটা অননুভূত আনন্দ অনুভব করিয়াছে।

লুইসী মনুষ্যে যেমন প্রীতিময়ী, মনুষ্যপালিত পশুপক্ষীতে যেমন স্নেহময়ী, ঈশ্বরেও সেইরূপ প্রগাঢ় ভক্তিশীলা। সে বাল্যকাল হইতেই উপাসনায় আনন্দ লাভ করে। সমান-বয়স্কা বালিকাদিগকে লইয়া সুকবিরচিত স্তব-স্তোত্র পাঠে লুইসীর বড় অনুরাগ। সে মধুরকণ্ঠে স্তোত্র গান করিয়া সকলকে আনন্দ বিলায়, এবং কখনও কখনও, একাকিনী, জানুপাত-সহকারে প্রার্থনা করিয়া, অশ্রুজলে আর্দ্র হয়। তাহার ঐ রূপ কোমল-নির্ম্মল, নিঃস্বার্থ হৃদয়ে সাংসারিক সুখ-সম্পদের চিন্তা মিশিবারই অবকাশ পায় না। অপিচ, লুইসী স্বভাবতঃ বিশ্বাস-প্রবণ। সে আপনি কখনও অবিশ্বাসের কার্য্য করে না; এবং অন্যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পরের সর্ব্বনাশ করিতে পারে, ইহা চ'খে আঙ্গুল দিয়া দেখাইলেও, সে বুঝিতে চাহে না। যে জগতে ভালবাসার জনকে বিশ্বাস করিয়া জুলিয়স সিজরের মত জগজ্জয়ী শক্তিমান্ প্রধান পুরুষেরাও বিপন্ন হইয়াছেন, সেই জগতে নিঃস্বার্থ নির্ম্মলা, অমিয়-কোমলা প্রেমময়ী লুইসী তাহার প্রগাঢ় ভালবাসার ধন ও প্রাণা-রাধ্য জনকে বিশ্বাস করিয়া আজি, বিপন্ন বালিকার মত, দুনয়নের দরদরিত ধারায় আকুল হইয়াছে, ইহাতে পাঠক একান্তই বিস্মিত হইবেন কি?

ডন্‌ষ্টনের সহিত লুইসীর, সেই গভীর নিশীথে, সেতুপৃষ্ঠ-সমাগমে কি কথোপকথন হইয়াছিল, এখানে পাঠককে তাহার সামান্য একটু অংশ সংকলন করিয়া উপহার দিব। এই কথোপ-

কথনটুকুর প্রতি মনোযোগ করিলেই পাঠক যুবকযুবতীর সকল কথা,—বিশেষতঃ দুঃখিনী লুইসীর অন্তর্নিহিত অরুন্তুদ হৃদয়-ব্যথা কিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পাইবেন। লুইসী প্রেমের সকল অর্থে ও সকল ভাবেই প্রেমময়ী বটে, কিন্তু লালসাময়ী যুবতী নহে। সে একটুকু ভাব-বিভোরা ও উদাসিনী,—প্রায় সকল সময়েই ভাব-বিহ্বল-নয়না, আলুলিত-কুন্তলা, কুসুমাভরণা বনদেবতার মত। আজিও সে সেইরূপ বনদেবীর মূর্ত্তিতেই সেতুপৃষ্ঠে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

লুইসী কহিল—"ডন্‌ষ্টন্, এই সেতুপৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া এমনই প্রশান্ত, নিস্তব্ধ নিশীথ সময়ে, তোমার কাছে একদিন কবিবর লংফেলোর 'ব্রিজ' অর্থাৎ সেতু নামক কবিতাটি পড়িয়াছিলাম। সেই কবিতাটি আমি বড় ভালবাসি; আমার ইচ্ছা হইতেছে সেই কবিতাটি আজি আবার এখানে পড়ি। তোমার বিরক্তি হইবে না ত? যদি অনুমতি কর, তবে কবিতাটি পড়িব।"

ডন্‌ষ্টন্।—"পড়,—পড়। কবিতা পড়িবে, তাহাতে আমার বিরক্তি হইবে কেন? কবিতা ত তোমার প্রাণ,—বিশেষতঃ লংফেলোর প্রায় সমস্ত কবিতাই তোমার কণ্ঠস্থ। তুমি একটি ছেড়ে দশটি পড়, তাহাতে আমার বিরক্তি বোধ হইবে কেন? তবে কি—জান, আমরা বিষয়ী লোক। আমরা কবিতা অপেক্ষা কাজের কথায় বেসী অনুরাগী।" লুইসী প্রত্যুত্তরে কিছুই না কহিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল,

—তার পর কবিতাটি পড়িল। কবিতার প্রথম পংক্তিটি এইরূপ,—

"I stood on the bridge at midnight."

অর্থাৎ—

গভীর নিশীথে আমি সেতুর উপরে—
দাঁড়াইয়া * * * *

সেতুর নিম্নে, পুণ্যসলিলা স্রোতস্বিনী, মানিনীর মত, একবার ক্রোধে উছলিয়া উঠিতেছে, আবার যেন মৃদু মৃদু কাঁদিতেছে,—এবং স্থানে স্থানে চন্দ্রকিরণসম্পাতে ঝিকি মিকি করিতেছে; আর, সেতুর উপরে, মানাভিমান-ক্রোধশূন্যা মর্ম্মাহতা দুঃখিনী যুবতী প্রিয়তমের মুখের দিকে চাহিয়া মনের আবেগে কবিতা পড়িতেছে। এ দৃশ্য অবশ্যই ঊর্দ্ধ গগনে দেবতারা চাহিয়া দেখিয়াছেন। যখন কবিতা পাঠ পরিসমাপ্ত হইল, তখন ডনষ্টন্, যেন একটুকু লজ্জিত এবং দুঃখিত হইয়া, লজ্জা ও দুঃখের ভাষায় লুইসীকে বলিল—

"লুইসী, আমি সত্যই বড় পাপিষ্ঠ। আমি সাংসারিক জীবনের গুরুতর প্রয়োজনে, আজি এই পাঁচ বৎসরের ভালবাসা এবং ভালবাসার শত শত প্রতিজ্ঞা ও প্রীতিপূর্ণ অনুষ্ঠানের পর, তোমায় ত্যাগ করিয়া, পার্লামেণ্ট সভায় মেম্বররূপে প্রবিষ্ট হইবার লোভে, এক জন সম্ভ্রান্ত ও সুসমৃদ্ধ ভূম্যধিকারীর কন্যা বিবাহ করিতে যাইতেছি। ইহাতে নিশ্চয়ই আমার মহাপাতক হইতেছে। কিন্তু কি করি! পিতামাতার যেমন দৃঢ় সঙ্কল্প,

আমারও সেইরূপ দুর্ব্বার যশোবাসনা। যদি পরকাল একটা থাকে, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই আমি দণ্ডিত হইব। কেন না, তুমি আমার অনন্তপ্রকার মধুর বাক্যে মোহিত হইয়া আমায় যেরূপ ভালবাসিয়াছ, আমি এ জীবনে আর কখনও কোথাও সেরূপ ভালবাসা পাইব না।"

লুইসী বড় কাতরকণ্ঠে কহিল,—"দেখ ডন্‌ষ্টন্, ইহকালের পর সত্যই একটা পরকাল আছে, এবং পরলোকের যত কথা সাধারণতঃ আমরা শুনিয়া থাকি, তাহার প্রায় সমস্তই সত্য। কিন্তু আমি সেই পরকাল ও পরলোকের ভয় দেখাইয়া তোমাকে তোমার উচ্চ আশার গতিপথে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য উপদেশ দিতে চাহি না। আমি যদি তোমার আশার পথে ও সুখের পথে কাঁটা হইলাম, তাহা হইলে তোমাকে ভালবাসিলাম কৈ? আর আমার এ প্রাণভরা ভালবাসা ও প্রেমের পূর্ণ উচ্ছ্বাসই বা নিঃস্বার্থ হইল কোথায়?"

কথা কহিতে কহিতে লুইসী কাঁদিয়া ফেলিল; তার পর যত্নের সহিত চক্ষু মুছিয়া,—একটু সুস্থির হইয়া, আবার বলিল,—"শোন প্রিয়তম, আমি যে দিন প্রথম তোমায় ভালবাসিয়াছি—জান ত, আমি তখন একপ্রকার অস্ফুট বালিকা—আমি আমার বাল্য ও যৌবনের সন্ধি সময়ে, আমার এ অধরে তোমার সুধা-সিক্ত প্রেমার্দ্র চুম্বন প্রথম লাভ করিয়া যেদিন হৃদয়ের সেই এক আনন্দের উন্মাদে পতিজ্ঞানে তোমায় আলিঙ্গন করিয়াছি,—পতিবোধে তোমার ঐ বক্ষে ঢলিয়া পড়িয়াছি, আমি তখনও যে

জন, এখনও সেই জন। আমি আপনার জন্য ভাবি না। আমার এই সম্মুখবর্ত্তি দগ্ধজীবন দিবারাত্রি দীর্ঘশ্বাসেই ক্ষয়িত হইবে। কিন্তু আমার এক একবার বড় ভয় হয়,—কথাটা বলিতে ইচ্ছা ছিল না, তথাপি না বলিয়া যেন পারিতেছি না,—আমার মনে এক একবার সত্যই এরূপ লয় যে, তুমি যে আশায় প্ররোচিত হইয়া, তোমার এ প্রাণের সঙ্গিনী অথবা অকপটহৃদয়া প্রেমের দাসীকে পরিত্যাগ করিলে, বুঝি বা তোমার সে আশা পূর্ণ না হয়। যদি পরিশেষে কোন প্রকারে তোমার দুঃসহ মনস্তাপ ঘটে, তাহা হইলে, আমা অপেক্ষা তোমার জন্য বেসী কাঁদিবে কে?"

ডনষ্টন্।—"তুমি যাহা কহিতেছ, তাহা নিতান্ত মিথ্যা নহে। যাহার সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব বাক্যবদ্ধ হইয়াছে, সে অতি বড় ধনী ঘরের মেয়ে,—পিতার অমিত বৈভবের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। সে তোমার মত রূপসী নহে—তোমার মত শিক্ষিতা ও সরলস্বভাবাও নহে; অথচ ভয়ঙ্কর অভিমানিনী এবং দাম্ভিকা। আমি তাহার মন যোগাইতে পারিব, এমন আশা হয় না। কিন্তু, আমার পিতা ও মাতা, উভয়েরই এরূপ বিশ্বাস যে, তাহার সহিত আমার বিবাহ সম্পন্ন হইলেই, আমি পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিতে পারিব, এবং রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই বড় মানুষ হইয়া দেশে বিখ্যাত হইব। পিতামাতার ইচ্ছায় বাধা দিতে কোন মতেই আমার প্রবৃত্তি হয় না।"

লুইসী।—"ভাল, তাহাই হউক—তাহাই হউক; তোমার পিতামাতার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক। আমি যে দুটি দিন জীবিত

থাকি, আমার অন্ধতমসাবৃত নিভৃত কুটীরে, শূন্যহৃদয়ে পড়িয়া রহিয়া, সতত তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করিব, এবং কানে যদি তোমার সুখ-সংবাদ শুনিতে পাই, তাহা হইলেই সুখী হইব।”

ডনষ্টন্।“—কেন লুইসি, দুটি দিন জীবিত থাকিবার কথা বলিতেছ কেন? তোমার এই সবে ঊনিশ বৎসর বয়স—আর ঈশ্বরের ইচ্ছায়, তুমি রূপে ও গুণে অতুলনীয়া। আমার সহিত তোমার বিবাহের কথা ঠিক হইয়া রহিয়াছিল জানিয়া, যুবজনেরা এতদিন তোমার প্রণয়প্রার্থী হয় নাই। এইক্ষণ সকলেই যখন সকল কথা জানিতে পাইবে, তখন তোমার বিবাহের জন্য নিশ্চয়ই শত শত সুন্দর ও সমৃদ্ধ যুবা আগ্রহের সহিত প্রার্থী হইবে। তুমি একটি মনের মত জন নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া বিবাহ করিলেই ত তোমার সকল দুঃখ দূর হয়।”

লুইসী এবারও একটি গভীর নিঃশ্বাস মোচন করিয়া কহিল;—“হাঁ, দুঃখ দূর হয় বটে! কিন্তু হৃদয়, মন, প্রাণ এবং আত্মার কি গতি হয়, তাহা বলিতে পারি না। বিশেষতঃ জগদীশ্বর আমাকে যেরূপ চিত্তবৃত্তি প্রদান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে আমাদ্বারা, এক জীবনে, দুই জনকে পতিভাবে প্রেমের পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা সম্ভব নহে; এবং প্রকৃত সত্য গোপন করিয়া, এ দেহ আবার অন্যকে স্পর্শ করিতে দেওয়া একবারে অসাধ্য। হা জগদীশ্বর! আমি কি তোমার চক্ষু এড়াইয়া এমন গর্হিত কার্য্য করিতে পারি?”

ডনষ্টন্।—“তবে তুমি কি করিবে?”

লুইসী।—"পতিপ্রাণা সতীর মত একমাত্র তোমাকেই ভালবাসিব,—তোমার সেই পুরাতন প্রীতিপূর্ণ মূর্ত্তি প্রতিনিয়ত ধ্যান করিব, এবং প্রতিদিন জগদীশ্বরের কাছে, কাঙালিনীর ন্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে, তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করিতে করিতে, তাপদগ্ধ কুসুমবৎ বৃন্তচ্যুত হইয়া, কালের গ্রাসে ঢলিয়া পড়িব।"

ডনষ্টন্।—"ছি! লুইসি, তুমি তোমার এই রূপ-লাবণ্যময় নবীন যৌবনে অথবা জীবনের প্রথম উন্মেষ-সময়ে এরূপ বিষাদ ও দুঃখের কথা কহিয়া আমার হৃদয়ে আঘাত করিও না। আমি তোমার নিকট বিবাহের প্রতিশ্রুতি বিষয়ে রীতিমত আবদ্ধ। তুমি যদি আমার লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্রখানি তোমার পিতার হস্তে প্রদান কর, তিনি আমাকে বিবাহের জন্য বাধ্য করিতে পারেন, অথবা আমার অভিনব বিবাহের প্রস্তাবে বিষম ব্যাঘাত জন্মাইয়া, আমার নিকট হইতে বহু পরিমাণ অর্থ ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ লইতে পারেন। কিন্তু তুমি পৃথিবীর লোভ-লালসা-শূন্য পুণ্যপ্রতিমা। তুমি নিষেধ কর নাই,—বরং এক প্রকার মৌন-সম্মতি দিয়াছ বলিয়াই, আমি সে ভূম্যধিকারিকন্যার বিবাহের প্রস্তাবে অগ্রসর হইয়াছি। তুমি বিবাহের সেই পুরাতন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা ভিন্ন আমার নিকট আজি আর যে কোন প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই পূর্ণ করিব।"

লুইসী।—"করিবে?"

ডনষ্টন্।—"করিব।"

লুইসী।—"সত্যই প্রতিজ্ঞা পালন করিবে?"

ডনষ্টন্।—"সত্যই প্রতিজ্ঞা পালন করিব।"

লুইসী।—"তবে তিন বার সত্য করিয়া বল?"

ডনষ্টন্।—"আমি তিন বারই সত্য করিয়া বলিলাম, আমার বিবাহের সেই পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা রক্ষা ভিন্ন তুমি আর যে কোন বিষয়ে আমাকে আজি যে অনুরোধ করিবে, যদি শক্তিসম্ভাবনায় কুলায়, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই আমি তাহা পূর্ণ করিব।"

এই সময়ে সম্মুখবর্ত্তি একটি গির্জ্জায় টং টং করিয়া রাত্রি বারটা বাজিল। লুইসী কহিল,—"ঐ শোন, গির্জ্জার ঘড়ীতে বারটা বাজিতেছে। এ বড় ভয়ঙ্কর সময়। শুনিয়াছি এমনই সময়ে, মনুষ্যের সুখ-দুঃখের সংবাদ লইবার উদ্দেশ্যে, দেবতারা পৃথিবীতে পাদ-চারণা করিয়া থাকেন। মানুষ এ সময়ে যে সকল প্রতিজ্ঞা করে, দেবতারা তাহা কর্ণ পাতিয়া শোনেন। প্রিয়তম,—হাঁ! এই ভিন্ন আর কোন্ শব্দে আমি তোমায় সম্ভাষণ করিতে পারি—প্রিয়তম—প্রাণাধিক, তুমি দেবতা সাক্ষী করিয়া, এবং আমার এই হাত খানি ধরিয়া, প্রতিজ্ঞা কর যে, আজি হইতে ঠিক বার মাস পরে, এমনই নিশীথ সময়ে, এই সেতুর উপরে, তুমি আমায় দেখা দিবে; এবং সেই দর্শনের সময় হইতে আবার পরিগণিত বারটি মাস পরে, পরবর্ত্তি ২৬শে আগষ্ট, আমায় আবার দর্শন দানে কৃতার্থ করিবে। আমি এই কল-নাদিনী স্রোতস্বিনীর তটে তোমাকে প্রথম ভালবাসিতে শিখিয়াছিলাম। এই স্রোতস্বিনীর উপরে, এই সেতুপৃষ্ঠে এ জন্মে আর দুইটি দিন তোমায় সম্ভাষণ

করিয়া, তোমার নিকট চিরজীবনের তরে বিদায় লইব। বল প্রিয়তম, আমার এই শেষ বাসনা তুমি পূর্ণ করিবে কি না? তোমার নিকট ইহা ছাড়া আমার আর কিছুই প্রার্থয়িতব্য নাই।"

ডন্‌ষ্টন্ প্রার্থনার নিঃস্বার্থপবিত্রতা ও প্রকার-গাম্ভীর্য্যে বিস্মিত হইয়া কিছুক্ষণ থত-মত অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল; তার পর, স্থিরকণ্ঠে বলিল,—"হাঁ, আমি ১৮৬৮ ও ১৮৬৯ সনের ২৬শে আগষ্ট, ঠিক এমনই সময়ে, সেতুর এই মধ্যস্থানে উপস্থিত হইয়া তোমায় দর্শন দান করিব। কিন্তু এক কথা, যদি আমি মরিয়া যাই, অথবা যদি তুমি জীবিত না থাক, তাহা হইলে?"

লুইসী কহিল,—"বল ডন্‌ষ্টন্, জীবিত অথবা মৃত (dead or alive)—যে অবস্থায় যে থাকি, নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতিনির্দ্দিষ্ট পূর্ব্বকথিত সময়ে, এখানে আসিয়া একে অন্যের সম্মুখীন হইব।"

ডন্‌ষ্টন্ চিরকালই লুইসীকে একটুকু ভক্তি করিত। ভক্তি করিত বালিকার উচ্চশিক্ষা, উদারতা, ভাব-গাম্ভীর্য্য এবং চরিত্রের নিঃস্বার্থনির্ম্মল বিচিত্রতা দর্শনে। আর সঙ্গে সঙ্গে একটুকু ভয়ও করিত। ভয় করিত লুইসীর সেই কেমন-এক-প্রকার উদাস-দৃষ্টি ও উন্মাদ-লক্ষণাক্রান্ত অলৌকিক-প্রিয়তার অপরিহার্য্য শাসনে। লুইসী কখনও কখনও আকাশের পানে ভাবাবিষ্টবৎ চাহিয়া থাকিত,—কোন কোন দিন দেবাত্মার দর্শন পাইয়াছে বলিয়া নয়নে অশ্রুসিক্ত হইত এবং নানাবিধ বিস্ময়জনক কথা কহিত। ঐ সকল সময়ে ডন্‌ষ্টন্, ভক্তির সহিত ভয়ের

আকস্মিক সংমিশ্রণে চমকিত হইয়া, লুইসীর মোহন-মধুর মুখখানির প্রতি বিস্মিতবৎ চাহিয়া রহিত। সে আজিও সেই ভয় ও ভক্তির অপূর্ব্ব উদ্বেলতায় আত্মবিস্মৃত হইয়া, ক্ষণকাল তূষ্ণীম্ভূত রহিল—শেষে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিল,—"আমি জীবিত অথবা মৃত, যে অবস্থায় থাকি, তোমার সহিত প্রতিশ্রুত সময়ে আর দুইবার দেখা দিব।" এই প্রতিজ্ঞার পর, দুইজনে দুই পথে চলিয়া গেল। বলা বাহুল্য, ডন্‌ষ্টনের হৃদয় একটা নূতন ভাবে অভিভূত হইল।

পাঠককে একটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। ডন্‌ষ্টন্ হাল্ নগরের অধিবাসী নহে। সে যুবা সৈনিক, সেনাবিভাগের কার্য্যসম্পর্কে হাল্ নগরে, কিছুকালের তরে, উপনিবিষ্ট। ইংলণ্ডে অসংখ্য সম্ভ্রান্ত যুবা এইরূপে সেনাবিভাগে কার্য্য করে, এবং কালে উন্নতি লাভ করিয়া বড় লোক হয়। ডন্‌ষ্টন্ হাল্ নগরে, প্রথমতঃ লুইসীর পারিবারিক নিকেতনের সান্নিধ্যে, বাসা করিয়া অবস্থিত ছিল। সেই সূত্রেই তাহার সহিত লুইসীর পরিচয়, প্রণয় এবং চিরস্থায়ি প্রেমের প্রতিজ্ঞাবিনিময়। সে সম্প্রতি সামাজিক জগতের উচ্চতর স্তরে আরোহণের অভিলাষে ইংলণ্ডের উত্তরপ্রদেশনিবাসী এক সমৃদ্ধ ভূস্বামিকন্যার পাণিগ্রহণের জন্য প্রয়াস-পর। তাই সে, সাবধানতার অনুরোধে, লুইসীর বাড়ী হইতে একটুকু বেসী দূরে বাসা করিয়াছে। ডন্‌ষ্টনের নূতন প্রণয়িনী ভূস্বামিনীর সম্পূর্ণ নাম পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয় নাই। যাঁহারা এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন,

তাঁহারা ভূস্বামীর সম্মানের দিকে চাহিয়া নাম গোপন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের বিবরণীর মধ্যে এই মাত্র আছে যে, মেয়েটি পিতামাতার একমাত্র সন্তান, বিশাল ভূসম্পত্তির ভাবি উত্তরাধিকারিণী; এবং তাঁহার নাম (Miss K.)। আমরা "মিস্ কে" না লিখিয়া মিস্ কিরী নামে তাঁহার উল্লেখ করিব।

দেখিতে দেখিতে একবৎসর চলিয়া গেল; ১৮৬৮ সনের প্রতিশ্রুত ২৬আগষ্ট ক্রমে নিকটবর্ত্তি হইল। ডনষ্টন্ তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবে কি? সে লুইসীর রূপ-মোহ ও রমণীজন-দুর্ল্লভ নিঃস্বার্থপ্রেমের আকর্ষণ হইতে এখনও চিত্তে সম্পূর্ণরূপে প্রমুক্ত হয় নাই। কিন্তু, পাছে এইরূপ প্রচ্ছন্ন সাক্ষাৎকারের সংবাদ মিস্ কিরীর কানে পঁহুচিয়া একে আর ঘটায়, এবং তাহার প্রবলতর আশার সূত্র ছিঁড়িয়া যায়, এই ভয়েও সে ভীত। যাহা হউক, ডনষ্টন্ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিল। সে, রাত্রি বারটা বাজিবার কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই, সেতুর উপর যাইয়া প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

কিন্তু ডনষ্টন্‌কে বহুক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে হইল না। আলুলিত-কুন্তলা, ভাবাবেশ-বিহ্বলা লুইসী মুহূর্ত্তের পরেই সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং সে, ডনষ্টনের প্রেমে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণের মধ্যে উন্মাদিনী হইলেও, আত্মসম্মান রক্ষার নিমিত্ত একটুকু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

ডনষ্টন্ জিজ্ঞাসা করিল,—"কি লুইসি, কথা ত রাখিয়াছি; আর কোন নূতন কথা আছে কি?"

লুইসী কহিল,—"না, আর কোন নূতন কথা নাই; তুমি তোমার শেষ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেই, আমার এই সন্তপ্তপ্রাণ শীতল হইবে। আমি আজ হইতে আবার বারটি মাস এক দুই করিয়া আঙুলে গণিয়া, আগামি ২৬শে আগষ্ট, ঠিক এমনই ক্ষণে, এই স্থানে আসিয়া তোমার জন্য তৃষিতনয়নে তাকাইয়া থাকিব, এবং তোমার মুখখানি আর একবার নয়ন ভরিয়া দেখিয়া, আমার শেষ বিদায় গ্রহণ করিব।"

ডনষ্টন্ বলিল—"না—না, লুইসি, তা হইতেছে না; আমি কোনক্রমেই আর একবার আসিতে পারিব না। এই যে আসিয়াছি, ইহাতেই আমি ভীত-ভীত। তোমায় কহিয়াছি ত মিস্ কিরী একটুকু বেসী ধন-গর্ব্বিতা ও কোপনা। যদি তিনি ঘুণাক্ষরেও তোমার সহিত এইরূপ গুপ্ত সাক্ষাৎকারের কথা জানিতে পান, তাহা হইলে তাঁহার সহিত আমার আর বিবাহ ঘটিবে না।"

লুইসী প্রত্যুত্তরে কিছু না কহিয়া বড়ই বিষণ্নবদনে, বিষাদ-ক্লিষ্ট টল-টল-নয়নে ডনষ্টনের পানে চাহিয়া রহিল। ডনষ্টন্ বলিল,—"কি যেন বল্‌বে বল্‌বে মত মুখখানি করিয়া চাহিয়া রহিলে কেন?"

লুইসী বলিল,—"বলিবার ত শত সহস্র—শত লক্ষ লক্ষ কথা, আমার প্রাণটার মধ্যে ভরা রহিয়াছে। সে সকল কথা তোমার কাছে ইহ জীবনে আর বলা হইল কৈ? কিন্তু একটি কথা না বলিয়া যাইতে পারিতেছি না;—তুমি পরকাল মান

না, আমি মানি; শুধু মানি তাহাই নহে, আমি ইদানীং পরলোককে কতকটা প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া জানি। আমি আগে যখন কোন উজ্জ্বলকান্তি অধ্যাত্মদেহীকে হঠাৎ চক্ষে দেখিতাম, তখন সকলে তাহা চক্ষের ধাঁধাঁ বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিত। কিন্তু আমার যে সকল আত্মীয় জন পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন, আমি তাঁহাদের একজনের ছায়াময়ী অধ্যাত্মমূর্ত্তি, একমাস হইল, দিবসের প্রখর আলোকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি; এবং তাঁহার মুখের কথা কানে শুনিয়াছি। তিনি তোমার সম্পর্কে ও আমার সম্পর্কে দুইটি বিশেষ কথা কহিয়াছেন। পরলোক-বাসীরা, মনুষ্যের অদৃষ্টপট সম্পর্কে পূর্ব্বেই যে কিছু জানিতে পান, সে-বিষয়ে, প্রিয়তম, আমার আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। যিনি আমাকে দেখা দিয়াছেন, তাঁহাকে আমি দৃষ্টিমাত্রই চিনিতে পাইয়াছি। তাঁহার নাম কহিব না; কেন না, তিনি তোমাকেও জানেন, এবং তোমার ও আমার প্রেমের ইতিহাস সম্যক্ জ্ঞাত আছেন। তিনি তোমার সম্পর্কে যাহা কহিয়াছেন, তাহা আমার মুখে সরে না।"

ডনস্টন্—"আর এত দীর্ঘ ভূমিকা করিয়া আমায় যন্ত্রণা দিও না; কি কহিয়াছেন, কহিয়া ফেল।"

লুইসী।—"কহিয়াছেন তোমার শীঘ্রই কোনরূপ সাংঘাতিক বিপদ ঘটিবে; আর তুমি যাঁহার সহিত বিবাহের জন্য এইরূপ ব্যাকুল হইয়াছ, তিনি তোমাতে প্রেমাকৃষ্ট নহেন। তাঁহার সহিত তোমার বি-বা-হ হইবে না।"

লুইসীর কথা শুনিয়া ডন্‌ষ্টন্‌ একটুকু বিচলিত ও তন্মনা হইল। সে বলিল—"আচ্ছা, আমার অদৃষ্টে যাহা থাকে, তাহা হইবে। আমি সৈনিক পুরুষ; বিঘ্নবিপত্তি লইয়াই আমার মত লোকের নিত্য বিলাস। তোমার কথা কি কহিয়াছেন বল।"

লুইসী—"সে কথা আজি বলিতে নিষেধ।"

ডন্‌ষ্টন্‌—"তবে কবে বলিবে?"

লুইসী।—"আগামি ২৬শে আগষ্ট।"

ডন্‌ষ্টন্‌—"এ ত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আবার সেই কথা আমাকে কি বৎসরান্তে নিশ্চয়ই আবার এখানে আসিতে হইবে?"

লুইসী—"হাঁ প্রাণাধিক। আমি তোমাকে পাঁচ বৎসর কাল কিরূপ আকুলপ্রাণে ও উন্মাদিত-হৃদয়ে ভালবাসিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া নিশ্চয়ই আর একটি দিন এ দুঃখিনীরে দর্শন দান করিবে।"

ডন্‌ষ্টন্‌।—"স্বীকার করিলাম—স্বীকার কেন—প্রতিজ্ঞা করিলাম, আগামি ২৬শে আগষ্ট আবার আমি তোমার অনুরোধ রক্ষার্থ, এইরূপ নিশীথ সময়ে, এইস্থানে উপস্থিত হইব। কিন্তু তুমি বলিয়াছ, আমার শারীরিক কোন বিপদ ঘটিবার শঙ্কা আছে; যদি সাক্ষাৎকারের দিন পর্য্যন্ত আমি জীবিত না থাকি?"

লুইসী, মাথা হেঁট করিয়া অতি দীনহীনা দুঃখিনীর মত,

করযোড়ে, মৃদু মৃদু কহিল,—"Dead or alive"—"জীবিত কি মৃত।"

ডন্‌ষ্টন্ এবার একটুকু অবিশ্বাসের কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"যে মরিয়া যায়, সেও কি আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে পারে?"

লুইসী কহিল।—"তুমি নিজেই তাহা জানিতে পাইবা।"

ইহার পর ডন্‌ষ্টন্ কহিল।—"আচ্ছা, সেই কথাই কথা,—Dead or alive, জীবিত কি মৃত। তুমি যে পরলোকের কথা কহিতেছ, তাহা সত্য না মিথ্যা, সে তত্ত্বেরও একটা প্রত্যক্ষ পরীক্ষা হইবে।"

প্রতিজ্ঞাবিনিময়ের পর দুইজনে পূর্ব্ববৎ দুইপথে চলিল। কিন্তু ডন্‌ষ্টন্ আপনার গম্য পথে মুহূর্ত্তকাল দাঁড়াইয়া রহিয়া, যতক্ষণ দেখা যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত, বারে বারে লুইসীর লাবণ্যময়ী মূর্ত্তিখানি মুখ ফিরাইয়া দেখিল।

লুইসী এক প্রকার বিচিত্র পাদুকা পায়ে পরিত। সে পাদুকায় পিত্তলের অতি সুন্দর বেষ্টনী থাকিত, এবং তাহাতে পাদ-ন্যাস-সময়ে একটুকু নূতন রকমের শব্দ হইত। লুইসী নয়নপথের বহির্ভূত হওয়ার পর, যতক্ষণ সে শব্দ শুনা গেল, ততক্ষণ পর্য্যন্তও ডন্‌ষ্টন্ সেই ভাবেই দণ্ডায়মান রহিয়া, অবশেষে আপনার গৃহাভিমুখে প্রস্থিত হইল।

বিগত আগষ্টের সেই সাক্ষাৎকার হইতে দশটি মাস অতিবাহিত হইল; অথচ এই সময়ের মধ্যে ডন্‌ষ্টনের কোনরূপ

শারীরিক বিপদ ঘটিল না। ডন্‌ষ্টন্‌ ইহাতে চিত্তে বড় আশ্বস্ত ও আনন্দপূর্ণ। তাহার মনে লইল যে, পরলোকের অস্তিত্ব বিষয়ক কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে; আর যদিই বা সত্য হয়, তাহা হইলেও, পারলৌকিক নরনারীরা মনুষ্যের অদৃষ্টপট বিষয়ে অন্ধ।

কিন্তু যদিও ডন্‌ষ্টনের শরীরে কোন বিপদ ঘটে নাই, তাহার সংসারের সুখের আশা, এই সময়ের মধ্যেই, কতকটা কুয়াশায় পরিণত হইয়াছে। কারণ, তাহার ভাবি সম্মানের নিদান-ভূতা সেই যত্নলভ্যা ভূস্বামিকন্যা এখন আর তাহার বিশেষ সংবাদ লন না। ডন্‌ষ্টন্‌ এইরূপ অর্দ্ধ-আশ্বস্ত ও অর্দ্ধ-উদ্বিগ্নচিত্তে, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে, তিনটি মৃগয়াপটু সুহৃদ্‌ যুবাকে সঙ্গিরূপে জুটাইয়া লইয়া, একখানি ছোট জাহাজ কিংবা জাহাজি বোটে, ইয়র্কশায়রের তটে তটে, সামুদ্রিকবিহঙ্গ শিকার করিয়া, আমোদে দিনপাত করিতে লাগিল। শিকারের চতুর্থ দিবসে, ডন্‌ষ্টন্‌ ও তাহার সঙ্গীরা, ইয়র্কশায়রের সীমান্ত-বর্ত্তি (Flamborough Head) ফ্লেম্‌বরা হেড্‌ নামক স্থানে উপস্থিত। সেখানে (Thomas Piles) টমাস্‌ পাইল্‌স্‌ নামক একজন ব্যবসায়ী শিকারী, তাহার ক্ষুদ্র তরী লইয়া, পক্ষী শিকার করিয়া দিনপাত করিতেছিল। হঠাৎ তাহার বন্দুকের একটা বড় গোলা ডন্‌ষ্টনের দক্ষিণ উরুতে আসিয়া প্রহত হইল। ডন্‌ষ্টন্‌ মৃতবৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ডে, সমুদ্রের তটস্থিত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, চিকিৎসালয় আছে। ডন্‌ষ্টন্‌ ইয়র্কশায়রের তটসীমাস্থ যেস্থানে

আহত হইল, তাহার অদূরে, (Bridlington Quay) ব্রিড্‌-লিংটন কী নামক স্থানে, একজন নিপুণ অস্ত্রচিকিৎসক ছিলেন। তিনি (Black Lion) ব্ল্যাক লায়ন নামক হোটেলে (Dr. Alexander Mackay) ডক্টর আলেক্‌জেণ্ডার ম্যাকের সাহায্যে, বহু ক্লেশে ডন্‌ষ্টনের মাংসল উরু হইতে গোলাটা বাহির করিলেন। ডাক্তারেরা মাপিয়া দেখিলেন গোলাটার ওজন সোয়া আউন্স।

এই ঘটনা উপলক্ষে কিছুদিন হাল্‌ নগরের চারিদিকে বড় আন্দোলন হইল। স্থানীয় সমস্ত সংবাদপত্রেই কথাটা উঠিল। হাল্‌ নগরে (Eastern Morning News) ইষ্টারন্‌ মর্ণিং নিউস্‌ নামে একখানি সংবাদপত্র সেকালে বড় পসার করিয়া বসিয়াছিল। সেই পত্রের সম্পাদক এতৎপ্রসঙ্গে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিলেন। বলা বাহুল্য যে, কথাটা উত্তর ইংলণ্ডে মিস্‌ কিরীর কানেও যাইয়া পঁহুচিল। কিন্তু ডন্‌ষ্টনের এই আকস্মিক বিপৎপাতে তাঁহার নয়নে এক ফোঁটা অশ্রু ঝরিল না,—বরং হৃদয়ে একটুকু বিরক্তি জন্মিল।

ডন্‌ষ্টন্‌ তিন সপ্তাহ কাল সমুদ্রের তটস্থিত ব্ল্যাক লায়ন হোটেলে পড়িয়া রহিয়া, পরিশেষে, কষ্টে সৃষ্টে, হাল্‌ নগরে, নিজের বাসগৃহে নীত হইল। সেখানে (Dr. Kelburne King) ডক্টর কেলবরণ কিং বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। চিকিৎসায় শীঘ্রই সুফল ফলিল। ডন্‌ষ্টন্‌ অচিরেই Crutch অর্থাৎ পঙ্গুপ্রশ্রয়া যষ্টি

অবলম্বন করিয়া দশ বিশ পদ হাঁটিতে চলিতে পারিল, এবং Bath-chair অর্থাৎ হুইলযুক্ত চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া, একস্থান হইতে আর এক স্থানে যাতায়াত আরম্ভ করিল।

সেই প্রতিশ্রুত দিন—২৬শে আগষ্ট ক্রমে ঘনাইয়া আসিল এবং ডন্‌ষ্টনের মনও ক্রমে ঘনীভূত অনুতাপ-মালিন্যে অভিভূত হইতে লাগিল। ডন্‌ষ্টন্ পরলোক না মানুক, ঈশ্বর মানিত। তাহার মনে এ কথাটা সকল সময়েই জাগিত যে, সে অবোধ-বালিকা আত্মবিস্মৃতা লুই-সীর সুখ-সম্মানের জন্য ঈশ্বরের নিকট দায়ী। সে প্রেমের কুহকে প্রতারিত করিয়া বালিকার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে, এবং এইক্ষণ বিত্তবৈভবের প্রলোভনে, চিরঘৃণিত জলৌকার মত, জ্যোৎস্নাসিক্ত যূঁইফুলটিকে ত্যাগ করিয়া, বড় একটা কণ্টকাকীর্ণ কেতকীর অঙ্গলগ্ন হইতে প্রয়াস পাইতেছে। ইহা কি তাহার উচিত? ধর্ম্ম কি এমন ভয়াবহ পাপের অনুষ্ঠান সহিবেন? এই সকল কারণেই, ডন্‌ষ্টন্ লুইসীর সহিত আবার সাক্ষাৎ-কারের জন্য সম্প্রতি একটুকু বেসী উৎসুক। ডন্‌ষ্টনের মনে এই ধারণা যে, লুইসীকে যদি সে মিঠা কথায় বিদায় করিতে পারে, এবং লুইসীও যদি মিঠা কথায় মোহিত হইয়া মনের সহিত তাহাকে ক্ষমা করে, তাহা হইলে বোধ হয় তাহার কোন পাপ থাকিবে না।

২৬শে আগষ্টের দিনমানটা উঠি-বসি করিয়া কোন প্রকারে কাটিয়া গেল। রাত্রি যখন এগারটা বাজিল, তখন

ডন্‌ষ্টন্ (Old Bob) বৃদ্ধ বব্ নামক তাহার একজন পুরাতন, পরীক্ষিত ও বিশ্বস্ত ভৃত্যের সাহায্যে বাথ্‌চেয়ারে বসিয়া, ধীরে ধীরে, সেতুর সান্নিধ্যে যাইয়া পঁহুছিল। বৃদ্ধ বব্ সেই হুইলযুক্ত চেয়ারখানি টানিয়া লইয়া গেল; ডন্‌ষ্টন্ চেয়ারে উপবিষ্ট রহিয়া আপনার অপরূপ অদৃষ্টের নানা কথার আলোচনায় সময়টুকু যাপন করিল।

ইহার পর, রাত্রি যখন আর একটু বেশী ভার হইল, তখন ডন্‌ষ্টন্ একবাহুতে তাহার সেই পঙ্গুযষ্টির আশ্রয় লইয়া, এবং আর এক বাহুতে বৃদ্ধ ববের উপর নির্ভর করিয়া, সেতুর পৃষ্ঠে, একটা Lamp-post অর্থাৎ দীপস্তম্ভের কাছে যাইয়া, স্থির হইয়া দাঁড়াইল। ডন্‌ষ্টন্, তাহার প্রণয়ের প্রবল প্রবাহের দিনে, লুইসীর কাছে যখন গোপনে যাতায়াত করিত, তখন এই বব্‌ই তাহার সঙ্গে যাইত। আজিও সেই বব্। বব্ লুইসীর নিকটও বিশেষরূপে পরিচিত। বব্ ডন্‌ষ্টন্‌কে একটি চুরুট জ্বালাইয়া দিয়া, ডন্‌ষ্টনের দৃষ্টির অগোচরে, অথচ আহূত হইলেই কাছে আসিতে পারে, এমন স্থানে, বাথ্-চেয়ারের ছায়ার আবরণে, এক কোণে যাইয়া বসিয়া রহিল। ডন্‌ষ্টন্ বারে বারে পকেটের ঘড়ী খুলিয়া সময় দেখিতে লাগিল।

ক্ষণপরেই গির্জ্জার ঘড়ী বাজিয়া উঠিল, এবং ডন্‌ষ্টন্ চাহিয়া দেখিল যে, সে এক সময়ে যাহাকে আপনার প্রাণাধিক ধন অথবা দেব-দুর্ল্লভ জন-জ্ঞানে প্রেমের পুষ্পাঞ্জলিতে পূজা

করিত—যাহাকে নবযৌবনের নূতন উচ্ছ্বাসে, দণ্ডে দশবার, প্রীতিমধুর প্রিয়সম্ভাষণে সন্তর্পণ করিতে ভালবাসিত, তাহার সেই প্রতারিতা অথবা পরিত্যক্তা লুইসী. সেতুর এক পার্শ্ব দিয়া, মূর্ত্তি-মতী মাধুরী অথবা জ্যোৎস্নাময়ী মূর্ত্তির ন্যায়, চলিয়া আসিতেছে, এবং তাহার প্রত্যেক পদ-ন্যাসে সেই পুরাতনপরিচিত মৃদুমধুর শব্দ হইতেছে। সেতুসংলগ্ন রাজবর্ত্মে দুইশত গজ পথ সেতুর আলোকে আলোকিত। লুইসী ঐ দুইশত গজ পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে, এবং তাহা ডন্‌ষ্টন্ চাহিয়া দেখিয়াছে। সেতুর উপরে অনেকগুলি ল্যাম্প। এইক্ষণ লুইসী, এক একটি করিয়া ল্যাম্প পার হইয়া, ক্রমে ডন্‌ষ্টনের কাছে ঘনাইতেছে। লুইসী বিশ গজ ব্যবধানে পঁহুচিয়া কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়া-ইয়া রহিল, এবং বড়ই পিপাসুনেত্রে ডন্‌ষ্টন্‌কে দেখিতে লাগিল। ডন্‌ষ্টন্‌ও তখন সেই অলোকসামান্যা রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া আপনার নূতন আশা,—নূতন সুখ-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা—নূতন বিবাহের কথা, যেন মুহূর্ত্তকাল সকলই ভুলিয়া গেল।

লুইসীর মাথায় কোন কাপড় নাই। তাহার আজানুপ্রলম্বি নিবিড়-কৃষ্ণ কেশরাশি, কোঁকড়াইয়া কোঁকড়াইয়া, কতক পিঠে, কতক বুকে ও কতক দুই বাহুর উপরে পড়িয়াছে। অঙ্গে লূতাতন্তুর ন্যায় একখানি অতিসূক্ষ্ম শুভ্র আবরণ। তাহার শরীরের সেই হৃদয়োন্মাদিনী রূপপ্রভা সে সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ করিয়া প্রস্ফুটিত চন্দ্রকান্তির ন্যায় শোভা পাইতেছে। ডন্‌-ষ্টন্ দেখিতেছে আর ভাবিতেছে—হায়! আমি এমন দেব-

মূর্ত্তিকে প্রবঞ্চনা করিয়া পৃথিবীর কোন্ সুখের লালসায় কি করিতে যাইতেছি!

রূপের ক্ষণিক মোহে আত্মভ্রান্ত, অথবা আবিষ্টবৎ বিচলিত ডন্‌ষ্টন্ বা'হাতের ক্রাচ্‌টি সরাইয়া রাখিয়া, এবং সেতুর রেলিঙে পৃষ্ঠ ভর দিয়া দাঁড়াইয়া, বহুদিনের পর আজি আবার লুইসীকে প্রেমালিঙ্গনে বুকে লইবার জন্য আপনার দুটি বাহু প্রসারণ করিল; লুইসীও প্রেম-পাগলিনীর মত ঝাঁপ দিয়া আসিয়া ডন্‌ষ্টনের বুকে পড়িল। কিন্তু হায়! এ কি! ডন্‌ষ্টন্ আপনার চক্ষুর সান্নিধ্যে বাহুবেষ্টিতা ও বক্ষঃস্থিতা লুইসীর প্রেমোজ্জ্বল মুখখানি ও ঢল-ঢল চক্ষু দুটি প্রত্যক্ষ দেখিতেছে, অথচ লুইসীর স্পর্শসুখ অনুভব করিতেছে না! ইহার কারণ কি?

ডন্‌ষ্টন্ ক্রমে অধিকতর বিভ্রান্ত হইয়া কহিতে লাগিল,— "লুইসি—লুইসি, তুমি কি সেই লুইসী? আমি তোমায় বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আছি—তোমার আপাদমস্তক সমগ্র মূর্ত্তি চক্ষে দেখিতেছি,—আমার দুই স্কন্ধের উপর তোমার দুখানি বাহু, জ্যোৎস্নাখণ্ডের ন্যায়, এলাইয়া রহিয়াছে, তাহাও দেখিতে পাইতেছি, এবং তোমাকে গাঢ় হইতে গাঢ়তর আলিঙ্গনে হৃদয়ে আকর্ষণ করিতেছি, অথচ তোমার স্পর্শ অনুভব করিতে পাইতেছি না; এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের মর্ম্ম কি?" লুইসী কহিল,—"সেই পুরাতন কথা—মনে নাই কি? —Dead or alive,—জীবিত অথবা মৃত!"

উল্লিখিত কথা ক'টি লুইসীর অধরে এমনই অপূর্ব্বশ্রুত শ্রুতিমধুর অস্ফুট স্বরে উচ্চারিত হইল যে, ডন্‌ষ্টন্ তাহা কানে শুনিল,—না অন্তঃশ্রোত্রে শ্রবণ করিতে পাইল, তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারে না। কিন্তু কথা ক'টি যে সে স্পষ্ট শুনিয়াছে, সে বিষয়ে তাহার কোন সংশয় নাই। গৃহান্তরস্থিত দীপের প্রতিবিম্বিত আলোক অথবা মুক্তবাতায়ন-প্রবিষ্ট চন্দ্রের জ্যোৎস্না যেমন অন্ধকারগৃহে কিছুক্ষণ মানুষের গায়ে থাকে, লুইসীও সেইরূপ তাহার জ্যোৎস্নাময়ী মূর্ত্তিতে কিছুক্ষণ, যেন প্রাণের অতৃপ্ত পিপাসায়, ডন্‌ষ্টনের গায়ে লাগিয়া রহিল। ঊর্দ্ধে কোটি কোটি নক্ষত্র, অনন্তদেবের অনন্তকোটি নেত্রের ন্যায়, উন্মীলিত; অবনীতে—নয়নের নিম্নপ্রদেশে, সেই কম-স্রোতা স্রোতস্বিনী আপনার স্রোতোবেগে নিয়ত কল-কলায়িত। চারিদিকে সংসার নিস্তব্ধ। কিন্তু বুকের উপরে 'প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমানা' সুগন্ধিসুশীতল-জ্যোৎস্নাগঠিতা দেব-ললনা। সংশয়ের অণুমাত্রও সম্ভাবনা নাই; কেন না, ডন্‌ষ্টনের চক্ষু তখনও লুইসীর চক্ষুর উপরে। লুইসীর নয়নে এইক্ষণ আর অশ্রু ঝরে না,—মুখখানিতেও মালিন্যের রেখামাত্র নাই। তবে কি লুইসী মরিয়া দেবতা হইয়াছে? দেবতা না হইয়া থাকিলে, তাহার স্পর্শ অনুভূত হইতেছে না কেন?

ডন্‌ষ্টন্ যে কালে এইরূপ চিন্তায় মগ্ন, সেইকালে, দৃঢ়কায় বলিষ্ঠ পুরুষের পদশব্দের ন্যায়, কএকটি বল-ক্ষিপ্ত পদন্যাস-শব্দ ডন্‌ষ্টনের শ্রুতিগোচর হইল। লুইসীর জ্যোৎস্না-

মূর্ত্তিও সেই সময়ে,—বুঝি বা অনন্তকালের তরে—ডন্‌ষ্টনের বক্ষঃস্থলের উপরেই, দেখিতে দেখিতে তিরোহিত হইল অথবা যেন শূন্যে মিশিয়া গেল। ডন্‌ষ্টন্ আবার কি কখনও সে দেবমূর্ত্তির দর্শন পাইবে? বোধ হয়, না। তেমন প্রেম ও প্রেম-লীলার তেমন সতীসঙ্গসুখ কি কখনও কুৎসিত-লালসাশূন্য, কঠোর-পবিত্র দীর্ঘ তপস্যা ভিন্ন মনুষ্যের আয়ত্ত হইতে পারে?

"অবাপ্যতে বা কথমন্যথাদ্বয়ম্
তথাবিধং প্রেম" সতী চ তাদৃশী।

ডন্‌ষ্টন্ ভীরু পুরুষ নহে। কিন্তু সেই শূন্য সেতুর উপরে সে এইক্ষণ ভয়ে থর থর কাঁপিতেছে। তাহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিয়াছে—শরীরের রক্ত, বরফের মত, যেন শীতল ও জমাট হইয়া যাইতেছে। সে বড় কষ্টে, বব্—বব্—বব্ বলিয়া ডাকিয়া উঠিল। বব্ দৌড়িয়া কাছে আসিলে ডন্‌ষ্টন্ জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার কাছ দিয়া কেউ সেতুর উপরে আসিয়াছেন কি?"

বব্।—"হাঁ, এই ত মিস্ লুইসী আসিয়াছিলেন।"

ডন্‌ষ্টন্।—"তুমি তাঁহাকে চক্ষে দেখিয়াছ?"

বব্।—"আমি তাঁহাকে চক্ষে দেখি নাই, কিন্তু তাঁহার পায়ের সেই চিরপরিচিত শব্দ স্পষ্ট শুনিয়াছি। তিনি যখন সেতুর নিম্নবর্ত্তি প্রস্তরবর্ত্মে ক্রমে আপনার দিকে চলিয়া আসিয়াছেন, আমি তখন তাঁহার পদ-শব্দ শুনিয়াছি। তার

পর, যখন তিনি সেতুর উপরে উঠিয়া হাঁটিয়া গিয়াছেন, আমি তখনও তাঁহার প্রত্যেক পদ-ন্যাস-শব্দ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। সহস্র লোকের পদ-ক্ষেপ-শব্দের মধ্যে আমি তাঁহার পদ-ক্ষেপ-শব্দ চক্ষু বুজিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। চলুন, এখানে আর এ সকল কথার আলোচনা করিয়া কাজ নাই—বাড়ীতে চলুন। যিনি আপনার কাছে আসিয়াছিলেন, তিনি হয় ত লোকান্তরিতা মিস্ লুইসীর ছায়ামূর্ত্তি।”

ডন্‌ষ্টন্ পূর্ব্বেই সমস্ত বুঝিয়াছিল; এইক্ষণ ববের কথায়, কি দেখিয়াছে এবং কি শুনিয়াছে, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পাইয়া, তাহার বাথ্‌চেয়ারের সাহায্যে, ভীতিবিহ্বল চিত্তে বাড়ীতে চলিয়া গেল; এবং রাত্রির অবশিষ্ট সময়টুকু ববের সঙ্গে শুধু ঐ এক প্রসঙ্গেই বিবিধ প্রণালীতে আলাপ করিয়া অতিবাহিত করিল।

রাত্রি প্রভাত হইল। প্রাতঃকার্য্য সমাপনের জন্য কিঞ্চিন্মাত্রও অপেক্ষা না করিয়া ডন্‌ষ্টন্ তাহার একটি বিশ্বস্ত বন্ধুকে লুইসীর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল। পাঠকের মনে থাকিতে পারে, সে বাড়ী ইদানীং একটুকু দূরে, এবং ডন্‌ষ্টন্ মিস্ কিরীর ভয়ে, ববকেও সে দিকে সংবাদ লইতে পাঠায় না। সুতরাং লুইসীর কোন সংবাদই জানে না। বন্ধু কিছুক্ষণ পরে বিষণ্ণবদনে ফিরিয়া আসিল এবং বলিল,—

“যাহা মনে করিয়াছ, তাহাই সত্য। আজি তিন মাস হইল তোমার লুইসী লিবারপুল নগরে জ্বর-বিকারে তনুত্যাগ

করিয়াছেন। তিনি, স্বর্গপ্রয়াণের পূর্ব্বে, তিন চারি ঘণ্টাকাল, আত্মবিস্মৃতবৎ অনেক প্রলাপ বলিয়াছেন। প্রলাপের মধ্যে তাঁহার মুখে পুনঃ পুনঃই একটি বিশেষ কথা ফুটিয়াছে,—লুইসী বারেবারেই বলিয়াছেন,—

"Dead or alive—Dead or alive—জীবিত বা মৃত—জীবিত বা মৃত! আমি সেখানে যাইতে পারিব ত?—হা! আর একবার তাহাকে দেখিতে পাইব ত?"

যাহারা আশে পাশে থাকিয়া পরিচর্য্যা করিয়াছে, তাহারা, লুইসীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হইলেও, পরিবারস্থ লোক নহে। তাহারা এ বাক্যের কিছুই অর্থ বোঝে নাই; কিন্তু লুইসী শুধু ঐ এক কথাই, মুমূর্ষুর আকুলকণ্ঠে, আর্ত্তস্বরে পুনঃ পুনঃ কহিয়াছে,—

"Dead or alive!—Dead or alive,—জীবিত বা মৃত—জীবিত বা মৃত! আমি আবার সেখানে যাইতে পারিব ত?—হা! আর একবার তাহাকে দেখিতে পাইব ত?"

ডনষ্টন্ মাথা হেঁট করিয়া সমস্ত শুনিল,—শুনিয়া আবার শয্যার আশ্রয় লইল। তাহার বন্ধুজনেরাও কিছুদিন নিতান্ত চিন্তাকুল-চিত্তে তাহার পরিচর্য্যা করিতে বাধ্য হইল। ডনষ্টন্ যখন আরোগ্য লাভ করিল, তখন হইতে সে সর্ব্বাংশে এক নূতন মানুষ। তাহার দুনয়নে, দিন কএক, ক্ষণে ক্ষণে, প্রীতি, অনুতাপ ও করুণার মিশ্রণজনিত অন্তর্দ্দাহের ধারা বহিল। পার্শ্বচর সুহৃজ্জনেরা, তাহার "হা করুণাময়" প্রভৃতি অন্তর্ব্বিদারি কাতর

শব্দে এবং তাহার প্রতপ্ত দীর্ঘশ্বাসে, কিছুদিন হৃদয়ে ক্লেশ অনুভব করিল। তাহার জীবনের প্রতিহত স্রোতও সেই হইতে আর এক দিকে প্রবাহিত হইয়া আর এক ভাবে চলিল। ঈশ্বরে তদ্গত-ভক্তি এবং পরলোকে প্রত্যক্ষদর্শনবৎ প্রগাঢ় বিশ্বাস তাহার নূতন জীবনের দুই প্রধান সূত্র হইল। ডনষ্টন্ একটুকু অভিমানী লোক ছিল। তাহার সমস্ত অভিমান এবং স্বার্থনিষ্ঠ সাংসারিকতার কঠোর ভাব একবারে বিধ্বস্ত হইয়া প্রীতিস্নেহের মধুরতা, নম্রতা ও দৈন্যে পরিণত হইল।

পাঠককে এই কাহিনীর উপসংহারে এই মাত্র বলিতে পারি যে, ডনষ্টন্ আর বিবাহ করে নাই, এবং সেই হাল্‌নগরে থাকিয়া সৈনিক বিভাগে কার্য্য করিতেও চিত্তে অধিক কাল আর স্ফূর্ত্তি পায় নাই। পারলৌকিক-জগতের সত্যতা বিষয়ক বিবিধ আলোচনার উপলক্ষে, তাহার সহিত কালে বিখ্যাতনামা ষ্টেড্ সাহেবের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল।

এখানে দুইটি প্রশ্ন আছে। ডনষ্টনের প্রেম-জীবন যদি পাপে কলুষিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, লুইসীও ত কিয়দংশে সেই পাতকের অংশিনী! এমন অবস্থায় সে, দেহত্যাগের পর, জ্যোৎস্নাশীতলা দেব-মূর্ত্তি লাভ করিয়া দেব-ধামে স্থান পাইল কি প্রকারে? উত্তর—লুইসীর হৃদয় নিঃস্বার্থ নির্ম্মল;—স্বচ্ছপাত্র-সংস্থিত পবিত্র গঙ্গাজলের ন্যায়, প্রেমে টল-টল। দেবতারা মানুষের বাহিরের আবরণ দেখেন না; তাঁহারা দেখেন অভ্যন্তরীণ

হৃদয় অথবা অন্তরাত্মার ক্রিয়া। তাঁহারা মনুষ্যের পরীক্ষা করেন হৃদয়ের নিঃস্বার্থতা ও নিষ্পাপ-নির্ম্মলতার পরিচয় লইয়া। লুইসী সে অংশে যে দেবতুল্যা, তাহা কি কেহই অস্বীকার করিতে পারে? অপিচ, লুইসীর হাতে ডন্‌ষ্টনের স্বাক্ষরিত একখানি অঙ্গীকারপত্র ছিল। সে, বিষয়াসক্ত যুবতীদিগের নিত্য ব্যবহার্য্য তাদৃক্‌ প্রবল অস্ত্র হাতে থাকা সত্ত্বেও, আইন কানুনের আশ্রয় না লইয়া, তদীয় প্রেমাস্পদের মনঃকল্পিত সুখ-সৌভাগ্যের জন্য যে ভাবে আপনাকে কিংবা আপনার প্রাণটাকে বলিদান করিয়াছে, তাহা কি মানব-জগতে সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে? এইরূপ অভাবনীয় ত্যাগ-স্বীকার দেবতার চক্ষে এক, মনুষ্যের চক্ষে অপর। দেবতার বিচারে অমলা, কোমলা, আত্মোৎসর্গশীলা লুইসী প্রথম হইতেই দেবতা।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—ডন্‌ষ্টন্ সেতুর উপরে যে কএকটি অদৃশ্যমূর্ত্তির পদশব্দ শুনিয়াছিল, তাঁহারা কে? উত্তর—তাঁহারা নিশ্চয়ই লুইসীর পরিরক্ষক ও পরিচালক দেব-পুরুষ। যাহারা হৃদয়ে ও মনে নিষ্পাপ এবং ঈশ্বরে ভক্তিমান্, দেবপুরুষেরা তাহাদিগের রক্ষকতা করিতে ভালবাসেন। সম্ভবতঃ, তাঁহাদিগেরই একজনে লুইসীর কাছে ইতঃপূর্ব্বে দর্শন দান করিয়া ডন্‌ষ্টনের শারীরিক বিপৎ-সম্ভাবনা প্রভৃতি ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। দেবতারা, নানাসূত্রে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, এবং মানব-জীবনের অনন্তকার্য্যে বিধিনিয়তির নির্দ্দেশ-রেখা কর্ম্মফলে সংঘটিত করাইয়া, মনুষ্যের মঙ্গল সাধন করেন। কিন্তু মনুষ্য

চক্ষুঃসত্ত্বেও অন্ধ, কর্ণ সত্ত্বেও বধির। পৃথিবীর লালসাকুল মনুষ্য দেব ও ধর্ম্ম এই দুইকেই এড়াইয়া চলিতে অথবা ভুলিয়া থাকিতে নানাপ্রকারে প্রয়াসপর রহে। কিন্তু এই পৃথিবী, যে সকল মহাপুরুষের পদ-রেণুলাভে সময়ে সময়ে কৃতার্থতা লাভ করিয়াছে, দেব-ধর্ম্ম লইয়াই তাঁহাদিগের উচ্চ জীবন অতিবাহিত হইয়াছে। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে দেব-পুরুষ-দিগকে নিত্যসঙ্গী সুহৃজ্জনের ন্যায় সতত চক্ষে দেখিয়াছেন।

সম্পূর্ণ।